Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

757

1/167

3/141

শ্রীরামদাস প্রতিভা

LIBRARY
No. 757 1/167
Sri Sri ... Ashram
BANARAS 3/141

রামকিঙ্কর দাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/141
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামদাস প্রতিভা

[বিংশ শতাব্দীর 'নাম-সংকীর্তন-যজ্ঞের' নব-উদ্গাতা
শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সহ
(তাঁর) বিশ্বতোমুখী প্রতিভার
সংক্ষিপ্ত দিক্‌দর্শন]

LIBRARY
No. 3/141
Sri Sri ... Ashram
BANARAS

'দিক্‌দর্শন সংস্করণ'

অংহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

রামকিঙ্কর দাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ ঃ
"মহাবিষুব-সংক্রান্তি" ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
ইং. ১৪ই এপ্রিল ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ

এই তিথিটিতে—

(রামদাস) মহাবীর হনুমানের আবির্ভাব

আর,

ভজ-নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই 'নাম দাতা'—শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের আবির্ভাব

প্রকাশনে ঃ
শ্রীগুরু কৃপা-প্রেরণায়
শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী—রামকিঙ্কর দাস
'তারাস মন্দির' পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

বাবাজী ম'শায়ের কথা আছে,—

"রাজপথের গাছ তলায় দাঁড়িয়ে কেউ আমার গাছ ব'লে দাবী ক'র্‌লে কলহ হয়, রাজা কি সে কথা শোনে? তিনি বলেন,—

পথের গাছ সবারই, ওর 'ছায়া' ওর 'ফুল' ওর 'ফলে'
সবারই সমান অধিকার। নষ্ট ক'রলেই দোষী

ভক্তি পথে যারা এসেছেন, তাঁরা তাঁরই তৈরী গাছ, তিনি যতদিন রাখ্‌বেন, ততদিন সকলেরই।— তবে তুমি যদি তোমার বাগানে লাগাতে চাও ওর বীজ নিয়ে যাও।"

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঞ্যা কর্ত্তৃক ২৪, তারক প্রামাণিক রোড হইতে কলিকাতা—৬
"শ্রীময়ী প্রিন্টার্স" হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীলরামদাস বাবাজী মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... [illegible]
[illegible] Anandamayee Ashrama
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/141

LIBRARY
No... 757
Shri ... Ashram
BANARAS

1/147

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা

'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া।
তুমি তো আমার রহিবে॥
বহিবারে যদি নাহি পারি ভার।
তুমি ত 'বন্ধু' বহিবে॥
'কলুষ' আমার 'দীনতা' আমার।
তোমারে আঘাত করে শতবার॥
আর কেহ যদি না পারে সহিতে।
তুমি ত 'বন্ধু' সহিবে॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্পণ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

বিজ্ঞানের 'উন্নতি' ও 'আনন্দ-দানের' সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন 'ভয়'ও বেড়ে চ'লেছে; ফলে, আজ বিশ্ববাসী 'পথহারা,' 'দিশেহারা' ও 'অশান্ত'।

—এ গ্রন্থের সঙ্কলন 'অভয়-সুখের' সন্ধানে।

শ্রীগুরু-করুণার কণাভোজীদের আনুগত্যে

রামকিঙ্কর দাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/141

মঙ্গলাচরণম্

কৃপা কণিকয়া যস্য মন্দঃ কৃতার্থতামিয়াৎ।
তং বন্দে শ্রীগুরুং দেবং করুণাবরুণালয়ম্॥

সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ—
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
শ্রীগৌরাঙ্গগুণস্মৃতে র্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমরজ্জুবদ্ধং গৌরেতি গায়কম্।
গৌরপ্রেম্না সদামত্তং পাষণ্ডানাং হৃচ্ছোষকম্।
সুনৃত্য গীতহাস্যাদি পুলকাশ্রুসুকম্পিতম্।
নিত্যানন্দং নমামি তং পদ্মাবতীসুতং প্রভুম্॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা—
কৃতগ্রন্থি-শ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্॥

বধ্নন্ প্রেমভর প্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেবহি জগন্নাথং দিদিক্ষুর্গতা
যা তৈ র্গৌরতনু র্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন গৌরাঙ্গাৎ কশ্চিৎ জগতি পরইষ্টঃ ক্বচিদপি"ঃ

উপহার

(১)

ভাল বাস্‌তে যদি হয়—
তাকেই শুধু বাস্‌বো ভাল
যে জন দয়াময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ নবধারা প্রবর্ত্তকম্।
নিত্যানন্দ রসস্নাতং রামদাসং প্রভুং ভজে॥

ভাগবতে,—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"
স্বরূপেতে, শ্রীগৌরাংগ শচীসুত॥

শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া জয় গৌরহরি।
গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়া নদীয়া-বিহারী॥
প্রভু রামদাস কৃপা প্রভাব কারণ।
অনুপম গৌর নাম করি ভাই গান॥
যখন গৌর জন্ম নিলেন শচীর উদরে।
নদীয়ার সর্ব্বলোক হরিধ্বনি করে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি গ্রহণের কালে।
উদিলেন 'গৌরচন্দ্র' নদীয়ার ভালে॥
'গৌরের' আবির্ভাব নিম্ব বৃক্ষ তলে।
হরিধ্বনি করাইল গ্রহণের ছলে॥
রাখেন নিমাই নাম 'শ্রীবাস-গৃহিণী।
'শচীমাতা' নাম রাখেন সোণার-বাছনি॥
গোরাচাঁদ নাম রাখেন 'সীতা-ঠাকুরাণী'।
নদীয়ার চাঁদ বলে 'নদীয়া-বাসিনী'॥
'সর্ব্বজয়া' নাম রাখে শচী-প্রাণধন।
'চন্দ্রশেখর' নাম রাখে নিঠুর-নিজ-জন॥
'জগন্নাথ মিশ্র' ডাকেন বাপ-বিশ্বম্ভর।
শচীসুত নাম দেন 'অদ্বৈত-ঈশ্বর'॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বিশ্বরূপের' প্রিয়নাম গৌর-দিগম্বর ।
রাজ চক্রবর্ত্তী নাম রাখেন 'নীলাম্বর' ॥
দাদাঠাকুর নাম রাখে নফর 'ঈশান' ।
'শ্রীরাম' রাখিল নাম গৌর ভগবান ॥
'পণ্ডিত-মণ্ডলী' বলেন জগন্নাথ-সুত ।
'আত্মীয়-স্বজনে' বলেন শচীদেবীর পুত ॥
গৌরহরি নাম দিলা 'বৈষ্ণব-সজ্জনে' ।
হরিবোলা নাম রাখে 'সর্ব্ব-সাধারণে' ॥
'দৈবজ্ঞ' রাখেন নাম শ্রীবিশ্বম্ভর ।
'নদেবাসী' নাম দেন শচীর কুমার ॥
'শ্রীবাস' রাখেন নাম উদ্ধত-চূড়ামণি ।
'মুরারি' রাখেন নাম দুষ্ট শিরোমণি ॥
'হিরণ্য' রাখিল নাম বাল-নারায়ণ ।
'শুক্লাম্বর' নাম রাখে সত্য-সনাতন ॥
'বংশীবদন' নাম রাখেন গৌর বংশীধারী ।
'নকুল ব্রহ্মচারী' ডাকে গৌর-বনয়ারী ॥
নদীয়ার-রাজা বলে 'ধনী-মহাজনে' ।
নিমাই পণ্ডিত বলে 'পড়ুয়ার-গণে' ॥
'মুকুন্দ-সঞ্জয়' ডাকে গৌর-রাজপুত্র ।
'চাঁদকাজি' নাম রাখে সর্ব্ব লোক মিত্র ॥
'বুদ্ধিমন্ত' নাম দিল রাজ-রাজেশ্বর ।
শচীর-ছাওয়াল বলে 'কতেক নারী-নর' ॥
'তৈর্থিক-বিপ্র সত্যভানু-উপাধ্যায়' ।
গৌরাঙ্গ-গোপাল নাম ধ্যানেতে ধেয়ায় ॥
'বিদ্যানিধি' নাম দিল রাধা-কান্তি-ধারী ।
'মুকুন্দের' প্রিয় নাম গৌরাঙ্গ মুরারি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌর-গোপাল নামে পূজে 'সেন-শিবানন্দ'।
প্রাণবঁধুয়া নাম রাখে 'শ্রীনয়নানন্দ'॥
'দেবানন্দ' নাম দিল অপরাধ-ভঞ্জন।
'গোবিন্দ' রাখিল নাম গৌর-নিরঞ্জন॥
'নদীয়া-পণ্ডিত' বলে তর্কচূড়ামণি।
'শঙ্কর' রাখিল নাম নবদ্বীপ-মণি॥
'নন্দন আচার্য' রাখে গোরাবনচারী।
শ্রীবাসাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী॥
অন্তর্যামী নাম রাখে 'পণ্ডিত-রামাই'।
'শ্রীনিধি' রাখিল নাম গৌরাঙ্গ-গোঁসাই॥
'রাঘব-পণ্ডিত' বলে আচারী-গৌরাঙ্গ।
সদাচার যার গৃহে কভু নহে ভঙ্গ॥
'বাচস্পতি' নাম রাখে প্রিয়দরশন।
'নাগর ঈশান' বলে পৈতা-ছেঁড়া-ধন॥
জাতিনাশা-বিপ্র বলে 'যতেক ব্রাহ্মণ'।
'নবশাখে' নাম দিল সত্যনারায়ণ॥
কোন্দলকারী মোচাচোর ডাকেন 'শ্রীধর'।
বাপের-ঠাকুর ডাকে 'কবি-কর্ণপূর'॥
সংকীর্ত্তন-সুলম্পট 'নরহরি' ডাকে।
জগতের-গুরু-গোরা বলে 'সর্ব্বলোকে'॥
'ন্যায়-শিরোমণি' ডাকে সরস্বতী-পতি।
'বাসুঘোষ' বলে গোরা মোর-প্রাণপতি॥
'অচ্যুতানন্দ' নাম রাখে তত্ত্বের-অবধি।
'কৃষ্ণ-মিশ্রের' প্রিয়নাম গৌর-গুণ-নিধি॥
একাদশী-তত্ত্ব-সার 'বলে জগদীশ'।
'নিত্যানন্দ' ডাকে গোরা মোর-প্রাণাধীশ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দুঃখী-তাপী' নাম দিল কাঙ্গালের-ঠাকুর।
'প্রতিবেশী-নারী' বলে লক্ষ্মীর-ঠাকুর॥
রূপের-সাগর বলে 'যত রূপবান'।
'নদীয়া-নাগরী' বলে রমণীমোহন॥
'গদাধর' বলে গোরা মোর-প্রাণনাথ।
'কাঞ্চনাদি সখী' বলে বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ॥
গৌর-গোপাল নাম রাখে 'প্রবীনা রমণী'।
নদীয়া-নাটুয়া বলে 'যুতেক তরুণী'॥
নদীয়া-বিনোদ নামে 'যুবতীর' রতি।
নদীয়া-নাগর বলে 'কতেক যুবতী'॥
'নদীয়া-কিশোরী' ডাকে সুন্দর-নিমাই।
'কেহ কেহ' বলে তাকে বিশ্বরূপের-ভাই॥
'জগাই মাধাই' ডাকে অগতির-গতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ডাকে 'কেশবভারতী'॥
'রামানন্দ' নাম রাখে নিতাই-জড়িত।
যা দেখি সে গোদাবরী তীরে মূরছিত॥
'গোপাল ভট্ট' নাম রাখে নৃত্য-গোপাল।
'বেঙ্কট ভট্টের' প্রিয় নাম শ্রীগৌরাঙ্গলাল॥
'বারমুখী বেশ্যা' রাখে অস্পৃশ্যা-পাবন।
ভট্টমারী হ'তে কৃষ্ণদাস উদ্ধারণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত-গুণধাম।
'শ্রীসার্ব্বভৌমের' দেওয়া এই মধু নাম॥
সর্ব্ব-অবতার-সার করুণা-নিধান।
'সাঠীর-মা' রাখিল নাম অমোঘ-উদ্ধারণ॥
প্রতাপরুদ্র ত্রাতা নাম বিখ্যাত জগতে।
অটল বিশ্বাস 'যার' সচল জগন্নাথে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানভঞ্জন রসরাজ গৌরকল্পতরু।
'জগদানন্দের' প্রিয়নাম বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
দণ্ডগ্রাহী নাম দিল 'পণ্ডিত দামোদর'।
'আচার্য্য গোপীনাথ' বলে সর্ব্বগুণাকর॥
'স্বরূপ' রাখিল নাম রসের-পাথার।
তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন গৌর-সঙ্গ-সার॥
'প্রকাশানন্দের' প্রিয় নাম কপট-সন্ন্যাসী।
'তপন মিশ্র' নাম রাখেন যুগল-বিলাসী॥
জীবের-জীবন-গোরা বলে 'সাধুজনে'।
বিবর্ত্ত-বিলাস-গোরা গায় 'রাম-গণে'॥
'ঠাকুর হরিদাস' ডাকেন নিতাই-উল্লাসী।
'ব্রজের বৈষ্ণবে' রাখেন শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসী॥
শ্রীরূপ-হৃৎকেতন গায় 'রামদাস'।
শ্রীসনাতনের-গতি পূর্ব্বের প্রকাশ॥
'প্রভু রাম' ভণে শ্রীজীব-জীবন-ধন।
শ্রীদাস রঘুনাথের সাধনের ধন॥
'বিজলীখান্' নাম রাখে সবার-জিন্দাপীর।
'কীর্ত্তনীয়' নাম দিলা নাদ-গম্ভীর॥
'পুরীবাসী' নাম দিলা সচল জগন্নাথ।
'কাশীবাসী' সবে ডাকেন গৌর-বিশ্বনাথ॥
'ব্রজবাসী' নামে রাখে কলিযুগ-কৃষ্ণ।
'রঘুনাথ ভট্ট' রাখেন পরতত্ত্ব-ইষ্ট॥
রসরাজ নাম দিল 'রসিক সকলে'।
নিতাই-রমণ-গোরা 'রামদাস' বলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
(আমাদের) এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম॥
শ্রীশচীসুত গুণধাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য —শ্রীশচীসুত গুণধাম
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রাণ ভ'রে বল ভাই — ঐ
সীতানাথের আনা নিধি — "
নদীয়া বিনোদিয়া — "
প্রাণ শচীদুলালিয়া — "
শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া — "
মুকুন্দ নয়নানন্দ — "
চন্দ্রশেখর প্রাণেশ্বর — "
নদীয়া সুধাকর — "
শ্রীধর সনে কোন্দলকারী — "
শ্রীধরের মোচাচোর — "
নন্দন আচার্য্যের হৃদয়ানন্দ — "
মুরারির প্রাণ গোরা — "
বাসুদেবের সর্ব্বস্ব — "
নদীয়া-জীবন গোরা — "
গদাধরের প্রাণবঁধুয়া — "
নরহরির চিতচোর — "
শ্রীসনাতনের গতি — "
শ্রীরূপ হৃৎকেতন — "
শ্রীলোকনাথের হৃদ্-বিহারী — "
শ্রীগোপাল ভট্টের পরাণ — "
ভট্টরঘুনাথের প্রাণনাথ — "
শ্রীজীব-জীবন-ধন — "
দাস রঘুনাথের সাধনের ধন — "

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপ্রকাশানন্দের নয়নানন্দ	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
কাশী মিশ্রালয় বাসী	"
শ্রীসার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা	"
অমোঘের প্রাণদাতা	"
রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী	"
স্বরূপের সর্ব্বস্ব	"
রামরায়ের চিতচোর	"
কাশীনাথের প্রাণনাথ	"
গম্ভীরার গুপ্তনিধি	"
ঠাকুর হরিদাসের বাসনা পূরণকারী	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমাদের প্রভুনিতাই পাগল করা	"
আমাদের পাগলের প্রাণধন	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

("বাবাজী ম'শায়")

মহাতুষ্ট 'গোরা' নামে গৌর গুণধাম।
'সিদ্ধ চৈতন্যদাসের' এই প্রিয়নাম ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাই আর ॥
যেই নাম সেই 'গোরা' জানিহ নিশ্চয়।
'নামের' সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
প্রভু 'রামদাস পদ' করিয়া স্মরণ।
গৌরগুণ স্মরি সদা করি ভাই গান ॥
শ্রীগুরু স্মরণে মতি রাখি সর্ব্বক্ষণ।
'গৌর' নাম কর ভাই, অবিরত গান ॥
'গৌরাঙ্গ-মধুর-নাম' যে করে পঠন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ঘাটিকা

১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দে অবধূত নিত্যানন্দ এবং ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে শচী-দুলাল গৌরহরির আবির্ভাব। তখন দেশের রাজশক্তির পেষণে ও সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্কীর্ণতা, ঘৃণা ও অবহেলায় এবং তান্ত্রিকতার অনাচারের প্রাবল্যে বাংলার সাধারণ মানুষ চরম দুর্দ্দশা ও হতাশীয় দিশেহারা।

সেই দুর্দিনেই চাঁদ নিতাই এবং গৌরহরি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ও স্বকারুণ্যে 'সমাজে' 'ধর্মে' ও 'রাজনীতিতে' যে বলিষ্ঠ অপ্রতিহত সমাজ বিপ্লব এনেছিলেন সে সব দিক্ এ যাবৎ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত না হলেও সমাজে অবহেলিত, পতিত, দুর্গত, দুর্জনদিকেও আপন করার যে প্রেম, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

এঁদের লোকালোক প্রতিভার সার্থক 'বাহক' ও 'ধারক' **নামময়-জীবন শ্রীলরামদাস বাবাজীমহাশয়** ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আবির্ভূত হ'য়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে যান ১৯৫৩-এ।

তাঁর আবির্ভাব কালে একদিকে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রবল প্রচারে ভারতের মানুষ সেই পবিত্র ঐতিহ্য বিস্মৃত, অন্যদিকে হিন্দু সমাজ জীর্ণতার খোলস আঁকড়ে ধ'রে, অনাচারে আর তথাকথিত ধর্মীয় অপপ্রচারে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলেছিলো। তেমনি সমাজে এসে যে প্রতিভাধর পুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে চিহ্নিত করার দিন তাঁর প্রকট কালে সম্ভব হয় নি। তাঁর অপ্রকট দিনে ভারতবাসী সবিস্ময়ে দেখ্‌লো—

সংবাদপত্রের দুন্দুভি নাদে যাঁর প্রতিষ্ঠা হয় নি, রাজনীতির জুয়াখেলায় যাঁর সাধনা ছিল না, জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী দিয়ে যাঁর প্রশস্তি রচনা করা হয়নি, ধার্মিক সমাজের বাদ-প্রতিবাদে যাঁর প্রতিপক্ষ নাই, সামাজিক মর্য্যাদা লাভের আসরজমান বৈভব যাঁকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি, সেই পুরুষপ্রবর আজ কোন্ শক্তির প্রভাবে অসংখ্য নরনারীর নয়নজলে স্নাত দীপ্ত ?

বাবাজীম'শায় অনেকের কাছে একজন উচ্চস্তরের নাম কীর্তন সাধক ও গায়ক মাত্র। এই উক্তি তাঁদেরই, যাঁরা তাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্যের বহু দূরে অবস্থান ক'রেছিলেন। তাঁরা তাঁর 'সঙ্গে-প্রসঙ্গে'র কথা আলাপ অতি হালকা ভাবে শুনেছিলেন। বাবাজী মশা'য় কোনদিনই জন-রঞ্জনের জন্য ভাবালুতার উদ্দীপক রস-কীর্তন, পালা-কীর্তন বা পদ-পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি কোন কীর্তনই করেন নি। **তিনি শুধু চোখের জলে মুখ-বুক ভাসিয়ে জন-হৃদয়ের বেদীমূলে পতিতের-বন্ধু পরম-দয়াল নিতাই-গৌরের গুণ গাথাই প্রচার ক'রেছিলেন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ গুণ মহিমা গাইতে গাইতে কেঁদে কেঁদে করজোড়ে ব'লেছিলেন—

"ভাইরে তোদের পায়ে পড়ি একবার বল গৌরহরি"

এ আকুতির কি প্রয়োজন ছিল তাঁর্? যেখানে অন্নের বুভুক্ষা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, এতটুকু বাসভূমির অভাবে মানুষ পথের কুকুরেরও অধম, সেখানে ঐ ভাষায় কাঁদবার কি প্রয়োজন ঘ'টেছিল তাঁর্?

হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল, আজও আছে। হৃদয়ের প্রেম সম্পদ দিয়ে, মহৎ ধনের অধিকারী করা—**"এই ছিল তাঁর বিপ্লব।** মস্তিষ্কের বিচার বুদ্ধির ঐন্দ্রজালিক প্রতিভা, কোন প্রাণে সাড়া দেয় না, সে অসাড়-বাণী আজ দিকে দিকে নৈরাশ্যের ত্রাস্ই সঞ্চার ক'রেছে।

যেখানে দেহাত্মবাদের লালসার আগুনে মানুষের মন পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানে ঘরে ঘরে অন্নের রাশি জমে উঠলেও হাহাকার যাবে না। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিস্কারে দেশের অত্যুন্নতি ঘটলেও হানাহানি বন্ধ হবে না। অনুভূতিহীন শিক্ষায় মানব-সমাজ এক ধরণের সুশিক্ষিত হলেও কৌটিল্যের ঘূর্ণাবর্তের দুর্ব্বিপাক মিটবে না। ঠিক্ সেইখানেই প্রয়োজন এই আত্মিক সম্পদের বিতরণ। সে সম্পদ প্রেমের সম্পদ। সে প্রেম হৃদয়ের আবেগ অনুরাগে ভরা।

নিজের মধ্যে সে প্রেমের সম্পদ সঞ্চিত না হ'লে কাউকে তা দেওয়া যায় না। বাবাজী ম'শায় সেই প্রেমবলে বলীয়ান হয়ে অপরের হৃদয়ের বিপরীত প্রবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধেই বিপ্লব ক'রেছেন।

এ বিপ্লবের ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে, মানুষের কানে কানে আপনা আপনি বেজে ওঠে। ফলে, তারা অসাবধানেও ফিরে দাঁড়িয়ে শোনে, নিজ নিজ মনে প্রশ্ন করে,—'এ কার্ বাণী? এ বাণীর মূল উৎস কোথায়? এ বাণী কেন হৃদয়কে নাড়া দেয়? এ তো সুপ্ত মনের জাগ্রত বাণী।'

—সেই বাণীর উদ্গাতা বাবাজী ম'শায় পথে পথে কাঙ্গালের মত ফিরে ফিরে দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে কেঁদে ব'লছেন—

নিতাই আমার পতিত খোঁজে,
আয় আয় বলে কেঁদে কেঁদে,—নিতাই আমার পতিত খোঁজে,
দুই বাহু বাড়ায়ে বুকে তাদের জড়ায়ে ধ'রে—
নিতাই আমার পতিত খোঁজে'

নিত্যানন্দ প্রেম সম্পদ ব্যতিরেকে জীবের কোথাও শান্তি নেই। সে শান্তির অভাব আজ সারা বিশ্বজুড়ে চ'লেছে। তাই পতিতের ত্রাণকারী ও দরদী-বন্ধু, নিতাইচাঁদের কাছে তাঁর 'অভিমান', আর মানবের দুয়ারে দুয়ারে 'অভিযান'। বাবাজী ম'শায় সেই অভিযানেই নিজের অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখে তাঁর বেদনার জল, হৃদয়ে ভালবাসার উৎস, আর তার সঙ্গে নিরভিমান সাবলীল গতি। এ হোলো তাঁর সহজ সম্পদ।

গৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্মে তিনি সুগভীরভাবে প্রবেশ ক'রেছিলেন। নিতাই গৌরের ভাব সম্পদের মর্মবস্তুকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন। তাই শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমশিল্পের প্রতিভার সঙ্গে তাঁর অনুভূত রসের বিচিত্র সমন্বয় ঘ'টেছে।

মনে প্রাণে আচরণে তিনি কাঙ্গাল দীন-হীন সেবক। তাই 'নাম-সাধনায়' 'গুরু আনুগত্যে' 'বৈষ্ণব আচারে' 'অমান্য হ'য়ে প্রতিটি ব্যক্তিকে মান্ দানে' 'প্রাচীন তীর্থের সম্মাননায়' 'লুপ্ত তীর্থের নানা স্থানাদির উদ্ধারে' 'অবহেলিত জন সমাজের অভাব মোচনে' 'অকৈতব দানে'—এমন একটি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বজনগ্রাহী আবেদন অন্তর্নিহিত থাকত, যা জাতি ধর্ম এবং কাল নির্বিচারে এক নূতন বিপ্লবের সূচনা। তাঁর এই প্রতিভাই সকলকে মুগ্ধ ক'রেছে।

সমর্পিত-চিত্তের-মূর্ত-রূপ—বাবাজী মশা'য় তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠধ্বনির স্বর বিতানে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের রোল, বাংলার তথা ভারতের নর-নারীর হৃদয়ে ও কর্ণে ঢেলে দিয়েছেন। শ্রীহরি সংকীর্তনই যে ভারতের মৌলিক সাধনা তা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের কাছে বিশেষ শক্তি সঞ্চার ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর সংকীর্তনে 'বৈয়াকরণ' দেখেছেন, অপূর্ব্বতা, স্ফোটবাদ ও শব্দের নিত্যতা, 'মীমাংসক' উপলব্ধি করেছেন, এই তাঁর—

'নিত্যস্য স্যাদর্শনস্য পরার্থত্বা'ৎ (নিত্য শব্দ শক্তির পারম্পর্যতা) 'সাংখ্যবাদী' বুঝেছেন—

মুক্ত হবার জন্য প্রাকৃত চিত্তের বেদনা প্রকাশের মূর্ত প্রতীক এই শব্দ ঝঙ্কার। এবং 'ভাগবতবাদী' দেখে উল্লসিত হ'য়েছেন যে, বিশ্বপ্রেমের একান্ত নিকেতন 'নাম যজ্ঞের' অভিন্ন সাধনা এই শ্রীহরি সংকীর্তনেই।

সংকীর্তনেই তিনি রসশাস্ত্রের 'শব্দ অলঙ্কার' 'রসানুভূতি' এবং দর্শন শাস্ত্রের 'উপাস্য-তত্ত্ব', 'ধাম-বৈভব' 'ধাম-তত্ত্ব' 'অভিধেয়-বৈশিষ্ট্য' জীবের প্রয়োজন বৈশিষ্ট্য' 'উপাসনা-রহস্য' 'জীব-তত্ত্ব', এক কথায় জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম কি তা পরিবেশন ক'রেছেন।

তাঁর কীর্তনাবলীর গঠন ও প্রকাশ ভঙ্গীমায় এক এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। অথচ বিস্ময়ের কথা, যে, তিনি মাত্র তের বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্তই শিক্ষালাভ ক'রেছিলেন এবং তারপর অন্য কোন গ্রন্থের সঙ্গ করার অবকাশ পান নাই। আরও আশ্চর্য্যের কথা, তাঁর কীর্তনের আঁখরগুলিতে যেমন উপমা রাশির সমাহার, তেমনি আবার 'ভাব' 'অনুভাব', 'বিভাব', স্থায়ীভাব' 'সঞ্চারী ভাব' বা 'ব্যাভিচারী ভাব' প্রভৃতির বিচিত্র বিকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর কীর্ত্তনের "আঁখরগুলিতে রসশাস্ত্রের গভীর অনুসন্ধানের খনি উদ্ধৃত হ'য়ে র'য়েছে। রসের যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্থাৎ রসের কোনটি মিত্র কোনটি বৈরী, কোনটি তটস্থ, তাও সুনিপুণ ভাবে পরিবেশন ক'রেছেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের যে, রসের এই সমস্ত তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি যখন কীর্তন করতেন তখন আপনা আপনি বিশ্লেষিত হ'য়ে যেতো এবং তখন তার 'অনুভাব সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী এবং যে সব সূক্ষ্ম অনুভূতি—যেমন,—'স্তম্ভ' 'স্বেদ' 'রোমাঞ্চ' 'স্বরভঙ্গ' 'কম্প' 'বৈবর্ণ' 'অশ্রু' 'নির্বেদ' 'বিষাদ' 'দৈন্য' 'ভাবসন্ধি' 'ভাব শাবল্য' 'ভাব শান্তি' 'প্রলাপ' 'বিলাপ' 'সংলাপ' 'উপদেশ' 'নির্দেশ' প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের জাগরণ হয়,—তা তাঁর শরীরে তন্মুহূর্তে কীর্তনের বিষয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ হয়ে পড়তো।

সর্ব্বোপরি মাধুরী বিকাশ পেয়েছে তাঁর গঠিত জীবনের উপাসনা রহস্যের প্রচার ও নিজের অনুভূত বস্তুর অকুণ্ঠ ও অকৃপণ দানে।

তিনি পণ্ডিতের তর্ক যুক্তির আসরে যান নাই, ধার্মিকের বাদ-প্রতিবাদের সভায় যান নাই, নূতন করে মঠ মন্দির স্থাপনে উদযোগী হন নাই, অথচ ভারতের তথা বাংলার প্রকৃত সংস্কৃতিবাহী লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে, বহু প্রাচীন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিপাটি সেবার বন্দোবস্ত হয়েছে, অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে গাঢ় ভাবে আনুগত্য লাভ করেছে।

—আর অস্পৃশ্য বলে সমাজে যাদের কোন বিশেষ ঠাঁই হয় না, এমন সব পতিত দিকে তিনি উন্নত সমাজের লক্ষ্য মানবতার স্থান করে দিয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছেন।

তাঁর এই অলৌকিক স্বভাবের পিছনে ছিল—

(১) অক্রোধ পরমানন্দ নিতাইচাঁদের অলোক সামান্য শক্তি, যে শক্তি সমাজে অবহেলিত হীনবর্ণদের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

('অকিঞ্চনে ভাব গজেন্দ্রে চড়াও' 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি'।)

—সেই শক্তির প্রসর্পিত জীবনকে শ্রীবাবাজীমহাশয় সম্যক্ লাভ করেছিলেন।

(২) শ্রীগুরু আনুগত্যে নিজের সমগ্র জীবনটিকে দর্শন ক'রেছিলেন।

(৩) গোষ্ঠীকে সম্যক পরিরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ কোথাও তিনি মহান্ত হন নাই, কোথাও কর্ত্তৃত্ব নিয়ে বিষয়ী বৈষ্ণবের পদ গ্রহণ করেন নাই।

কি অদ্ভুত সংকীর্তনের মোহন আকর্ষণ তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরাবলী সেনানীর মত শ্রোতার মনের দুর্বল-সংস্কার-সমরে ঢুকে পড়তো। সকলের হৃদয় ক্ষেত্রকে আলোড়িত করে দিত। মধুষ্যন্দি কণ্ঠের স্বর বিতানে যে প্রমত্ত রোল উঠত, আর, তাঁর হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলতো, তাতে সবার মুখে বুকে প্লাবন এনে দিত।

বাঙ্গালীর হৃদয়, বিশ্ববাসীর কাছে গর্ব্ব ও ভাবীকালের প্রেরণার উৎস শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় আজকের 'পথহারা' ও 'একপ্রকার উন্মাদ-দশা-প্রাপ্ত' 'অশান্ত' জগতের' আশ্রয় স্থল কি না, বিশ্বের সমাজ-কল্যাণ-কামী-বৃন্দ তা অনুশীলন ক'রলে ক্ষণিকের জন্যও অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই নামটি সূত্র রূপে দান করেছেন শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয় [সমাজ বাটি নবদ্বীপ]। তাঁর প্রদত্ত এই নাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমেই বাবাজী ম'শায়ের জীবন সাধনা। সেই সাধনার প্রভাবে কত অখ্যাত ব্যক্তি খ্যাত হয়েছেন। আর তাঁর সঙ্গ প্রভাবে কত বিমুখ হৃদয় ঈশ্বর উন্মুখ হ'য়েছে তার ইয়ত্তা করা যায় না।

বাবাজী মহাশয়ের অলোক সম্ভব জীবন শতদলের স্বাদ ও সৌরভ অনির্ব্বচনীয়। জয় গুরু শ্রীগুরু।

শ্রীগুরু-করুণার কণাভোজীদের আনুগত্যে—

রামকিঙ্কর দাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শ্রীরামদাস প্রতিভা' গ্রন্থের আবির্ভাব রহস্য ঃ—

"ঠাকুর-মহাশয় শ্রীনরোত্তম" গ্রন্থের 'ফাইনাল্' পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে, রবিবার, ১লা মার্চ, ১৯৭০; সকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র বসত বাটিতে ('গ্রাম ধাড়সা, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া) সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছি। মধ্যাহ্ন-প্রসাদ পাওয়ার পর, দু'ভাই একই খাটে বিশ্রাম সুখে কাটিয়ে উঠেছি। হঠাৎ চোখে পড়লো তাঁর ঘর ঠাসা গ্রন্থরাজির পিছন দিকের একটি কোণে, সযত্নে রক্ষিত কতকগুলি নোট বুকের একটি স্তূপ। কৌতুহল বশে সেগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখলাম, স্থানে স্থানে বর্ষার জলে ভেজা ও উই নষ্ট করেছে প্রায় সিকি ভাগ। খাতাগুলির চরম দুর্দ্দশা দেখে, দাদাকে প্রশ্ন করলাম, "এ সবে কি আছে? কেন এ দশা?" তখন তার মর্মান্তিক কাহিনী ব'লতে এবং শুনতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের চোখের জলে, মুখ বুক্ ভেসে গেল।

হিন্দুদের পুরাতন 'জীর্ণ' বা কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া গ্রন্থ ও কাগজ পত্র (প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার মত) গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়। সেই দশায় পৌঁছান, ঐ নোটবুক গুলি এই গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রেরণার মূল উৎস ও উপাদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

"কাল-কলির-পীড়নে 'নাম' যেন ভুলি না"—বাবাজী-ম'শায়ের এই সুগম্ভীর আঁখর রত্নটি গত চার বছরে, আমাদের পদে পদে বুঝিয়েছে যে,—'প্রতিকূল কৃপার প্লাবন' কি না ক'র্‌তে পারে ?

যে সব প্রতিকূল-কৃপা পেরিয়ে, এই গ্রন্থখানি প্রকাশ হ'তে পার্‌লো, সেই 'কৃপার' যাঁরা যাঁরা নিমিত্ত, সবার শ্রীচরণে ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে, তাঁদের শ্রীচরণে (এই)' অপদার্থের সকাতর প্রার্থনা যে, সঙ্কলয়িতার চিত্তের ময়লা ধুতে তাঁরা যেন সদাকাল অনুরূপ কৃপা করেন।

২। 'হিমাদ্রির' সম্পাদক পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কৃপা ও পরামর্শেই বাবাজীম'শায়ের সংক্ষিপ্ত (জীবন) পরিচয় দেওয়া হোলো। পাছে, প্রতিকূল প্লাবনে আমাদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়, স্নেহবশে এ আশঙ্কা করে তিনি উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ রূপে তাঁর 'হিমাদ্রি' পত্রিকাতে আজ সাত মাস ব্যাপী অপতিত ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছেন—"শ্রীরামদাস প্রতিভা" প্রকাশ হইতেছে।" তাঁর শ্রীচরণে ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা—যেন, এ অপদার্থের প্রতি তাঁর অনুরূপ স্নেহ ও কৃপা সদাকাল থাকে।

৩। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপা-সিঞ্চিত শ্রীগোপালকৃষ্ণ কুণ্ডু (৪, নূতনগঞ্জ, বাঁকুড়া) তাঁর এক বছর দশ মাস বয়সে গর্ভধারিণীকে হারায়। সে দিনটি,—১৯শে মে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর গর্ভধারিণী—শ্রীমতী মেনকাবালা দাসীর 'শ্রদ্ধা-তর্পণ' ও 'স্মৃতি-অর্ঘ্যের' কামনায় এই গ্রন্থের সমুহ ব্যয়ভার তিনি বহন ক'র্‌ছেন। তাঁর ইচ্ছা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) যাঁরা যাঁরা এ যাবৎ (গৌড়ীয়) বৈষ্ণব-ধর্ম অনুশীলন ও গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন তাঁদের প্রত্যেককে এক খানি করে "শ্রীরামদাস প্রতিভা" উপহার দেওয়া।

(খ) পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মনীষিবৃন্দকে উপহার বিতরণের অন্তে (মুদ্রিত একহাজার গ্রন্থের) যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সেগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দিয়ে একটি 'চব্বিশ প্রহর নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ' ও 'সাধু' 'বৈষ্ণব' এবং 'পতিত-অবহেলিতদের' সেবা।

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র (আয়ুর্ব্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমরা এ মালাটি (শ্রীরামদাস প্রতিভা) গেঁথেছি। এখনো তাঁর নিকট যে সব উপাদানের সন্ধান পেয়েছি, তাতে আরও পাঁচ ছয় খণ্ড 'শ্রীরামদাস প্রতিভা' সঙ্কলিত হ'তে পারে। শ্রীগুরুদেবই জানেন—সেগুলি প্রকাশ পাবে কি 'মা' গঙ্গার আশ্রয় নেবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ'ার স্নেহ-ধন্য এই অধম সঙ্কলয়িতা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে। এবারে আর নূতন কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো তার ভাষা পাই না।

৫। (গ্রন্থে) আমাদের প্রকাশ ভঙ্গী প্রভৃতি বহু ত্রুটি এবং মুদ্রণের ত্রুটিগুলিকে বর্ত্তমান কালের পাঠক ও পাঠিকা এবং সহজ শ্রদ্ধাবান ও শিক্ষিত যাঁরা, তাঁরা সে সব ত্রুটি সহজেই পূরণ করে নেবেন। তাঁদের সবার শ্রীচরণে ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম জানাচ্ছে অপদার্থ সঙ্কলয়িতা।

৬। স্নেহভাজন ডক্টর শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশতদল করগুপ্ত এঁদের নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনেই সময় ও শক্তির অভাব ঘটে। কিন্তু এই অধম সঙ্কলয়িতার যখনই কোন কাজ পড়ে, এঁরা নির্হেতুক প্রীতিতে, নিজেদের সব কাজ সরিয়ে রেখে আমাদেরটি আগে করেন।

বাবাজীম'শায়, বলে গেছেন,—'খোসা দেখ না ঠকে যাবে, পার ত ভিতরটা দেখ।' শ্রদ্ধেয় 'প্রমথবাবু,' 'নিরঞ্জন দাদা,' 'শতদল দাদা' এঁদের 'থাক্' আলাদা।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভা-সঙ্কেত : (ক)

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা পৃষ্ঠা ৩

'চিত্রে' শ্রীলরামদাস বাবাজী মহাশয় পৃষ্ঠা ৩

তর্পণ পৃষ্ঠা ৪

মঙ্গলাচরণম পৃষ্ঠা ৫

উপহার : ১। ভাল যাস্‌তে যদি হয়… পৃষ্ঠা ৬

২। "অনুপম গৌর নাম" পৃষ্ঠা ৭

উদ্ঘাটিকা পৃষ্ঠা ১৪

গ্রন্থের আবির্ভাব রহস্য পৃষ্ঠা ১৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পৃষ্ঠা ২০

প্রতিভা-সঙ্কেত : (খ)

প্রথম আভাস :

শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১

দ্বিতীয় আভাস :

শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টিতে স্বদেশ সেবা ৩৬

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ৩৯

মালিন্য ঝেড়ে কোলে করা ৫৩

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ৬০

তৃতীয় আভাস :

সাহিত্য প্রতিভায় শ্রীলরামদাস ৬৩

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ৭৪

কৃষ্ণপ্রসাদ স্পর্শদোষে নষ্ট নাহি হয় ৮৩

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ৮৭

নিজ-গোষ্ঠীর পরিরক্ষণে শ্রীলরামদাস ৯৭

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১০২

বিংশ শতাব্দীর যবন হরিদাস ১০৫

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ আভাস ঃ

অলঙ্কার প্রয়োগে শ্রীলরামদাস ১১৫
প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১৩২
লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধারে শ্রীলরামদাস ১৪৫
প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১৫২
দার্শনিক প্রতিভায় শ্রীলরামদাস ১৫৭
প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১৬৫
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ
(১) নরহরি দাদা ১৬৮
(২) বৈষ্ণবচরণ দাদা ১৭৩
প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ১৭৮
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ
(৩) উপেনদাদা ১৮৯
(৪) হরিদাসদাদা ১৯২
(৫) সত্যদিদি ১৯৭
(৬) নগর-সংকীর্ত্তনে ২০২
(৭) রায়বাহাদুর .....
প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস ২০৮

পঞ্চম আভাস ঃ

'নিতাই-গৌরের' 'মত' ও 'পথেয়'
সার্থক 'বাহক' ও 'ধারক' শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বৎসরের নৈমিত্তিক কীর্ত্তন সূচী—

ষষ্ঠ আভাস ঃ

পাথেয় :— ২১৫
(১) অভিন্ন চৈতন্যতনু ঠাকুর অবধূত ২২৬
(২) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ ভাবটি ২৩৭

সপ্তম আভাস ঃ

বাবাজী ম'শায়ের কৃপাদান
(১) "ঠাকুর হরিদাস"
(২) "দাস গোস্বামী"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস-সঙ্কেত

বাবাজী ম'শায়ের কওয়া কথায় বিভিন্ন জিজ্ঞাসার, সহজ সরল ও সাবলীল সমাধা—

বিষয় :—	পৃষ্ঠা :—
অধিকার কেউ দেয় না হয় ?	১৭৯
অনুভব ঢের পরের কথা	২০৮
অপকারও নেই উপকারও নেই	৮০
অবাধ্যের সংসারে কি শান্তি আসে ?	৩৯
অভাব দিয়েই তো স্বভাবকে জাগান	৭৮
'আউল' 'বাউল' সম্প্রদায়	১৪৩
আচার বিচারের ট্যাঁড়া পেটানো	৬২
আত্ম-অনুশীলন থেকে বঞ্চিত হলেই কর্তৃত্ব জাগে	১৮৪
আদর্শ নিষ্কলঙ্ক পুরুষের আনুগত্যেই নিরপেক্ষতা আসে	৮৯
আমার দায় কোথায় ?	১৮১
ইষ্ট চিন্তার অনুকূল সঙ্গলাভই সম্প্রদায়	৪০
উদ্দীপনার ক্ষেত্র কি একটি ?	১৪০
উপাসক সাধকের আচরণ আর গৃহী বৈষ্ণবের আচরণ এক নয়	৯৪
এ চিন্তা এলে সবাই সভ্য	১৮৭
এবার তটস্থ হয়ে ধরা দিয়েছেন	৯৬
ও কথা গৌরচন্দ্র ছাড়া কে বলবে ?	৮০
ওপর আলার অধিকারে হাত দিও না	৯৫
করুণার প্রকাশই তো ঈশ্বরের প্রকাশ	১৩৫
কলিতে ঐ নামই বিগ্রহ	১৩৪
কলিতে সব ধর্মেই দ্বন্দ্ব, ভাগবত-ধর্মই "নির্ভয়"	১৫৫
কৃষ্ণকে যারা ভালবাসে তাদের সবাই সরল	১৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সবই করেন "স্বরূপকে" সামনে রেখে ১৬৫
জন কল্যাণের পথে বাধা ১৮৫
তর্পণ ৯৩
তাঁদের হোলো দেহ দেহী অভিন্ন ৯৬
তোর্ কোন অভাব সে রাখবে না ১৬৭
দশ ছেড়ে দেশ ভালবাসা কি রকম ? ৩৭
দেশটা পরাধীন হ'লো ব'য়ে গেল স্বার্থ যেন পাক্কা থাকে ১৬৫
দোষগুণের কোনটারই তুমি কর্তা নও ৯১
ধর্মাধর্মের বিচার ১৩২
নামই কল্পতরু গো ২১০
নাম-নামী-অভেদ-বোধ ভাগবতের-ভাষা ২১৩
নিজের থাকা গাছতলাতেই তা দিকে নিয়ে এসো ৪৪
নিজের কর্তব্য কর্ম না করলেই ইষ্ট-প্রাপ্তিতে বাধা ৭৭
নিজের কাঙ্গাল ভাব এলে কি বেশ ধরতে হয় ? ৮৮
পাকা কুল ধর, কুলের স্মৃতিতে বুক ভরে যাবে ৭৪
পুণ্য হলো সহজ পবিত্র ৮২
প্রতিকূল হাওয়ায় কি প্রতিভার বিকাশ হয় ? ১৮৪
প্রতিকূল দৈব গিয়ে ভাগ্যের উদয় হলেই গৌরদর্শন ১৫৫
প্রসাদ 'পাওয়া' না খাওয়া ? ১৬৭
বিচ্ছেদের লেশও নাই ১৩৯
বৈষ্ণবতার আওতায় প'ড়ে মাত্রা জ্ঞান থাকে না ১৮৩
বাঁধনের হিসাব ৮১
ভজন-সাধন-প্রসাদ-চরণামৃতেও ভেজাল ১৮২
ভয়েরও তো উন্নতি হচ্ছে ১৩৬
'ভক্ত-দেহ' 'সাধক-দেহ' 'ভাব-দেহ' ২১১
ভক্তিতেই সঙ্কেত-অক্ষর তাতেই মন্ত্রের স্ফূর্তি ৮৯
ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে— ৪৬-৫৩
(১) পৃষ্ঠা ৪৬ (২) পৃষ্ঠা ৪৮ (৩) পৃষ্ঠা ৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত-সমাজ সম্বন্ধে কি দৃষ্টি ! ৯২
ভালবাসার নাম-গন্ধও নেই ১১২
ভালবাসায় ভোগ কোথায় ? ১১৩
ভাষা তো ভাবের বাহন ৮৭
ভিখারী ৪২

মন্থনের ঘূর্ণিটার বেগটা থামে নাই ১০৪
মূলে ভূল হয়ে গেলই উত্তরাধিকার ৭৮

যত গোল তো নিজের নিজের স্বভাবের পেটেণ্ট নিয়ে ১৩৮
যাঁরা অসাধারণ তাঁদেরও বিধিনিষেধ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ৮৭
যাঁরা বন্দীশালার অফিসার তাঁরা কি চান সবাই মুক্ত হোক ? ১৬৬
যে পাঠশালায় আছ সে তত্ত্ব আগে নাও ১৩৪

রতিভেদেই রসের ভোগ ১০৫
রসময়ের আবির্ভাব না হোলে কেবল দেহের কসরৎ ৭৫
রসময়ে আর আলাদা আলাদা প্রমাণ হয় না ১৮৮
রাষ্ট্রই বৈরাগীদের আদর্শ চিন্তা করে না ৪২
রিসার্চ রহস্য ৪০

লীলা কি জীবে হয় ? ১৪১

হাত ধ'রেছে তোর্ অভাব রাখবে ? ১৭৮

শক্তি আর শক্তিমানকে বাদ দিয়ে মদিরাই ধর আর
মাল্পো মালসাই ধর সে তো পাপই ৭৬

শুধুই তো ভয়ের অনুশীলন 'নির্ভয়' কোথায় ? ১৭৬
শুধুই করুণা ৭৭
শেষটায় চুপ ১৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামদাস প্রতিভা ২৭
"শ্রী" থাকবেন কোথায় ১০২
শ্রীরামদাস বাবাজী ম'শায়ের দৃষ্টিতে স্বদেশ সেবা ৩৬

সব বিপরীত হয়ে গেল ৭৯
সবাই হরিদাস ৪১
সম্প্রদায়ের কথা তুললেই বিড়ম্বনায় পড়্‌বে ৮২
সম্প্রদায় হোল ভাগবত সাধনার গোড়ার কথা ৯০
সম্বন্ধ ঠিক হলেই এদিকে দৃষ্টি আসবে ১৩৬
সম্বন্ধ হ'লে তত্ত্ববোধের কথা আসে কোত্থেকে ? ১৪৪
সহজের ফেরে ১৮৭
সংগ্রাম হ'ল সর্ব্বনাশের পথ ৪৩
সংস্কার তো উজ্জ্বলতা বাড়ায় ৬০
স্বরূপের অনুশীলন না কর্‌লেই ফেরে পড়তে হয় ৬২
সাধারণ মানুষ ভাল পথের সন্ধান পেলেও এগুতে পারে না ৬০
সাধক দশায় সঞ্চয়, প্রবর্তক দশায় কর্ম ১৩৩
সার্ব্বভৌমের কাছে সব সমাধা হয়ে গিয়েছে ১৫২

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণায় আমাদের নিবেদন—

বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী' কা'রো বুঝতে অসুবিধা হবে না। আর 'হেলায়' 'শ্রদ্ধায়' যে কেউ নিয়ম ক'রে 'প্রত্যহ' অন্তত আধঘণ্টা এ'গুলি পাঠ ক'রবেন, তিনি নিজেই অনুভব ক'রবেন যে, তাঁর মানসিক 'দারিদ্র' ও 'অসন্তোষ' নিঃশেষে মুছে যাওয়ার পথে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....P.P.G. 3/141
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রথম আভাস

"শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"

১২৮৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র কৃষ্ণা-ষষ্ঠীতে **শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের** আবির্ভাব (ফরিদপুর শহরের নীলটুলীতে)। পিতা দুর্গাচরণ গুপ্ত, মাতা সত্যভামা দেবী।

১২৮২ বঙ্গাব্দে সপ্তমগর্ভের পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সত্যভামা দেবী বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন। তখন আবগারী দারোগা দুর্গাচরণবাবু তাঁর মনের পরিবর্ত্তনের আশায়, এক মাসের ছুটি নিয়ে কাশী যান। সেখানে কোন মহতের করুণায় তাঁরা শ্রীবৃন্দাবনে যান। সেখান থেকে ফেরেন উৎফুল্ল মনে ও বাসনা নিয়ে। সে বাসনাটি,—'এবার ছেলে মেয়ে যাই হউক্ তার নাম রাখা হবে 'রাধিকা'।

মানুষ মাত্রেই এ ধরাতে ভূমিষ্ঠ হয়, 'মায়া' বা পৃথিবীর কোলে মাথা দিয়ে। কিন্তু বাবাজী ম'শায়ের আবির্ভাব পৃথিবীর বুকে পা দিয়ে। এ কথা তাঁর গর্ভধারিণীর শ্রীমুখ থেকে শুনেছেন এমন বহুলোক আজও জীবিত।

"অন্তরে রস আস্বাদন ও বাহিরে জীব উদ্ধারণ" বোধহয় এই ব্রতে ব্রতী হয়েই বাবাজী ম'শায়ের আবির্ভাব। আর তা ঘটেছেও। যে কেহ অনাচ্ছন্ন মনে তাঁর চরিত্র অনুশীলন করবেন তিনিই তা উপলব্ধি ক'রবে। ইহা সুনিশ্চয়।

ইঁহার বাল্য কৈশোরের নাম "রাধিকা"। শিশুকাল হতেই রাধিকা সঙ্গীত প্রিয় তার শ্রুতিধর। তখনকার দিনে, আউল বাউলরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গ্রামের ও সহরের পথে পথে এবং দিবসের প্রথম অর্দ্ধে গৃহস্থদের দুয়ারে দুয়ারে কীর্ত্তন ক'রে ক'রে ভিক্ষা ক'রতো। বাড়ীর দুয়ারে কোন বাউল আসলেই রাধিকা সেখানে গান শোনার লোভে উপস্থিত হোতেন। এর ফলে একবার তিনি সম্মোহিত ও বিপন্ন হন। (বিস্তারিত বিবরণ, চরিত মাধুরী ১ম খণ্ড পৃঃ ৯২-১০৩ দেখুন)

তাছাড়া, পাড়ায় বা সহরে যে সব যাত্রা কবি কথা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হোতো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা তাঁর জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে অবশ্যই যেতেন। একবার প্রখ্যাত মতি-রায়ের যাত্রা হয় সহরের সংলগ্ন একটি গ্রামে। সন্ধ্যার সময় রাধিকা দেখেন জ্যেঠামশায় আহার সেরে তাঁকে না ডেকে একাই যাত্রা শুনতে গেলেন। আরও দেখেন, পথে, দলে দলে লোক চ'লেছে ঐ যাত্রার আকর্ষণে। মনের প্রবল উৎকণ্ঠা সামলাতে না পেরে তিনিও পথে নাম্‌লেন। এবং ঐ সব দলের অনুগমন ক'রে পথ চলেছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁর জ্যেঠাম'শায় তাঁকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে জ্যেঠা তারিণী গুপ্ত মহাশয় প্রশ্ন করেন,—"তুই একা কি ক'রে এলি? শ্যামা (বাড়ীর দাসী পালিতা কন্যা) এলো না? নিশ্চয় বাড়ীতে বলে আসিস্ নি!" রাধিকা নিরুত্তর। জ্যেঠামশায় প্রথমে বাড়ীতে খবর পাঠালেন, তারপর তাঁকে কোলে নিলেন। তিনি অল্প কয়েক পা ঐভাবে যাবার পরই তাঁর সঙ্গের যুবকেরা একের পর এক রাধিকাকে কাঁধে নিয়ে যায়। রাধিকা তাঁদের পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়ে। যাত্রার আসর পর্য্যন্ত সারা পথ, তিনি একটির পর একটি গান গেয়ে চল্লেছেন। এসব গানই বাউলদের মুখে শোনা কিম্বা তাঁর দাদার মুখে শোনা।

একটি গান,—

ওহে দীন তারণ পতিত পাবন
দেখা দাও আজ কৃপাসিন্ধু হরি।
(তুমি) যুগে যুগে আসি হও পরকাশি
(জীবে) নাম ডোরে বাঁধ, তার ভববারি॥

তারপর যাত্রার আসরে পৌঁছে দেখেন, যাত্রা সবে শুরু হ'তে চ'লেছে। অভিনয়ের বিষয় 'স্বর্ণসীতা'। যাত্রার প্রথম হ'তেই রাধিকা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অভিনয়ের সঙ্গে রাতও শেষ হোলো। কিন্তু সারারাত জেগে রাধিকার ক্লান্তিবোধ নাই বরং যেন তারও শুন্‌তে চান।

বাড়ী ফেরার পথে, জ্যেঠামশায় কৌতুহল বশেই রাধিকাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"রাধিকা! রাত্রি জেগে যে যাত্রা শুনলি, তোর কিছু মনে আছে? তুই ওম্‌নি ক'রে গান গাইতে পারিস্?"

রাধিকার মন আনন্দে নেচে উঠলো। হাসিভরা মুখে ঘাড় নেড়ে জানালে,—"হ্যাঁ, এখনই পারি।" তারিণীবাবু ও পাড়ার সঙ্গীদের কৌতুহল বাড়লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সকলে দাঁড়িয়ে প'ড়লেন। তারিণীবাবু রাধিকার দিকে তাকিয়ে স্নেহ-সোহাগভরা মুখে ব'ল্‌লেন,—"আচ্ছা! রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া ধ'রে লব কুশ সীতার কাছে এসে সে সংবাদ দিলে, তাতে তিনি কি বলেছিলেন বল্‌ দেখি?" আর যায় কোথা! প্রথম কৈশোরবয়সের রাধিকা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের দু'জনকে আস্তে আস্তে হাত ধ'রে নিজের বুকের কাছে টেনে, গাইলেন—

"ওরে কুশ লব ধোরো না রে বাপ্‌
(ও যে) রঘুকুলমণির যজ্ঞের রতন॥
(তিনি) রাজ-রাজেশ্বর বীর ধুরন্ধর।
(করেছেন) প্রজারই রঞ্জনে (শুভ) যজ্ঞের আরাধন।
(তোমরা) দুঃখিনীর ধন তাপস জীবন।
অশ্বেরে বাঁধিলে পাইবে তাড়ন।
(তিনি) সমরে সংহারী রাজা দশানন—
পেয়েছেন আজ রাজ্যের শাসন॥"

তারিণীবাবু ও সঙ্গী গোষ্ঠী বিস্ময়ে হতবাক্‌। এতক্ষণ পথে তাঁরা মতিরায় ও তাঁর দলের বিভিন্ন অভিনেতাদের প্রশংসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে পথ চ'লছিলেন। রাধিকার জলভরা চোখে, গদ গদ ভাসে, বালককণ্ঠে ঐ আবৃত্তি শুনে তাঁরা চমকিত। এ যেন স্বয়ং সীতাদেবী আবির্ভূত হ'য়ে রাধিকার কণ্ঠে কথা বলে গেলেন। এমনি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও অনুভূতি তাঁরা পেলেন। জ্যেঠামশায় তারিণীবাবু বিস্ময়ের সুরেই বললেন—"রাধিকে! তুই যে একেবারে অবিকল ফটো তুলে এনেছিস।" আর পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সঙ্গীরা মৃদুভাষায় কানাকানি করে—"রাধিকা যা দেখে যা শোনে সব্‌ ওর মনের পটে আঁকা থাকে।"

জীবে দয়া: (১) পাঁচ ছয় বছরের রাধিকা বাড়ীতে শ্যামার কোলে চড়ে, নবমীর দিন দুর্গামণ্ডপে আসে। যথাক্রমে পূজাসমাপন ও বলি শেষ হোলো। সেখানে নিজ খেলার সাথী, ছাগ্‌ শিশুটির রক্তাক্ত দেহ দেখেই তিনি মূর্চ্ছিত। তখন রাধিকার প্রাণসংশয় দশা। ঐ মূর্চ্ছার মধ্যেই প্রলাপে ব'লছেন—"মা মা ওদের নিও না, ওদের ছেড়ে দাও ওরা যে কাঁদ্‌ছে।" সেই রাত্রেই দুর্গাচরণবাবু ও তারিণীবাবু উভয়েই স্বপ্নে মা দুর্গার যেন আদেশই পেলেন,—"ভবিষ্যতে আর বলি দিও না।" এর ফলে পরের বছর থেকে গুপ্তবাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি বন্ধ হোলো। এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হ'তে গুপ্ত বাড়ীতে দুর্গাপূজাও বন্ধ হ'য়ে যায়।

(২) তখনকার দিনে প্রায় বাড়ীতেই পোষা পাখী থাকত। ছ'সাত বছরের কিশোর রাধিকার তাদের এ বন্ধন দৃশ্য দেখা সহ্য হোতো না। তাই গৃহস্থদের অগোচরে তিনি একে একে পাড়ায় সব বাড়ীর পাখীগুলির মুক্তি দিয়েছিলেন।

(৩) একবার সরকারের আদেশে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলিকে হত্যা করা চ'লতে থাকে। তাতে এক বীভৎস দর্শন ডোমের হাত থেকে একটি কুকুরকে রক্ষা করেন। আর সেই ডোম কিশোর রাধিকার স্নেহ ভর্ৎসনায় মুগ্ধ হয়ে তার বাকী জীবনের জন্য ঐ নৃশংস কাজ পরিত্যাগ করে।

উপরের ঘটনা ক'টি তাঁর প্রথম জীবনের দশ বছর বয়সের মধ্যে। সুদীর্ঘ সাতাত্তর বৎসরে সহস্র সহস্র দয়ার ঘটনা ঘ'টেছে। জীবদুঃখে কাতরতা তাঁর আজন্ম সংস্কার।

সাহসী :—পূর্ব্ববঙ্গে বৈশাখ-আষাঢ়ের মধ্যে যখন প্রবল ঝড় হয়, সে কি ভীষণ, তার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, তাঁরা অনুভবও ক'রতে পারবেন না। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দের দারুণ ঝড়ে তারিণীবাবু বিপন্ন হ'লে কিশোর রাধিকা অসীম সাহসের সঙ্গে তাঁকে প্রাণে বাঁচান।

শ্রীরাধিকার যথাকালে হাতে খড়ি হ'য়েছে। ইনি তখন ফরিদপুর বঙ্গ হৈতিষী বিদ্যালয়ের ছাত্র। পড়া শোনার জন্য তাঁর কোন টান ছিল না, অথচ প্রতি বৎসর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রতেন। শ্রুতিধর ছিলেন তাই যা একবার শুনতেন তাই আয়ত্ব হোয়ে যেতো। গানই তাঁর জীবন সর্ব্বস্ব।

১২৯৭ বঙ্গাব্দে 'রাধিকা' ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তের। ঐ পরীক্ষা দেওয়ার দু পাঁচ দিন পরেই ফরিদপুরের 'রথখোলায়' "ভারতমাতা" থিয়েটার হয়। দাদা ও পাড়ার সকলের আগ্রহাতিশয্যে ভারতমাতার পার্ট করেন রাধিকা। থিয়েটারের প্রস্তাবনা গীতির পরই, পরণে গেরুয়া রংএর লালপাড় শাড়ী, মাথায় কুঞ্চিত রুক্ষকেশ, আবেগভরা ভাসা ভাসা সজল দু'টি চোখ, নিটোল দীর্ঘ দু'টি বাহু, ঈষৎ রাঙ্গা পাতলা দু'টি অধর ওষ্ঠ, অনাথ কাঙ্গালিনী মূর্ত্তি—ভারতমাতার অভিনয়ে, উদাসিনীর চাহনিতে আসরে নেমে গান ধ'রলেন—

'আজিরে ভারতমাতা হয়েছে বন্দিনী !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রেম' 'মোক্ষ' 'দয়া' 'মায়া' শূন্য হোল এ ধরণী ॥
একদিন যে বক্ষে মোর ভ্রমিতেন দিবানিশি
কত মুনি কত ঋষি—
শূন্য বক্ষ সেই মাতা, হয়েছে আজ কাঙ্গালিনী
পরাণে আর না সহে দুঃখ
না দেখিয়া সেই চাঁদ মুখ
কে চাহিবে আর "মা"র মুখ
সরে না সরে না বাণী ॥ (ব্যথায় হৃদয় ভরেছে রে)'

উঃ! যাঁরা সেই অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা কেউই আজ এ জগতে নাই। তাঁদেরই মুখে শোনা, সে দৃশ্য—

"দুঃখিনী ভারতমাতা যেন স্বয়ং আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন। অভিনয়ে এই গানখানির জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, দশ বা পনের মিনিট, বাস্তবে এক ঘণ্টা কেটে গেল। ভগ্নস্বরে জলভরা চোখে শ্রোতৃবৃন্দের পুনঃপুনঃ আহ্বানে রাধিকাকে বেশ কয়েক বারই ঐ গানটি আসরে গাইতে হয়। সে রাত্রে যতবার রাধিকা অভিনয় আসরে এসেছেন সব বারেই অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন।

ন বছর বয়স থেকে ইনি বন্ধুসুন্দরের * সঙ্গ পেয়েছিলেন, এবং তাঁরই অনুমোদনে বাইশ বছর বয়স থেকে শ্রীরাধারমণের সঙ্গে থাকেন। সেই বন্ধু সম্বন্ধে বাবাজী ম'শায়ের স্বমুখের উক্তি—

"দেখি তার চাঁদ মুখ জনক জননী সুখ
সব ভুলি ছিনু তাঁর কোলে।
ব্রজরস গৌড়রস নিঙ্গাড়িয়া তার নির্য্যাস
পিয়াইলে মিটাইয়া আশ।"

চরিত্র গঠনে বন্ধুসুন্দরের দান—

তখনকার দিনে "কীর্ত্তন" ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয় ছিল। নিতাই গৌর ও তাঁদের অতুলনীয় দান তখনো যাঁরা কিছু কিছু ধরে রেখেছিলেন, তাঁরা 'আউল' 'বাউল' প্রভৃতি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্র তন্ত্রাদির অনাচার ও 'প্রকৃতি সঙ্গ' থাকার ফলে, শিক্ষিত বা ভদ্রসমাজ তাঁদের ঘৃণা ও উপেক্ষা ক'রতেন। তাই হরিনামের-পাগল-জগদ্বন্ধুর-সঙ্গীত-কীর্ত্তনপ্রিয় রাধিকাকে আত্মীয় স্বজনের

*(শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য, বামুনকাঁদা, ফরিদপুর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা বহু বাধা বিঘ্ন, তিরস্কার সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল। ঐ কারণেই বন্ধু সুন্দরের সঙ্গে তাঁর মিলন গোপনেই ক'রতে হোতো। এই মিলনের প্রথম দু'তিন দিনের মধ্যে বন্ধু একদিন বললেন—

"গ্যাখ, মানুষ যদি কেবল কথা শেখে তাতে কি হবে? নিজের জীবনে সে সব কথার আচরণ চাই। সেই কথার আদর্শ দিয়ে জীবনকে গঠন করা চাই, না হ'লে সে সব কথা শুধু কথার কথাই হবে, তার কথায় প্রাণ থাক্‌বে না। তার কথা কেউ শুন্‌বে না। মরা কথায় কি কারও চৈতন্য হয়? জীবন্ত কথা চাই। জীবন্ত কথা কইতে হ'লে নিজেকে জীবন্ত হ'তে হয়। প্রাণ থাকলেই জীবন্ত হয় না। ও তো বায়ুর নড়াচড়া। শোন্! আগে দেহ মন বাক্যের সংযম চাই। সংযম পবিত্রতা থাকলেই হরিভক্তি থাকবে। জীবনটাই হবে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ দয়ায় ভরা। (এর আগে দু'দিনে) তোকে প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা বলেছিলাম্ ঐ জন্যে। তাঁদের জীবনে এগুলি সবই ছিল।

আরও শোন্—

রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে আর শুবি না। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে ব'সে ব'সে তাঁকে স্মরণ ক'রবি। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকবি। রাত্রে শোবার আগে ঘাড়, কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত দেহটাকে বেশ করে ধুয়ে পুঁছে বিছানায় যাবি। শোবার সময় বালিশে "ওঁ" লিখে তার ভিতরে 'মা' নাম লিখে তাতেই মাথা দিয়ে শুবি। মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুলে আর কোন ভয় থাকে না। শরীর মন ভাল থাকবে।

তারপর শোন্—

'খাবার সময় অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে গ্রাস তুলবি। সে সময় যেন মুখের কোন শব্দ না হয়। ডাল, লঙ্কা সরষে টক্ খাবি না। ভোরে উঠে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসে যখন শ্রীহরি স্মরণ ক'রবি তখন একবার নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে নিবি, কিছুক্ষণ রেখে ধীরে ধীরে ছাড়বি। নিঃশ্বাস নিতে ছাড়তে শ্রীহরির স্মরণ করবি। কারও পরা জামা কাপড় পরবি না। মা ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রবি না।'

বন্ধুসুন্দর কিশোর রাধিকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে অনুমান ক'রলেন যে,—শ্রীহরিনামহীন শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের জীবনও পরিণামে আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ ক'রতে পারে না; তাই নামময় জীবন কিশোর রাধিকার কাছে তাঁর কথাগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরস ও চিত্তাকর্ষী হ'চ্ছে না। তাই আবার বললেন—
'ভাখ্, নিজের জীবনের আদর্শ ঠিক হয়ে গেলেই অপরের মনে তা বসান যাবে। হৃদয়ে সর্ব্বদা অহিংসা, বিশ্বাস, দয়া বিকাশের চেষ্টা ক'রতে হবে, তবেই সুন্দর জীবন তৈরী হবে। সকাল সন্ধ্যায় অন্ততঃ একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা ক'রে ধ্যান করবি। নিজের ও অপরের জন্যে রোজ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীহরির স্মরণ করবি। সব বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে।'

পতিত উদ্ধারে কিশোর রাধিকা :—

১২৯৮ বঙ্গাব্দের শীতকাল। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মিঃ হারবার্ট। বুনো ও সাঁওতালরা হিন্দু ধর্ম্মেই অনুরক্ত কিন্তু পুরোহিত গোষ্ঠী এবং বর্ণ হিন্দুরা তাদিকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। তাদের মর্ম ব্যথা বোঝার কেউ ছিল না। সেই সুযোগে, পাদরী মিঃ মিডি সাহেব তাদের খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা দেবার একটি দিন স্থির করেন। এ সংবাদে বন্ধুসুন্দর চঞ্চল হ'লেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধু রাধিকার সহযোগে ঐ পাদরী মিঃ মিডির সঙ্কল্প ব্যর্থ করেন। ও শত সহস্র বুনোদের নিতাই গৌর প্রবর্ত্তিত পঞ্চমবর্ণে (বৈষ্ণবধর্ম্মে) তাদের আশ্রয় দেন। ব্রাহ্মণকাঁদা থেকে বিপুল কীর্ত্তন দল প্রকাশ্য রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনে নামে। সে কীর্ত্তনের পুরোভাগে চোখে মুখে জল আর সুসম-নৃত্যছন্দে 'সংকীর্ত্তন-রণবীর কিশোর রাধিকা'।

—এই বিরাট নগর সংকীর্ত্তনে স্কুল কলেজের ছেলেরা, অফিসের বাবুরা, দোকানীরা, এক কথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত যোগদান করেছিল। ১২খানা খোল ও ১২জোড়া করতাল বেজেছিল। আর এক মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এই সংকীর্ত্তনের দল উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনসহ শোভাযাত্রা করেছিল। এ আয়োজনের ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বন্ধুসুন্দরের, কিন্তু তার গৌরবময় সার্থকতা কিশোর রাধিকার মন-প্রাণ-মাতান নৃত্য কীর্ত্তনের।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন রাধিকার বড়দাদা দেবেন্দ্র মোহন তাঁর মাকে বলেছিলেন,—"মা! শুন্‌লে তো গুণধরের কীর্ত্তি! লোকে আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। বলে, বাউল, বৈষ্ণবের দল ক'রে রাধিকা রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে! উনি এবার পতিত উদ্ধারের কাজে মেতেছেন। আমরা তো আগেই বলেছিলাম, ওকে এখান থেকে না সরালে, ভবিষ্যতে একটা ক্ষ্যাপা বাউলের দল করে বসবে। ওই হতচ্ছাড়া জগবন্ধুটার সঙ্গে মিশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার রাধিকা গোল্লায় যেতে বসেছে। কালই তুমি ওকে বরিশালে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ওর সেজদা ওকে ঠিক সায়েস্তা করে রাখতে পারবে। এখনো যদি আমাদের কথা না শোনো, তবে আর আমাদের ওপর দোষ দিতে পারবে না। বাবাকেও কাশীতে জানিয়ে দিচ্ছি, ও বরিশালে থাকুক।"

রাধিকা দেখল বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ ছাড়া হয়ে থাকতে হবে বরিশালে। প্রতিবাদ মূল্যহীন হবে। তাই খুব ভোরে সকলের অগোচরে গিয়ে বন্ধুসুন্দরকে সব কথা জানালে পর তিনি বললেন—"ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে, ভাবিস কেন?" হয়েছিলোও তাই।

ভাইদের ইচ্ছাক্রমে সেজদাদা বীরেশ্বর বাবুর অভিভাবকত্বে তিনি সংস্কৃত টোলে ভর্ত্তি হন বরিশালে। অধ্যাপক মহাশয় পরম যত্নে নিজে আবৃত্তি ক'রে পাঠ দিলেন,—"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া।"—শুনেই রাধিকার চোখে জল। তিনি এ' শ্লোকের অর্থ বুঝলেন,—"পরের উপকারের জন্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে শ্রীগোবিন্দের চরণে শরণাগতিই প্রকৃষ্ট পথ। কারও কল্যাণের জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা এলে ভগবৎ কৃপা প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট উপায়। **ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কল্যাণপ্রসূ দৃষ্টির উদয়ই হয় না।**"

এই ভাব অনুকূল স্বভাবও রাধিকার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বিকার ও স্তব্ধতা দেখে অধ্যাপক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হন। তাঁর নিজ মনে প্রশ্ন জাগে—'শাস্ত্র চর্চ্চা করি, বৃদ্ধও হলাম, কই এমন অপূর্ব্ব ভাগবত রহস্য তো অনুধাবন করি নাই।' তারপরেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন এ যে বেশীদিন এখানে পড়্‌বে না এ কথা নিশ্চয়।

টোল যাবার পথে, খালের নির্জ্জন শান্ত পরিবেশের মধ্যে বহু শিবমন্দির। সে সব দেখে শুনে নূতন অনুভূতি পেলেন রাধিকা। পড়াশোনার অবসরে ও বাড়ী ফেরার সময় ঐ সব মন্দিরে বসে গান করেন। বাড়ীতেও সকাল সন্ধ্যা গান। সে গানে, পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হয়ে যেতো! প্রতিদিন উদগ্রীব হয়ে; তাদের মনে মনে আগ্রহ অপেক্ষা, এই বুঝি রাধিকা গান আরম্ভ করছে। এই ভাবে মাস কয়েক বরিশালে অতিবাহিত হওয়ার পর—

সেবক রাধিকা—

বাল্যবন্ধু পশুপতি অসুস্থ। তাই সেদিন টোল থেকে এসেই পশুপতিকে দেখতে গেলেন রাধিকা। প্রথমে সর্দ্দি পরে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ঐ পশুপতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বুঝলেন জ্বর বাতশ্লেষ্মায় পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন থেকে প্রত্যহই তিনি দু' বেলা যান। ক্রমে ক্রমে তাঁর টোলে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, এমন কি অতি প্রিয় গান, তাও বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে একবার সেজদাদার বাসায় কোন রকমে আহার সেরে যান। কোন কোন দিন রাত্রে খানই না। সে রাত্রিটি লঙ্ঘনে কাটে। কি অনির্বচনীয় বিরামহীন সেবা! পশুপতির মামা মামী পর্য্যন্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত। পশুপতির শেষ দিনে সন্ধ্যার পর হতে আর পশুপতির শিয়র ছাড়লেন না। অন্তর্জ্ঞান অটুট আছে জেনে রাধিকা পশুপতির কানে কানে বললেন,—"তুই এখন আর অন্য কিছু চিন্তা করিস্ না, কারও কথা ভাবিস না, আমি তোর কানে যে কটি কথা বলে দিচ্ছি, সেগুলি মনে মনে জপ কর।" তারপর রাধিকা ধীর গম্ভীর স্বরে তার কানে "ওঁ হরে কৃষ্ণ রাম" এই মন্ত্র তিনবার শুনিয়ে তার মাথায় বুকে হাত বুলাতে লাগলেন।

বিচিত্র ঘটনা! গত দুইদিনে পশুপতি চোখ মেলেনি হঠাৎ চোখ খুলে বন্ধু-গুরুর মুখ পানে তাকালো। সে চাহনিতে আনন্দ ও বিষাদের ছাপ্। পশুপতির দু'চোখে অনর্গল জলের ধার বইতে লাগলো। এর পনের কুড়ি মিনিট পরেই উভয়ের শেষ বিদায় ঘটলো। পরে রাধিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চোখে মুখে স্তব্ধ বেদনার ছাপ নিয়ে রাধিকা বাড়ী ফিরে সে রাত্রে আর আহার করলেন না। এর কয়েক দিন পরেই রাধিকাও জ্বরে আক্রান্ত হ'লেন। তা দেখে তাঁর দাদা বীরেশ্বরবাবু ও সেজ বৌদি বসন্তকুমারীদেবী ভীত চিন্তিত মনে যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দিন কয়েকের মধ্যে রাধিকা সুস্থ হলে পর, বীরেশ্বরবাবু সে সব সংবাদ ফরিদপুরে মাকে চিঠি দিয়ে জানান্। নিজ কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাধিকাও ঐ দিন মাকে একখানি চিঠি দেন। মা সত্যভামা দেবী রাধিকার চিঠি পেয়েই ষষ্ঠ সন্তান অনুকূলকে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে রাধিকা ফরিদপুরে ফিরে এলেন।

বরিশাল হ'তে রাধিকা যখন ফেরেন বন্ধুসুন্দর তখন বৃন্দাবনে। তাঁকে ব্রাহ্মণ কান্দার টোলে ভর্ত্তি করা হ'ল। এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই বন্ধুসুন্দর ফেরেন। এই কয় মাসের বিরহে উভয়ে উভয়ের জন্য যে কিরূপ ব্যাকুল ও ব্যথিত তা তাঁদের মিলনানন্দে ধরা পড়লো। রাধিকার হাত দুটি আদর করে ধ'রে বন্ধুসুন্দর ব'ললেন,—"তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, পরে হবে, এখন তো আর কোথাও যাওয়া নেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরই ব'ললেন—

"চল্ না দিন কয়েক পাবনায় বেড়িয়ে আসি।"

বন্ধুর আনন্দ চঞ্চল কথা শুনে রাধিকা অন্তরে খুসী কিন্তু মুখে অভিমানের ছাপ্। তাঁর অভিমান,—'তোমায় ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। তোমার জন্যই বরিশাল থেকে কৌশলে চলে আসা। সেই তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাও, তো অত আবেদন করা কেন?' প্রীতির বিশেষ ভিয়ানে, বন্ধুসুন্দর আবার বললেন,—"আমার সঙ্গে পাবনা যাবি? সেখানে এক সিদ্ধ বাবাজী আছেন, আর এক বুড়ো শিব আছেন, হরি কীর্ত্তনে তাঁরা মাতোয়ারা।"

বার বার প্রশ্ন শুনে,—রাধিকার সংক্ষিপ্ত উত্তর, "চল"।

কৌশলে মা'র অনুমতি নিয়ে রাধিকা বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে পাবনা গিয়েছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু বাবাজী মহাশয়, হারাণ ফকির, এঁরা দুর্লভ স্তরের মহাত্মা, এঁদের মধুময় সঙ্গ সান্নিধ্যে এবং নগর সংকীর্ত্তনে সমগ্র পাবনা সহরকে নূতন আলোকে আলোড়িত করে, উভয় বন্ধু ফিরেছিলেন। (সে সব বিবরণ যাঁরা বিস্তারিত জান্‌তে চান, তাঁরা চরিত মাধুরী ১ম খণ্ড দেখ্‌বেন)

পাবনায় নগর সংকীর্ত্তনের একদিনের ঘটনা,—

বৈষ্ণব সেবী প্রখ্যাত রাজর্ষি বনমালী রায় তখন কলেজে বিদ্যার্থী। তিনি কলেজ যাবার পথে ওঁদের কীর্ত্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে, কলেজ যাওয়া বন্ধ করে এঁদের কীর্ত্তন দলটিকে বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহে নিজ বাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কীর্ত্তন ও ঐ মিলন রঙ্গ অনুপম।

যথাকালে ভরপূর আনন্দে দীনবন্ধুদাস বাবাজী মহাশয়ের বাৎসল্য স্নেহের মধুময় স্মৃতিতে রাধিকা বাড়ী ফিরে দরজায় পা দিয়ে দেখেন বিষম ব্যাপার! মা'র নিকট যে কটি দিনের অনুমতি নিয়ে 'বন্ধু' সঙ্গে পাবনায় গিয়েছিলেন, তা থেকে মাত্র দুটি দিন বেশী হয়েছে। ফলে, মা ব্যাকুল হয়ে, বরিশালে, নাটোরে, কুমারপুরে পুত্রদের সংবাদ পাঠিয়ে (রাধিকার) দাদাদের অনিয়েছেন। এবং "রাধিকা আর বাড়ী ফিরবে না, সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়েছে" এ সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। রাধিকা বাড়ীতে প্রবেশ করে মা'র চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে বল্‌লেন 'মা! এমন ভুল আর কখনও কোরবো না।' মা সত্যভামাদেবী এতেই শান্ত তৃপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ গঞ্জনা—এ ধারে দেবেন্দ্রমোহন আদি ছেলেরা বল্‌লেন্,—"মা! তোমার প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে (রাধিকার জন্য) আমরা বার বার অপমানিত হ'চ্ছি। আজ গুরুচরণ পেয়াদার মুখে যা শুনেছি, শোন!—'সে বল্‌লে ছোটবাবু টোলে যান না। আমারই গোয়ালে বসে জপ্ তপ্ করেন কান্দেন। ভোরে জগতের (জগদ্বন্ধু) সঙ্গে টহল কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান।'

ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি,—এসব সত্য কি না! ছিঃ ছিঃ, লোকের কাছে মুখ দেখান যাচ্ছে না। ছোট জাতের লোকেও বলে কি না 'আমার গোয়ালে বসে জপ্ তপ্ করে, টহল কীর্ত্তন করে।' আচ্ছা দেখা যাক শোধরাতে পারি কি না।"

এর কয়েকদিন পর (রাধিকার) বড় বৌদি শাশুড়ি মাতার নিকট অভিযোগ করেন—'মা! ঠাকুর পোর জন্য আলাদা রান্না এর পর থেকে আপনিই করুন। পাবনা হতে ফিরে আসার পর থেকে দেখ্‌ছি, মন মরা হয়ে খেতে বসে। নিবেদন করার আগে কি ভাবে, গন্ধ লাগ্‌লে উঠে পড়ে, না হয় তরকারী বাদ দিয়ে খায়। জিজ্ঞাসা ক'রলে উত্তর দেয় না। তার ঐ অবস্থা দেখে কষ্ট হয়। আপনি রাঁধলে হয়তো পেট ভরে খাবে। দেখছেন না, দিন দিন কি দশা হচ্ছে ওর।

রাধিকার কোথাও যেতে বাধা নেই সত্য, কিন্তু পাবনা হ'তে ফিরে বেশ কয়েক দিন বন্ধুসুন্দরের ওখানে যান্‌নি। টোলে পড়তে যাওয়া অনেক দিন বন্ধ হয়েছে। মা ছাড়া দাদা বৌদিদের সকলের তাঁর প্রতি উপেক্ষার ভাব চলেছে। হঠাৎ একদিন ইচ্ছা হ'ল, যাই আজ ওকেদেখে আসি। গিয়ে দেখেন বন্ধুসুন্দর একা। এমন সাধারণতঃ হয় না। তাঁকে দেখে বন্ধুসুন্দর বল্‌লেন "হ্যাঁরে শারী * ভুলে ছিলি নাকি? আসিস, নি কেন? আচ্ছা ভাল। চল্ কাবেরীর * ধারে বেড়িয়ে আসি। সঙ্গে দু' জোড়া কর্ত্তাল নিলেন। পথে যেতে যেতে কথা প্রসঙ্গে বন্ধুসুন্দর বল্‌লেন্—

"নদীর স্বভাব কেমন জানিস্ তো? একবার পাহাড় থেকে বেরিয়ে

---

* বন্ধুসুন্দর রাধিকা নাম উচ্চারণ কর্‌তে পারতেন না। তাই শারী বলে ডাক্‌তেন।

* কাবেরী— বাক্‌চরের পাশ দিয়ে খলিলপুর তীরে একটি ছোট নদী। বন্ধুসুন্দরের দেওয়া নাম কাবেরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলে তাকে আর ফেরান যায় না। বাঁধ দিয়ে তাকে আটকালে থম্‌কে যায়, আবার উপ্‌চে গিয়ে নিজের পথ করে, আর বাধাকেও ভেঙ্গে দেয়। নদী যায় দু'দিকের তীরকে রসাল ক'রে। তার বুকে কত কিছু ভেসে আসে। সব নিয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মানুষের জীবনও নদীর মত। উপরের ধারা যে নদীতে কম, তাকেই লোকে বেঁধে ফেলে। আর যার গোড়ায় পাহাড়ের ঝরণা থাকে, তাকে বাঁধতে গেলে সে নদী ভয়ঙ্কর হয়। আর যেসব নদী অন্য নদী থেকে বেরিয়েছে তারা হ'ল সংসারী মানুষের মত।"

তার পর আরও কিছুটা পথ গিয়ে বল্‌লেন্—"শারী! আজ আর বাড়ী ফির্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। তুই আমায় ছেড়ে যাস্ না।' এ কথা শুনে রাধিকা হাসেন। এই ভাবে কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁরা নদীর তীরে এলেন। সেখানে একটি শাল্‌তি নৌকা বাঁধা ছিল। তা দেখে জলভ্রমণের ইচ্ছা জাগলো। নৌকার বাঁধন খুলে রাধিকাকে বল্‌লেন,—" উঠে বোস্, এই নে করতাল।"

নদী গর্ভে অল্প স্রোতে ধীরে ধীরে নৌকাটি চ'লেছে। শুক্ল পক্ষের রাত্। নির্জ্জন মনোরম পরিবেশ দেখে বন্ধুর মন বুঝে রাধিকা কর্ত্তালে ধ্বনি দিলেন। বন্ধুসুন্দর মাঝে মাঝে বৈঠা ধরছেন্।

রাধিকা বেহাগ সুরে গাইলেন—

'দেখ দেখ দেখ নিত্যানন্দ। ভুবন মোহন রূপ প্রেম আনন্দ॥
প্রেমদাতা মোর নিতাই চাঁদ। জগ জনে দেয় প্রেমের ফাঁদ॥
নিতাই বরণ কনক চাঁপা। বিধি দিয়েছে রূপ অঞ্জলি মাপা॥
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়। ধরিয়া কোল দিতে সবারে বোলয়॥
নিতাই বলে, বল সবে মিলি গৌর হরি। হরিবলি ধাওল উর্দ্ধবাহু করি॥
নাচত নিতাই গৌর রসে। বঞ্চিত রহিল এ দীন দাসে॥'

রাত্রি যত গভীর হচ্ছে, রাধিকার হৃদয়ের বেগও তত বাড়ছে। নদীর কাল জলের দিকে ফিরে ফিরে তাঁর সেই আবেগ ভরা স্বরের লহরী শুনে বন্ধুসুন্দর মাঝে মাঝে অবশ ও অধৈর্য্য হয়ে পড়ছেন্।

"হরি বলি ধাওল উর্দ্ধবাহু করি"

এ পদটি মাতনের মত গাইতে গাইতে এক শিহরণকর অবস্থা। রাধিকা অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলেন্—"ঐ ঐ" আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকা থেকে জলে ঝাপ। বন্ধুসুন্দরও সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ে মূর্চ্ছিত রাধিকাকে কোলে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠলেন। তার পর তাঁর কোমরের কাপড়ের গ্রন্থি শিথিল করে, বন্ধুসুন্দর কানের কাছে পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগলেন,—

'স্মর রে মন রোহিনীনন্দন হাড়াই পণ্ডিত কুমার রে'

প্রভাতী সুরে এই গান শুনতে শুনতে রাধিকার জ্ঞান ফেরে।

প্রভাতে রাধিকা সুস্থ হ'লে বন্ধুসুন্দর বললেন—নবদ্বীপ যাবি ?

কবে ?

শীগগীর .....

আমায় আগে জানিও।

এর পর যে যার বাড়ী ফেরেন। বাড়ী ফিরে রাধিকা রাত্রে না ফেরার কারণ মাকে জানালো।

প্রথমবার নবদ্বীপে :—

রাধিকা ইতিপূর্বে তাঁর মা'কে পাটুয়াটুলির মেলা দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন্। তাঁর মা'র মনে ভরষা আছে যে, ছেলে (রাধিকা) যে কোনও তীর্থ স্থানেই যাক্ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। এদিকে বন্ধুর সঙ্গে শ্রীরাধিকার কথা হয়েছে শীঘ্রই নবদ্বীপ যাওয়া হবে। আবার বন্ধুর সঙ্গে গেলে মা'কে সঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না। অথচ মা'র অনুমতি নিতে হবে, এর জন্য রাধিকার মনে মনে প্রস্তুতি পর্ব্ব চলছে। তাই একদা ভঙ্গীতে মাকে প্রশ্ন করলেন,—

"মা ! তুমি নবদ্বীপ যাও নি ?

সত্যভামা দেবী :—কে নিয়ে গেছে যে যাব।

মা'র মনের প্রসন্নতা লক্ষ্য করে বললেন্—

"আমার ভারী ইচ্ছা হয় একবার নবদ্বীপ দর্শন করে আসি"

পুত্রের কথায় খুসী হয়ে মা বললেন,—আমকেও সঙ্গে নিবি তো ? এবার রাধিকা বললেন্—"নবদ্বীপ বেশী দূর নয় তো। তবে নূতন জায়গা। আমি আগে দেখে আসি, তার পর তোমাকে ধূলোটে নিয়ে গেলে ভাল হয়। খুব প্রসিদ্ধ ধূলোট। তার এখনও দেরি আছে। সে ধূলোটও এক মাসের ব্যাপার। তুমি যদি অনুমতি কর, তবে আমি আগে দেখে আসি। ধূলোটের সময় তোমায় নিয়ে যাব।'

মাতৃ-স্নেহে ছেলের চাতুরী ধরা প'ড়লো না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,— "কবে যাবি, আর সঙ্গে কে কে যাবে ?" তিনি বললেন্—'কাল বা পশু',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবার কথা, বন্ধু, বকুল বিশ্বাস, আর ফরিদপুরের কয়েকজন ; অল্প ক'টা দিন থেকেই চলে আসা।' মা মত দিলেন।

মা'র অনুমতি নিয়ে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনকয়েক আগে রাধিকা বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে প্রথমবার নবদ্বীপ যান, নৌকা যোগে। নবদ্বীপের খেয়া ঘাটে নৌকা লাগার সাথে সাথে, অপেক্ষমান প্রখ্যাত শিতিকণ্ঠ পদরত্ন মহাশয় তাঁদের প্রতি সাদর অভ্যর্থনা সহ 'হরিসভাতে' নিয়ে যান। গঙ্গার ঘাট থেকে সারা পথ দলটি মধুর স্বরে উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে গিয়েছিলেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী, শ্রীব্রজবালা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী শ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্মাচার্য্যবৃন্দ এই পূর্ণিমাতে নবদ্বীপে এসেছিলেন। ষোল সতের বছর বয়সের রাধিকার বৈরাগী স্বভাব, সুমধুর কণ্ঠস্বর ও প্রেমমাখাস্বরের কীর্ত্তনে, এঁদের সকলের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এঁদের সোচ্ছ্বাস কৃপাশিসই রাধিকার ভাবী জীবনকে অতুলনীয় কহিনুর সদৃশ উজ্জ্বল করে রেখেছে।

বৃন্দাবনে :—

১৩০১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে, ঝুলনের পূর্ব্বে, বন্ধুসুন্দরের কৃপা ও ব্যবস্থাপনায় ঘর ছেড়ে ব্রজে যান শ্রীরাধিকা। এখন থেকে "রামদাস" * নামেই ইনি পরিচিত।

পরণে একটি কাপড়, একটি চাদর, নামজপের মালা ঝোলা, একজোড়া কর্ত্তাল আর ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" পুস্তক সম্বল ক'রে দারুণ রোদ্রে ১৮ মাইল পথ, ভয়ে 'উদ্‌বেগে' দ্রুত হেঁটে রাজবাড়ী ষ্টেশনে গাড়ী ধ'রে কৃষ্ণনগর যান। সেখান থেকে নবদ্বীপ। বন্ধুসুন্দরের ইঙ্গিতে চৌধুরী ম'শায় নবদ্বীপ থেকে হুগলী পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়ে, হাতরাসের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট হাতে দিয়ে হাতরাস গামী ট্রেণে চড়িয়ে দেন শ্রীরামদাসকে। চব্বিশটি ঘণ্টা অনাহারে অনিদ্রায় নাম করে ট্রেণে কাটান। হাতরাস ষ্টেশনে নেমেই ব্রজভূমির উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানান শ্রীরামদাস। সেখানকার রেল কর্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্ধুসুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত) এই নবীন যুবককে সহজেই চিনলেন যে ইনিই প্রভু বন্ধুসুন্দরের "শারী" বর্ত্তমানে 'শ্রীরামদাস' ! তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিলো। বৃষ্টি থামলে, তিনি শ্রীরামদাসকে সঙ্গেনিয়ে নিকটের ধর্মশালায়

*এই সিদ্ধ নামটি বন্ধুসুন্দরের নিকট প্রথম প্রকাশ করেন, পাবনায়,—মহা-অনুভবী প্রবীণ বৈষ্ণব দীনবন্ধু দাসজী তাঁরই রাখা ঐ নাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়ে একটি ঘর ঠিক করে দিলেন। এইখানেই প্রখ্যাত শ্রীঅটল বিহারী নন্দী (পাগল হরনাথের পত্রাবলীর সঙ্কলক ও প্রকাশক) এবং শ্রীহরিদাস গোস্বামীর (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত আদি গ্রন্থ রচয়িতা) প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেখানে দু'তিন দিন থাকার পর বন্ধুসুন্দরের চিঠি পান—

"প্রিয় রামদাস! তুমি একাকী বৃন্দাবন যাবে। বৈরাগী একাকীই যায়, একাকীই আসা যাওয়া করে। কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহাকেও অনুরোধ করে না, (তার) কাহারও সহিত বিরোধ হয় না। সে সর্বদা সহজ সত্যবস্তু উপলব্ধি করে। প্রভুর অনন্ত বিভূতি। তাহার মধ্যে ছয়টি প্রধান। বৈরাগ্য তাহাদের মুকুটমণি। তুমি সেই বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইয়াছ। সর্ব্বদা নির্ভয়। সর্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে। মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবে। কোথাও স্থূল ভিক্ষা করিও না। শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরেই প্রথমে যাইবে। যথা সময়ে সমস্ত জানিতে পারিবে। আমার সহিতও যথা সময়ে সাক্ষাৎ হইবে! ইতি—তোমার "বন্ধু।"

ঐ চিঠি পেয়ে সেই দিনই বৈকালে যোগেনবাবু বৃন্দাবনের একখানি টিকিট হাতে দিয়ে ট্রেণে চড়িয়ে দেন শ্রীরামদাসকে। অপরূপ লাবণ্যময়ী এক বৃদ্ধা তাঁর সহিত আলাপ করেন ট্রেণে। ষ্টেশন থেকে নেমে গোবিন্দ মন্দিরে পৌছে দেবেন (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) আশ্বাস দেন ঐ বৃদ্ধা।

"ঐ বৃদ্ধা, পুরাতন গোবিন্দ মন্দিরে যেখানে "যোগমায়ার" অবস্থান, সেখানে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—যাও! ওই সামনেই গোবিন্দ মন্দির। পরমুহূর্ত্তেই সামনে বা পিছনে কেউ কোথাও নেই।"

সেই রাত্রিটি গোবিন্দ মন্দিরে কাটে। নাম ক'রতে ক'রতে পরদিন সকালে যমুনা স্নানে গিয়েছেন। কি যোগাযোগ! তাঁর উচ্চ স্বরের গান শুনে ব্রজবালা (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রিত) নিজ কুটির থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রথমে দৃঢ় আলিঙ্গন করেন। নিজ কুটিরে নিয়ে যান। তাঁর কুটিরে অবস্থান কালে দু'টি ঘটনা—

প্রথম: গৌর মন্ত্র নিয়ে বৈষ্ণব ও গোস্বামীবৃন্দের বাদ-বিসম্বাদ প্রসংগে বাবাজী মশায় ও ব্রজবালার পৃথক পৃথক দৃষ্টিভংগী প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়: এক রাত্রে, কালিদহের নিকট যমুনার তটে এক তমাল তলে বাবাজী ম'শায় নিদ্রিতের মত। সেই সময় "যোগমায়া দেবী" স্বপ্নে আবির্ভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'য়ে তাঁকে যোগমায়ার মন্ত্রদেন। (এই মন্ত্রটি পরে বাবাজী মশায়ের আশ্রিতেরা সকলেই পেয়েছেন।) এ ঘটনাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ কৃষ্ণানবমী কি দশমীর দিন।

সঙ্গে করে বাবাজী মশায়কে নিয়ে যান ব্রজবালাই পতিত পাবন কুঞ্জে। তখন পরিব্রাজক প্রেমানন্দ ভারতী কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। এই ভারতী মহাশয় (আঠ বছর বয়সের রাধিকার মুখে মধুর নাম গান শুনেছিলেন, ফরিদপুরে।) আজ তাঁকে দশ বছর পরে পূর্ণ বৈরাগী স্বরূপে ব্রজভূমিতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। তাঁর সে আনন্দ উচ্ছ্বাস অবর্ণনীয়। প্রথম মিলন মুহূর্ত্ত হ'তে আর যে কটি দিন তিনি ব্রজে ছিলেন, বাবাজী ম'শায়কে অপত্য স্নেহে নিজের কাছ ছাড়া করেন নি।

ঝুলনযাত্রা উৎসবের কিছুদিন পরই ভাদ্রমাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও তাঁদের অনুগত ভক্তবৃন্দ ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায়* যান প্রতি বৎসর। সেই ভাদ্রে ব্রজবালার সঙ্গে বাবাজী মশায়ও ঐ পরিক্রমায় যান। এঁরা দু'জনেই আবিষ্ট স্বভাবের ব্যক্তি। তাই, বৈষ্ণববৃন্দের দল থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এবং চলিত প্রথা অনুসারে এরা পরিক্রমাও করেন নাই। ঐ পরিক্রমায়—গাঁঠুলি গ্রামে বাবাজী ম'শায় অন্নপূর্ণার মন্ত্র পান। আর মানস গঙ্গায়, শ্রীকুণ্ডে ও প্রেম-সরোবরে বিভিন্ন বিভিন্ন লীলা অনুভূতিগুলি বাবাজী ম'শায়ের জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়।

বাবাজী মশায় ব্রজে যান ঝুলনের পূর্ব্বে, আর বন্ধুসুন্দর যান শারদীয়া সপ্তমীর দিন। উভয় বন্ধুতে রাধাবাগে ছত্রিশগড় কুঞ্জে থাকতেন।

এক রাত্রে ছত্রিশগড় কুঞ্জে :—

গভীর রাত্র হঠাৎ জেগে উঠে বন্ধুসুন্দর প্রশ্ন করলেন,—

"রামী! এই ব্রজের রাজ্যে নিজে এসেছিস, না তোকে কেউ এনেছে?"

বাবাজী মশায় : "যার জন্যে তুমি এলে, তারই আনা।"

বন্ধু : (খুসী মনে হাসতে হাসতে) "সে বোধ এল কিসে?"

বাবাজী ম'শায় : "নাম কৃপা করলে কি স্রোতময় কি হৃদময় আপন লীলার সব স্বরূপকে না জানিয়ে ছাড়েন না।"

বন্ধু : (হেঁয়ালীতে বল্লেন) "দাগীই তো বেশী নজরে পড়ে?"

---

* শ্রাবণ কৃষ্ণা একাদশীর দিন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যাত্রা আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী মশায় : (হাসিমুখে) "লোভ থাক্‌লে দাগী ক'রে ছাড়ে।"

বন্ধু : (নতুন ভংগীতে প্রশ্ন) "হ্যাঁরে ! লোভের হেতু কি আপন সুকৃতি না কারও দান ?

বাবাজী ম'শায় : "একেই তো অহৈতুকী করুণার যুগ, তার উপর অযোগ্য জনে অধিক দয়া। সেখানে আবার সুকৃতি কিসের ? সবই কৃপার দান।"

বন্ধু : (মনে মনে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হ'য়ে, মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'র্‌লেন) "এখানে যে সব মহাত্মারা আছেন, তাঁদের দর্শন ক'রেছিস্ ।"

বাবাজী ম'শায় : "যেতে ভয় হয়।"

বন্ধু : "ভয় কেন ?"

বাবাজী ম'শায় : "অপরাধের। যাঁরা কথা কন না, তাঁদের কাছেই নাম কৃপা করে নিয়ে যান।"

বন্ধু : (অনুভূত সত্য-সরল উত্তর শুনে খিল খিল ক'রে হেসে প্রশ্ন ক'রলেন) "অপরাধ করা স্বভাবটা স্বাভাবিক হ'লে তার উপায় কি ?"

বাবাজী মশায় : "করুণা প্রার্থনা, তার আত্ম-অনুশীলন।"

শারদীয়া সপ্তমী অষ্টমী নবমী বৃন্দাবনে থেকে দশমীর দিন দুই বন্ধুতে শ্রীকুণ্ডে যান। এই কয়দিনের মধ্যে বৃন্দাবনের একটি ঘটনা—

শৃঙ্গার বটের প্রভুপাদ শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামী ও পুরাণ সহরের প্রভুপাদ শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী, শ্রীজগৎবন্ধুসুন্দরের সঙ্গে এঁরা ইষ্টগোষ্ঠীর জন্য এসেছিলেন। এঁদের দৃষ্টি প'ড়লো আকর্ষণীয় স্বরূপ এবং প্রথম যৌবনেই স্বভাব উদাসী শ্রীরামদাসের উপর। তাঁদের প্রীতি বিধানের জন্য বন্ধু ইংগিতে বাবাজী ম'শায়কে গাইতে ব'ললেন—

"পতিত পাবন নিতাই চাঁদ ..."

(চরিত মাধুরী ২য় ১০৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গানটি আছে)

সে আবেগ ভরা গান শুনে দুই গোস্বামী ও বন্ধুসুন্দর বিশেষ চঞ্চল হ'লেন। (বেশ কিছু সময় পরে) স্থির হ'য়ে গোস্বামীদ্বয় আনন্দ অশ্রুতে যেন স্নান করাতে করাতে বাবাজী মশায়কে আলিঙ্গন ছলে কৃপা সঞ্চার ক'রলেন।

উভয় বন্ধুতে নিয়ম সেবার মাসটি (বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে কার্ত্তিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত) শ্রীকুণ্ডে (শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তটে) কাটান। সেখানে বাবাজী মশায়ের জন্য বন্ধুর নির্দ্দেশ—

"শোন! রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত জপ, তারপর সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে ঘুমানো। সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন নিয়ে কুণ্ড-যুগল পরিক্রমা; তারপর স্নান, পরে সকালের কাজ সেরে পাঠ, দশটায় মাধু-করীতে যাবি, তারপর চারটা থেকে ছয়টা পাঠ ও দর্শন, তারপর ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে স্নান, আরতি দর্শন, তারপর কীর্ত্তন সেরে জপ।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পূর্বদিন রাত্রি তিনটায় বন্ধু বললেন—"রামী! চল্ বেরিয়ে পড়ি।"

বাবাজী ম'শায় উত্তর দিলেন,—"আঃ থাম"

অনুভবী বন্ধু চ'মকে উঠলেন। তিনি বুঝলেন—"কোনও সখী, যুগলের (রাধা ও কৃষ্ণের) নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে মনে ক'রে কুঞ্জদ্বারে যাবার উপক্রম ক'র্লে প্রহরারত সেবায় আবিষ্ট রামদাস সেই সখীকে লক্ষ্য করেই ঐ "আঃ থাম" কথা ব'লেছে। তিনিও কুঞ্জভঙ্গের সময় জেনে কৌতুক স্বরে ব'ললেন—"শারী ডাক্‌ছে…।" বাবাজী ম'শায়ের লীলাস্মৃতিময় মন বহির্জগতে ফিরে এলো, তাঁর দৃষ্টি পড়্‌ল বন্ধুর দিকে। বন্ধুসুন্দর সব বুঝেও আবার ব'ললেন—"চল্, বেরিয়ে পড়ি। সূর্য্যকুণ্ডে যাব আবার ভোরের ভেতর ফিরে আসব।' তাই হ'লো সেখানে পৌঁছে বলরামদাসজীর সঙ্গে বন্ধুসুন্দরের ইষ্টগোষ্ঠী হয়, পরে দুজনে আবার শ্রীকুণ্ডে ফেরেন। ঐ ফেরার পথে বন্ধু বল্‌লেন—"ওঁর নাম ছিল বিপিন চৌধুরী বাড়ী পাবনায়। গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী ম'শায়ের শিষ্য, এখন নামব লরাম দাস। এঁদের চরণ স্পর্শ পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা।"

এই পূর্ণিমার পরদিন হ'তেই ললিতা কুণ্ডের শ্রীরমণদাসজীর নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা। বাবাজী মশায়ের ইচ্ছা 'জেনে' এ ব্যবস্থা করেন, শ্রীকুণ্ডতটবাসী গিরিধারী দাসজী। প্রথম দিনেই রমণদাসজী বুঝলেন,—"ইনি ঠিক ছাত্র নন। তবে এ চেষ্টা কেবল এঁর হৃদয়ে সঞ্চিত শক্তির উদ্বোধন মাত্র। তা না হোলে 'কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কষিত কামের কোঁড়া, হেরইতে ভৈ গেনু ভোর—' গানখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে কি ক'রে সম্পূর্ণ আয়ত্ব ক'র্‌লেন! আর মৃদঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার 'বোল' এবং তিনটি তালের 'লয়' কেমন করেই বা আয়ত্ব হ'লো!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ গিরিধারী দাসজীর কৃপাতেই একখানি মৃদঙ্গ সংগ্রহ ক'রে একদা সেটি বন্ধুসুন্দরের আসনের উপরে টাঙ্গিয়ে রাখলেন বাবাজী মশায়। তা দেখে, মৃদু হেসে বন্ধুসুন্দর বললেন—'কিরে! ইনি এলেন কেমন ক'রে? এ কি গোয়াল চামট?

বাবাজী ম'শায়ও হাসিমুখে জবাব দিলেন—'গোয়াল চামট না হোক্ গোপালের দেশ তো!' এর পর থেকে বাকী দিনগুলির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুন ভেঙ্গে গেল। বাবাজী ম'শায় সেদিন সময়োচিত পদ ধ'রলেন—

"নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু হেরইতে পড়ি গেনু ভোর"

সারারাতটিই ঐ পূর্ব্বরাগের গৌরচন্দ্রিকার ভিতর দিয়েই বাবাজী ম'শায়ের হৃদয়ের অবস্থানটি অখণ্ডরূপে বেরুতে লাগল এবং তাতেই সখীবৃন্দের পরস্পরের উক্তি, রাইএর প্রতি সখীবৃন্দের উক্তি, শ্রীমতীর নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ শ্রীমতির অভিসার তারপর মিলন—সবই পর পর কীর্ত্তনের আনন্দ পাথারে ভেসে উঠল।

পূর্ব্বরাগ থেকে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান গাইতে গাইতেস্তব্ধ ভাব ও বাক্যের জড়তা (যেন মনের ভাব)—'আমাদের যুগল এমনি থাকুক্।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিয়ম সেবার কাল পূর্ণ হ'লো। উভয় বন্ধুতে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে সেই ছত্রিশগড় রাজকুঞ্জেই রইলেন। মৃদঙ্গটিও সঙ্গে এনেছেন। কয়েক দিন পরেই রাসপূর্ণিমা। সে রাতটি যে কি আনন্দ কীর্ত্তনে তাঁরা কাটিয়ে ছিলেন তার নিদর্শন আজও অক্ষররূপে ধরা আছে। (প্রায় প্রতিটি রাস রজনীতে **শ্রীবৃন্দাবনের বড়গৌরকে** নিয়ে বাবাজী ম'শায় সেখানে যে পরিক্রমা কীর্ত্তন ক'রতেন তা দেখার সৌভাগ্য যাদের ঘটেনি তারাও ঐ কীর্ত্তনটি (মুদ্রিত হয়েছে) প'ড়লে আনন্দের পাথারে ভেসে যাবেন।)

রাসপূর্ণিমার দু'একদিন পরেই উভয় বন্ধুতে যমুনা স্নানের পর পথে চ'লেছেন। বন্ধুসুন্দর আগে, পিছনে বাবাজী মশায়। হঠাৎ বন্ধুসুন্দর বল্‌লেন—"মাধুকরী ক'রে আয়।" আর কিছু না বলেই এমন কি পিছনে বাবাজী মশায়ের দিকে না তাকিয়েই তিনি সোজা কুঞ্জের পথ ধ'রে চ'ললেন। আর বাবাজী ম'শায় দাঁড়িয়ে প'ড়লেন। তাঁর মনে চিন্তা, "এত সকালে কোথায় মাধুকরী পাব?"

এ হেন সময়ে তাঁর পিছন দিক হ'তে সুকোমল কণ্ঠে কে যেন ডাকছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হক্ চকিয়ে পেছনে ফিরে দেখেন;—কুড়ি পচিশ বছর বয়সের এক অপূর্ব্ব সুন্দরী সঙ্গে একটি দাসী। মহিলাটি প্রণাম ক'রে দাসীর হাত থেকে পাতায় মোড়া একটি ঠোঙ্গা নিয়ে বাবাজী মশায়ের হাতে দিয়ে আবার তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লেন। বাবাজী মশায় এই আকস্মিক ঘটনাগুলিতে এত বিহ্বল হয়ে প'ড়েছিলেন যে বলার কথা নয়। একটু স্থির হ'লে, ঠোঙ্গাটি নিয়ে বন্ধুসুন্দরের কাছে এলেন। দেখেই তিনি ব'ল্‌লেন—ওটা কিরে? পরে বন্ধুসুন্দরের নির্দ্দেশে ঠোঙ্গাটি খুলে দেখেন,—প্রচুর পেঁড়া ক্ষীর লাড্ডু কচুরী পুরী ইত্যাদি। বন্ধুসুন্দর হেসে বললেন—"এ সব কি ক'র্‌বি?"

বাবাজী ম'শায় নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে বন্ধু প্রসাদের ঠোঙ্গাটিকে প্রণাম ক'রলেন। তারপর এক কণিকা নিজে গ্রহণ ক'রে, তারই একটু বাবাজী মশায়ের মুখে নিজের হাতে দিলেন। পরে বল্‌লেন—'যা, যমুনাকে প্রণাম ক'র্‌বি, প্রসাদকে প্রণাম ক'রবি, তারপর যমুনার জলে এগুলি ভাসিয়ে দিবি।'

বাবাজী ম'শায়ের মুখ দেখে হয়তঃ কিছু অনুমান ক'রলেন, তাই বন্ধুসুন্দর সস্নেহে বল্‌লেন—"ছাখ! শ্রীমূর্ত্তি আর প্রসাদ তো কোন ভিন্ন বস্তু নয়। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিতো বিশ্বের সর্বত্র আত্মগোপন ক'রে র'য়েছেন। ভক্তের আগ্রহ ক্রমেই "শ্রীবিগ্রহ" নিজ স্বরূপ প্রকট করেন, তার সঙ্গে কথা কন্। ভক্তের ভক্তি ও আগ্রহ না থাক্‌লে বিগ্রহ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। প্রসাদও তেমনি সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করেন না। ভক্ত স্থানেই প্রসাদ গ্রহণ করবি, অন্যত্র শুধু মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চ'লবি।"

বন্ধুর সুদূর প্রসারী দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে বাবাজী ম'শায় ঐ সব প্রসাদ যমুনায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেন।

একদিন বৈকালে বন্ধুসুন্দর ব'ললেন—"চল যমুনার ধার দিয়ে বেড়িয়ে আসি। ঐ পথেই, শ্রীগোবিন্দের আরতি দর্শন ক'রে ফিরব। দুই বন্ধু পথে চ'লেছেন; যেতে যেতে আরতির সময় জেনে মন্দিরের পথ ধ'র্‌লেন। হঠাৎ বন্ধু বললেন—"দেখিস কোন স্ত্রীলোক যেন না ছোঁয়, সাবধানে থাকবি।" উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি সহ আরতি কীর্ত্তন শুরু হ'লো। বাবাজী ম'শায় আরতি দর্শনে তন্ময়। তাঁর বাহ্য দৃষ্টি নাই, বাহ্য অনুসন্ধান নাই। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমক ভাঙ্গলো যখন, দেখেন বন্ধুসুন্দর সজোরে তাঁকে ধ'রে টানছেন। বন্ধুর মুখে যেন বিছার কামড়ের মত যন্ত্রণার ছাপ। চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত মনে উভয়ে কুঞ্জে ফিরলেন। ঘরে ঢুকেই বন্ধুসুন্দর গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে রজে গড়াগড়ি দিতে দিতে ব'লছেন—"উঃ জলে গেল! আঃ জলে গে'ল! আর এক একবার বাবাজী ম'শায়ের মুখ পানে তাকাচ্ছেন। কিছু অনুমান ক'রতে না পেরে বাবাজী মশায় স্বাভাবিক প্রীতির টানে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হোলো তোমার?" বন্ধুসুন্দর কাতর ও ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—"বল্লাম কোন স্ত্রীলোক যেন না ছোঁয়, তোর কি খেয়াল ছিল?" বন্ধুর বক্রোক্তিতে বাবাজী ম'শায়ের মনে হল—"নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে।" প্রত্যক্ষতঃ দেখছেন আধার স্বচ্ছ হ'লে স্ত্রীলোকের স্পর্শে কি জ্বালা হয়।

বাবাজী ম'শায় ন'মাস ব্রজে ছিলেন (১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ১৩০২ এর বৈশাখের মাঝামাঝি), পরবর্ত্তী কালে একদিন বন্ধু প্রসঙ্গে :—

"বন্ধু ব'লতো আয়নায় মুখ দেখবি তা হোলেই ক্রোধ স'রে যাবে। লোভ এলে খুব তেঁতো রস খাবি। তখন ছত্রিশগড়ের বাড়ীতে থাকি দু'বেলা দু'গ্রাস শিউলি পাতার রস খেয়েছি। মোহ এলে ঠাঁই নাড়া হবি। অহঙ্কার হ'লে উপোস করবি, পরের উপর কটাক্ষ বুদ্ধি (মাৎসর্য) এলে নিজের দোষ ভাববি। এ সব ছিল তার উপদেশ। ন'মাস ব্রজে থাকার সময় সে কাছে ছিল তিন মাস। হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে নাম ক'রলে এ সব অনুষ্ঠানের বিশেষ দরকার হয় না। শ্রীগুরুর আনুগত্যে নাম ক'রতে হয়। অনেক ঝড় ঝাপটা তিনিই সহ্য করেন, কৃপায় আসা কিনা তার।" (দাস গোস্বামী পৃঃ ৫৩৬)

বন্ধুসুন্দর ব্রজ হ'তে চলে যাওয়ার পর বিরহী বাবাজী ম'শায় যে কমাস সেখানে থাকেন সে সময়ের বিশেষ বিশেষ ঘটনা—সংকীর্ত্তনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, জানুতে বানরের দংশন, মাতাপিতার সাক্ষাৎ ও তাঁদের সঙ্গে কাশী গমন, কাশীতে পরিব্রাজরেক সঙ্গে, প্রখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্তের সহিত মিলন, ভুঁইয়া মশায়ের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে। এ সব বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। এ সব ঘটনা চরিত মাধুরী ২য় খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা দশ টাকার একটি মণিঅর্ডার। তার কুপনের লিখা—"প্রিয় রামদাস! হুগলী হইতে ষ্টীমারে ক'লকাতায় আসিবে। কুমারটুলিতে ফটিক মজুমদারের বাড়ীতে উঠিবে। তোমার—বন্ধু।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ মণিঅর্ডার পাঠানর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুসুন্দর তাঁর নিজের অনুরাগিবৃন্দের কাছে গর্ব করে ব'লেছিলেন "বৃন্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি। ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছি। সেখানকার জল হাওয়াতে বেশ পুষ্ট হ'য়েছে অল প্রুফ হ'য়ে গিয়েছে শীঘ্রই আস্‌ছে।"

তাই কুমারটুলি ঘাটে পঁহুচানর পর বাবাজী মশায়কে কোন অসুবিধাবোধ করতে হয় নি।* সহজেই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটল ফটিক মজুমদারের বাড়ীতে।

ক্লাস প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নপত্র যেমন কঠিন থেকে কঠিনতর হ'তে থাকে তদ্রূপ "বন্ধু ও বাবাজী" সঙ্গ ও প্রসঙ্গ আমাদের মত সাধারণদের কাছে দুর্বোধ্য।

ফটিক মজুমদারের বাড়ী থেকে কালীকৃষ্ণ বাবুর বাগান বাড়ীতে যাবার সময় বন্ধুসুন্দর ও বাবাজী মশায়ের মধ্যে গঙ্গা বক্ষে নির্জ্জন নৌকা মধ্যে যে আলাপ হয় :—

বন্ধুসুন্দর : সামনেটা কাপড় ঢেকে দে, ছৈ-এর মধ্যে যে আলো আসছে! তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব'ললেন---

সেখানে (ব্রজে) কি নিয়ে ছিলি ?

বাবাজী মশায় : নাম আশ্রয় ছাড়া আর কি থাকতে পারে ?

বন্ধুসুন্দর : ঐ নাম স্বরূপে কে আছেন ?

বাবাজী মশায় : স্বয়ং নামী।

বন্ধুসুন্দর : সে স্বরূপের বিকাশ ভেদ আছে না কি ?

(এ প্রশ্নের জবাব বাবাজী মশায়ের মুখের ভাবে ফুটে উঠলো।) তা দেখে খুসী মনে বন্ধুসুন্দরের প্রশ্ন---সে স্বরূপের মাধুর্য্যের বিকাশ কখন ?

বাবাজী মশায় : রাই সঙ্গে মিলিত যখন।

কালীকৃষ্ণবাবুর বাগান বাড়ীতে অল্প কিছুদিন থাকার পর বন্ধুসুন্দরের দল চেৎলায় যান। সেখানে বন্ধু একদিন বাবাজী মশায়কে প্রশ্ন করলেন---

"হ্যাঁরে পূরলীলায় যেমন তাঁর পূর্ণ জ্ঞান "আমি ঈশ্বর" তেমন কি ব্রজ-লীলায় ছিল না ? ব্রজে মায়ের তাড়ন ও ভর্ৎসনায় তিনি যে ভয় পেতেন কাঁদতেন এ তো অভিনয় ! না কি বল্ ?

---

*কলিকাতার বিখ্যাত পুরুষ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের। যাঁর জন্মভিটায় এখন বাঙ্গড়-মন্দির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ অত তত্ত্ব কথা জানি না। তবে ও আবার অভিনয় হবে কেন? সত্যি সত্যি তাঁর ভয় হয়। কৃষ্ণের তো ব্রজের ভূমিতে ঈশ্বর অভিমান ছিল না। আর অনুকরণকারী লীলা হলে ভক্তের হৃদয়ে তা ঠাঁই পাবে কেন? ভক্তের প্রতি কপট আচরণে প্রভুরই বা তৃপ্তি হবে কেন? সত্যি সত্যি হয় ব'লেই তাঁর নিজ লীলার এত মাধুরী।

বন্ধুসুন্দরঃ (কৌতুকে, প্রতিবাদের স্বরে) সে কি রে! সেই নিত্য আনন্দময় স্বরূপের আবার ভয়, অজ্ঞানতা কোথায়? তাকে আবার আবরণ ক'র্‌বে কে?

দুজনের মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

বাবাজী ম'শায়ঃ অবিদ্যায় জীবের আবরণ হয়, আর চিৎশক্তির বৃত্তিরূপা দেবী যোগমায়া, আনন্দময় প্রভুকে সুখ দেবার জন্য তাঁর স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যকে ঢেকে দেন।

বন্ধুসুন্দরঃ হ্যাঁরে! তাঁর যত মাধুরী আছে, সবগুলিই যদি এককালে ভক্ত আস্বাদন ক'রতে চায়, তা হলে তা কি আয়ত্বে আনতে পারে? তাতে তিনি তেমনি বিরাট মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি নিয়েই থাকবেন তো?

বাবাজী ম'শায়ঃ তাঁর যত মাধুরী আছে, তা তো কেউ আয়ত্বে আনতে পারে না, কেবল নিজ ভাবানুরূপ তাঁর মাধুরী আস্বাদন করে।

বন্ধুসুন্দরঃ আচ্ছা বল দেখি ভগবদ্‌রূপাদির স্ফূর্ত্তি কি স্বপ্ন?

বাবাজী ম'শায়ঃ স্বপ্ন তো নিদ্রাবেশেই হয়। স্ফূর্ত্তি জাগ্রদবস্থায় ঘটে।

বন্ধুসুন্দরঃ তা হ'লে বল্‌---সেটা কারো মায়া।

বাবাজী ম'শায়ঃ না ভক্তের শুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয়ে মায়ার ঠাঁই থাকে না।

বন্ধুসুন্দরঃ তবে কি মানসিক চিন্তার পরিণাম?

বাবাজী ম'শায়ঃ না সে বস্তুর সীমান্তেও প্রাকৃত মন যেতে পারে না। তাতে আনন্দও হয় না।

বন্ধুসুন্দরঃ তবে কি সাক্ষাৎ?

বাবাজী ম'শায়ঃ ভগবৎ কৃপার শুদ্ধ সত্ত্বার চিত্তে ভগবদ্রূপ গুণ লীলাদি-স্বতঃ বিকাশের নাম স্ফূর্ত্তি।

বন্ধুসুন্দরঃ অতি সোহাগ ভরে বাবাজী ম'শায়কে জড়িয়ে ধ'রলেন। উভয়ের মুখ বুক চোখের জলে ভেসে যেতে লাগ্‌লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিন পরে বাবাজী ম'শায়সহ বন্ধুসুন্দর সদলে ডোমপাড়া রামবাগানে, (কলিকাতায়) হরপ্রসাদ রায়ের (কর্মকার) বাড়ীতে আসেন। বাড়ীটি তখন ৬৪।১ চাষা ধোপাপাড়া লেনে। বর্ত্তমানে গিরিশ পার্ক নর্থ। সে দিন ঐ তল্লাটে দিবালোকেও খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি হামেসাই ঘট্‌তো।

সুমধুর কণ্ঠে, সকালে ফেরী বা টহল কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে গঙ্গা স্নানে যাওয়া ও কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে বাসায় ফেরা, তার পর রায় পত্নীর বাৎসল্য ব্যবস্থাপনায় স্বহস্তে এক পাকে প্রস্তুত প্রসাদ গ্রহণ এবং গভীর রাত্রে বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বাবাজী ম'শায়ের দিন কাটছে। এমনি সময়ে, এক রাত্রিতে বন্ধুসুন্দর বললেন,—

"রামী! ইচ্ছার জয় কোথায়?"

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেই আবার ব'লছেন,—

ইচ্ছার আর একটি নাম কামনা। কাম (পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই প্রধান হেতু) থেকে কামনা হয়। দেহ আর মনের প্রসবিনী 'রতি' ওই হল মা, আর জন্ম দেয় কাম। ওদের মেয়ের নাম 'কামনা'। সে চির যুবতী, ওর কবলে সবাই পড়ছে, তুইও পড়বি না কি?

বন্ধুর এই অবতারণা কোন দিকে মোড় নেবে, ধ'র্‌তে না পেরে বাবাজী ম'শায় উৎসুক মনে তাকিয়ে রইলেন।

বন্ধুসুন্দর: ও রতি আর কাম সম্বন্ধে জানার তোর এতটুকু অধিকার নেই, বুঝলি? সে অধিকারের চেষ্টা ক'রতে গেলেই পশুর দেহ পেতে হবে।

বন্ধুসুন্দরের এ কথাও তাঁর আসল বক্তব্যের ভূমিকা। তাই বাবাজী ম'শায় চুপ করেই শুন্‌ছেন। বন্ধু এবার প্রশ্ন করলেন,—

"হ্যাঁরে, এখানে আসায় তোর কি কামনা ছিল?

বাবাজী ম'শায়: (মাথা নেড়ে জানালেন) "না"।

বন্ধুসুন্দর: আর ব্রজে যাবার কামনাটা কে ক'রেছে?

এ প্রশ্নে, বাবাজী ম'শায় মুগ্ধ-চিত্ত, মুখে তৃপ্তির হাসি। তা দেখে বন্ধুসুন্দর ব'লছেন—"তা হ'লে বোঝ, একটা তোর ছিল, একটা তোর ছিল না, যে টায় বাধা পাচ্ছিস্, সে টায় কি বুঝ্‌লি? বাবাজী ম'শায় কোন জবাব দিচ্ছেন না দেখে বন্ধুসুন্দর আবার ব'ললেন—"এবার তোর ব্রজে ফিরে যাওয়ার কামনা মাথায় গজ্ গজ্ ক'রছে, কিন্তু বাধা পাচ্ছিস্ কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কারো অন্তশ্চিন্তনের গতিকে করুণাময় প্রভু ছাড়া আর কেউ নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারেনা।

এই চমৎকার বিশ্লেষণে বাবাজী ম'শায় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি বিস্মিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা দেখে বন্ধুসুন্দর প্রসঙ্গটির গতি পরিবর্ত্তন ক'রে ব'লছেন—

"ওরে! ব্রজের বস্তুর ওর পাবি না। যাঁরা ব্রজেরই তাঁরাও পাননি, তাই না?....."।

ঐ স্মরণ আবেশে উভয় বন্ধুর চোখ রাঙ্গা। বাক্য স্তব্ধ। সে আবেশ সামলে নিয়ে, গম্ভীর ভঙ্গিতে বন্ধুসুন্দর তাঁর প্রাণ প্রিয় রামীর ভাবী জীবনের স্বরূপ কি হবে তাঁরই ইঙ্গিত করে ব'ললেন,—

"তুই তো ব্রজে যাওয়ার জন্য ছট্ ফট্ ক'রছিস্, তা বুঝেছি। ছাখ, আপন আপন খাওয়ার যোগাড় তো পশু পাখীরাও করে, **যে দশ জনকে খাইয়ে খায় সেই তো খাঁটি মানুষ।**" বলেই বন্ধুসুন্দর ধীর স্থির গম্ভীর।

এ যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যার্থীকে কলেজ—পাঠানোর পূর্ব্বে হেড্মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহাশিস। ঘটেছেও তাই।

ঐ আলোচনার অল্প কয়েকদিন পরেই বাবাজী ম'শায় বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ ছাড়া হন্। পরে, শ্রীভৈরবচন্দ্র গোস্বামীর নিকট, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই মহামন্ত্রের নাম মালাটি লাভ করেন। (এই 'মহামন্ত্রের' সাধন ফলে প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ বলে, এই সু-গোপ্য তথ্যটি একদিন ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রেও উদ্ঘাটিত হয়েছিল।)

—০—

১৩০৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"—এই নামের জনক শ্রীল রাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয়ের স্নেহ ক্রোড়ে আশ্রয় পান।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরধারমণ চরণ দাসজী এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র সু-গভীর ভাবে, অনাচ্ছন্ন মনে অলোচনা ক'রলে মনে হয় যেন, বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে, শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়কে জনজীবনের দরজায় পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মুখ্য কাজ ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে—

বাবাজী মহাশয়ের ন বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বন্ধুসুন্দর তাঁকে 'অল্ প্রুফ্' করে, গড়ে তোলার পর, 'জনসেবার' জন্য শ্রীরাধারমণের হাতে সঁপে দেন।

যাঁরা বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুশীলন ক'রেছেন, তাঁদের সকলেরই জানা আছে যে, গৌরসুন্দরের নাম-প্রেম বিতরণ ও আচণ্ডালে কোল দেওয়া লীলা আরম্ভ হয় গৌরসুন্দরের ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির প্রকটমূর্ত্তি অবধূত নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইবার পরই।

শ্রীরাধারমণ চরণদাসজী ও বাবাজী মহাশয়ের চরিত্র অনুশীলনে দেখা যায় যে, দাদামশায়ের (শ্রীল রাধারমণ চরণ দাসজীর) পতিত উদ্ধার ও নাম-প্রেম দান লীলার উজ্জ্বলতম অধ্যায় বাবাজী ম'শায়ের আসার পরই ঘ'টেছে। সে সবের অল্প কয়েকটি তথ্য এই ক্ষুদ্র অবয়বে সন্নিবেশিত হচ্ছে—

শ্রীরাধারমণ চরণদাসের সঙ্গ সান্নিধ্যে অবাধে থাকার জন্য অনুমতি পত্রটি, বন্ধুসুন্দরের নিকট হ'তে এনে, দাদামশায়ের হাতে দেন নবদ্বীপ 'হরি-সভায়' সেটি জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে—১৩০৫ বঙ্গাব্দে। তার দু পাঁচ দিন পরেই সগোষ্ঠী দাদা মহাশয়ের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে এসে নেমেছেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে। তার পর ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে সারকুলার রোডের মোড়ে এসে দলটি দাঁড়িয়েছেন। সেখানে দেখেন, কাতারে কাতারে অসংখ্য জনতা, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পথে পথে কীর্ত্তন করে চলেছেন। এর কারণ ঘটেছিল যে, বোম্বাই-র প্লেগ ক'লকাতায় এসেছে এবং তা খুব ব্যাপক আকার ধারণ ক'রেছে। সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃত বুদ্ধির চিকিৎসা ও চেষ্টা, এ ব্যাধির প্রতিরোধ ক'রতে অসমর্থ হ'য়েছে। তাই প্রাণের দায়ে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক, এখন আপ্রকৃত চিন্ময় "হরিনাম" সংকীর্ত্তনের আশ্রয় নিয়ে দলে দলে "নাম" ক'রে চ'লেছেন।

করুণাময়ের প্রতিকূল কৃপার ভঙ্গী দেখে দাদু ও বাবাজী মশায় বিস্মিত ও মুগ্ধ। স্বভাবে, জীব দুঃখে দুঃখী ও জগতের কল্যাণ কামনায় তাঁরাও অন্তরের প্রেরণায় নাম আরম্ভ ক'রলেন; এবং পথচারী জনতাকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা দুটি গোষ্ঠী হোলেন। প্রথম গোষ্ঠিতে শ্রীরাধারমণ প্রধান এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠিতে বাবাজী ম'শায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম কৈশোরে, বাবাজী ম'শায় কীর্ত্তন-রঙ্গে ফরিদপুরের শত শত বুনো ও সাঁওতালদের খ্রীষ্টান পাদরী মিঃ মিডির গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রে ছিলেন। আবার পাবনাতেও নগর সংকীর্ত্তনে সেখানের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনতার প্রাণে বিপুল নাড়া দিয়েছিলেন। আর আজ, বিশাল কলিকাতা সহরে, সহস্র সহস্রজন, প্রাণের দায়ে, নিজেরাই যেখানে কীর্ত্তন ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছেন এ হেন পরিবেশে, বাবাজী ম'শায়ের জল ভরা চোখে, প্রাণের দরদে উচ্চারিত হরিনামে, আর সুঠামনৃত্য ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে জন সমুদ্র তাঁর গোষ্ঠীতে যোগ দিতে লাগলেন। এঁদের দেহ স্মৃতি নাই, সকলেই যেন মহা-সম্মোহিত। তাঁকে দূর থেকে লক্ষ্য রেখে, পিছনে পিছনে "দাদু" গণসহ কীর্ত্তন করছেন, এ দলের নৃত্য কীর্ত্তনও সমান চিত্তাকর্ষী। তাঁর প্রাণ প্রিয় রামের ঐ অদ্ভুত লোকাকর্ষী নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে তিনি আনন্দে আত্মহারা।

বেশ কয়েকঘণ্টা ব্যাপী সময় সহরের পথে পথে কীর্ত্তন রঙ্গে নেচে নেচে, বেলা অবসানে দর্জ্জিপাড়ায় এসে, সেখানের মুকুন্দ ঘোষের প্রীতি আর্ত্তিতে কীর্ত্তনের বিরতি টেনে তাঁর গৃহে বিশ্রাম করেন। পরের দিন বৈকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে অনুরূপ কীর্ত্তন করেন। এদিন আর দুটি দল নয়।

প্রসঙ্গত এই কীর্ত্তন সম্বন্ধে বাবাজী ম'শায়ের কওয়া কথা :—

(১) সেবার প্লেগ এসেছিল কলকাতায়। নাম তাঁকে নামিয়ে এনেছিলেন। বৃন্দাবনের মহাত্মারা তা অনুভব ক'রেছিলেন। ছাখ! ব'ল্‌তে আমার লজ্জা নাই, নামের অবতার প্রকট হয়েছিলেন, অনেকে দেখেছে। চোখে দেখেছি।

(২) কে বলে নামের কোন মাহাত্ম্য নাই? আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি শ্রীহরিনামের প্রভাবে, সেই প্লেগের প্রবল প্রভাব দূর হয়েছিলো। দেখেছি, নর নারী আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সংসার ধর্ম্মে উদাসীন হ'য়ে পথে পথে উচ্চ কণ্ঠে হরিনাম ক'রেছেন। হাজার হাজার হরিনামের দল গঠিত হয়েছিলো। নগরের নর নারী নাম কীর্ত্তনে মেতে উঠেছিলো। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান এমন কি মুসলমানেরাও হরিনাম কীর্ত্তনে যোগ দিয়েছিলেন। নামের প্রভাবে নিদারুণ ব্যাধির প্রবল আক্রমণ কোথায় চলে যায় নগরবাসী আশ্বস্ত হয়। সেই সময় ধনী মাড়োয়ারীরা হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রেছেন। তদবধি তাঁদের নামে রুচি। তাঁদেরই উৎসাহে নবদ্বীপে এবং বৃন্দাবনে নিত্য নাম ক'রবার আখড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপিত হয়। বার মাস বা শতাব্দী ব্যাপী হরিনাম কর্‌বার ব্যবস্থা এই মাড়োয়ারীরাই ক'রে আসছেন (নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে)।

গণসহ শ্রীরাধারমণের পথে পথে জন-গণ-মন লোভী ঐ (উপরে বর্ণিত) দুই দিন কীর্ত্তনের ফলে, মহামারী প্লেগ যে দূরে সরে গেল,—এ সত্য, অনুভবীরা বুঝেছিলেন।

তৃতীয় দিন সকালে বাবাজী ম'শায় ও দাদামশায়ের সঙ্গীবৃন্দ সকলে গঙ্গা স্নান থেকে ফিরে এসে মুকুন্দ ঘোষের মুখে শুন্‌লেন, দাদু (শ্রীরাধারমণ চরণ দাসজী) কলুটোলায় কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে চ'লে গেছেন। এই সময় ঘোষ মহাশয় প্রশ্ন করলেন আপনাদের মধ্যে কে "রামদাস" ? পরে ব'ল্লেন,— "আপনারা সকলে এখানে থাকবেন, কেবল যাঁর নাম 'রামদাস' তাঁকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যেতে বলে গেছেন। মুকুন্দ ঘোষের মুখে, দাদামশায়ের আদেশ নির্দ্দেশটি তাঁর সঙ্গীগণ নিজ নিজ স্বভাব ও সংস্কার অনুসারে অনুশীলন ক'রতে লাগলেন। এবং আহ্নিকের শেষে বাবাজী ম'শায় মুকুন্দ ঘোষের সঙ্গে মল্লিক বাড়ীতে যান। সেখানে সেই দিনই তাঁর দীক্ষা হয়-(১৩০৫ বঙ্গাব্দে)। বাবাজী ম'শায় ও দাদাম'শায় দুইজনেই সু-উজ্জ্বল আধার। শ্রীরাধারমণ তাঁকে পরম স্নেহে "এসো ভাই" "বসো ভাই" ব'লে আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। এবং দীক্ষাদানের পরও ঐ "ভাই" বা সখ্য ভাবটি অটুট ছিল।

আরও দু'তিন দিন কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে থাকার পর গণসহ দাদাম'শায় হুগলীতে যান। সেখানে প্রখ্যাত হরিবোলানন্দ ঠাকুরের আশ্রিত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মুনসেফ ও রেজিষ্টর) অষ্টপ্রহরের আয়োজন ক'রেছিলেন। সেই উৎসবে, নগর সংকীর্ত্তনে, কীর্ত্তনের জন্যই এঁদের সেখানে যাওয়া। যাবার পথে, দক্ষিণেশ্বরে প্রণতি বন্দনা করে যান, এঁড়েদহে। সেখানে প্রখ্যাত গৌরপরিকর দাস গদাধরের 'পাটে' দণ্ডবৎ প্রণাম, কীর্ত্তন আদি সেরে, নৌকা যোগে শালখিয়া যান। সেখানে দেখেন বিরাট ব্যাপার। স্বয়ং হরিবোলানন্দ ঠাকুরও সেখানে আছেন। মহামারীর প্রসারতা না ঘটে এবং সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে, এই মঙ্গল বাসনায় সেখানে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের আয়োজন। বিপিনবাবু ও বিশিষ্ট অবিশিষ্ট অনেকে যোগ দিয়েছেন, সেখানের "নগর সংকীর্ত্তনে"। জীবের দুঃখে সদাই দুঃখী "রাম-রাধারমণ" এ পরিবেশ দেখে আনন্দে উন্মত্ত। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণীয় নগর-সংকীর্ত্তনে যুবক শ্রীরামদাসের, আবেশে চোখেমুখে জল, প্রাণ-মন-উচাটন করা "নামের" রোল ও সু-সম নৃত্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন আত্মহারা হয়েছিলেন। ঐ নৃত্য কীর্ত্তনের মাঝে মাঝে হরিবোলানন্দ ঠাকুরের শঙ্খধ্বনিতে ঘন ঘন "হরিবোল" শব্দ উচ্চারণ আর এক বিস্ময়কর উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলো। বাবাজী ম'শায়ের নৃত্যকীর্ত্তনে হরিবোলানন্দ ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাঁকে অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদে ও স্নেহে সিঞ্চিত করেছিলেন। সে সুখময় স্মৃতির নিদর্শন বাবাজী ম'শায় সারাজীবন ধরে রেখেছেন। তাঁর নিত্যকার স্মরণ দর্শন ও বন্দনার জন্য দ্বাদশ মহাপুরুষের অন্যতম এই হরিবোলানন্দ ঠাকুর। এঁদের চিত্র "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

১৩০০ বঙ্গাব্দে যখন বাবাজী ম'শায় বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে নবদ্বীপ যান সে সময় একদা পালগোবিন্দের আখড়ায় বাবাজী ম'শায় ও বড় বাবাজী ম'শায়ের সাক্ষাৎ। সে দিনই "নবদ্বীপের চৌমাথা রাস্তায়" হরিবল রে ভাই গদাধর-গৌরাঙ্গ বসু জাহ্নবা নিতাই। বসু জাহ্নবা নিতাই সীতা অদ্বৈত গোঁসাই"—এই পদটি বাবাজী ম'শায় অনুরাগ মাখা মধুকণ্ঠে কীর্ত্তন নর্ত্তনে, পথে পথে আগে আগে চলেছেন আর দাদাম'শায় এবং তার অন্যান্য সঙ্গীগণ (তাঁর) দোহারকি করেছেন। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে, বন্ধুর অনুমতি পত্র এনে, পরবর্ত্তী জীবনে ইনি সেই বড়বাবাজী ম'শায়ের সঙ্গ সান্নিধ্যে থাকেন, (দাদাম'শায়ের অপ্রকট কাল ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত।)

(এই প্রথম দিনের ধারাতেই) যখনই কীর্ত্তন হয়েছে তাঁর বেশীর ভাগ সময়েই "মূল" কীর্ত্তন করেছেন, বাবাজী ম'শায়। ইতি পূর্ব্বেবর্ণিত প্লেগের সময় কলিকাতার পথে পথে কীর্ত্তন ও শালখিয়ায় নগর সংকীর্ত্তনে তা দেখা গিয়েছে।

ঐ দুটি সংকীর্ত্তনকে নিমিত্ত করে প্রকাশ্য রাজপথে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন প্রাণ মাতান নৃত্য কীর্ত্তনে, কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লুব্ধ-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিলেন 'রাম' ও 'রাধারমণ'।

এই ঘটনার পর সিঁথির হরিসভাতে ও বেলঘরিয়াতে বটকৃষ্ণবাবুর বাগান বাড়ীতে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে কীর্ত্তন ও পারমার্থিক প্রসঙ্গের পর, দাদাম'শায়ের

* শ্রীরাধারমণ চরণদাস মহাশয়কে বড় বাবাজী ম'শায়, দাদাম'শায়, দাদু, এসব নামে করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনুগত্যে দাস রঘুনাথের দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে পাণিহাটিতে কীর্ত্তন (আবার) নূতন নূতন আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এর কয়েকদিন পরেই দাদামশায় সহ পুরী যান্। শ্রীজগন্নাথের অনবসর কালে এঁরা পুরী পৌঁচেন উনিশ জন। সেখানে আষাঢ় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন নীলাচলে গৌরভক্ত-সম্মিলন-কীর্ত্তন, পরদিন (অমাবস্যা) রাঘবের-ঝালি-সমর্পণ-কীর্ত্তন, প্রতিপদের দিন গুণ্ডিচা মার্জ্জন আবার শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিন রথের সম্মুখে কীর্ত্তনে নর্ত্তন বাংলা ও উড়িষ্যাবাসী, (ব্যাপকভাবে) এই শ্রীরাম ও শ্রীরাধারমণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

তখনকার দিনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান স্থান :কলিকাতা। আবার দাদামশায় দেখে এসেছেন, তাঁর প্রিয় রামদাসের প্রতি কলিকাতা বাসীদের আকর্ষণ। তাই শ্রীগুরু পূর্ণিমার দিন রাত্রে তাঁকে কলিকাতা যাবার আদেশ দেন।

তিনি কলিকাতায় এসে ওঠেন গুরুভাই কুঞ্জ মল্লিকের বাড়ীতে। এমনি যোগাযোগ যে, যেদিন তিনি ঐ বাড়ীতে আসেন, সেদিন কুঞ্জবাবু চিকিৎসকদের হাতের বাহিরে, মৃত্যু পথের পথিক।

পঙ্কে পদ্মের জন্মের মত বিচিত্র ঘটনা ঘটল। মৃত্যুপথের পথিক পক্ষাঘাত-গ্রস্ত কুঞ্জবাবু কোন অলৌকিক করুণায় সুস্থ হলেন। তখনও তার শরীর দুর্ব্বল। সেই অবসরে কুঞ্জবাবু একদিন বাবাজী ম'শায়কে বললেন্—"দাদা! কতদিন নাম সংকীর্ত্তন শুন্তে পাইনি। কাল কি একটু কীর্ত্তন শোনাবেন না?

বাবাজী ম'শায়: প্রভু কৃপা করে—যা দেবেন তাই আমাদের জীবন, তাঁর সুখ সেবাই আমাদের উপাসনা।

এ ঘটনার পরের দিন,—

শ্রীগুরু-সুখ-তাৎপর্য্য স্বভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ এক স্বভাব বৈরাগী যুবকের করুণায় বিশিষ্ট ধনী ও সমাজের প্রখ্যাত কুঞ্জ মল্লিক মহাশয় আরোগ্য লাভ করেছেন। সেই যুবকের নেতৃত্বে কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন বৈকালে নাম-সংকীর্ত্তন হবে। এ সংবাদে বিস্মিত চমকিত কলিকাতার ইংরেজ ঘেঁসা যত ধনী গোষ্ঠী ও কুঞ্জবাবুর আত্মীয়স্বজন সব এসেছেন। আর সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন,—

কাঁসারি পাড়ার তারক পরামাণিকের পৌত্র আশুবাবু; প্রখ্যাত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, বেনেটোলার গোস্বামী প্রভু, স্বদেশী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল, মহাকবি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রেমিক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ চিহ্নিত প্রিয়। পরিকর মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম) পণ্ডিত গিরিশ বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন; এঁড়েদহবাসী ভাগবত পাঠক তারক চট্টোপাধ্যায়,—এইরূপ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রাকৃত বৈভবের ছড়াছড়ি দিয়ে সাজান মল্লিকবাড়ীর আসরে এঁরা সকলে ব'সেছেন আর একদিকে চিকের আড়ালে প্রায় সম সংখ্যক নারীরা ব'সেছেন।

এধারে বাবাজী ম'শায় সকালে স্নান আহ্নিক সেরে চলে গিয়েছেন, রামবাগান হ'য়ে সিঁথি। ফিরলেন বৈকালে, সঙ্গে জনা কুড়ি সঙ্গী, এঁরা মৃদঙ্গবাদক ও দোহরকী করবেন। বৈষ্ণবোচিত দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে—ঐ জমাটি আসরে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে ব'সলেন।

এঁদের প্রথম দর্শনেই সকলে বিস্মিত মুগ্ধ। তারপর, মুদ্রিত নয়ন, বাবাজী ম'শায়ের মধুকণ্ঠের সংকীর্ত্তন, চোখে মুখে জলের প্লাবন, অঙ্গে পুলকাকলী, মাঝে মাঝে সেই অবস্থায় তাঁর দেহখান বসার স্থান থেকে প্রায় একহাত উঁচুতে উঠছে আর নামছে*। পরবর্ত্তী অবস্থা আরও উন্মাদনাময়। বাবাজী ম'শায় অলৌকিক ছন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যসহ কীর্ত্তন করছেন। সে কি নৃত্য ভঙ্গীমা! তাঁর চোখের জল ছিটকে ছিটকে গিয়ে ঐ সভাস্থ ব্যক্তিদের দেহের স্থানে স্থানে পড়্ছে।

এহেন সময়ে অকস্মাৎ মহেন্দ্রগুপ্ত মহাশয় উন্মাদের ভঙ্গীতে, টলতে ট'লতে হাতে তালি দিতে দিতে বাবাজী মশায়ের কাছে কাছে অনু নৃত্য করতে লাগলেন। গিরিশবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মহা আবিষ্টের মত দাড়িয়ে। আর সবার চোখে মুখে জল, কারো বাহ্য স্মৃতি নাই। বাহ্য স্মৃতি ফিরে পেয়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন,—"গণসহ বাবাজী ম'শায় আসর থেকে চ'লে গিয়েছেন।

সকলে সজল চোখে কুঞ্জবাবুর জয় দিতে দিতে যে যার বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। তখন প্রায় রাত বারটা। বৈকাল ৫টা থেকে এতটা সময় যেন মুহূর্ত্তে কেটে গেল।

মল্লিক বাড়ীর ঐ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ সারা কলিকাতায় যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটি ছোট্ট করে নীচে দেওয়া হচ্ছে :—

---

* এ ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আজও তিন চারজন জীবিত আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের 'অমর' লেখক শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম, নেতা কেশব সেন মহাশয়ের ভগ্নিপতি, আবার সারদা মা'র মন্ত্র শিষ্য। এই পুরুষপ্রবর বাবাজী ম'শায়ের নৃত্য কীর্ত্তনে যে অননুভূত অপূর্ব্ব আনন্দের সংস্পর্শে এলেন, তার পরদিন হ'তেই সে সংবাদটি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ আদি নেতৃস্থানীয়দের জানাতে লাগলেন। এছাড়া অন্যান্য যাঁরা ঐ কীর্ত্তনে এসেছিলেন, তাঁরাও নিজ নিজ পরিধি মধ্যে এই আনন্দ বার্ত্তাটি উল্লাসের সঙ্গে প্রচার করতে থাকলেন। ফলে, ধনী, দরিদ্র, সমাজ নেতা, বিভিন্ন ধর্মের আচার্য্যবৃন্দ, আদি সকলের মনে একটা প্রবল লোভ জাগল যে তাঁরাও বাবাজী ম'শায়ের কীর্ত্তন শুনবেন। তাই বেশ কয়েক মাস ব্যাপী রোজই বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বভাব উদাসী ও ভাগবত মহাপুরুষ বাবাজী ম'শায়ের কীর্ত্তন চলতে লাগলো। সারা কলিকাতা ব্যাপী সে কি আনন্দের জোয়ার।

বন্ধুসুন্দরের জীবন সর্ব্বস্ব ও শ্রীরাধারমণ চরণদাসজীর "ইচ্ছা" ও "ক্রিয়া" শক্তির সচল ভাগবত—রামের দ্বারে প্রভু নিতাই-এর দানলীলা চলেছে, এমন সময় সহসা দাদামশায় স্বগণে কলিকাতা আসেন। গম্ভীর আশয় দাদামশায় বাবাজী ম'শায়কেও সঙ্গে নিয়ে গণসহ ব্রজে গেলেন। ব্রজের গোস্বামীবৃন্দ ও ভজনানন্দীরা এই ভাগবত স্বভাব বাবাজী ম'শায়কে পূর্বে বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে দেখেছিলেন। এবার, তাঁরা তাকে, দাদাম'শায়ের সঙ্গে দেখে অনুভব করলেন যে,—বিশ্বম্ভরের চিহ্নিত স্বরূপ "রামদাস", এই যুগে শ্রীভগবানের নিজ গরজের জীবের দ্বারে দ্বারে 'নাম' 'প্রেম' বিতরণের সুউজ্জল অধার।"

মাসখানেক পরে দাদামশায় সগণে গৌড়ে ফিরে আসেন। তাঁর আনুগত্যে নাম-কীর্ত্তন ক'রতে কর'তে 'নদে', নীলাচল, ব্রজে, ঘুরে ঘুরে বাবাজী ম'শায়ের দিন কাটছে। কখনও তিনি একক থাকেন, আবার কখন কখনও থাকেন দাদামশায়ের সঙ্গে। এইভাবে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চলে। দাদামশায় আত্মগোপনের পূর্বদিন বাবাজী ম'শায়ের হাতে নিজের প্রিয় করতাল জোড়াটি দিয়ে ব'ললেন—"রাম! এই করতাল তোমায় দিলাম।"

তারপর ১৩১২ হতে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর ঐ করতাল জোড়াটি সম্বল করে, মনে প্রাণে কাঙ্গাল শ্রীল রামদাস যা যা করেছেন সে সবের রেখাপাত মাত্র করা হয়েছে এই গ্রন্থের "উদ্বোধিকাতে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের অলোক সামান্য প্রতিভায় বিমুগ্ধচিত্ত —প্রখ্যাত শ্রীকালিদাস নাগ, অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকানু-প্রিয় গোস্বামী, স্বামী মনীষানন্দ প্রভৃতি সমাজ-প্রখ্যাত তেষট্টি জন পুরুষ ও নারী, শ্রীবাবাজী ম'শায়ের সঙ্গ সান্নিধ্যে এসে প্রত্যক্ষ দেখা ও অনুভবের বিচিত্র বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সেগুলি সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে "শ্রীরামদাস প্রসস্তি গ্রন্থে"। এগুলিও তাঁর মহান্ চরিত্রের এক ঐতিহাসিক উজ্জ্বলতম দিক্।

ভগবত-করুণা-বাসিত-হৃদয় বাবাজী ম'শায়ের প্রতিভার (নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির] অসমোর্দ্ধ দান—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু সূত্ররূপে পাওয়া এই নাম রত্নটিকে 'পালন' ও 'পোষণ' করে সং-কীর্ত্তন উদ্গাতা শ্রীলরামদাসবাবাজী মহাশয় যেভাবে জগতে, অমর রসায়ণ (স্বপ্রতিভার দান) পরিবেশন করেছেন তা অতুলনীয়। আর—
'গৌরগণের-বিরহ ও তাঁদের চরিত্র অনুশীলনই যে আমাদের সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি' —এই সুউজ্জ্বল তথ্যটিও—তাঁরই পরিবেশন। এবং তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অ'ক্ষর বাণী সম্বলিত—গৌর পরিকরবৃন্দের শোচক কীর্ত্তনাবলী ও অন্যান্য কীর্ত্তনাবলী বিশ্বসাহিত্যে ও পরমার্থ অনুশীলনে অতি বিস্ময়কর প্রতিভার দান।

আত্মগোপনের পটভূমিকা :

ভগবৎ পদাঙ্কিত তীর্থরাজির মলিন দশা দেখলে বা শুনলে বাবাজী ম'শায়ের প্রাণ কেঁদে উঠতো। ঐ সব তীর্থরাজির সংস্কার করা—তাঁর জীবনের অতুলনীয় প্রতিভা। [বরাহনগর] মালিপাড়াতে অবস্থিত গৌরপদাঙ্কিত ভূমি শ্রীভাগবতআচার্য্যের পাটবাড়াটির কথা, অমিয় নিমাই চরিত্র প্রণেতা দেশ গৌরব, আদর্শ বৈষ্ণব, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ই একদিন দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁর অমৃতবাজার দৈনিক পাত্রকার মাধ্যমে। যথাকালে সে সংবাদটি বাবাজী ম'শায়ের কানে আসে। শুনে, সমর্পিত চিত্তের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, বাবাজী ম'শায়ের আকর্ষণ জাগে, ঐ তীর্থটির উপর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এধারে, সে সময়ের প্রখ্যাত ভাগবত বক্তা শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও সে সংবাদে, মনে প্রেরণা পান্ যে ঐ [মলিন দশায় পৌঁছা] পাটবাড়ীটি বাবাজী ম'শায়ের হাতে তুলে দিতে। ১৯২৮।২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানটি ও সেবা সম্পর্ক বাবাজী ম'শায়ের হাতে আসে। সেদিন আশ্রমটির কি জরাক্রান্ত অবস্থা!

বাবাজী ম'শায়ের হাতে ঐ সেবা আসার পর কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন তাঁর গুরুভ্রাতা পাণিহাটি গ্রামের বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সেবী প্রখ্যাত অমূল্যধন ভট্ট মহাশয় তাঁর সারাজীবনের 'সাধনা' ও 'সংগ্রহ' **"পাণিহাটি গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব প্রদর্শনটি"** শ্রীবাবাজী হাতে অর্পণ করেন। তাঁর এই অর্পণ যেন গচ্ছিত ধনেরই অর্পণনামা। স্বয়মাগত ঐ গ্রন্থরাজিকে সাদর স্বাগত জানান বাবাজী ম'শায়।

ঐ গ্রন্থরাজির অবস্থানের জন্য বিশ হাজার টাকা ব্যয় করে পোস্তার রাণী পরম সুকৃতিময়ী শ্রীগুরুপ্রাণা সখীসোনাদাসী [আমাদের পোস্তারদিদি] ঐ শ্রীপাটবাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড হলঘর তৈয়ারী করিয়ে দেন।

আর 'শ্রীঠাকুর মন্দির', 'বৈষ্ণবখণ্ড', 'টোলবাড়ী', 'রসুইশালা' ও 'প্রসাদ খাবার ঘর', 'শ্রীভাগবত আচার্য্যের ঘর', 'বিরাট নাটমন্দির', 'বাবাজী ম'শায়ের ভজন কুটির' আদি গড়ে ওঠে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত—বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগবত সেবক-বৃন্দের সেবায়। এই সব নির্মাণ কার্য্যের দেখা শোনা ও ব্যবস্থাপনার সেবা সৌভাগ্য-লাভ করেছিলেন আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা তালতলার ৺পুলিন চন্দ্র দে মহাশয়। এইভাবে একটি সুসম ও সর্বাঙ্গীন বিরাট আদর্শপীঠ গড়ে ওঠার পিছনে বরাহনগরের ডবুবাবুর (জমিদার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও নীরব সেবা বিস্ময়কর বৈভব।

শ্রীপাঠবাড়ীর ঐ রূপটী দেখে, তখনকার শিক্ষিত সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, সর্ব্বসাধারণের এক কথায় সকলের মনে নীরব সাধক ও সেবক বাবাজী মহাশয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও আনন্দ শিহরণ জাগতে থাকে।

তিনি যে ঐ পাঠবাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকবেন এ ইঙ্গিত বহুপূর্ব্বে অনুগতবৃন্দকে জানিয়েছিলেন।

আত্মগোপন :

১৩৬০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন বৈকালে শ্রীগ্রামপাঠবাড়ীতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শোচক কীর্ত্তনে তাঁর উল্লাস ও উন্মাদনা ছিল অবর্ণনীয়। সেই কীর্ত্তনে একটী নতুন আঁখর আসে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নামদাতা' 'নাম' ভিন্ন নয়

[এ যেন, গোপন জীবনের শেষ ও সর্ব্বোত্তম দান]

সেই রাত্রে যথারীতি প্রসাদ পেয়ে নিজ ভজন কুটীরে শয়ন করেছেন। রাত আন্দাজ দু'টা, উঠে প্রস্রাব গেলেন। ফিরে এসে কাপড় পাল্টে সেবক নন্দদাসকে বল্লেন,—

'আমি মাটিতে বসবো। তাঁদের [আশ্রমের ঠাকুর বা বি গৃহদের] জাগাতে বল। আমার সঙ্গের সবাইকে [চিত্রপটে নিতাই, গৌর, দাদাম'শায় এবং দ্বাদশ মহাপুরুষের চিত্র ["দাস গোস্বামী" গ্রন্থে দেখুন] আন।' নন্দদাস আদেশ পালনে বেরিয়ে গেলেন। সিঁথির শ্রীবিশ্বনাথ সিং [মেকানিক গান্ এণ্ড সেল ফ্যাক্টরী, কাশীপুর] রোজ রাত্রে এসে নন্দদাসের অনুসেবক হিসাবে শ্রীপাঠবাড়ীতে থাকতেন। তিনি দেখলেন,—

বাবাজী ম'শায় থর্ থর্ কাঁপতে কাঁপতে দুটী হাত জোড় করে তাঁর ভজন কুটীরের দেওয়ালে অবস্থিত চিত্রপটগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে, বিড়্ বিড়্ করে কি কি যেন বলছেন আর প্রণতি জানাচ্ছেন। এমন সময় নন্দদাসও ফিরে এলেন। [পরে পরে অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও একে একে এসেছিলেন] তারপর মাটিতে বসে বাম হাতটি উপরে তুলে অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করে উঠলেন,—

'গেল !' 'গেল !' 'সব গেল !'

দিদি* দিদি যাই যাই। 'বন্ধুসুন্দর' 'বন্ধুসুন্দর' 'রাধারমণ' 'রাধারমণ !'

তারপর তাঁর চোখ মুখ জলে ভাসতে লাগলো। আর পূর্ব্বের মত গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনিতে,—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

[আজীবন সাধানাম] কীর্ত্তন করতে করতে আত্মগোপন করলেন। তখন রাত প্রায় আড়াইটা।

রামদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনু রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥

---

*ব্রজলীলা আর নদীয়ালীলা দু'টি লীলা নয়। প্রথমটি 'পূর্চ্চলীলা' ও অপরটী 'পরলীলা'। এই দুটী লীলার আদর্শ সেবক যথাক্রমে সখীমা [নবদ্বীপের সমাজবাটীর কর্ত্রী] ও বাবাজী ম'শায়। ঐ সখীমাকে বাবাজী ম'শায় 'দিদি' বলে ডাকতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় আভাস

'শ্রীরামদাসবাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টিতে স্বদেশ সেবা'

১৩০৭ কি ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বাবাজী ম'শায় পুরী থেকে কলকাতা এসেছেন। আছেন, কলুটোলার প্রখ্যাত ধনী কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে। এই মল্লিক ম'শায় পরমার্থ সম্বন্ধে বাবাজী ম'শায়ের বড় গুরু ভাই। সেখানে একদা শ্রীরামদাসবাবাজী ম'শায় তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে দরজা ভেজিয়ে ভজনে আছেন। সবে সূর্য্য উঠেছে। এ হেন সময়ে কুঞ্জবাবুর ছোট ভাই পুলিন মল্লিক, বাবাজী ম'শায়ের কক্ষের দরজাটি ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করে, এক ঝিলিক্ বাবাজী ম'শায়ের মুখখানি দেখে, আবার আগের মত দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

বাবাজী ম'শায়ের ভজনে বিঘ্ন হবে না, অথচ নিজ মনোবাসনা পূর্ণ হয়, এই আশয়েই পুলিন বাবুর ঐরূপ আচরণ।

ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। পুলিন বাবুর ঐ আচরণ কিন্তু বাবাজী ম'শায়ের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকার পর, তিনি নিজ ভজনের আসন থেকে উঠে, বাইরে এলেন। এসে দেখেন, কুঞ্জবাবু এবং তাঁর বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই দোতালা ও একতালার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। সবার চোখে জল আর মুখে বিষন্নতার ছাপ। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বাবাজী ম'শায়ের চোখ নীরব অনুসন্ধানে ছুটেছে। তিনি দেখলেন, বাড়ীর একতলার একপাশে কয়েকজন বিদেশী ও দেশী পুলিস এবং বাহিরে দরজার সামনে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তারপর দু-এক মিনিট মধ্যেই দেখলেন পুলিনবাবু বেরিয়ে এসে সেই গাড়ীতে গিয়ে বসলেন এবং তাকে প্রহরা দিয়ে দেশী ও বিদেশী পুলিস দলটিও সেই গাড়ীতে চড়ল। গাড়ীটি থানার পথে চলল।

বাবাজী ম'শায় ঘটনাটি অনুধাবন করতে পারছেন না, এই অনুমানে কুঞ্জবাবু ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে এসে ছোট্ট করে বললেন—"স্বদেশী সম্বন্ধ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত, সোনা গোঁসাই, মনোরঞ্জন বাবু আদি দেশ-সেবকদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বাবাজী ম'শায়ের কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতা আছে। তাই, তখনকার মত বাবাজী ম'শায় আবার নিজের ভজন আসনে গিয়ে বসলেন। তারপরে যথাকালে স্নান আহ্নিক, মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন আদি নীরবে সমাধা করলেন। মল্লিক বাড়ীর সমগ্র পরিবারটিও মহান দুশ্চিন্তার মধ্যে দৈনন্দিন কৃতগুলি করেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল।

তখনকার দিনে ইংরেজ সরকারের কোপে যে পরিবার প'ড়ত, সে পরিবারের আত্মীয় স্বজনরাও রাজদোষের ভয়ে তাদের সংশ্রবে আসত না।

সমর্পিত-চিত্তের-মূর্ত্ত-প্রতীক বাবাজী ম'শায় পুলিনবাবুর কল্যাণের জন্য মনে মনে নিজ শ্রীগুরুদেবকে জানিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। যথা নিয়মে সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন করেছেন। এর অল্প সময় পরেই দেখেন, পুলিনবাবু তাঁর কক্ষে ঢুকলেন। তাঁর মুখে শুনলেন,—"এ সব ব্যাপারে সাধারণতঃ নানান উৎপীড়ন হয় এবং প্রায়ই জামিন হয় না। তবে আশ্চর্য্য যে কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ উৎপীড়ন করে নাই এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে জামীনে মুক্তি ঘটলো।"

বাবাজী ম'শায় মনে প্রাণে বুঝলেন, এ খেলা কা'র। তাই, সব শুনে মৃদু হাসলেন। পুলিনবাবু আরও বললেন,—"স্বদেশী আন্দোলনের গুপ্তপ্রতিষ্ঠানে তিনি কিছু অর্থ দান করেছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাহাকেও পুলিস ধরতে পারেনি। তাদের কয়েকটি কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে পুলিস সকালে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।" এই কথা বলার পর পুলিনবাবু বাবাজী ম'শায়কে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা দাদা! দেশকে ভালবাসা কি অপরাধ?"

বাবাজী ম'শায়ঃ "দশ ছেড়ে দেশ ভালবাসা কি রকম?"

বাবাজী ম'শায়ের এই প্রতি-প্রশ্নের জন্য পুলিনবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। এবং তার জবাবও জানেন না। তিনি বুঝতেন ইংরেজকে বিতাড়িত করতে পারলেই প্রকৃত দেশ সেবা করা হবে। তাঁর ঐ ভ্রান্ত ধারণা শুনে বাবাজী ম'শায় বললেন,—"ভাইয়ে ভাইয়ে যদি বিরোধ লাগে, তবে বাড়ীর ওপর টান কিরকম?

বাবাজী ম'শায়ের কথার ভঙ্গীতে পুলিনবাবু বুঝলেন যে ভালবাসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারটি দেশের 'মাটি' 'জলের' উপর রাখলেই হবে না, যাদের নিয়ে এই মাটির ধরণীর অস্তিত্ব, তাদের উপর ভালবাসাই মুখ্য স্বদেশী আন্দোলন। তাই তিনি বললেন,—

"ভাইদের ভালবাসা ঠিকই আছে, বিদেশী শত্রুরাই ভাইদের মনকে বিষিয়ে রেখেছে (devide & rule)। ওরা চলে গেলেই আবার ভাইএ ভাইএ ঠিক মিল হয়ে যাবে।

পুলিনবাবুর ঐ কথা শুনে বাবাজী ম'শায় স্নেহ গম্ভীর স্বরে বললেন,— "স্বদেশ বলতে কতটুকু ?"

পুলিনবাবু : "কেন ? সমগ্র ভারত।"

বাবাজী ম'শায় : [ব্যথিত হৃদয়ে] ধরুন যদি তাই হয়, তবে সমগ্র ভারতের মন কি একা ইংরেজ জাতি বিষিয়ে রাখতে পারে ? ওরা [মুসলমানরা] বদনার জল খাইয়ে আমাদের জাত নিয়ে নেয়, এও কি ইংরেজের জন্য, না আর কিছু ? পশ্চিমের হিন্দুরা বাঙ্গালীর ঘরের অন্ন খেলে জাতি যায়, এও কি ইংরেজের জন্যে ? সমস্ত ভারত জুড়ে যে এত জাত পাঁত ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার, এও কি ইংরেজের জন্যে ?

আচ্ছা ! ওরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেই কি সব এক হয়ে যাবে ? তারপর, যে দেশে কেউ মারা গেল পর্য্যন্ত তার দেহটার জাত বেঁচে থাকে, ভিন্ জাত ছুঁলে, সেই মৃতদেহটারও জাত যায়, যে ছোঁয়ে তারও।—এও কি ইংরেজের জন্যে ?

ভেবে দেখুন দেখি, ইংরেজ আমাদের পরাধীন করেছে না আমরা সেধে যেচে এগিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে বেড়ী পরে পরাধীন হয়ে বসেছি। আরও শুনুন,—"ছোট জাত বলে যাদের ঘৃণা করি তাদের হাতের পয়সা নিতেও পর্য্যন্ত আমাদের মনে সঙ্কোচ আসে। [সে পয়সা] মাটিতে রাখিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নিই, এও কি ইংরেজ করে দিয়েছে ?

শুধু কি তাই, ছোট জাতের বাড়ীতে 'নারায়ণ শিলা' গেলে তাঁরও জাত যায়, আর সেই জাত যাওয়া নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালে উঁচু জাতের জাত যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলিনবাবু 'বিস্মিত' 'স্তব্ধ' 'মুগ্ধ'।

নিতাই গৌরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বাংলাই বিশ্বভ্রাতৃত্বে একদিন আগামী দিনের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অক্ষরে আজও তা [দিক দর্শন হিসাবে] ধরা আছে—

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কোথা বা ছিল এ রঙ্গ"

গৌর প্রবর্ত্তিত "নাম সংকীর্ত্তনে" ঈর্ষা, দ্বেষ, জাত পাঁতের বিভেদ আদি মুছে গিয়ে প্রেমের উদয় হয়। ক্রমে মানুষের অন্তরে বিস্মৃত কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগে। তারপর দেখে বিশ্বজুড়ে 'সবই' 'সবাই' কৃষ্ণদাস। তখন নিখিল বিশ্বের সব কিছুই "আমার প্রভুর" এ বোধ আসবে। বিশ্ব বৈষ্ণবের সেবা করে ধন্য হবে, সুখী হবে।

'প্রশ্নোত্তরে শ্রীরামদাস'

অবাধ্যের সংসারে কি শান্তি আসে?

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! বৈষ্ণব কিম্বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সাধুদের মধ্যে দেখা যায়,—তাঁদের চিন্তার অনুকূলে প্রশ্ন না করলে তাঁর/তাঁদের শিষ্যেরা এমন ভাব দেখান যেন এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা 'বৃথা সময় নষ্ট'। উরা বলেন,—যে যাকে ভালবাসে, তাঁর কথাই ভাল লাগে, অন্য কথা কর্কশ লাগে বিরক্তি আসে, —এ কি রকম? —এ সংসারের সবই কি ঈশ্বর ছাড়া? তা হ'লে লাখ লাখ টাকার মন্দির আর হাজার হাজার টাকার প্রতিমা, আর সুখাদ্য প্রসাদ এই বুঝি আসল প্রসঙ্গ?

—জনসাধারণ, তা হ'লে একটু খিঁচুড়ি প্রসাদ আর দু'টি ভাবমাখা কথাতেই সন্তুষ্ট হোক এই কি চান?

বাবাজী ম'শায় : হুঁঃ, তাঁর (গৌরাঙ্গের বৈষ্ণবের প্রতি) আদেশ ছিল 'মাগিয়া যাচিয়া কর উদর পূরণ, আর রাত্রি দিন তাঁর স্মরণ মনন, এ হ'ল বৈরাগীর। আর যাঁরা গৃহী, তাদের জন্য ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎ-সঙ্গ আর নাম-গ্রহণ। ওতেই ধীরে ধীরে সব থামবে। এখন মিলিয়ে দেখ, প্রভুর আদেশ কোথায় পালন হচ্ছে? —তাইতো এত দুর্দ্দশা। আদেশ পালন না করলে তাকে অবাধ্য বলে। অবাধ্যের সংসারে কি শান্তি আসে? এবার বোঝো, কারা কোন কথায় ডুবে থাকতে চায়?

ইষ্ট চিন্তার অনুকূল সঙ্গ লাভই সম্প্রদায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': "বাবা! সাধুরা কি রাষ্ট্র চিন্তা করেন? দেশের সব লোক তো কোন কালেই বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না,—এটা তো ঠিক তা হ'লে সাধুদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠনের সার্থকতা কোথায়?

বাবাজী ম'শায়: মূলে থাকে ইষ্ট চিন্তার অনুকূল সঙ্গ লাভই সম্প্রদায়। ওরা রাষ্ট্র চিন্তায় মন দেবেন কি ক'রে?

রিসার্চ্চ রহস্য

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': তাই কি বৈষ্ণবেরা মহাভারতের কৃষ্ণ ছেড়ে ভাগবতের কৃষ্ণ ধরেন? কিন্তু ভাগবতের কৃষ্ণ তো ব্রজে চিরকাল ছিলেন না; তাহ'লে ভাগবতের কৃষ্ণ-ভক্তরা কৃষ্ণকে ছেড়ে দিলেন কি করে?

বাবাজী ম'শায়: ওই যে বল্লে ভাগবতের কৃষ্ণ, তা মহাভারতের আগে না পরে? সবার শেষে ভাগবত। ভাগবতের কৃষ্ণই পূর্ণতম। তিনি কি শুধু বৈষ্ণবের না শাক্তের? না শৈবের? —তিনি ভাগবতের। সকলের মধ্যেই ভাগবতের উদয় হয়। তাইতো ওখানের (শ্রীমদ্ভাগবতের) কথা "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি।" যিনি যে সম্প্রদায় থেকে আসুন, লক্ষ্য সবার 'ভাগবত'। প্রেমে নাচা, প্রেমে কাদা, এ সবই 'ভাগবত' দশা। ভক্তি রাজ্যের চরম পরিণতি 'ভাগবত'। 'ভাগবতের' হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি। তা হোলে বোঝ কৃষ্ণের কোন স্বরূপে জীবের আকর্ষণ! গোস্বামীরা তাইতো ভাগবত সেবা করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নোট : বাবাজী ম'শায়ের, এই অনুপম সিদ্ধান্ত শুনে, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বলে ফেললেন,—বাবা! এই আমার রিসার্চ্চ করা হোক।

তাঁর কথা শুনে, বাবাজী ম'শায় মুচকি হেসে বললেন—

হুঁ হুঁ সার্চের পরে রিসার্চ। পুলিষ এসে আগে সার্চ করে, মাল বমাল কি পাওয়া যায়, তারপর, তারা ওপরওয়ালাকে সব বলে, তখন আদালতে জেরা করে রিসার্চ করে, কতটা খাঁটি, কতটা নকল এও তেমনি।

এস, ব'সো, কল্পতরুর কাছে সার্চ্চ কর, দেখবে "অদ্ভুত প্রকাশ।"

—বলেই হো হো করে হাসলেন।

সবাই হরিদাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! আপনার কীর্ত্তনে লক্ষ্য করেছি,—

"যার গুণে ঝুরি ঝুরি রূপ-সনাতনরে·····

এই পদের ওপর আপনি খুব জোর দেন, তখন যেন আপনি আর একটা নুতন রাজ্যে। বলুন না! সেগুণের কথা!—

বাবাজী ম'শায় : ও কথার দৌড় সারা ভারতে নয় সারা বিশ্বে। এমন দয়াল আর কোন যুগে আসেন নাই। আজ যে চারিদিকে দেখছো সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দাঙ্গা তার মুলে আছে নিতাই গৌরের আদর্শ বিস্মৃতি। তাঁদের আদর্শে,—হিন্দুও নাই মুসলমানও নাই। সবাই "শ্রীহরিদাস"।

রূপ সনাতন কখনও মন্দিরে যান নাই, হরিদাসও যান নাই। (তাঁদের মত) অমন বন্ধন আর কারও ছিল না। সব ছাড়িয়ে আনলেন তাঁদের। নিতাই চাঁদের উপস্থিতি সর্ব্বদা ছিল। নিতাই নীরব থেকে মাতিয়ে দিলেন!

তার পরের দিক্‌টা (নিতাই-এর প্রচারে)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাইচাঁদ পাগল হয়ে গেলেন 'কোথায় পতিত' 'কোথায় পতিত'

—সমাজের পতিতদিকে খুঁজে খুঁজে বের করলেন, জাঁতপাঁতের অভিমান দূর করে দিলেন, সবাই হলেন 'হরিদাসের সমাজ'। (তিনি) কাউকে বৈরাগী করলেন না। সবাই গৃহস্থ। সবার চিন্তা সবাই করবে (খাঁটি সমাজতন্ত্র) মঠে মন্দিরে কাউকে প্রতিষ্ঠা দিলেন না।" (ফলে) অভিমানীর দল দেখলে—আওলো অবধূত রায় রে পতিতের দলও তাই দেখলো, নিতাই মাতিয়ে দিলেন, সব কোলাকুলি।

তাই হো কথা,—

'যার গুণে ঝুরি ঝুরি' এই ভারতের আদর্শ।

তোমরা বল বৈরাগীরা রাষ্ট্র চিন্তা করে না। (কোনটা ঠিক ?) বৈরাগীরা রাষ্ট্র চিন্তা করে না (না)

রাষ্ট্রই বৈরাগীদের আদর্শ চিন্তা করে না।

এখন তোমাদের আদর্শ নিতাই গৌরাঙ্গের আচরণ প্রচার কর তাঁদিকে ভালবাসলেই তাঁদের আচরণ ভাল লাগবে।

ভিখারী

তখন 'দরমাহাটায়' আসা হয় নাই, পাঁচুর বাড়ীতে, বৌবাজারে মহোৎসব কীর্ত্তন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, (পথে) গান্ধীজীর সাক্ষাৎ তিনি বল্লেন,—

"খদ্দর পরেন না কেন ?" মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—"ভিখারীর আবাও 'মিল'-'খদ্দর' ! ভিক্ষায় যা জোটে তাই।"

ভিখারী (এই কথার পিঠে)—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : গোটা ভারতের লোকই কি ভিখারী।

বাবাজী ম'শায় : (হাসিমুখে) সেইটিই ভুল হয়ে গিয়েছে। ধনী সাজলেই তো দাঙ্গা, ধনী হলেই নানা কুলের বড়াই (অভিমান)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জন্যই তো তাঁদের আদর্শ 'ভিক্ষা'। কেউ যেন বড়াই না করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভিক্ষা। অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ শুধুই ভিক্ষা কাউকে বাদ দিয়ে নয়। সবার জন্যই একই ব্যভার। এ দৃষ্টি, ভুল হয়েই তো রাজা মহারাজা, দরিদ্র কাঙ্গাল। তবুও তাঁরা চেষ্টা করেছেন,—'নারায়ণকে' দরিদ্রের সামিল করতে। আর যাদিকে তিনি (পরমেশ্বর) পাঠান (আচার্য্যবৃন্দকে)। সবাই ভিখারীর বেশে. (তাঁদের) অন্তরে প্রেম-সম্পদ, বাহিরে কাঙ্গালের বেশ, তবেই না নিতাই গৌরের আদর্শ, নইলে সবই তো 'ম্যাজিকঅল' ওরা (ম্যাজিশিয়ানরা) ভেলকি দেখিয়ে ভিক্ষা করে, পরে রাজা মহারাজার পোষাক! —অন্তরে ভিক্ষা।

——

সংগ্রাম হল সর্বনাশের পথ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! যারা ভগবদ্ ভক্ত তাঁরাই বিভীষণের কাজটিকে খুব প্রশংসা করেন। আজ জৈন বৌদ্ধরা বিভীষণের এবং রামের আচরণকে এতটুকু শ্রদ্ধা করেন না। তাঁরা বলেন,—ভারতে রামের প্রশংসা গাইতে গাইতে পণ্ডিতরা বিভীষণের খুব প্রশংসা করেছেন, আসলে স্বদেশের স্ব-বংশের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছিলেন।

বাবাজী ম'শায় : ও ভাবে ব্যাখ্যা করছো কেন, বল না, রাবণ আর ইন্দ্রজিত যে পথ দেখিয়েছেন, সেটা ভুল পথ। —অস্ত্রের সংগ্রামে হিংসাই বাড়ে।

ওঁরা দেবতাদের বর পেলেন, কত মহৎ কাজ করতে পারতেন, তাতো হোলো না, নানা ছল্ চাতুরী আর রাজকন্যা হরণের পথ নিলেন। বিভীষণ প্রতিবাদ করলেন। উল্টো হোলো।

বাবার (রাবণের) চেয়ে ছেলের (ইন্দ্রজিতের) মন আরও কড়া। মায়াযুদ্ধ জানতেন, ইন্দ্রকেও জয় করেছিলেন,—তার নাম তাই 'ইন্দ্রজিৎ'। সেই আবেশে ছিলেন ভরপুর। তার বাবা পাপ কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তেও ইন্দ্রজিতের সাহস পেলেন। মায়া সীতাকে দেখিয়ে তার ওপর অত্যাচার করলেন। রাম লক্ষণ ব্যথা পেলেন। মেঘনাদের দেখা পেলেন না। বিভীষণ বল্লেন—"নিকুম্ভিলায় মারণ যাগ করতে গিয়েছেন, এখুনি যেতে হবে সেখানে। দেবতাদের বর দেওয়া আছে, যাগে পূর্ণাহুতি দেওয়ার আগে তাকে ওখান থেকে সরাতে পারলেই তবে মেঘনাদের মৃত্যু। রাম লক্ষণ তাই করলেন; নিকুম্ভিলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে বিভীষণকে দেখেই ইন্দ্রজিৎ বুঝলেন, এখানকার পথ কাকাই দেখিয়েছেন। ওইখানেই সংগ্রাম ওইখানেই লক্ষণের হাতে মত্যু।

কথাটা কি জান? অতবড় শক্তি যাঁদের হাতে, তাঁরা কল্যাণের পথ দেখতে পান নি।

এঁরা তাকে বাধা দিলেন। শক্তিশালী প্রভু জোর করে তাকে নিবৃত্ত করলেন। নইলে কত কুলক্ষয় করতেন তারা (রাবণ মেঘনাদ)।

—এ অবতারেও ঐ পথ;—

জরাসন্ধকে জোর করে বাধা দিলেন। শিশুপালকেও রাখলেন না। দুর্য্যোধনও সেই পথ ধরেছিলেন।

—সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন ঈশ্বর বিমুখরা সংগ্রাম চেনে, আর ঈশ্বর অনুরাগীরা প্রভুর করুণা শক্তির উপর ভরসা করে থাকেন। সংগ্রাম হোলো সর্ব্বনাশের পথ।

আর, এবারের করুণা (নিতাই গৌরাঙ্গের) আরও মধুর। জোর করেছেন, কিন্তু অস্ত্রের সংগ্রাম করে নয়; জোর করে ভালবেসে,—এই শেষ পথ।

— —

নিজের থাকা গাছতলাতেই তাদিকে নিয়ে এসো

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! এই বৈষ্ণবদের পথে পথে নাম-কীর্ত্তন,—এতে দেশের কি কল্যাণ হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—দেশের লোক এক মুঠো অন্নের জন্যে হায় হায় করে মর্‌ছে, কুমারী মেয়েদের ইজ্জৎ রাখতে সমাজ অসমর্থ হচ্ছে, শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হচ্ছে, সেখানে বাবাজী বৈষ্ণবদের হরিনাম কীর্ত্তনে কি কল্যাণ হবে? ওদিকে অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীরাও মঠে মন্দিরে থেকে, তত্ত্ব-কথার বই লিখ্‌ছেন আর বক্তৃতা করছেন। এসব কি দেশের কাজ না নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধির কাজ?

বাবাজী ম'শায়ঃ তোমাদিকে শোনান হয়েছে,—

"আপন আপন খাবার তো শেয়াল কুকুরেও করে, পাঁচজনকে খাইয়ে যে খায়, সেই তো মানুষ। ও কথার জোর কি কেবল মঠে মন্দিরে?

দেখছো না, তিনতলার নীচে একটা শুকনো কুয়াতে একটা লোক পড়ে গেছে, আর তার কাতরানি শুনে তিনতলার বাবুটি সাহস দিচ্ছেন,—"ওঠো হে, আশ পাশ ধরে ওঠো, তুমি কি আহাম্মক বল দেখি; অতবড় হাঁ করা কুয়োটায় পড়ে গেলে?

—'নেতারা' হ'লেন তিনতলার বাবু। তাই তো নিতাই-চাঁদের আগমন। যাঁরা ওপরতলায় থাকতেন তাঁরা পতিতদের দিক মাড়াতেন না। তাঁরা দূর থেকে বলতেন—"কর্ম্ম-ফলে পতিত হয়েছো. আবার কর্ম কর নিশ্চয় উঠবে।"

নিতাই এলেন আচরণে বললেন্—"তাদিকে বুকে তুলে ধর। 'হরিনাম' 'গোরানাম' পরে, আগে বুকে তুলে ধর, নিজের থাকা গাছতলাতেই তাদিকে নিয়ে এস।"

তা তো নয় শুধু বক্তৃতা। দাসমশাই (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস) তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঐ সব পতিতদের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ও কা'র আদর্শ জান? নিতাইচাঁদের আদর্শ। এই সব পতিতদিকে নিয়েই এবার রাজত্ব। তবে হবে 'পাগলা-নিতাই-এর' আদর্শ পালন। কটকে থাকার সময় দেখেছি জানকীবাবুর ছোট ছেলে সুভাষ (প্রখ্যাত সুভাষচন্দ্র বোস) তখন স্কুলে পড়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনে আসতো। নানান্ প্রশ্ন তার। দাশ মশায়কে সে আদর্শ করেছিল।

'ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে'

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবেশ বোধহয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জাতি বিভাগের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের দিকেই ছিল?

বাবাজী ম'শায় : কি রকম?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : গৌরসুন্দরের দ্বিতীয় বিবাহের সময় বুদ্ধিমন্তখান মহাশয় সে বিবাহের ব্যয় ভার বহন করেছিলেন। শুধু বহন করা নয়, একেবারে ঢালাও করে ব্যয় করলেন। খান্ মহাশয়ের ঘোষণা হোলো এ বিয়ে হবে,—"রাজকুমারের মত, এ বিয়ে বামুনের ভিকিরি বিয়ে নয়"; তাই হোতে লাগলো।

—সেই সুযোগে অনেক লোভী বামুন দু'বার তিনবার করে এসে ভোল্ বদ্‌লে দান নিয়ে যেতে লাগলো। শ্রীগৌরাঙ্গ তা' জানতে পারলেন। তিনি নিয়ম করে দিলেন, প্রত্যেককে তিনবার করে দান করতে। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসজীর মন্তব্য—

"বিপ্রপ্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
তিনবার নিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥"

(বাবাজী ম'শায় হাসি মুখে শুন্‌ছিলেন, শেষ কথা শুনে শিউরে উঠলেন।)

তারপর ঠিক এই ভাবে, "গৌর" চরিত্রকে ফুটিয়েছেন গয়ায় পিণ্ড দেবার আগে :—

'গৌরসুন্দর' মন্দার পর্ব্বতে শ্রীমধুসূদন দর্শন করে, পথে পথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর খুব জ্বর হোলো। বৃন্দাবন দাস বললেন.—

ওটা, কেবল,—"লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলা জ্বর"। গৌরের জ্বর ধারণ করার ভিতরের অর্থ (রহস্য) হোলো, বিপ্রপাদোদকের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্য। তাই লিখলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ॥

বৃন্দাবন দাস এটা যে লিখলেন, তার একটা কৈফিয়ৎও দিলেন, যে ঈশ্বর দেখালেন সকল পুরাণে বিপ্রপাদোদকের মাহাত্ম্য প্রচুর বলা হয়েছে।

বৃন্দাবন দাসের এই সব লেখায় পরিষ্কার বোঝা যায় গৌরকে তিনি গৃহীই দেখুন আর সন্ন্যাসীই দেখুন, সবার আগে দেখেছেন তিনি বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠবর্ণ বিপ্রবর্ণের মাহাত্ম্য কখনও বিস্মৃত হন নাই।

বাবাজী ম'শায়ঃ কেন গো, ওতে কি বৃন্দাবন দাসের কথা পেলে, না মর্য্যাদা পুরুষোত্তমের ব্যবহারের কথা পেলে? তিনি (গৌর) যে কারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই, তাই তো ঐ কথা। আর যদি বৃন্দাবন দাসের কথা শুনতে চাও তবে কাছে এস। ভক্তের স্বরূপ ব্যাখ্যান শোন,—

ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গে বল্লেন—

"জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥"

—কথার বাঁধন শুনলে?

প্রভুর আজ্ঞায় তিনি (হরিদাস) এসেছেন জাতি কুল নিরর্থক জানাবার জন্য। দৃষ্টি তাঁর আরও দূরে। শ্রীহরিভক্তিশূন্য জাতি-কুলের বড়াই নিরর্থক।

আর, ঐ যে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য, তাতে তাঁর পুরুষোত্তম স্বরূপের মর্য্যাদা লীলা জ্ঞাপন। আর ব্যবহার-জগতে ব্রাহ্মণের স্বরূপ দেখিয়েছেন, তারা 'লোভী' তারা 'ঈর্ষাপরায়ণ', তারা 'নিজেরাই নিজেদিকে অবিশ্বাস করেন'।

এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥

এই ছিল তখনকার ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণের আসল রূপ।

আর গৌরের বিবাহ বাড়ীতেও এই লোভের রূপ দেখিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁরা ভোল বদলায়, পেটের দায়ে ও অভাবে।" একটা কথা শুনেছি ব্রাহ্মণের সহজ শত্রু বৃহস্পতি। ওঁর দশা এলে ব্রাহ্মণের মৃত্যুভয়। মহাভারতে অমনি একটি উপাখ্যান আছে. বৃহস্পতির সব চেয়ে বেশী ঈর্ষা ছিল, ভাই উতথ্যের উপর।

(২)

"আশ্রয় করিয়া বন্দো শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! "আশ্রয় করিয়া বন্দো শ্রীগুরুচরণ" আমি আশ্রয় করিনি আপনি আশ্রয় দিয়েছেন।

শ্রীগুরু বন্দনা পাঠে এই প্রথম গোলমাল, দ্বিতীয় গোলমাল,—

"যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন"

এ কথা কি ঠিক? কৃষ্ণ প্রেমধন পাবার জন্যই কি সবাই গুরুচরণ আশ্রয় করে? গুরু তো সব সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমধন **কি সবারই প্রয়োজন**? (মনে হয়) এই বন্দনার মধ্যে প্রতিটি চরণ অসামঞ্জস্যে ভরা। নন্দসুত হরি, গুরুরূপে প্রকাশ হলেন, আর নন্দসুতের সব স্বভাব চাপা পড়ে রইলো? বাল্য, কৈশোরে কাউকে মার্‌লেন্ না, মথুরা দ্বারকায় রাজা হলেন না, কূটনীতি যুদ্ধনীতি কিছুই গ্রহণ করলেন না, শুধু আমাদের "বাবা" শ্রীগুরু-দেব (শ্রীরামদাস বাবাজী ম'শায়) হয়ে গেলেন? এ কি রকম? 'গৌরের' কথাই নাই. 'নিতাই' প্রসঙ্গ নেই, ওপরে নন্দসুত হরি আর শেষে বাবা (বাবাজী ম'শায়) এ বন্দনা সবাইকার জন্য না আমার জন্য?

বাবাজী ম'শায় : তার পরেরটা বল?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান'

বাবাজী ম'শায় : ওখানে কি পেয়েছো?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : এও তো বুঝি না। 'মহিমা' মানে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ হুঁ, গোলমাল বটে। তবে কি জান? এ রাজ্যে (সংসারের যে কোন জায়গায়) শক্তি জোগায়, 'ধনে' 'বিদ্যায়' আর দেহের 'বলে'। কিন্তু তাতে 'মহিমার' কিছু থাকে না। ওখানে (যোগ সাধনায়) মহিমা থাকে বিভূতিতে (অনিমা, লঘিমাদি।) শ্রীগুরু স্বরূপে যোগ বিভূতির বিকাশ পেলে আর সম্বন্ধ থাকে না। সবাইকে বিলানও যায় না। আর সেখানে (শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে) ধন বিদ্যা আর বল আছে পূর্ণ, যোগ বিভূতিও পূর্ণ। তাঁর (প্রেমের) বিকাশ না হলে আর 'মহিমা' কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! 'মহিমা' কাকে বলে?

বাবাজী ম'শায়ঃ কেন গো, মহিমাই তো 'মহত্ত্ব' 'মহদ্‌ভাব'! মানুষের দোষ গুণ, অখিল জীবের দোষ গুণ, সকল ভূতের দোষগুণ যেখানে চরম সেইখানেই 'মহিমা'। জীবে কি মহিমা হয়? জীবে কীর্ত্তি-কলাপ হয়। সেই মহদ্‌ ভাবের বিকাশ যে দেহে বিকাশ পায় সেইটিই তাঁর 'মহিমা-বিকাশ'। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণপ্রেম তো জীবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। ও ছাড়া কি প্রেম মহিমার আর রূপ আছে? তাঁর কৃপাই বল আর অদোষদরশীই বল, সে বস্তু ছাড়া অন্য জায়গায় মহিমা হয়?

এবার মিলিয়ে দেখ দেখি।

[বাবাজী ম'শায়ের উত্তর শুনে, সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এ ধরণের অনুশীলন কখনও করা হয় নাই।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! কৃপা কি ব্যাপার? ওকি কারও ইচ্ছা শক্তি না—সুপারিশ করা?

বাবাজী ম'শায়ঃ কৃপাশক্তি 'দেহ' 'মন' বদলে দেয়। পড়নি? কৃপাতেই তাঁদের পরিচয়। মুনি গৌতম হলেন পিতা আর 'মা' হলেন অপ্সরা। ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে তাঁরা কোথায় চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। শান্তনু রাজা কৃপা ক'রে তাঁদের পালন পোষণের ভার নিলেন। সেই কৃপাই তাঁদের পরিচয়। 'কৃপ' আর 'কৃপী'। এঁরা চিরজীবী। এঁদের চরিত্র ছোটবেলায় 'যাত্রাতে' শুনেছিলাম। ওগো, কৃপার পরিচয়ও তাই; 'কৃপাতেই' তাঁদের আসা যাওয়া। কৃপাই তার মহিমা জানায়। মহদ্ ভাবই কৃপায় নেমে আসে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'কৃপা' আর 'করুণা' কি এক কথা ?

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ, তা বলতে পার; তবে কথা কি জান ? কৃপার বাইরের আবরণ 'করুণা শক্তি'। কারুর দুঃখ দেখে করুণার উদয় হয়।

'কৃপা-শক্তি' দুই দিকেই যোগ রাখেন। আর 'করুণা' এই রাজ্যেই প্রকাশ পায়। জীব তাঁকে (শ্রীভগবানকে) ভুলে দুঃখ পেলেই করুণার উদয় হয়। কৃপাশক্তি তখন সেই করুণায় তাকে অবতীর্ণ করান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! 'দয়া' তাহলে কি শক্তি ?

বাবাজী ম'শায় : [হেসে ফেললেন] "উনি হলেন করুণার যমজ ভগ্নী। ও বোনটিকে সংসারের আশ্রম-ধর্ম্মে থাকতে হ'য়েছে। দেখ না, এ সংসারে 'দয়া' গেলেই, সব কাটাকাটি মারামারি। সংসার আশ্রমে ঢুকে দেখলেই বুঝবে, যারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলেছেন, তাদেরই কাছ থেকে 'দয়া' দিদিটি সরে গেছেন। শেষটায় দয়াময়কে স্মরণ, দয়াময়কে প্রার্থনা। আরে ছাখ্ ! আগে নিজেই তো 'দয়াকে' তাড়িয়েছিস। তিনি তো কৃপাশক্তিতে করুণার ছোট বোনকে তোর সংসারে রেখে দিয়েছিলেন।

—বলেই বাবা, সবার দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন। এদিনের মত প্রসঙ্গটা অসমাপ্ত রইলো। পরের দিন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : হ্যাঁ বাবা! নন্দসুত হরি গুরুরূপে দেখা দিলেন, আবার নিজের [পাওয়ার] শক্তিটাকে আলাদা আলাদা করে দিলেন? এ কি রকম? এক তো "রোষ" কথাটাই ঈশ্বরে অসামঞ্জস্য, কারণ আপনি কাল বল্লেন 'মহদভাবই মহত্ত্ব সেই তাঁর মহিমা। ক্ষমা, অদোষদরশিতা, করুণা-ময়তা, এ সবই তো তাঁর মহত্ত্ব, তাতে রোষ আসে কি করে? তিনি রুষ্ট হন! আবার রুষ্ট হলে, গুরু তাঁকে রোধ করতে পারেন, আর গুরু যদি রুষ্ট হন তবে তাঁর আদি রূপ কৃষ্ণ তা রুখতেই পারেন না। এ কিরকম নন্দনন্দন আর গুরুর অভিন্নতা?

বাবাজী ম'শায় : গোড়ায় এস মিল পাবে। গোড়ায় ব'লেছেন "আশ্রয়"। এবার তাকিয়ে দেখ তো, দণ্ডীরাজ আর তাঁর চরিত্রে?

পাণ্ডবরা বুঝেছেন ইনি কৃষ্ণের শত্রু, তবুও তিনি সর্ব্ব প্রাণীর আশ্রিতবৎসল, পাণ্ডবরা কৃষ্ণের গুণ স্মরণ করেই তো দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেন। নকল যুদ্ধও হোলো। কৃষ্ণ পরাজিত হ'য়ে গর্ব ক'রে ব'ল্লেন-

'হ্যাঁ, আশ্রয় করলে আর আমি পারি না। আমার এ পরাজয় জয়েরই মালা।' ("দাস গোস্বামী" গ্রন্থে ৫৫৬, ৫৫৭ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বিস্তৃত ভাবে আছে।)

এও তাইগো।—যে স্বরূপে আশ্রয় দেওয়া, সে স্বরূপটি তাঁরই গুণের আধার (শ্রীগুরুদেব)। ওখানে "রোষ" তো এ আশ্রয়ে "তোষ"। নইলে, আশ্রিত বাৎসল্যে যে কলঙ্ক প'ড়বে। এই জন্যই এ স্বরূপে (শ্রীগুরুস্বরূপের) মহিমা আরও শতগুণ বাড়ে।

---

(৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা!

"গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি করে কদাচন॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর রহস্য জানাতে বলা হয়—

তোমার চিত্তের বিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করে এগুলি বলা। ও বিক্রিয়া শ্রীগুরুতে আরোপ করেই বলা হয়, "গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন" —এ ব্যাখ্যা যেন কেমন ঠেকে।

বাবাজী ম'শায়ঃ (মুচকি হাস্‌লেন। যেন বুঝেছেন এমন প্রশ্ন উঠবেই। ও ব্যাখ্যাটা সাধারণ বুঝদার লোকের জন্য। কিন্তু কেউ কেউ গভীর ভাবেও তো বুঝতে চায়। ঠিক সেই হাসির দৃষ্টিতে বল্লেন.—) কোথায় ঠেকেছে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ দেহের বিক্রিয়া হবে না ? বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য হবে না ? তাহ'লে যে বলেন, **স্বরূপের প্রাধান্য না দিয়ে তত্ত্ব-বোধ ক'রলে সম্বন্ধে আঘাত লাগে ?** স্বরূপে বিকার হবে না। প্রত্যক্ষত যাঁর অস্তিত্ব আছে, তাঁতে আবার "যদি" কি করে হয় ? বিক্রিয়া তো হবেই। আর অবজ্ঞা বা অনাদর করা, এ কোন শ্রেণীর কথা ? লোকে কি মা বাপকে তাঁদের দেহের বিক্রিয়ার জন্য অনাদর করে ? তার ওপর তো গুরুদেহ অনাদরের তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন ও পয়ারের অর্থ কি ?

বাবাজী ম'শায়ঃ দেখ ! ও কাদের কথা জান ? যারা তত্ত্বের ওপর জোর দিয়ে ওঁকে (শ্রীগুরুদেবকে) দেখেন। সেখানে যদি (শ্রীগুরু-দেবের) চিত্তে বিপরীত ক্রিয়ার উদয় দেখ তখন কি ক'রবে ? ধর কাউকে ত্যাগ করলেন [(ক্রোধের আবেশে) শিষ্যের ব্যবহারে গুরুদেব তাঁকে ত্যাগ করলেন।)] কি হয়তো মন্দির বা বৈষ্ণব সেবার জন্য কারও কাছে কিছু চেয়ে ব'সলেন, তখন নিজেকে সামলাবে কি করে ? ওসব ব্যবহার তো (শ্রীগুরুদেবের) চিত্তের বিক্রিয়ার জন্য মনে হবে, সে সময়কার কথা এই, সে বিক্রিয়ায় তোমায় সামাল দেবার জন্য ব'ল্লেন ঐ কথা।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাব মন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাহসূয়েত সর্ব্বদেব ময়োগুরুঃ॥

ভাগ ১১ ১৭।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোনা আছে, শ্রীনারদ রোজই ইন্দ্রের কাছে যেতেন, আস্-পাশের কথাও কইতেন, তাতে ইন্দ্র ভাবতেন "নারদ" আমাদেরই মত, তবে একটু বেশী, তিনি ভবঘুরে, আর তারই জন্যে বিষ্ণুর কাছেও ওঁর যাওয়া। আসলে ওঁতে আমাতে কি তফাৎ?

দেখলে তো? ইন্দ্রের চিত্তের বিক্রিয়াটি নারদের ওপরে চাপিয়ে অপরাধী হলেন। এখানেও তাই,—দেহটা তো পিতামাতার দেওয়া। আর যার জন্য তাঁর (শ্রীগুরুর) বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয় পাবে তাঁর চিত্তের ক্রিয়া দেখে। সেই চিত্তে বিক্রিয়া দেখলেই বুঝবে ওটি আমারই চিত্তের ছবি। ওই অবস্থায় আমি কি করি, তাই শ্রীগুরুদেব ওটি আমায় দেখালেন।

মালিন্য ঝেড়ে কোলে করা

এক রাত্রে

স্থানটি পোস্তাররাজবাটি। শীতের রাত্রি সময় প্রায় ৮॥০টা। বাবাজী ম'শায় একা আছেন। হাতে জপের মালায় নাম চল্‌ছে। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদা' ও নগেনদা' (অধ্যাপক ৺নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী) ঘরে ঢুকলেন। এঁদের পরেই এলেন,—সীতানাথদা' ও সেজদি। তারপর 'নন্দদা'। বাবাজী ম'শায়ের সেবক), তাঁর হাঁপানিটা বেশ বেড়েছে। তাই তাঁর সেবা কাজ করছেন 'সত্যদা'। পরে এলেন হরেকৃষ্ণদা'। রাজুদা' আসা যাওয়া করছেন, ইত্যবসরে শ্রীপাঠবাড়ী হতেও কয়েকজন এলেন। আজকের শীতটার বাহা-দুরী, যেই আসছেন, তিনি ঢাকাঢুকি দিয়ে বাবাজী ম'শায়ের আশে পাশে বসে পড়ছেন। এমন একটা জমাট তৃপ্তির আসর সাধারণত ঘটে না। বাবাজী ম'শায়ের মুখে চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি, মাথায় বৈরাগীর টুপি, গায়ে চাদর, চরণ দুটি ঢাকা দিয়েবসে আছেন। অন্যান্য দিন, নানা প্রসঙ্গ ও সেই সবের সমাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ের শ্রীমুখে শোনা হয়। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো। (ঐ নগেনদা ও সীতানাথদা বললেন—"কৃষ্ণচৈতন্যদা'! একটা কিছু বলুন, বাবাজী ম'শায়ও শুনুন আমরাও শুনি।" এঁদের প্রস্তাব শুনে বাবাজী ম'শায় ছেলেমানুষের মত বললেন "হুঁ, শীতের কম্পর খোলাখুলি নেই, সব ঢাকা।" তাক্ষ্ণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ব'ললেন, "বাবা! ঢাকার কথা ঢেকে বলি। আপনার কথা আছে, 'ঘরের কথা কইতে গেলে চৌকি দিতে হয়। এখন সকলে শুনুন—

"আমার 'বাবা' তখন নবদ্বীপে [সমাজবাটিতে] ঐ সময় ঢাকার এক বোন না দিদি ঠিক মনে নেই, মনে হয় দিদিই হবেন, নাম উর্ম্মিলা। শুনেছিলাম সাহাকুলের। নিখুত সুন্দরী,-স্বাস্থ্যবতী, মধ্যবয়সী। তিনি যখনই সমাজবাড়ীতে আসতেন খুব ঘটা করে উৎসব করতেন। সে সব উৎসবে অনুরাগের আতিশয্যে সখীমা (শ্রীমতী ললিতাদাসী] কাছে কাছে থেকে প্রতিটি রান্নার নির্দ্দেশ দিতেন। আর বিচিত্র স্বভাব বিজয় কাকা,—উর্ম্মিলাদিদিকে অবাচ্য কুবাচ্য বলে গালাগালি ক'রতেন। সে গালাগালগুলির মর্ম্মকথা,—"মঠটা 'সব-খাও কীর' আড্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। [এবং সখীমার ঐ দিদির প্রতি-অস্বাভাবিক স্নেহ বাৎসল্য দেখে বলতেন] সখীটা সব খাচ্ছে।" এসব কথার হেঁয়ালী বোঝার বয়স, তখন হয়নি আমার। তবে ঐ কাকার অনেক কথার মত ঐ কথাও মনে আছে। উর্ম্মিলাদি চিরকুমারী, চির সধবা, চির বিধবা। ওঁর রক্ষক ঢাকার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তিনি নিজে সঙ্গে এনে তাঁকে [উর্মিলা দিকে] নবদ্বীপে বড়াল ঘাটে একটি বাড়ীতে রেখে গিছলেন। সে বাড়ীতে অন্য কেউ ভাড়াটে ছিল না। একটা ঝি ও একটা ভাল জাতের পাখী উর্মিলাদির সেবিকা ও সাথী। তিনি আমার বাবার করুণা [দীক্ষা] পেয়েছিলেন। আমি কখনও সে বাড়ীতে যাই নাই। কিশোরীদা', পোড়া বাজারের সুধীরদা' সেবক গৌরহরিদা' উদ্ধবদা' মুকুন্দদা',কাত্তিকদা' জানকীদা বাঞ্ছাদা' প্রভৃতিরা মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতেন। গুরু ভাইরা তাঁর বাড়ীতে গেলে, তাঁদের দেখে আনন্দে আত্মহারা হোতেন। কিশোর বয়সের ভাইবোনদের মত নির্দ্দোষ মিলন রঙ্গে ও বাবার প্রসঙ্গে সকলে মেতে যেতেন। এই সব ভাইদের মুখ ফুটে চাওয়ার অপেক্ষা না রেখে, ঐ স্নেহময়ী দিদি, বৈরাগী ভাইদের লোমবস্ত্র, গাঁতি চাদর, কম্বল প্রভৃতি দিতেন। নির্ম্মল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতিতে এ সবের মধ্যে কার কোনটি প্রয়োজন তা তিনি বুঝতে পারতেন ও যখন যেটি যার্ দরকার ঠিক্ সেইটিই দিতেন। ফলে, ঐ সব গুরুভাইরা মনে মনে বিস্মিত হোতেন। 'আত্মদোষ' ও 'আত্মঅপরাধের' কথা দিদি কিন্তু সর্ব্বদা অনুশীলন করতেন। কিন্তু এই সব গুরু ভাইদিকে কখনও নিজের বাড়ীতে প্রসাদ বা বাল্যভোগ খেতে বল্‌তেন না এবং যথেষ্ট ব্যবধান রেখে, দীন এবং হীন স্বভাবে বাবার প্রসঙ্গ ক'রতেন। দিদির ঐসব বিচিত্র স্বভাব আমি ঐ সব দাদাদের মুখ থেকে শুনেছি।

ঊর্মিলাদি যখন মঠে আসতেন, সব সময়েই ঠাকুর সেবার জন্য কোন না কোন জিনিষ, নিয়ে আসতেন। কখনো খালি হাতে আসেন নি। এছাড়া প্রায়ই উৎসবের আয়োজন হোতো। তাঁর কপালে তিলক, গলায় সোনার একটি সরু হার এবং তিনকণ্ঠি তুলসীমালাও থাকতো। বাবার কীর্ত্তন শুনতেন খুব দূরে বসে। আর সখীমা যেদিন কীর্ত্তন করতেন, সেদিন ঊর্মিলাদি তাঁর কাছ ঘেসে বসতেন। বাবা ও সখীমা, এঁদের কীর্ত্তন ছাড়া তিনি অন্য কোথাও কীর্ত্তন শুনতে যেতেন না। এবং এঁদের কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ঊর্মিলাদির দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইত এবং আবার এক একদিন এমনো হয়েছে যে, কীর্ত্তনের বহুক্ষণ পরেও তিনি এত কাতর থাকতেন যে তাঁর দাসীকে ধ'রে ধ'রে বাড়ী নিয়ে যেতে হোতো। আর যে যে দিন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন সে সব দিনে সমাজবাটি থেকে নিজে বাড়ী ফেরার পূর্ব্বে প্রথমে মন্দিরে, তার পরে দাদাম'শায়কে, তারপর বাবাজী ম'শায়কে (যথেষ্ট ব্যবধান রেখে) দণ্ডবৎ প্রণাম করতেন। তারপর সখীমার দেওয়া প্রসাদ হাতে নিয়ে পথে নামতেন। তাঁর দাসীটি তাঁকে অনুগমন করতো। ঊর্মিলাদি'র প্রতিটি আচরণে সর্ব্বদা মার্জ্জিত রুচির পরিচয় ফুটে উঠত।

তিনি প্রায় দিনই বৈকালে সখীমার কাছে এসে ব'সতেন। তাঁর মিষ্টি হাসির সঙ্গে সুমধুর উপদেশাবলী এবং দাদাম'শায়ের জীবনের বিচিত্র বিচিত্র কথা শুনতেন আর কাঁদতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ জীবনে একটি বিচিত্র ঘটনা

আমরা তখন সবাই সমাজবাটিতে। কোন উৎসব ছিল না তখন! শুনেছিলাম উর্মিলাদি আমাদের ভাইদের কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে জানিয়েছিলেন—"শীগ্‌গীর একবার শ্রীবাবার সাক্ষাৎ স্বরূপের কাছে আমায় পৌঁছে দিতে হবে, আমার নিবেদন করার আছে।" তাঁর এ সংবাদ জানকীদা' বাবাজী ম'শায়কে জানালেন। তিনি সম্মতি দিলেন। সে সংবাদ দিদিকে জানালে, তিনি সেদিন যথা নিয়মে বাড়ী ফিরলেন!

পরে দিনেই দিদি এলেন। আন্দাজ সকাল সাড়ে আটটা ন'টায়। বাবা আহ্নিকে ব'সবেন। দিদি থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে প্রণাম ক'রলেন। আজ তাঁর মাথায় কাপড় ছিল না, দুটি হাতেও কোন অলঙ্কার ছিল না। পরণে একখানি সরু কাল পেড়ে শাড়ী আর গায়ে অতি সাধারণ জামা। বাবার শ্রীমুখের পানে চেয়েই কেঁদে ফেল্‌লেন। বাবার মুখে প্রসন্নতার দৃষ্টি ও গম্ভীর হাসি। তাঁর সে দৃষ্টির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই বুঝবেন। সে প্রসন্ন গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে সখীমার মত অধিকারীরও হৃৎকম্পন আর ভৈরব-মূর্ত্তি আমাদের বিজয়কাকাও স্তব্ধ হ'য়ে ভয়ে সরে যেতেন। আর আমাদের দাদা ও ভাইদের কথা বলবারই নয়, যে যেখানে থাকতেন, ভয়ে কাঠ হয়ে যেতেন। সত্যকথা বল্‌তে কি, আমি অত যে চঞ্চল; বাবার কাছে অবারিত গতি, সেও ভয়ে চুপ, যদি ঠাস করে একটি চড় বসিয়ে দেন। বাবা তো তখন প্রহার দিতেন প্রায় সবাইকে। কে না মার খেয়েছেন? মাষ্টারদা খান নি?

যাক, উর্মিলাদি' কাঁদতে কাঁদতে ব'ললেন,—"আমার একটি বাসনা আছে আপনাকে পূরণ ক'রতে হবে।" বাবা তেমনি প্রসন্ন গম্ভীর মুখেই বল্লেন,—"নিতাইচাঁদের ইচ্ছা"। বাবার একথা শুনেই তিনি প্রণাম করে চলে গেলেন।

এ যাবত্‌ উর্মিলাদির যা স্বভাব ও আচরণ আমরা দেখেছি, তাতে সকলের মনে হোল যেন এবার খুব বড় একটা উৎসব হবে, তাতে ভোগরাগের আয়োজন ও আড়ম্বর হবে অঢেল।

পরের দিন সকালে উর্মিলাদি এসেছেন,—হাতে একটা সুটকেশ। মঠের আমগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্য দিন তিনি মঠে এলে আগে বিভিন্ন স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম আদির একটা ক্রম আছে, আজ সে সবের ব্যতিক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে, কয়েকজন দাদা উৎসুক হ'য়ে তার নিকটে গিয়ে জড় হয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ব্যাপার"। দিদি ভগ্ন কণ্ঠে ব'ললেন,—"আমার বাসনা পূরণের জন্য কাল বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করেছি, তিনি বলেছেন, "নিতাই-চাঁদের ইচ্ছা"। তাই এসেছি। দিদির সে কথা শুনে কিশোরীদা' অথবা গৌরদা' বললেন,—"আপনার কি বাসনা?" উত্তরে দিদি বললেন,—"বাবাজী ম'শায়কে জানান, উনি অনুমতি করলেই জানাব।" এই বলেই দিদি চুপ করে আবার দাঁড়িয়ে রইলেন। কি ব্যাপার? কেউ হদিস পাচ্ছেন না। অথচ সবার মন চঞ্চল! যেন আর তর্ সয় না।

তাই, দাদাদের দু'একজন বাবাজী ম'শায়ের ঘরে গেলেন। দেখেন, তিনি তখনও আহ্নিকে বসেন নাই। ঐ সুযোগে দিদির কথা তাঁকে জানালেন বাবা উদাসী ও অবুঝের মত ধীর পদক্ষেপে সেই আমতলাটায় এসে দাঁড়ালেন খবর দিতে যাওয়া দাদারা তাঁকে অনুগমন করেছেন তখন।

উর্মিলাদি'র আজকে অভিনব আচরণে, আশ্রমবাসী সবাই উৎসুক একে একে এসে ঐ আমগাছ তলায় জড় হ'য়েছেন। বাবা এসে দাঁড়াতেই সকলের চোখে মুখে অধীর প্রতীক্ষা,—'দিদি কি ব'লবেন, ও তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই জানতে। অপ্রত্যাশিত ভাবে, বাবা আশ্রমের গেটের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকলের চোখগুলিও ঐদিকে গেল। দেখা গেল, (কার মৌন ইঙ্গিতে) দু'জন গুরুভাই গেটটি বন্ধ করে তালা লাগাচ্ছেন। তা দেখে সবার মন গম্ভীর হ'লো।

আজ শুধু উর্মিলাদির সজল চোখ, মন কিন্তু খুব শক্ত। দৃঢ়সঙ্কল্পের ছাপ চোখে মুখে। তিনি প্রথমে হাতের সুটকেশটি মাটিতে রাখলেন। তারপর বাবার চরণ না ছুঁয়ে তাঁর শ্রীচরণ স্পৃষ্ট ধূলিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রলেন। পরে সেখানে সমাগত সখীমা, কাকা ও জেঠা গুরুদের * এবং আমাদের সব দাদা-ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তাঁর আজকের প্রণামটি যেন মেয়ে বাপকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে এসেছে। প্রণাম সেরে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটি হাতে সুটকেশটি উঠিয়ে ধরে, আনন্দ আবেগে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন,—বাবা! বেশ কয়েক মাস আগে, স্বপ্নে আপনি কৃপাদেশ করেছিলেন,—"উর্মিলা যা গেছে তা যাক, তুই ওখানে থাকিস না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা! আমার যা আছে, তা এই সুটকেশের মধ্যে, কৃপাকরে—এগুলি অঙ্গীকার করুন, আর এ পতিতাকে চিরদিনের জন্য ঐ রাতুল চরণে স্থান দিন।'

বাবা আশ্চর্য্য রকমের গম্ভীর হয়ে গেলেন। এধারে সুধীরদা' ও গৌরদা' সুটকেশটার ডালা খুললেন চাবি ছিল না। শুধু আটকান ছিল।

উঃ কি অদ্ভুত সেই সুটকেশের পেট। অত সোনার গহনা এর আগে কখনও দেখিনি। একজন স্ত্রীলোকের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সারাগায়ের বিভিন্ন স্থানের সোনার গহনার তিন চারটি সেট। বিচিত্র বিচিত্র কারুকার্য্য ও দামী দামী নানান রংএর পাথর বসান ঐ সব অলঙ্কার। সুন্দর ভাবে সাজান ঐ সুটকেশটির মধ্যে। ঐ সব অলঙ্কারগুলির ওজন পাঁচ ছয় সেরের তো কম নয়ই বরং বেশীই হবে। বাবা প্রথমটা দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দেখলেন, তারপর থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। আর উর্মিলাদি হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

'নিতাই করুণা' আর 'কলির ভেল্কি' সমকালে প্রকাশ হ'ল।

পরম গম্ভীর আশয় বাবাজী ম'শায়, উচ্চকণ্ঠে বললেন—"এখুনি নিয়ে যাও", এখানে নয়, এখানে নয়, নিয়ে যাও।"

বিচিত্র!

পরম অনুভবী সখীমা ছুটে এলেন। অপত্য স্নেহের স্বরে বললেন,—"উর্মিলা! এক্ষুনি নিয়ে যাও, দেরী করলে অনর্থ হবে, রামদাদা কষ্ট পাচ্ছেন।

এই প্রত্যাখানের, দুঃখ ও হতাশায় উর্মিলাদি'র কান্না যেন শতগুণ উথলে উঠল! অনাথ অসহায়ের স্বরে বললেন,—"মা মা আমাকে স্থান দিন, আমি আপনাদেরই! বাবা, বাবা, এ অনাথাকে নিজ কৃপায় ঠাঁই দিয়েছেন, ঠেলে ফেলবেন না, আমার শুভ-অশুভ সব দিলাম, আমাকে দিলাম" বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বাবাজী ম'শায় স্নেহ করুণ নয়নে এক ঝিলিক ঐ মূর্চ্ছিতাকে দেখে ধীর গম্ভীর পদে নিজের ভজন কুটিরের দিকে চললেন।

সখীমা' ও কাকাগুরুরা এবং দাদারা একবার বাবার গমনটি দেখছেন আর একবার মূর্চ্ছিতা উর্মিলাদিকে দেখছেন, সবার চোখে জল।

যথাকালে দিদির মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলো, তাঁর দাসী ও অন্যান্য দু-তিন জন গুরু-বোন তাঁকে ধ'রে ধ'রে তাঁর বড়ালঘাটের বাড়ীতে নিয়ে গেল। দাসীর হাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলঙ্কার সহ ঐ সুটকেশটিও। আশ্রমবাসীরাও নিজ নিজ স্বভাব ও সংস্কার অনুসারে আজকের এই অভিনব ঘটনাটি মনে চিন্তা ক'রতে ক'রতে যে যাঁর দৈনন্দিন কাজে চলে গেলেন।

এধারে, স্বাভাবিক হিসাবে বাবাজী ম'শায়ও আহ্নিকে বসেছেন। আজকের হুঙ্কার "অভিনব"। এ যেন শ্রীগুরুর আনুগত্যে নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে তাঁর 'স্বভাব' ও 'দায়' স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোন প্রার্থনা।

এধারে ঊর্মিলাদি গিয়ে শয্যা গ্রহণ ক'রেছেন। মহাঅনুভবী ও সর্ব্ব-ব্যবস্থা পটু সখীমা,—ঊর্মিলাদির জন্য রোজ মঠ থেকে প্রসাদ বাল্যভোগ পাঠাতে লাগলেন এবং ঢাকাতে টেলিগ্রাম করিয়ে দিলেন।

চারটি দিন চারটি রাত কেটে গেছে। পঞ্চম দিন ঊর্মিলাদি মঠে এসেছেন গেটের সামনে পথে, শুয়েছিলেন একটি খাটে, মাথাটি ঢাকা ছিল! সর্ব্বাঙ্গে ছড়ানফুল, গলায় ভগবৎ প্রসাদী মালা কপালে তিলক। টেলিগ্রাম পেয়ে, ঢাকা থেকে আগত ভদ্রলোক ও তাঁর যুবক পুত্র ও কন্যা সজল নয়নে সে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। ওঁরা সকলে ঊর্মিলাদি'র পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। আমাদের কয়েকজন ভাই ভগ্নীও তাঁদের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন। সখীমা, বাবাজী ম'শায় কাকাগুরুরা, আশ্রমবাসী দাদারা সকলে গেটের বাইরে এসে ঊর্মিলাদিকে শেষ দর্শন দিয়ে গেলেন। তার অল্পক্ষণ পরে, "জয় মহাবীর রাধারমণ" বলে সকলে খাটটি তুললেন। মুখে,—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

সকলে নাম ক'রতে ক'রতে চ'ললেন "মুড়িঘাটের" পথে।

প্রথম কৈশোরে দেখেছিলাম শ্রীরাধারমণের এই পতিত পাবনী বিভূতি আর তাঁর গণের নির্মোহ বৈরাগ্য এবং মালিন্য ঝেড়ে কোলে করা।

"জয় গুরু রাম।"

— —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাধারণ মানুষ ভাল পথের সন্ধান পেলেও এগুতে পারে না।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! সকালে ব্রজবাসী এক বাবাজী অর্থ-সংগ্রহের (শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দিরের মামলার ব্যাপারে) প্রসঙ্গের পর আপনি বৃন্দাবন কাকার উক্তি বলে একটা বিষয়ে বল্লেন,—"**সাধারণ মানুষ ভাল পথের সন্ধান পেলেও এগুতে পারে না** ('সংস্কার' এবং 'বিধি নিষেধ' আর 'শ্লোক' বচনের নির্দ্দেশের চাপে আটকে যায়। এ সম্বন্ধে আমার অভিযোগ আছে, অনেক ক্ষেত্রে, সন্দেহ আর অবিশ্বাসও খুব আছে।

বাবাজী ম'শায় : কি বক্তব্য? বল—

"সংস্কার তো উজ্জ্বলতা বাড়ায়"—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সংস্কার মানে তো যে কাজ বার বার করা যায়। সারা ভারতে এক একটা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার। বাংলা দেশে কালী দুর্গা নিয়ে যত সংস্কার, বিহারে, ইউ, পি, তে শিবকে নিয়ে তত সংস্কার। "রাম"-ও আছেন। দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণু আর নারায়ণকে নিয়ে কিন্তু বেশী সংস্কার। পশ্চিম ভারতে, উত্তর ভারতে, শিব আগে তারপর 'বিষ্ণু', কিছু 'রাম'। এবং খুব কম 'কৃষ্ণ' নিয়ে সংস্কার।

—এ সব কি ঈশ্বরের মানব মুক্তির জন্য কিছু অনুমান আর বাকী কল্পনায় সংস্কার গড়ে উঠেছে? না ঈশ্বর কোন প্রয়োজনে সারা ভারতটায় এমন করে আলাদা আলাদা সংস্কার সৃষ্টি করেছেন? আর ঐ সব রকম সংস্কার থেকেই তো মানুষ সাধু হয়েছেন, মহাপুরুষ হয়েছেন, আবার প্রচারের গুণে অবতার ভগবানও হয়ে গিয়েছেন।

কোনও সংস্কারে আমিষখান ঈশ্বর, আর ভক্তরা আমিষ প্রসাদে মাতোয়ারা হ'য়ে যান। আবার কোন সংস্কারে নিরামিষ খান ঈশ্বর আর নিরামিষ প্রসাদ খেয়ে আমিষভোজী ভক্তদিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, উত্তর প্রদেশের ভক্তরা প্রায়ই নিরামিষ ভোজী। তাই জানতে ইচ্ছা, এসব সংস্কার কার তৈরী? ঈশ্বরের না মতলব বাজ মানুষের?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ ও যে সংস্কারের কথা ব'লছো, তা 'সংস্কার' তো উজ্জ্বলতা বাড়ায়; স্বভাবকে, ভুলের থেকে বাঁচায়, যদি দেখ, ঐ সংস্কারের নামে আচার বিচারের পথই হচ্ছে, তবে সেটি "সংস্কারই নয়" নিজেকেই ভালবাসা। ঈশ্বরকেও ওই আচার বিচারের কেটোয় পুরে সংস্কার বলে এক এক দেশের লোক পেণ্টেট করে

দেখ না, দয়া করে কেউ একটি গাছ দেখিয়ে ব'ল্লেন এটির রস খাও. তোমার ব্যাধি সারবে। টুক ক'রে সেটিকে একজন 'পেটেণ্ট' ক'রে বসলেন।

তোমাদের সংস্কার হোলো 'পেটেণ্ট' মুষ্টিযোগ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা। তাহলে আচার বিচারের ভেতরে এই যে ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকা, ওতে সংস্কারের উজ্জ্বলতা হয় না বলুন?

বাবাজী মশায়ঃ বর্ষার জলে সবারই অঙ্কুর হয়, তেঁতুলেরও হয় লঙ্কারও হয় ওলেরও হয়; যার যেমন বীজের রস্, বর্ষার জলে তার তেমনি অঙ্কুর। আচার বিচার জাত পাঁত বজায় রেখে মেঘের জল পেলে, নিজের নিজের বীজের শক্তিই বিকাশ পাবে; 'ঈশ্বরের নাম' আর 'করুণা', মেঘের জলের মতন। তাহোলে কি হয়, মূলে আছে অনাদি কালের ঈশ্বর বিস্মৃতি। ওই যে গো কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি ম'শায়ের গান,—

হরি তোমাতে আমাতে, শুধু মুখের কথাতে
—হবে কি গো পরিচয়?

(সম্পূর্ণ গানটি "দাস গোস্বামী" গ্রন্থের কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে।)

——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার বিচারের ঢ্যাঁড়া পেটানো

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! পুস্তকে পড়েছি। বিধি নিষেধ হোলো ঈশ্বরীয় বিধান। ঋষিদের আর মুনিদের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলি পালন করলে ঈশ্বর বিস্মৃতি আসবে কেন?

আর বাবাজী বৈরাগীরাও তো সেই সব ঋষি বচন নিয়েই স্মৃতিগ্রন্থ নির্ম্মাণ করেছেন; শ্রীভট্ট গোস্বামীর হরিভক্তি বিলাসও তো স্মৃতিগ্রন্থ, তাহ'লে বিধি নিষেধে মানুষের মন চাপা পড়বে কেন?

বাবাজী ম'শায় : ছাখো; তোমাদের পুঁথি পত্রে কি ব'লে তাতে জানি না, যা মনে আসে তাই বলা, না পাওয়ার দুঃখ থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বিধি, আর মানুষের স্বভাবকে নিষেধ করার জন্যই নিষেধ। উদ্দাপনা আনার জন্যই তো এত চেষ্টা, যদিই জাগে। কৈ তা, ভগবৎ বিস্মৃতির পরিবারে জন্ম পেয়ে তাঁদের পরিবারের শিক্ষাই তো আসল পথ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের বিধি নিষেধের দিকে দৃষ্টি আসে কৈ? ও তো আচার বিচারের ঢ্যাঁড়া পেটানো। 'আমি এই করি', 'আমি তাই করি', এই সব ডুগডুগি বাজিয়ে লোক ডাকাই তোমাদের বিধি নিষেধের দৃষ্টি।

স্বরূপের অনুশীলন না করলেই ফেরে পড়তে হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা পাঠকরা পাঠ করতে বসেন যেন তত্ত্বকথা শোনবার জন্যই, অনেক বক্তাও বক্তৃতা করেন তাও শুনি, তত্ত্ব বলার দিকে ঝোঁক খুব আপনার কীর্ত্তনের আঁখরে কেবল চরিত্র: বা স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ, অথচ আমাদের গুরুভাইরা আপনাকে ব্যাখ্যা ক'রলে কেবলই আপনাকে ছেড়ে আপনার 'গুরুতত্ত্বের' ওপর জোর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। আমার তো মনে হয়, আপনি বড়বাবার (শ্রীরাধারমণ চরণদাস) তত্ত্ব নিয়ে কখনও বলেছেন ব'লে মনে হ'চ্ছে না, যখনই বলেন, তখনই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথাই বলেন.—তাহ'লে এমন তত্ত্ববাদের উন্মুখতা আসে কোত্থেকে?

বাবাজী ম'শায় : ওগো, ওঁদের স্বরূপের মাধুরী উপেক্ষা ক'রলেই বক্তার অহং-অভিমানের জোর বাড়ে। তখন এর তার তত্ত্ববাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তত্ত্ব তল্লাস নেওয়া) খুঁজে নিজেকে খাড়া ক'রতে ইচ্ছে হয়। ওর ওপর কিছু জিগ্যেস কর, অমনি তাঁর অহংটি খাঁড়া নিয়ে এসে হাজির হবে। (তত্ত্ববাদী) ওঁদিকে প্রশ্ন করলেই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে কথার জালে প্রশ্ন কর্ত্তাকে ঠকাবার চেষ্টা করেন) আসল কথা কি জান,—"স্বরূপের অনুশীলন না ক'রলেই ফেরে পড়তে হয়।" স্বরূপ জানতে গেলেই স্বরূপ শক্তির করুণা দৃষ্টি আসে, তখন স্বরূপের মাধুর্য্য তাকে ডুবিয়ে দেয়।

তৃতীয় আভাস

সাহিত্য প্রতিভায় শ্রীলরামদাস

বিভিন্নমুখী ও অনন্য সাধারণ প্রতিভা নিয়ে যে ঐতিহাসিক সুউজ্জ্বল জীবনটি বাংলা ১২৮৩ সালে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সে জীবনকে 'মহাকাব্য' অথবা 'মহানদ' অথবা 'মহামহীরুহ' ইত্যাদি যে কোন আখ্যা দিয়ে আহ্বান ক'রলেও একটি সতর্ক চৈতন্যময় মহাজীবনের সঙ্গে সে সব আখ্যাগুলিকে কিছুতেই একীভূত করা যাবে না। সবই হবে নিষ্প্রাণ উপমা।

—এই মহাজীবনের পরিবেশে এসে কত শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন মহৎ জীবনের আস্বাদ পেয়েছেন, কত শত যোগ্য সংসারী যুবক সংসার আশ্রমের আকর্ষণ পরিত্যাগ করেছেন আবার কেউ বা সংসারে থেকেই পূত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

এই মহাজীবনের কৃপা-কটাক্ষে ভারতের তথা বাংলার সুপ্ত সংস্কৃতির আকর তীর্থরাজির বেশ কয়েকটির যে কি ভাবে পুনর্জাগরণ হয়েছে,—তার প্রতিটির ক্ষেত্র আজ [ভারতবাসীর কাছে] গবেষণার জিনিষ।

'সৃষ্টির আদিমকাল থেকে মানব-হৃদয়ে ভাবের ক্রম বিকাশের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস অনুরোধে বলতে হয় যে 'ধর্ম', 'অর্থ', 'কাম' মোক্ষের মধ্যে চতুর্থ মোক্ষটি বহু শত বৎসরের চিন্তার ও পরীক্ষার ও মার্জ্জনের ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি পুরুষার্থ বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে একদল মনীষী দেখা যায়, যাঁরা উক্ত মোক্ষটিকে "অবশে" তুচ্ছ বুদ্ধি ক'রে তা প্রত্যাখান করেন, যে হেতু তাঁরা পঞ্চম পুরুষার্থ "অনুভব" করেন। পঞ্চম পুরুষার্থটি "কৃপা" করে মানব হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। সেই পঞ্চম পুরুষার্থের আর এক নাম "প্রীতি"। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যে বাংলার ইতিহাস সমগ্র ভারতের তথা বিশ্বের মনীষামণ্ডলকে নতুন করে রূপদান করেছে, পৌরাণিক ও লৌকিক ইতিহাসে অবজ্ঞাত যে বাংলাকে মহতী সৃষ্টির মহান নিকেতন বলে চিহ্নিত করেছে সেই বাংলাতেই, সেই মহতী সৃষ্টির এক মহান ধারক পুরুষ-প্রবর **শ্রীলরামদাস বাবাজী ম'শায়ের আবির্ভাব।**

বাবাজী ম'শায়ের সমগ্র জীবনটি এক মহান 'রস-সাহিত্যের' আলয়। তাঁর জীবনে মহতী-সৃষ্টির রস-সমৃদ্ধিই ছিল লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির জীবন আকর্ষণ। তাঁর ব্যক্তি-আচরণ, সমাজ-চেতনা, ও রাষ্ট্রিক-দর্শনের ব্যাকরণ-পরিবেশ সবই রস-সাহিত্যের অবদানে ভরপুর।

যাঁর জীবনবেদে রস-সাহিত্যের অবকাশ আসে না, সে জীবন শুধু অবাস্তব তাত্ত্বিক দর্শনের শব্দ-ঝঙ্কার।

বাবাজী ম'শায়কে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর আঁখর সম্বন্বিত কীর্ত্তন যাঁরা শুনেছেন, তাঁর ব্যক্তি জীবনের গাঢ় সান্নিধ্যে যাঁরা পরম আত্মীয়, তাঁদের অনেকেই লোকান্তরিত হ'য়েছেন সত্য, কিন্তু জীবিতের সংখ্যাও প্রচুর। এবং তাঁদের পরিজনদের সংখ্যাও নগন্য নয়, এঁদের হৃদয়ে আজও বাবাজী মহাশয়ের প্রদত্ত-সম্পদের অধিকার গৌরবে, বিশ্বসাহিত্যের প্রেম-সম্পদে, ভরপুর হ'য়ে আছে। বাবাজী মহাশয়ের সমগ্র জীবনটই মহান রস-সাহিত্যের অকৃপণ-দানে ভূরিদ হয়ে আছে।

সম্প্রতিকালে শ্রীলভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী বরাহনগর হতে বাবাজী ম'শায়ের আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তনাবলীর দু'টি খণ্ড ও তাঁর কৈশোর-জীবন পর্য্যন্ত জীবনী প্রকাশ হ'য়েছে। এছাড়া, শ্রীকুণ্ডতটবাসী এই ভিখারীকে নিমিত্ত করে "দাস গোস্বামী ও "ঠাকুর হরিদাস" নামক গ্রন্থদ্বয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হ'য়েছে। যদিও যুগের প্রয়োজনের তুলনায়, এগুলি নগণ্য, তবুও এই সব গ্রন্থগুলি পাঠ ক'রলে জানা যায় কত অসাবধানে, কত অযত্নে, উচ্চ মূল্যের কুসুমরাজিকে উপেক্ষা করার মত এই বিশ্বসাহিত্যের রস-স্রষ্টা শ্রীল বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম'শায়কে আমরা ভুল্‌তে বসেছি। তাঁর সহজ-করুণার সাবলীল-চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিই ছিল রস-সাহিত্যের মাধ্যমে সবহারাদিকে আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

মনন ও মনীষার সম্যক সৃষ্টি-কুশলতাই রস-সাহিত্যের ভিত্তি। রস-সাহিত্যের আদর্শই অপরের প্রাণে রসানুভূতির সঞ্চারিণী শক্তির দ্যোতনা করে। রস-বস্তুই সাহিত্যের আকৃতিকে ধারণ করে। এই রসবস্তুই জগতের লোকালোক :প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রসাত্মক বাণী হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাবাজী ম'শায়ের সমগ্র জীবনটি একাধারে তাঁর জীবন-মহিমা ও রসময়ী-বাণীর সাহিত্যবোধকে জাগ্রত ক'রে রেখেছে।

তাঁর জীবনের বাস্তব জগতটি সাহিত্যের মানস প্রজ্ঞাকেই বিধৃত করে রেখেছিল. অলৌকিক রসসত্বাটিই তাঁর মানুষী-সত্বাকে জাগ্রত ক'রে রেখে-ছিল।

তিনি জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ-অধ্যবসায়ের মধ্যে মহৎ-সাহিত্যের প্রেরণা-বশেই বিশ্বের রসময়-প্রাণকে উপস্থাপিত ক'রেছেন। আর রস-সাহিত্যের নামে যাঁরা আদর্শচ্যুত-জীবনের ভ্রষ্ট লগ্নতার পথে যাযাবরের জীবনকেই বাস্তব জীবনের সুখ-সম্পদ ব'লে ভোগ ক'রছিলেন, তাদিকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন এই সর্ব্বজনীন প্রেম-সম্পদের অধিকারী ক'রে। নিম্ন কোটির বিকৃত রুচিতে যারা বিচরণ ক'রতে ক'রতে উন্মত্তের :মত অসহায় হ'য়ে অভাবের ক্লিন্নতায় আত্মমগ্ন হ'য়ে পড়তো, তাদিকে বুকে জড়িয়ে ধরেই,—বাবাজী মহাশয়ের উদ্গীত কীর্ত্তনের ধারা—

জগৎ যারে ঠেলে ফেলে
অদৃশ্য-অস্পৃশ্য বলে,— জগত যারে ঠেলে ফেলে
আমার নিতাই তারে করে কোলে
'ভয় নাই' আমি তোর আছি বলে
আমার নিতাই তারে করে কোলে

শ্রীনিত্যানন্দের আত্মসাৎ করার মহৎ প্রেরণার সঙ্গে, বাবাজী ম'শায়ের মহান জীবন একীভূত হয়েই ঝঙ্কার তুলেছিল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি পুরুষার্থ বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে একদল মনীষী দেখা যায়, যাঁরা উক্ত মোক্ষটিকে "অবশে" তুচ্ছ বুদ্ধি ক'রে তা প্রত্যাখান করেন, যে হেতু তাঁরা পঞ্চম পুরুষার্থ "অনুভব" করেন। পঞ্চম পুরুষার্থটি "কৃপা" করে মানব হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। সেই পঞ্চম পুরুষার্থের আর এক নাম "প্রীতি"। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যে বাংলার ইতিহাস সমগ্র ভারতের তথা বিশ্বের মনীষামণ্ডলকে নতুন করে রূপদান করেছে, পৌরাণিক ও লৌকিক ইতিহাসে অবজ্ঞাত যে বাংলাকে মহতী সৃষ্টির মহান নিকেতন বলে চিহ্নিত করেছে সেই বাংলাতেই, সেই মহতী সৃষ্টির এক মহান ধারক পুরুষ-প্রবর **শ্রীলরামদাস বাবাজী ম'শায়ের আবির্ভাব।**

বাবাজী ম'শায়ের সমগ্র জীবনটি এক মহান 'রস-সাহিত্যের' আলয়। তাঁর জীবনে মহতী-সৃষ্টির রস-সমৃদ্ধিই ছিল লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির জীবন আকর্ষণ। তাঁর ব্যক্তি-আচরণ, সমাজ-চেতনা, ও রাষ্ট্রিক-দর্শনের ব্যাকরণ-পরিবেশ সবই রস-সাহিত্যের অবদানে ভরপুর।

যাঁর জীবনবেদে রস-সাহিত্যের অবকাশ আসে না, সে জীবন শুধু অবাস্তব তাত্ত্বিক দর্শনের শব্দ-ঝঙ্কার।

বাবাজী ম'শায়কে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর আঁখর সম্বন্বিত কীর্ত্তন যাঁরা শুনেছেন, তাঁর ব্যক্তি জীবনের গাঢ় সান্নিধ্যে যাঁরা পরম আত্মীয়, তাঁদের অনেকেই লোকান্তরিত হ'য়েছেন সত্য, কিন্তু জীবিতের সংখ্যাও প্রচুর। এবং তাঁদের পরিজনদের সংখ্যাও নগন্য নয়, এঁদের হৃদয়ে আজও বাবাজী মহাশয়ের প্রদত্ত-সম্পদের অধিকার গৌরবে, বিশ্বসাহিত্যের প্রেম-সম্পদে, ভরপুর হ'য়ে আছে। বাবাজী মহাশয়ের সমগ্র জীবনটই মহান রস-সাহিত্যের অকৃপণ-দানে ভূরিদ হয়ে আছে।

সম্প্রতিকালে শ্রীলভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী বরাহনগর হতে বাবাজী ম'শায়ের আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তনাবলীর দু'টি খণ্ড ও তাঁর কৈশোর-জীবন পর্য্যন্ত জীবনী প্রকাশ হ'য়েছে। এছাড়া, শ্রীকুণ্ডতটবাসী এই ভিখারীকে নিমিত্ত করে "দাস গোস্বামী ও "ঠাকুর হরিদাস" নামক গ্রন্থদ্বয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হ'য়েছে। যদিও যুগের প্রয়োজনের তুলনায়, এগুলি নগণ্য, তবুও এই সব গ্রন্থগুলি পাঠ ক'রলে জানা যায় কত অসাবধানে, কত অযত্নে, উচ্চ মূল্যের কুসুমরাজিকে উপেক্ষা করার মত এই বিশ্বসাহিত্যের রস-স্রষ্টা শ্রীল বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম'শায়কে আমরা ভুল্‌তে বসেছি। তাঁর সহজ-করুণার সাবলীল-চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিই ছিল রস-সাহিত্যের মাধ্যমে সবহারাদিকে আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

মনন ও মনীষার সম্যক সৃষ্টি-কুশলতাই রস-সাহিত্যের ভিত্তি। রস-সাহিত্যের আদর্শই অপরের প্রাণে রসানুভূতির সঞ্চারিণী শক্তির দ্যোতনা করে। রস-বস্তুই সাহিত্যের আকৃতিকে ধারণ করে। এই রসবস্তুই জগতের লোকালোক :প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রসাত্মক বাণী হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাবাজী ম'শায়ের সমগ্র জীবনটি একাধারে তাঁর জীবন-মহিমা ও রসময়ী-বাণীর সাহিত্যবোধকে জাগ্রত ক'রে রেখেছে।

তাঁর জীবনের বাস্তব জগতটি সাহিত্যের মানস প্রজ্ঞাকেই বিধৃত করে রেখেছিল. অলৌকিক রসসত্বাটিই তাঁর মানুষী-সত্বাকে জাগ্রত ক'রে রেখেছিল।

তিনি জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ-অধ্যবসায়ের মধ্যে মহৎ-সাহিত্যের প্রেরণা-বশেই বিশ্বের রসময়-প্রাণকে উপস্থাপিত ক'রেছেন। আর রস-সাহিত্যের নামে যাঁরা আদর্শচ্যুত-জীবনের ভ্রষ্ট লগ্নতার পথে যাযাবরের জীবনকেই বাস্তব জীবনের সুখ-সম্পদ ব'লে ভোগ ক'রছিলেন, তাদিকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন এই সর্ব্বজনীন প্রেম-সম্পদের অধিকারী ক'রে। নিম্ন কোটির বিকৃত রুচিতে যারা বিচরণ ক'রতে ক'রতে উন্মত্তের :মত অসহায় হ'য়ে অভাবের ক্লিন্নতায় আত্মমগ্ন হ'য়ে পড়তো, তাদিকে বুকে জড়িয়ে ধরেই,—বাবাজী মহাশয়ের উদ্গীত কীর্ত্তনের ধারা—

জগৎ যারে ঠেলে ফেলে
অদৃশ্য-অস্পৃশ্য বলে,— জগত যারে ঠেলে ফেলে
আমার নিতাই তারে করে কোলে
'ভয় নাই' আমি তোর আছি বলে
আমার নিতাই তারে করে কোলে

শ্রীনিত্যানন্দের আত্মসাৎ করার মহৎ প্রেরণার সঙ্গে, বাবাজী ম'শায়ের মহান জীবন একীভূত হয়েই ঝঙ্কার তুলেছিল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় কি রে ভাই পতিতের দল
নিতাই মোদের শকতি বল
একবার ভাই গৌর বল
আর কোন বল নাইরে সম্বল
সবাই তোদের ফিরিয়ে দেছে
পতিত পাষণ্ডী বলে সবাই তোদের ফিরিয়ে দেছে
আর কেন ভাই তাদের চাও
এবার এস, ফিরে দাঁড়াও আর কেন ভাই তাদের চাও
নিতাই মোদের কাণ্ডারী
... ...

এই ভাবেই সমাজের অবহেলিত জীবনগুলিকে তিনি মহান প্রেম সম্পদের আকর্ষণ সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। প্রাকৃত-রস-সম্পদের বিকৃত-রুচিতে মগ্ন মনগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত প্রেম-সম্পদের সাহিত্যের জীবন দিয়েই বিস্তোদিত ,ক'রেছেন।

বি-মতিগ্রস্ত জীবনগুলিকে তিনি দেখিয়েছিলেন, সকল সৃষ্টির মূলে র'য়েছে 'প্রেম সম্পদের প্রাণ-প্রাচুর্য্য', আর তা' থেকেই এরা বঞ্চিত, তাই বাবাজী ম'শায় সমাজের সংস্কারমূলক স্তম্ভ গুলির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের ডেকে ব'লে-ছিলেন,—

'থাক্ তোমাদের অনাদি কালের সংস্কার, থাক্ তোমাদের বিধি-নিষিধের জগদ্দল পাথরের চাপ, থাক্ তোমাদের দেশ কালের শুচিতার ভীতি বিহ্বলতা, তুমি শুধু নাম গ্রহণ কর'।

অপরূপ নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা।
"খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয় রে।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় রে॥"
আ-মরি পূরে ভাই মনস্কাম
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম
পাপ হরে আর তাপ হরে
হরিনাম সংকীর্ত্তন পাপ হরে আর তাপ হরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীশ্রীগুরুকৃপার দান ১ম খণ্ড এবং দাস গোস্বামী গ্রন্থে পৃঃ ৬৩—৮৯ দেখুন।) জীবন-রসের এই মহতী প্রেরণার বশেই তিনি আকুল হ'য়ে ডেকেছিলেন। এরই জন্য তাঁর আন্তর্জীবনের রূপটিকে সাহিত্যের শুদ্ধ-সত্তায় প্রতিফলিত ক'রে অভূনুতি ও অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন বিকৃত-বিকারময়—জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যে আন্তর্জীবনে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে; এবং তাদিকে প্রেমময়ের রস-সম্পদের সাহিত্যের বাণীরূপ প্রদর্শন ক'রেই, এক একটি জীবনকে বিশ্বস্রষ্টার মহৎ শিল্প বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই, তাঁর অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার আক্ষরিক-বাণীময় কীর্ত্তন-সম্পদের আবির্ভাব।

তিনি,—এ সম্পদ, লাভ ক'রেছিলেন ভাব-সম্বেদ্য-হৃদয়ের স্যন্দনে। সে স্যন্দনের বিকাশ, তাঁর রসময় পরাণ নাথের ধ্যানে। সেই ধ্যানের অন্তর প্রতিমাটি, তার অনুভূতিময় মনে, অবচেতনের বা স্তিমিত চেতনের স্তরে স্তরে গোপনে ছিল। আর, বাহ্য পরিবেশের বিভাবই তাঁকে জাগ্রত ক'রেছিল। নাম-সংকীর্ত্তনের অহরহ পরিবেশই তাঁর 'বিভাব'।

নামের নিরাকার স্বরূপই সাকার প্রত্যক্ষ ও সবিশেষ হ'য়ে উঠে বিভাবিত ক'রেছিল। তাই তাঁর নাম পরিবেশের বিভাব।

"বিভাবয়ন্তীতি বিভাবাঃ"

অপর কথায়, স্তিমিত বা সূক্ষ্ম শুদ্ধ বাসনাই সেখানে তাঁর বিভাব। রতি প্রভৃতি ভাব যাকে অবলম্বন ক'রে, এবং যে পরিবেশে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত হয় তারই নাম **আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব**।

বাবাজী ম'শায়ের অখিল রসামৃতময় নাম পরিবেশেই সেই বিভাবের উদয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীকবিকর্ণপুরের নিতাই-গৌরের চরিত্র চিত্রই তাঁর আলম্বন বিভাব।—

শ্রীশচীদুলাল গৌরহরি আমার
নদীয়া বিনোদিয়া
সীতানাথের আনা নিধি নদীয়া বিনোদিয়া
শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া নদীয়া বিনোদিয়া
গদাধরের প্রাণ বঁধুয়া নদীয়া বিনোদিয়া
নরহরির চিত চোর নদীয়া বিনোদিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীসনাতনের গতি নদীয়া বিনোদিয়া
শ্রীরূপ হৃৎকেতন নদীয়া বিনোদিয়া
দাস রঘুনাথের সাধনের ধন নদীয়া বিনোদিয়া
লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী নদীয়া বিনোদিয়া
গোপাল ভট্টের প্রাণ গোরা নদীয়া বিনোদিয়া
প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ নদীয়া বিনোদিয়া
সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা নদীয়া বিনোদিয়া

এ সবই শুদ্ধ উদ্দীপন বিভাব।

ঠিক এই ভাবেই তাঁর আলম্বন উদ্দীপন বিভাব আরও ফুটে উঠেছে,—

স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধরি কাঁদিয়া রজনী পোহায়
গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায় কাঁদিয়া রজনী পোহায়

... ...

এই বিভাবের পরই আসে অনুভাবের কথা,—অনুভাবটি হোলো দেহ এবং মনের বিকাশময় জীবন। দেহের সঙ্গে মনের শক্তি যখন একীভূত হ'য়ে যায় তখনই হয় 'অনুভাব'। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব সংঘাতের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতার বিকাশ হয়। সেই বিচিত্রভাবৈশ্বর্য্য নিয়ে আত্মসমাহিত হ'য়ে কেউ থাকতে পারে না। চিত্তের প্রভাব সংক্রামিত হয় দেহে,—প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে হ'তে থাকে হৃদয় আবেগের তরঙ্গের সঙ্গে বিচিত্র অভিব্যক্তি। এইটিই বাবাজী ম'শায়ের কীর্ত্তনে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁকে সাক্ষাৎ করার ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের চক্ষুগোচরে এসেছিল,—

আমার প্রভু নিত্যানন্দের দু'টি আঁখি রক্তবর্ণ
(দিবানিশি) কেঁদে কেঁদে ঐ
গৌর ভজ বলে কেঁদে কেঁদে ঐ
আমার নিতাই কাঁদে ফুলি ফুলি ..
গৌর ভজ ভজ বলি নিতাই কাঁদে আকুলি বিকুলি
আরে আমার নিতাই রে
ও পতিতের বন্ধু আরে আমার নিতাই রে

এই ভাব সম্পদ নিজের সঙ্গে অভিন্ন-চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছিল। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানাং অববোধকাঃ ॥"

(অনুভাবের কাজই হোলো এই চিত্তস্থ ভাবগুলিকে প্রত্যক্ষ গোচর করিয়ে দেওয়া।)

বাবাজী ম'শায়ের অনুভাব ছিল প্রকৃতই সত্ত্বভাবাপন্ন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ ব'লেছেন,—

'চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যতাত্মানমুত্তটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্ ॥"

অনুবাদ : চিত্ত যখন সত্ত্ব ভাবাপন্ন হ'য়ে নিজেকে প্রাণে সমর্পণ করে, তখন প্রাণও বিকারপ্রাপ্ত হ'য়ে দেহকে বিক্ষুব্ধ ক'রে এই ভাবেই সঞ্জাত দেহে বিক্ষোভ গুলিকে সাত্ত্বিক অনুভাব ব'লে প্রকাশ করা হয়।

অনুভাবের পরেই আসে সঞ্চারীভাব বা ব্যভিচারীভাব। বাক্যে অঙ্গে ও সত্ত্বে রতি প্রভৃতি স্থায়ি ভাবগুলিকে যারা সঞ্চারিত করে বা মুহুর্মুহু অভিব্যঞ্জিত ক'রে তারাই 'ব্যভিচারী'।

'বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
রাগঙ্গসত্ত্বস্যযাযে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ ॥'

বাবাজী ম'শায়ের কীর্ত্তন সম্পদে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের কয়েকটি উদাহরণ।—

শুরু হোয়েছে, নিত্যানন্দের সত্ত্বা অনুভাব থেকে

তারপর,—

গূঢ়রূপে নিতাই আমার, অদ্যাপিও বিহরিছে
সেই ভাগ্যবন জনে দেখ্‌ছে
শ্রীগুরু কৃপায় যার প্রেম নেত্রের বিকাশ হয়েছে
ভাগ্যবান জনে দেখ্‌ছে
গৌর প্রেমের পাগল নিতাই ভাগ্যবান জনে দেখ্‌ছে
কোথা বা বিহরিছে
তোমরা কে বট ভাগ্যবান ?
দয়া ক'রে একবার দেখাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভুবন পাবন নিতাই মোর
গৌর প্রেমে সদাই বিভোর
তিনিই উদ্ধার ক'রবেন ত্রিভুবন গৌর প্রেমে সদাই বিভোর
তাকে যদি পেতে চাও
যদি ডুবতে চাও ভাই
সংসার সাঁতার ভুলে যদি ডুবতে চাও ভাই
গৌর প্রেম রসার্ণবে যদি ডুবতে চাও ভাই
মহারাস বিলাসের পরিণতি, গৌর প্রেম রসার্ণবে যদি ডুবতে চাও ভাই

এর পর **গৌরাঙ্গ আর গৌরাঙ্গপ্রেম—অর্ণবের বর্ণনা—**

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত মার তার শত শতধার
দশদিক বহে যাহা হইতে রে।
সে চৈতন্য লীলা হয়
রাই কানু মিলিত তনু, সেই চৈতন্য লীলা হয়
সেই তো শ্রীচৈতন্য রূপ
স্বরূপ জাগান স্বরূপ সেই তো শ্রীচৈতন্য রূপ
মধুর গৌরাঙ্গ রূপ

তারপরই সেই গৌরাঙ্গের ব্রজবিহারী শ্যামরূপ

ব্রজ-বিহারী নন্দ নন্দন নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
আস্বাদিতে স্ব.মাধুরী নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
রাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকরি নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
গৌরাঙ্গ হোলো রে
রাই কানু মিশামিশি নাম ধরেছে গোরাশশী

তারপরই রাধাজড়িত শ্যামরূপ

ও যে রাই সম্পুটে কালশশী
নাম ধরেছে গোরাশশী
উদিল গৌরাঙ্গ শশী
নদীয়া আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ শশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরই আবার গৌরাঙ্গ স্বরূপ

ব্রজের নিকুঞ্জে ব'নেছে স্বরূপখানি
নদীয়া তার খেলার ভূমি
মহারাস তার রঙ্গ ভূমি নদীয়া তার খেলার ভূমি
এ তো নতুন আসা নয়
নদীয়াতে সতত স্থিতি।

সেই গৌরাঙ্গকে আবার অনঙ্গ মঞ্জরীর অভিন্ন স্বরূপ নিত্যানন্দের আবরণ দিয়ে—

শ্রীনবদ্বীপ ধামে আসি প্রেম বিলায় রাশি রাশি
তরঙ্গে যার জগত ভাসায়
তরঙ্গই তো ভাসাল
কে বল সেই তরঙ্গ ?
আমার গৌর লীলা সিন্ধুর কে বল সেই তরঙ্গ ?
সে তরঙ্গ নিতাই আমার
নিতাই তরঙ্গ জগৎ ভাসায়
নইলে প্রেমধন কেবা পেত ?
সঙ্কর্ষণ স্বরূপ নিতাই নইলে প্রেমধন কেবা পেত ?

সেই নিত্যানন্দের দ্বারা আবৃত গৌর মূর্ত্তির ধরায় আগমনের হেতু কথা—

সেই কৃপা সিন্ধু ভক্তি দাতা জগতের হিত কর্ত্তা
আর কেবা আছে রে
পতিত দুর্গতি দেখে এমন ক'রে প্রাণ কাঁদে
... ...
কলিজীবের দ্বারে দ্বারে কে সেধে যেচে বিলায় রে
ভাইরে আমার নিতাই ভজ
যদি সেই গৌর পেতে সাধ থাকে
নিতাই গুণমণি ভজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই যুগল মূর্ত্তির অভিন্ন কলেবর নিতাই ও গৌরকে শ্রীসীতানাথ ধরায় এনেছেন

সেই পরম দয়াল্ সীতানাথই নিতাই গৌরাঙ্গকে ধরার ধুলায়
মানব সমাজে এনেছেন
সীতানাথের দয়ার তুলনা নাই
... ...
... ...

এমনি ক'রে পর পর লীলা বিকাশের বৃত্ত-কথা জ্ঞাপনের পরই, অকস্মাৎ নৈরাশ্যের বেদনা, আবার শ্রীগুরুস্বরূপের করুণায় তাঁকে উপলব্ধি করার আকুল প্রার্থনা—

আলংকারিকরা ব'লেন,—বিভিন্ন চিত্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে যে গুলিকে ঘিরে বা উপজীব্য ক'রে অন্যান্য চিত্তবৃত্তিগুলির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘ'টে থাকে সেই গুলিই স্থায়ীভাব। অন্যগুলি সঞ্চারী ভাব।

'অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্ !
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়িভাব উচ্যতে ॥'

অনুবাদ : অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে স্ববশে এনে সু-রাজার মত বিরাজ করে যে ভাব, সেইটিই স্থায়ীভাব।

এখানে সহজেই প্রশ্ন উঠে,—

"বাবাজী ম'শায়ের চিত্তে কি বিরুদ্ধ ভাবেরও উদয় হোতো ?

এ প্রশ্নের উত্তরে—

একটি ভাবের উদয় হ'য়েই আর একটি ভাবের উদয় হবার মধ্যবর্ত্তী কাল্‌টি জানিয়ে দেয়, পূর্ব-ভাবের অবসান হোলো : সেইটিই পূর্বভাবের বিরুদ্ধ। দৃষ্টান্ত,—গৌরাঙ্গের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-কথা, সঙ্গে সঙ্গে বলরামের সঙ্গে সখ্যভাব,.....পরিণত রূপ অবধূত নিত্যানন্দের কথা, এই গুলিই শ্রোতার মনে, সাময়িক ভাবে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় করে।

কিন্তু প্রেম রসবিৎ সাহিত্যিক উপলব্ধি করেন যে স্থায়ীভাব উভয়কে বশে আনেন, তারপরই প্রেমের তরঙ্গ ওঠে। স্থায়ী ভাবটি যখনই অনুভূত হয়, তখনই তা আলম্বন বিশেষকে আশ্রয় ক'রেই উদিত হয় ; আলম্বনকে বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে স্মৃতির উদয় হয় না। সেই আলম্বন তাঁর নাম-নামীর অভিন্ন শক্তির লীলা চরিত্র। কৃষ্ণ নামই, রসময় চৈতন্য বিগ্রহ। রস বা আনন্দই ভগবৎ-স্বরূপ। তাই তাঁর কীর্ত্তন রাজিতে আনন্দময় ভগবৎ স্বরূপই বিচিত্র নিত্য-লীলার আবেশে জাগ্রত। সেই আনন্দময়ের সুন্দর ক্রীড়া বিশেষই লীলা।

স্ব-সম্বেদ্য-রসের বিচিত্র গতিভঙ্গীতেই লীলাময়ের সুন্দর তনুর লাবণ্য-স্পন্দন স্পন্দিত হয়। তাঁর হাসি, তাঁর নৃত্য, তাঁর অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ সবেরই প্রতিবিম্বন হয় শুদ্ধ চিত্তে। এক কথায় ভগবৎ স্বরূপের আকর্ষণী শক্তির ব্যঞ্জনা মাধুর্য্যের আস্বাদনেই তখন বিচিত্র লীলার বিকাশ ঘটে,—সমস্তই হয় স্বতঃ-স্ফুর্ত্ত ভাবে। তাই বাবাজী ম'শায় কোন পদ-পদাবলীর কীর্ত্তন করতে পারেন নাই। নাম আশ্রয়ই তাঁর আরাধ্য লীলাময়ের পীঠভূমি।

শ্রীভগবানের অসাধারণ গুণশালিতায় অতুল্য-মধুর প্রেম-মণ্ডিত প্রিয় স্বরূপে বিচিত্র স্ফূর্ত্তিই ছিল, তাঁর মধুর প্রেমভক্তি।

সেই প্রেমভক্তিটির যেমন স্তর আছে—তাদের প্রত্যেকটিরই উত্তরোত্তর আছে মহত্তরে পরিণত রূপও।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ বলেছেন—

'যথোত্তর মসৌ স্বাদ্বী বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতি র্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

—বাবাজী ম'শায়ের ভক্তদেহের চিত্তে প্রতিটি উদ্দীপনাই স্বাদুতাপন্ন হ'য়ে উদিত হ'য়েছে। সেই উদ্দীপনার স্বাদুতা আস্বাদন ক'রেই কীর্ত্তন বাণীতে প্রকটিত হ'য়েছে।

যাঁরা তাঁর সমগ্র কীর্ত্তন-আঁখরগুলি পাঠ ক'রবেন (অধিকাংশ কীর্ত্তনই দুই খণ্ডে, প্রকাশিত হ'য়েছে। গ্রন্থের নাম শ্রীশ্রীগুরুকৃপার দান ১ম ও ৩য় খণ্ড, প্রাপ্তি স্থান, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, কলিকাতা-৩৫) অনায়াসেই দেখতে পাবেন কি সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা সাহিত্যের অলৌকিক রস-বস্তুটিকে কত সুন্দর ক'রে সহজ ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন এবং আনন্দ-চিন্ময়-রসের পরম স্থানটিকে পাইয়ে দিচ্ছেন।

আনন্দময়ের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ, নাম ধ্বনির অন্তর রহস্যে যিনি অনুভবী তিনিই বুঝতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের আকর্ষণী শক্তি ব্যঞ্জনার সাধারণ মাধুর্য্য শ্রীবাবাজী ম'শায় সমগ্র জীবনে সেই নাম রহস্যের অন্তরালে অনুভব ক'রেছেন—

'ত্রিজগৎ মানসাকর্ষিসংকীর্ত্তন শ্রুতি ধ্বনিঃ।
যস্মিন্ লীলাময়স্যাবির্ভবতি হি মুহুর্মুহুঃ॥'

অর্থাৎ ত্রিজগতের যে কোন প্রাণকে আকর্ষণ ক'রতে পা'রে এই নাম কীর্ত্তন ধ্বনি। যে ধ্বনিতে লীলাময়ের আবির্ভাব হয় মুহুর্মুহুঃ। যেখানে লীলাময়ের আবির্ভাব, যে আবির্ভাবের প্রকাশ বাণীতে তিনি বাঁধা পড়েন সেই তো রস সাহিত্য, এই সাহিত্যই তো চির নতুন; **সেই রস সা'হিত্যিক ছিলেন নাম কীর্ত্তন লীলারস সাহিত্যিক শ্রীলরামদাস বাবাজী মহাশয়।**

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

'পাকা কুল ধর, কুলের স্মৃতিতে বুক ভ'রে যাবে'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! সেদিন অধ্যাপক মিত্র মশাইর সঙ্গে প্রসঙ্গ-ক্রমে বল্লেন (অধ্যাপক, ৺খগেন্দ্র নাথ মিত্র)

'যে কুলে জন্মেছ সে কুলের আদর্শ ভাবলে কি সোজা কাজ হয়? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক—সব কুলেই আদর্শবান পুরুষ র'য়েছেন। তাঁদের কথা ভাবলেই অভিমানও যাবে, দৃষ্টিও আসবে।'

সে প্রসঙ্গে ওদিন আর বল্তে পারিনি। কথাটা কিন্তু খচ্ খচ্ ক'রছে। আপনি কীর্ত্তনে ব'লেন,—"কুল কুল ক'রে, কুল হারালে".....

সবার মূলে ভক্তি। ভক্তিহীন হলে কুলের মূল্য নাই। আবার বলেন,—'গদাধর মোর কুল' 'কুলে দাঁড়িয়ে গৌর ব'ল্বো'; আবার বলেন,—'কুলবতীর কুল খেতে গৌরের আগমন'. আরও বলেন,—'নদীয়া বধুর কুলের খোঁটা'।

তাহ'লে কুলের গুরুত্ব তো আপনার উপেক্ষার বস্তু। তবে বল্লেন কেন,—কুলের আদর্শে বড় কাজ হয়?

আপনার কুলের ব্যাখ্যার একটা খাঁটি নোট চাচ্ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায় : (মুচকি হেসে) বেশ তো কুলকর্ম্ম কর না। কোন কুলে কাশি হয়, কোন কুলে কাশি সারে (শুকনো কুলের চূর্ণের ওষুধে), কোন কুলে সর্দ্দি বাড়ে, কোন কুলে গলা ধরে ; আবার ভাল কুল হ'লে ঠাকুরের ভোগ লাগে, তা তুমি কোন. কুল ধ'রবে ? (বলেই হো হো করে হাসলেন।)

দেখ, কুল মানে তো আদর্শ পরম্পরার একটা ঠাঁই ! আর সেই আদর্শের আচার ব্যাভার দেখে সেই ঠাঁইর পরিচয়।

যে হৃদয়ে তাঁর (নিজ নিজ ইষ্ট বা শ্রীভগবানের) স্মৃতি অহ-রহ জাগে,—তাঁকে ধ'রে কুলের পরিচয় হ'লেই আসল ; নইলে সবই তো নদীর-কূল। আজ আছে, কাল নেই। বানের তরঙ্গে কোথায় নে যায় কেউ কি জানে ? দেখ না, তাঁকে ভুলে দেহের টানে এমন ঝড় এল যে এ কুলের মেয়ে ও কুলে, (হিন্দু থেকে মুসলমান বা খৃষ্টান) এ কুলের ছেলে সে কুলে, কোথায় তাদের ঠাঁই ?

আর, তাঁকে মনে ক'রলেই তো পাকা কুল , নইলে সব কাঁচা কুল। বিধি, সংস্কার আর শোলোকের স্মৃতিই তো কুলে কুলে বাসা বেঁধেছে, তোমার ঠাঁই তো এই তিনের ছায়ায়। তা হ'লে সে কি পাকা কূল ? পাকা কুল ধর, কুলের স্মৃতিতে বুক্ ভ'রে যাবে।

'রসময়ের আবির্ভাব না হ'লে কেবল দেহের কসরৎ'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দা' : বাবা ! আপনি কীর্ত্তনের আঁখরে গৌরসুন্দরের জীবনের যে পরিচয় দেন, তাতে তিনি যেন সংগীতে কথা ব'লছেন, চলে যেতে নেচে যাচ্ছেন। এগুলি কিসের পরিচয় ?

আর আপনিও তো কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যে সব আঁখর দেন, তাতেও মনে হয়, জীবনের বাস্তব ছেড়ে ও সবের প্রকাশ। কিন্তু ওসব ধারা কি আলস্য আর অবসরের জীবন যাপনের প্রকাশ নয় ? যাঁরা সংসার করেন তাঁদের কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ধরণের জীবন বিকাশের সাধনা করা চলে? ওসব তো ক্লান্তির পর অবসর বিনোদন.....

(বাবা শুনে গম্ভীর হ'লেন। মনে হোলো খুব অসতর্ক কথা ব'লে ফেলা হ'য়েছে। কিন্তু বাবার গাম্ভীর্য্য খুব কম সময়ই থাকলো)

বাবাজী ম'শায়: দেখ, জীবনের বিকাশ যে বল্‌ছো, সে তো রসময় আর প্রাণের বিকাশ। তিনি তো প্রাণের প্রাণ আর রসময়। দেখনা, কীর্ত্তনের মাতামাতির সময় রসময়ের আবির্ভাব না হ'লে কেবল দেহের কসরৎ দেখান হয়। এ জগতটাও তাই, সর্ব্বত্র রসময়ের বিকাশ, নীরস প্রাণে তার অনুভূতি হয় না। প্রকৃতির খোলসটার দাসত্বই সার হয়। অনুভব তো রসময়কে নিয়ে; রসময়কে বাদ দিলে.....তাঁকে বাদ দিলেই দেহের খোলসটার ওপর আবেশ আসে, আর তখন কোথায় নিয়ে চ'লে যাবে। সংগীত হোলো রসময়ের বাণীমূর্ত্তি। তাঁকে ধ'রে থাক, অনুভব আসবে।

'শক্তি আর শক্তিমানকে বাদ দিয়ে মদিরাই ধর্
আর মালপো মালসাই ধর সে তো পাপই।''

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! চৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রায়ই ব'লেছেন পাপীরাই.....গৌরকে নিন্দা করে। শাক্তরা পাপী। শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গকে প্রসঙ্গক্রমে এক শাক্ত একবার মঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন,—

চল ঝাট চল চল মঠেতে আমার।
সবেই আনন্দ আজি করিব অপার॥
পাপী শাক্ত মদিয়ায় বলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥

বৃন্দাবন দাস ব'লেছেন,—পাপী শাক্ত।

অমনি যদি কেউ বলে—পাপী বৈষ্ণব, তাহ'লে কি শাক্তরা সুখী হবেন না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ গো হ্যাঁ ; শক্তি আর শক্তিমানকে বাদ দিয়ে মদিরাই ধর, আর মালপো মালসাই ধর, সে তো পাপ-ই। তাতে তাঁর ওকথা বলার দোষ কি ?

'শুধুই করুণা'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! কৃষ্ণ কি করুণাময় নন্ ?

বাবাজী ম'শায় : সে কি কথা ? সেখানে আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থীর প্রতি করুণা, ওরা কর্ত্তব্যে বিচ্যুত না হ'লে তবে তো। এবার—(নিতাই গৌরএর যুগে) সে বালাই নাই। শুধুই করুণা।

(বাবার চোখে জল ভ'রে এলো)

'নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না কর্‌লেই ইষ্টপ্রা'প্তিতে বাধা'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন,—

তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
কিন্তু,— নিতাই চৈতন্য নাই এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার ॥

আমার প্রথম প্রশ্ন—

শুধু কৃষ্ণ প্রেমের পথেই.....অপরাধের বিচার ? না আরও.....
.....অন্য জায়গায় ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—প্রেমকে সিংহ বলা হ'য়েছে। তিনি নাকি ধন মান কুল গৌরব সব খেয়ে উদিত হন, আর অপরাধটুকু খেতে পারেন না ? তারপর নিতাই চৈতন্যের প্রেম তো সে সব বিচার করবে না ? এতে সামঞ্জস্য ক'রতে পারিনি।

বাবাজী ম'শায় : যে পথেই যাও, নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না ক'র্‌লেই ইষ্টপ্রাপ্তিতে বাধা ; তাই হবে অপরাধ, আর কেউ যদি করুণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে কিছু দেন, তবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথেই যেতে হয় না। 'করুণার দান'। সেখানে অপরাধের প্রসঙ্গ কোথায় ?

'অভাব দিয়েই তো স্বভাবকে জাগান'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আপনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে ব'লেছিলেন যে গুরু পদাশ্রয় ক'রলেই স্বভাব জাগিয়ে দেয়, শুধু স্বভাব জাগায় না, অভাব ঘুচিয়ে স্বভাব জাগায়। এটা ঐহিক না পারত্রিক ?

বাবাজী ম'শায় : কি রকম ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আমাদের গুরুভাইদের শ্রীগুরুপদাশ্রয় করার সংখ্যা ত' কম নয়। আপনি তো সকলেরই শ্রীগুরু। তাহ'লে সবারই তো অভাব ঘুচ্‌বে আর স্বভাব জাগবে। কিন্তু অনেকের তো গরীবানা আর অভাবই বাড়ছে। স্বভাব জাগবে কি ক'রে ? অভাব ঘুচ্‌ছে কোথায় ?

বাবাজী ম'শায় : (মুচকি হেসে) শুনেছতো, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। যে পথে স্বভাব জাগে না সেই তো 'অভাব'। 'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস' এইটি হ'ল স্বভাব। এটি যিনি জাগান, তিনি, আগেই তার অভাব দূর করেন। যে অভাবে স্বভাব জাগে না, তিনি তার সে অভাব দূর ক'রে দেন। আর এ রাজ্যের অভাব ব'লছ, সে ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন অভাব। এ রাজ্যের কর্ত্তার (জগদীশ্বরের) স্বভাব দেখছ না ! অভাব দিয়েই তো তার প্রাকৃত লীলা। অভাব দিয়েই তো স্বভাবকে জাগান। আর তাই দিয়েই তো তাঁর লীলা-বিলাস।

"মূলে ভুল হ'য়ে গেলেই উত্তরাধিকার"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি ব'লেন, বৈরাগীর আশ্রম শিষ্য পরম্পরাই ভাল। নইলে উত্তরাধিকার আসন নিয়ে বিবাদ হয়। কিন্তু পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো সেইই হয়। এক এক গুরু ভাই, অন্য গুরু ভাইদের শিষ্যকে ঠাঁই দেবে কেন? তাড়াবে তো, সেই তো আবার উত্তরাধিকার সূত্র এলো?

বাবাজী ম'শায়: (গম্ভীর হ'লেন) দেখ, মূলে ভুল হ'য়ে গেলেই উত্তরাধিকার। মূল ঠিক থাক্‌লে করুণা লাভ হয়। করুণা করে কেউ দিলে, তারপর মঠ মন্দিরের সেবা ভার পাও, বিবাদ হবে কেন? তাপ উঠবে কেন? দিদি (সখীমা) ব'লতেন,—মঠ মন্দির, —বিষয়-সম্পত্তির সামিল হ লে আর র'ক্ষে নেই। মামলা মোকর্দ্দমা সব হবে। তাপকে আর ডাকতে হবে না, আপনিই আসবে। আর যদি,—"অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর"—এ বোধ থাকে, তবে কিসের উত্তরাধিকার?

সব বিপরীত হ'য়ে গেল

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': মঠের উৎসবে নিমন্ত্রণ চিঠি বিলি ক'রলে আপনি বিরক্ত হন। বলেন,—ওতে অনেক বিপদ, মর্য্যাদা রাখা, মুখ চাওয়া এ সব ক'রতে হয়; বৈরাগীর এ সব কি ভাল?

—কিন্তু, আদর্শ তো আমরা কাকাগুরু জেঠা গুরুদের কাছ থেকে পেয়েছি কে তাতে আপনি কাউকে তো বাধা দেন নি?

(বাবা সু-চতুর গম্ভীর হয়ে যেন চিন্তিত হলেন। বোধহয় নিমন্ত্রণ চিঠি বিলির ব্যাপার তো তার কাছে শেখা।)

বাবাজী ম'শায়: (উদার ভাবেই বল্লেন) হুঁ, গোবিন্দদা'র (বাবাজী ম'শায়ের বড় গুরু ভাই) আর এর (বাবার নিজের) সঙ্গে তো ওইখানেই খট্‌কা বেঁধে ছিল, ওঁরা তা কি নিলেন? (সখীমা, নন্দকাকা, ফণীকাকা প্রভৃতি।) এখন সেই ধাক্কা পোয়াতে হ'চ্ছে। হুঁঃ, কি বলি বল, এখন ধ'রে নিয়েছি,-কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। সব বিপরীত হ'য়ে গেল।

তাঁর (শ্রীবড়বাবাজী বা শ্রীরাধারমণ চরণদাস মহাশয়ের সময়ে) আমলে বিরহ মহোৎসবে (গৌরহরি দাস বাবাজী, মহাশয়ের বিরহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবে) এ সব পাট ছিল না। নাম কীর্ত্তন হোতো। —যারা আসতেন আসতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : কেন? আপনি তো শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবের ভিক্ষার চিঠি দিতেন?

বাবাজী ম'শায় : সেও তো দিদির ইচ্ছায়।

"ও কথা গৌরচন্দ্র ছাড়া কে বলবে"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা!

মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহে গৌরচন্দ্র॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের এ প্রসঙ্গ তুলবার কি কারণ ছিল?

বাবাজী ম'শায় : (হা হা করে হাসলেন, পরে বল্লেন) ওকথা গৌরচন্দ্র ছাড়া কে বলবে? দ্বারকায় স্বভাব কি ছিল? তিনি কি জানে না? সে আবেশ (বলরামের আবেশ) তিনি রেখে আসেন নি। (আবার হাসলেন।)

"অপকারও নেই উপকারও নেই"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! সন্ন্যাসী বাবাজীরা কারও অপকার করেন না ঠিকই, কিন্তু উপকারও তো করতে চান না। উপকার চাইলে তাঁরা নিজেকে সন্ন্যাসী বাবাজী ব'লে লোকের কাছে এড়িয়ে যান? কিন্তু ভিক্ষা-চাঁদা, সেবাগ্রহণ প্রভৃতি গৃহস্থদের সব উপকার তাঁরা তো বেশ নেন্? এ কোন ধরণের সাধনা? (বাবা হাসছেন)।

বাবাজী ম'শায় : দেখ! দু'য়েতেই উপসর্গ ('অপ' আর 'উপ') এ রাজ্যে আসা মানে আত্মসমর্পণের রাজ্যে আসা। অপকারও নেই উপকারও নেই। তবে যে বল নাম শুনিয়ে উপকার সাধন, ওটা তো আছে? কিন্তু সেটা কোনও আত্ম-ইচ্ছায় নয়। যদি বল ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে গৃহস্থের কল্যাণ করা। এও তো উপকার। কিন্তু সেটি কেবল বৈরাগ্যের ঠাট বজায় রাখা। আর বৈরাগার মঠ মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেওতো গৃহস্থের তাপ জুড়াবার ঠাঁই করা,তাও তাঁদেরই। বৈরাগীরা মঠ মন্দির ক'রবে কেন ?

"বাঁধনের হিসাব"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! সাধুদের প্রথম জীবনটায়, বাড়ী ঘর ছেড়ে পালান, তারপরে, বাড়ীর বদলে মঠ মন্দির, আর সংসারের যেধর্মকর্ম্ম ছাড়া ছিল গোড়ার জীবনে, পরে আসে সাধু বাবাজী সন্ন্যাসীদের ধর্ম্মকর্ম্ম এসব করেন কেন তারা ?

সবাইকার প্রাণে ঈশ্বরই প্রেরণা দেন, না, আরও কোনও ব্যাপার আছে ?

বাবাজী ম'শায় : দেখ, সংসারটাকে 'গারদখানাও' বলে, আবার 'চিড়িয়াখানাও' বলে। দু' জায়গাতেই বন্ধন। বন্দী থাকতে থাকতে বিরক্তি আসে। আসল বাঁধন দাতার তো খোঁজ পায় না, গারদের কর্ত্তারও দেখা পায় না। তখন আপনা আপনি কামড়া কামড়ি, ছেঁড়া ছেড়ি। নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করে। ঠিক ওমনি এই সংসার আশ্রম।

হানাহানি মারামারি লেগেই আছে। আসলে ওটা বাঁধন দাতার ওপর রাগ। লোকে বলে রিপুর তাড়না। রিপুরা তো 'জড়', তারা কি ক'রবে ?

একবার ফাঁকে ফুঁকে কেউ এসে জানিয়ে গেল—'পালিয়ে এস', 'তোমার আসল বন্ধন কর্ত্তার সন্ধান দেবো।' ব্যস্, পালিয়ে গেল। গুরুরূপী, যিনি ফুস্‌লে ছিলেন তিনি তোমাকে দেখিয়ে দিলেন সে ফন্দিটি ; তাঁর কাছে জানতে পারলো কে গারদখানায় তাকে পাঠিয়েছে ? তার কাছে জেনে এসে মঠেই থাক, আর বাড়ীতেই থাক, বাঁধন আর নাই।

আর গারদখানায় লোকেরা পাছে বিরক্ত করে আমাদের লোক ব'লে, তাই ওই বেশ ধারণ। আসলে বেশভুষায় বাঁধন কাটে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত পুরুষ বুঝিয়ে দেন, তোমার বাঁধন তুমিই ক'রেছো, তিনি দয়াময়। তিনি কেন তোমায় বাঁধবেন? তার কি কর্ম তোমাকে গারদখানায় পাঠাবার?

তাই সাধু সঙ্গে থেকে ঘাসই কাটুক, আর ঘোড়াতেই চড়ুক বাঁধন নাই। বাঁধনের হিসাব তার জানা আছে।

"সম্প্রদায়ের কথা তুললেই বিড়ম্বনায় প'ড়বে"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন আমরা মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। আপনি কি বলেন, কথাটা কি ঠিক?

বাবাজী ম'শায়: দেখ, এঁরা হোলেন কাঙ্গাল বৈরাগী বৈষ্ণব। আর ওঁদের হোলো জাত,পাঁত রেখে, আশ্রমধর্ম বজায় রেখে চলাই বৈষ্ণবধর্ম। এঁরা তো (গৌরাঙ্গ নিতাইএর অনুগত যাঁরা) ওপথে যান নি। যাঁরা যান তাঁরা মাধ্বাচার্য্যের আনুগত্য করুন না। ওঁরা তো বর্ণাশ্রম ধর্ম বজায় রেখেই বৈষ্ণবতা পালন কর্বেন।

মহাপ্রভু নিজে দশনামী সন্ন্যাসী, ভারতীও তাই, বিষ্ণুপুরীও তাই তবুও তাঁরা বৈরাগী বৈষ্ণবের পথ দেখিয়েছেন। সে পথে এসে সম্প্রদায়ের কথা তুললেই বিড়ম্বনায় প'ড়বে। এ পথের আচার্য্যদের অভীষ্ট সিদ্ধিই হয় না তাতে। তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন কি তাঁরা?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': তবে যে অনেকে বলেন আচার্য্য বলদেব, আচার্য্য বিশ্বনাথ এঁরা এই সম্প্রদায়কে মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন!

বাবাজী ম'শায়: হুঁ, ছয় গোস্বামীদের আমলে,এ খেয়ালটা কারও মাথায় জাগেনি, পরে কোনও কারণে হয়তো ও মতলব জেগেছিল।

"পুণ্য হলো সহজ পবিত্র"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি কথা আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥'

এর সারকথা হোলো পুণ্যবানদেরই বিশ্বাস হয়, তাহলে পাপীদের অবশ্যই হয় না বলুন ? তাহ'লে 'শ্রীগোবিন্দ', 'নাম', 'বৈষ্ণব', আর 'মহাপ্রসাদ', এঁদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা নিজের ক্ষমতায় নাই, সবারই অপেক্ষা পুণ্যবত্তার যোগ ? —এ কি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই ব'ল্লেন—আহা ! কি শাস্ত্রই পড়েছ এত দিন ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সব শাস্ত্রের পাঠ লাগাতে পেরেছি কি ? ও তো পাশ করার জন্য পড়েছি ; এত দিনে তো—সেই সব পাঠের জট খুলছি।

বাবাজী ম'শায় : হেসে ব'ললেন, ওগো ওখানে কোন পাপপুণ্য অনুষ্ঠানের কথা নয়। জ্যোতিষিরা বলেন লগ্নের থেকে নবম স্থান পুণ্যস্থান। ওটা সহজ পবিত্র ভূমি। যুক্তি ক'রে তর্ক ক'রে অর্থব্যয় ক'রে পুণ্যোদয় হয় না, পুণ্য গন্ধ, পুণ্য বায়ু এরা যে পুণ্যস্থান, তা কি উপার্জন ক'রে হ'য়েছে ?

পুণ্য হোলো সহজ পবিত্র, কারো অপেক্ষায় উদয় হয় না, কারও করুণায় জীব সহজে পবিত্র আধার হয়,—যদি সেই আধার ছোটো হয় তাতে বিশ্বাসের উদয় হয় না।

"কৃষ্ণপ্রসাদ স্পর্শ দোষে নষ্ট নাহি হয়"

ঘটনাটি দরমাহাটা মঠে ;

বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে বৈকাল। বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক শেষ হোতে কিছু সময় বাকী। সহচরবৃন্দের প্রসাদ পাওয়ার পর বিশ্রাম, তাও শেষ। ইত্যবসরে মঠের সদর দরজা ঠেলে এক অতিথি এলেন। ক্ষুধার্ত্ত,—প্রসাদ পেতে চান ! প্রমাদ গুণলেন শশীদা' (ঠাকুরের সেবক) এবং গৌরদা' (বাবাজী ম'শায়ের সেবক)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচের তলায় ছিলেন প্রিয়নাথ কাকা, ভগবান কাকা, নন্দকাকা, জীবনদা' অতিথিকে দেখেই এঁরা যেন শিউরে উঠলেন, উঃ কি ভয়ঙ্কর চেহারা! নাকটি প্রায় একেবারে খ'সে প'ড়েছে, কান দু'টি ফুলে র'য়েছে, তার উপর টকটকে লাল। মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা। গায়ে ছেঁড়া একটা হাতকাটা জামা। হাত দু'টির সব আঙ্গুল নাই। কব্জি পর্য্যন্ত প্রায় নিঃশেষ, তাতে আবার রক্ত আর পূঁয ঝরছে। পায়ের সব আঙ্গুলও নাই। সেখানটাও পূঁয রক্তে চট্ চট্ করছে। সারা গা থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এই অতিথি! নাকের স্বরে তার কাতর প্রার্থনা—"বাবাজী মশাইরা আমায় দুটি খেতে দ্যান গা। বড় খিদে।"

কেউ কথা ব'লতে পারছেন না। এখন কি করা উচিত, কি বলা যায়, সকলেই এ ওঁর মুখ পানে চাইছেন। শশীদা' তো সেই অবস্থা দেখেই ভিতর দিকে স'রে পড়লেন। গৌরহরিদা' ভয় পেলেন। তাঁর ভয়ের কারণ, বাবাজী ম'শায় আহ্নিকের পরে প্রাসাদ পান, তাই কেবল তাঁর মত একটি পারস (ঠাকুরে নিবেদিত সামান্য প্রসাদ, রসা চচ্চড়ি ও অম্বল) আছে, আর কোন খাদ্য দ্রব্য তখন আশ্রমে নাই।

বাবাজী ম'শায় অভুক্ত। এই অতিথির আগমন জানতে পারলে তিনি উক্ত পারসটিই এঁকে দিতে ব'লবেন। এদিকে প্রীতির টানে সেবক চটপট দোতালার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন,—বাবাজী ম'শায়কে লক্ষ্য রাখতে। (উদ্দেশ্য) তিনি যেন এখনি না নেমে পড়েন।

গৌরহরিদা' উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন,—আহ্নিক সেরে ভজন-স্থলীতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রছেন বাবাজী ম'শায়। গৌরদা'র বুক কেঁপে উঠল। কারণ এর পরই তিনি নীচে নামবেন। ব্যাকুল হ'য়ে হতাশ মনে তিনি দুয়ারে দাঁড়িয়ে র'ইলেন। যথাক্রমে, বাবাজী ম'শায় সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন।

নীচে উপরে গভীর নীরবতা। বাবাজী ম'শায়ের চোখ দু'টি ভাব বিহ্বল আর ঈষৎ রাঙ্গা। তিনি বৈষ্ণব আবাসের ধূলিতে, পরে তুলসীতলায় ভূলুণ্ঠিত প্রণাম ক'রলেন। তারপর শ্রীঠাকুরের উদ্দেশে দালানে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রণাম করলেন, কারণ ঠাকুর তখন শয়নে। পরে অদূরে ক্ষুধার্ত্ত অতিথির উপর দৃষ্টি পড়ল। দর্শনমাত্রে, তাঁকে পরম দৈন্যে করজোড়ে প্রণাম ক'রলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS .

বিনিময়ে সেই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত অতিথিটি এবার কাঁদতে কাঁদতে ব'ললেন—"বাবা! খিদেয় প্রাণ যায়, একমুঠা কিছু দিন।"

বাবাজী ম'শায়ের বুকের ব্যথা মুখে ফুটে উঠলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—

'ইনি এতক্ষণ প্রসাদ পান নাই কেন? আশ্রবাসিরা নীরবে নতমুখে রইলেন। সেবক গৌরহরিদা' দ্রুত নীচে নেমে এলেন। বাবাজী ম'শায় সেই অতিথিকে ব'ললেন—'বসুন বাবা! প্রসাদ আনছে।' অতিথি ক্ষুধার্ত্ত হয়েও সঙ্কুচিত হ'লেন। গৌরদা' শালপাতা এনে উঠানে পেতে দিলেন। তারপর বাবাজী ম'শায়ের জন্য রাখা পারসের থালাটি এনে, তার থেকে অতিথির পাতে অল্প পরিমাণ অন্ন পরিবেশন ক'রতেই ভৎর্সনার স্বরে বাবাজী ম'শায় বল্লেন—"ও 'ক হ'চ্ছে?"

ভয় পেলেন সেবক গৌরদা'। পুরা পারসটিই পরিবেশন ক'রলেন। পরে মাটির গ্লাসে জল এনে দিলেন। অতিথিটি প্রসাদ পেতে ব'সলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষুধার জ্বালা হ'তেও বিষম জ্বালা হোলো, রসা দিয়ে অন্নপ্রসাদগুলি মাখা, আর তরকারী সহ অন্নের গ্রাস মুখে তোলা।

হাতের আঙ্গুল নাই, গ্রাস তোলার কষ্ট। ততোঽধিক কষ্ট কুষ্ঠ রোগের কীট দংশন। ব্যাধির ব্যথা আর ক্ষুধার ব্যথা মিশিয়ে অতিথির মুখে বড় কাতরতাই ফুটে উঠলো। বাবাজী ম'শায় এতখানি গম্ভীর হ'য়েও অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তেমনি করযোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেও অকস্মাৎ 'হা নিতাই' ব'লে গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখে ঝর্ ঝর্ ধারায় জল গড়াতে লাগলো।

অতিথিটির প্রসাদ পেতে বেশী সময় লাগল না। পুরাপুরি পারসটিও খেলেন না, তাঁর হাতের পুঁয রক্তমাখা অন্নগুলি প'ড়ে রইলো। অস্বস্তিকর বেদনার সঙ্কোচেই অথবা আর কোন কারণে তিনি কয়েক গ্রাস মাত্র অতিকষ্টে মেখে নিয়ে মুখে তুলে, তারপর জল খেয়ে উঠে প'ড়লেন। শুধু উঠেই পড়লেন না, পাতাটি বাইরে ফেলার তাগিদও হ'ল না তাঁর, হাত ধুতেও চাইলেন না, একেবারে উধাও।

এর পরের অবস্থা আরও সঙ্কটের। কারও সাহস হ'চ্ছে না বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম'শায়ের সন্মুখ থেকে সেই অবশিষ্ট অন্নের পাতাটি তুলে ফেলে দেওয়ার, আর তাঁর অনুমতি নিতেও কেউ পারছেন না।

বাবাজী ম'শায় সমানে দাঁড়িয়ে। তাঁর সারা অঙ্গটি থর্ থর্ করে কাঁপছে, দু'টি চক্ষু ব'য়ে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হ'চ্ছে, আর ঘন ঘন শিহরণ সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে মস্তকে আর বাহু যুগলে। গৌরদা' শশীদা' কাকারা সকলেই নিথর নীরব। পরবর্ত্তী ঘটনা আরও গম্ভীর ও হৃদয় বিদারক।

সেই অশ্রুঝরা মুখে আরও আকুতি ফুটে উঠল বাবাজী ম'শায়ের। পাতাটিকে পরিক্রমা ক'রে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রলেন, অস্ফুষ্ট স্বরে কি যেন প্রার্থনা ক'রলেন, 'হা নিতাই' ব'লে প্রচণ্ড গম্ভীর হুঙ্কার ক'রলেন। তারপর পাতার অবশিষ্ট অন্নগুলি পরম যত্নের সহিত মুখে তুলতে লাগলেন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেগুলি লেগেছিল সেগুলিও খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ ক'রে মুখে তুলতে লাগলেন। চোখে ধারার বিরাম নাই।

এতক্ষণ যাঁরা পার্শ্বে ও পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের কেউই আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে 'নিতাই গৌর হরিবোল' 'নিতাই গৌর হরিবোল' ব'লে উদ্দণ্ড নৃত্য ক'রতে লাগলেন। বাবাজী ম'শায় নিজেই পাতাটি বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রলেন, গৌরহরিদা' সেটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, বাহিরে ফেলে দিলেন ও প্রসাদ পাওয়ার স্থানটি ভাল করে ধুয়ে ফেললেন।

বাবাজী ম'শায় হাত মুখ ধুয়ে নীরবে উপরে উঠে গেলেন। আর তাঁর আচরণ হোলো সহচরদের অন্তরে অন্তরে মুখর। তাঁরা গ্রন্থে পড়েছেন—

"কৃষ্ণপ্রসাদ স্পর্শ দোষে নষ্ট নাহি হয়"

আজ তা' আচরণে দেখার সৌভাগ্য লাভ ক'রলেন।

——

নোট—১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—'উজ্জীবন পত্রিকাতে প্রকাশিত 'সঙ্গে ও প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে এ তথ্যটি পরিবেশিত হোলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

"ভাষা তো ভাবের বাহন"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আপনি সেদিন ব'ল্লেন—পাল্য পালক বোধথাকলে রাগের (রাগমার্গের) মূল্য থাকে না। ঠাকুর সম্বোধন তো 'পাল্য' 'পালক' বোধকেই জাগায়। তা'হলে—.

ঠাকুরের সংসার, ঠাকুরের ভোগরাগ, ঠাকুরের মঙ্গল আরতি, এসব ভাষা তুলেই ফেলতে হয়, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ তো ঐ ভাষাই গ্রহণ ক'রেছেন।

বাবাজী ম'শায় : আহা! একপেশে ক'রে নিচ্ছ কেন? ও কি রাগের ভাষা? ভাষা তো ভাবের বাহন। সেই ভাব যদি সংস্কারে বাঁধা থাকলো তাহ'লে বিধি নিষেধই তো রাগের পথ আটকে রাখবে। বিধি নিষেধেই তো সংস্কারের বাসা বাঁধে। রাগের পথে কি ভাষা নেই? তাঁরা কি তা দেখিয়ে যান নি? কি বলি বল, মঠ মন্দির নিয়ে লোক সেবাই হ'চ্ছে, আর সংস্কারগুলি নতুন নতুন পথ পাচ্চে।

"যাঁরা অসাধারণ তাঁদের বিধি নিষেধ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! আপনি বলেন পাপ আর অপরাধ একই কাজ জেনে করা আর না জেনে করা। দৃষ্টান্তও দেন,—

সাধারণ লোক আর সরকারী লোকের কাজ। —এটি পরিষ্কার ক'রে বলুন?

বাবাজী ম'শায় : কথা কি জান? কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা কারুরই ঠিক নয়। কর্ত্তব্য বোধ তো বিধি নিষেধ জানার পর। সাধারণ লোক যে সব বিধি নিষেধ জানে—সেগুলি করাও তাদের কর্ত্তব্য। আর যাঁরা অসাধারণ তাঁদেরও বিধি নিষেধ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিজের কাঙ্গাল ভাব এলে কি বেশ ধ'রতে হয়"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আপনি তো ভাইদিকে অসময়ে "ভেক" হ'লে বিরক্ত হন। 'ভেক' নষ্ট হ'য়ে যায় প্রায়ই, সেদিক থেকে সাবধান করা ঠিকই। কিন্তু ভেক গ্রহণ করাটাই তো ছদ্মবেশ ধরা। রামচন্দ্র মুনিবেশ ধ'রেছিলেন, সত্যই তো তিনি মুনি ছিলেন না। রাবণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ ক'রেছিলেন তিনিও ভিক্ষুক ছিলেন না। পঞ্চপাণ্ডব রকম রকম বেশ ধ'রেছিলেন। কৃষ্ণও তো জরাসন্ধ বধের সময় ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রেছিলেন। আপনি কি ঐ রকম ছদ্মবেশ ধরার শঙ্কা ক'রেই ভেক ধরাকে বিরক্ত হন ?

বাবাজী ম'শায় : কথটা মন্দ বলনি ? নিজের কাঙ্গাল ভাব এলে কি আর বেশ ধ'রতে হয় ? দেখছো না পুরুৎ মশাইরা ওসব "বেষ" দেখে ভোলেন না, সাক্ষাৎ নিতাই-গৌরকেও মন্দিরে পুরে দলে টেনে নিয়েছেন।* ভেকধারী বাবাজীদিকে তো পাত্তাই দেন না। একবার পটুয়া টোলায় কীর্ত্তনের পর সে এক বিষম ধাক্কা খেতে হয়েছিল। ওঁরা ভেক টেক মানেন না। জাতকেই আসল স্বরূপ বলেন।

---

*নোট : 'হাওড়ায় নদের নিমাই মন্দিরে সন্ন্যাসী গৌরের প্রতিষ্ঠার সময় নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, নীলাচল ও কলিকাতার প্রখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিতবৃন্দ সন্ন্যাসী মূর্ত্তিকে কেউই অনুমোদন করেননি। তাঁদের ব্যবস্থাপত্রটি—"কোন আচার্য্যের আচরণে বা ইঙ্গিতে নিতাই গৌরের সন্ন্যাসী মূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন (আমরা) দেখি নাই বা শুনি নাই।" সেদিনের সভায় কীর্ত্তনের মাধ্যমে বাবাজী মহাশয় ব'ল্লেন শ্রীলবাসুদেব সার্ব্বভৌমের,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
আমার এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম।

—এই সিদ্ধান্তটিকে, প্রাধান্য দিয়ে বাবাজী ম'শায় "একক" ঐ সন্ন্যাসী গৌরের প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন। আর নদের নিমাইয়ের সেবকদের একান্ত আগ্রহে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁর নামেই হ'য়েছে।

এই প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে, কোন প্রখ্যাত বৈষ্ণব ঐ সন্ন্যাসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে বাবাজী ম'শায়ের নিকট তাঁর সঙ্গে উক্ত প্রত্যুক্তি করেন। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আদর্শ নিষ্কলঙ্ক পুরুষের আনুগত্যেই নিরপেক্ষতা আসে"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি বলেন স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ আচরণ ক'রলে তার আকর্ষণ খাঁটি হয়। আচরণ ক'রলে তার ফল যাবে কোথায় ? —এ সিদ্ধান্ত জটিল মনে হ'চ্ছে।

বাবাজী ম'শায় : কেন ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : কেউ নিরপেক্ষ কি হ'তে পারে ? সাম্প্রদায়িক নীতিতে না থাকলে কারও কথা কেউ নেয় ? (চারপাস চাই) আর স্বতন্ত্র ব'লে যা ব'লছেন সে তো উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। সবাই ব'লবে আমি স্বতন্ত্র থাকবো, সম্প্রদায়ের আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষতা আসে কি ?

বাবাজী ম'শায় : দেখ, আমার মনে কি নেয় জান ? আদর্শ নিষ্কলঙ্ক পুরুষের আনুগত্যেই নিরপেক্ষতা আসে, যাঁরা সবার জন্য আসেন, তাঁদের আনুগত্যে থাকলে সম্প্রদায়ের দলাদলি থাকে না।

ওঁরা (শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ) কোন্ সম্প্রদায়ের ?

"ভক্তিতেই সঙ্কেত অক্ষর—তাতেই মন্ত্রের স্ফূর্ত্তি"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! একদিন প্রসঙ্গক্রমে ব'লেছিলেন—মন্ত্রতন্ত্র সবই তো ওই বুড়োবুড়ীর কাছ থেকে (অর্থাৎ শিবদুর্গার কাছ থেকে।) তাহ'লে ধ'রে নিচ্ছি বৈষ্ণবের সাধনা শিব তান্ত্রিক সাধনা ?

বক্তব্য কোনও মঠে মন্দিরে অদ্যাবধি নিতাই গৌরাঙ্গের কণ্ঠে উপবীতধারণ করা মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তির পূজা পুরোহিত করেন না ! তাঁর বক্তব্য ছিল আরও, ভগবৎ প্রতিমূর্ত্তির মধ্যেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষণশীলতাই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সেই প্রসঙ্গে আমানী মানদ বাবাজী ম'শায় নীরব থেকে ঐ পণ্ডিত বৈষ্ণবকে জোড়হাতে ভাল ভাবে বাল্যভোগ পাইয়ে বিদায় দেন। তারপরই কৃষ্ণ-চৈতন্যদা উপরের ঐ প্রশ্নটি করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বাবা হো হো করে হাসলেন। সামনে ছিলেন মাখনদা, নন্দদা, মৃগেন ঢ্যাং আরও কয়েকজন)

বাবাজী ম'শায় : শুন্‌ছো পণ্ডিতের ব্যাখ্যা ? বেদে তো যজ্ঞ কর্ম্ম আর জ্ঞান। ভক্তি কোথায় ঠাই পেয়েছেন ? শোনো—
সাধুরা 'বিশ্বাস ম'শায়কে' পাঠালেন ; তিনি তো নানান্ হৃদয় খুঁজে খুঁজে তোলপাড় ক'রলেন কোথাও ভক্তি পেলেন না। শেষটায় কাঙ্গাল পতিত দীনভিখারীর বেশে···ওঁদের (শিবদুর্গায়) পেলেন। "ভক্তি কোথায় আছেন" জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বাস ম'শাই। যেই না শোনা, "ভক্তি কোথায় ?"—কাঁদতে লাগলেন বুড়োবুড়ী। শেষটায় বিশ্বাস ম'শায়ের পায়ে প'ড়লেন দু'জনে। বিশ্বাস ম'শায় তো অবাক—এ আবার কি ? (তাঁর নিজের মনে চিন্তা জাগলো) এত দেশ ঘুরলাম, জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী ঋষি দেখলাম, কৈ এমন অদ্ভুত তো দেখি নাই। বুড়োবুড়ীর ঐ অবস্থা দেখে বিশ্বাস ম'শাই যেই তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করে বুকে জড়ালেন,—অমনি থর্ থর্ কাঁপতে কাঁপতে বুড়োবুড়ীর চরণে পতিত হলেন। কারও মুখে আর রা সরে না। সবাই তখন কাঁদছেন আর দু'টো অক্ষর ব'লছেন। ওই অক্ষর নিয়েই 'মন্ত্র'। বিশ্বাস এলেই ভক্তি, আর **ভক্তিতেই সঙ্কেত আর অক্ষর মন্ত্রের স্ফূর্ত্তি**। আচার আচরণ কোথায় প'ড়ে থাকবে। (এ দিনের সার কথা, সাধুসঙ্গে বিশ্বাসের উদয়, পরে 'ভক্তি' আর 'মন্ত্রের' স্ফুর্ত্তি।)

"সম্প্রদায় হোল ভাগবত সাধনার গোড়ার কথা"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! লোকে বলে, বৈষ্ণবরাই কট্টর সাম্প্রদায়িক। ওঁরাই ভারতের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেন,—

এঁর প্রসাদ, ওঁর প্রসাদ, এ মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তি, এই ধাম, ওই ধাম, এ সম্প্রদায়ের সাধু ও সম্প্রদায়ের সাধু,—নানান দল ওঁরাই ক'রেছেন। —সবই কি মিথ্যা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ লোকের কথা ব'লছো কেন? তুমি ব'লছো তাই বল। ওই সব কথায় তোমার অনুরাগ না থাকলে অমন গুছিয়ে ব'ললে কি ক'রে? ভাগবতের উদয় কিসের জন্য? আগেই কি ভাগবতের প্রকাশ হয়? কত সাধনায় ভাগবতের আবির্ভাব। শেষ লক্ষ্য তো ভাগবতে! ভাগবত এলে আর সম্প্রদায় থাকে না। সম্প্রদায় হোলো ভাগবত সাধনার গোড়ার কথা।
ভাগবত পরমহংস। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, নারদ এঁরা হোলেন ভাগবত। শিব বিরিঞ্চিও ভাগবত। ভাগবতপ্রেমের উদয় হ'লে কোথায় সম্প্রদায়, কোথায় মূর্ত্তি? বিশ্বব্যেপে প্রেমময়ের সংসার। তারা হাসে কাঁদে নাচে গায়, ঘরে বনে মাঠে মন্দিরে সব একাকার।

"দোষগুণের কোনটারই তুমি কর্ত্তা নও"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! সেদিন দিলীপকে বল্লেন (১৩৫৪ সালের ১৮ই চৈত্র) সর্ব্বদা নিজের দোষ চিন্তা ক'রতে হয়। তিনি (বড় বাবাজী ম'শায়) আপনাকে ব'লেছিলেন,—'তুমি একটি দোষের খনি।'

আপনার এই কথাটায় বাস্তব বিচারে বেশ বিড়ম্বনায় প'ড়তে হবে। নিজেকে দোষী ভাবতে ভাবতে তো দোষই বৃদ্ধি পাবে। ভাবনাই তো মনের বল জোগায়। দোষ ভাবনায় বল উৎসাহ থাকবে কি ক'রে? দিন রাত তো নিজেকে দোষীই ভাববে সে?

বাবাজী ম'শায়ঃ না গো না, তা হয় না। যে চুরি করে সে নিজের দোষ ভাবলে কি আর চুরি করে? না আদালতে শাস্তি পায়? আসল কথা কি জান?—নিজের দোষ ভাবতে গেলেই অমনি জাগবে, এ কি আমার 'প্রকৃতিতে দোষ'? না 'কর্মফলের দোষ', না 'সঙ্গ প্রভাবের দোষ'? (অনুসন্ধান ক'রতে ক'রতে তারপর)—ধীরে ধীরে আসল জায়গায় নিজেকে পাবে।
অমনি গুণের বেলাতেও খোঁজ ক'রবে; অহংকার থাকবে না। আমার প্রকৃতিতে এই গুণ ছিল? না কর্মফলে এই গুণ ছিল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা কারও সঙ্গ প্রভাবে এই গুণের উদয় হোলো ? তখনই রহস্য জানতে পারবে। দোষগুণের কোনটারই তুমি কর্ত্তা নও। (তখন) যে আসল, তাঁকে নিয়েই মাতামাতি চ'লবে, কারও ওপরে রাগ-দ্বেষই আর থাকবে না।

——

"ভারত সমাজ সম্বন্ধে কি দৃষ্টি"

বাবাজী ম'শায়ঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদাকে এসব প্রসঙ্গ লিখতে দেখে বলছেন) ও সব যে লিখছো, পণ্ডিতরা নেবেন কেন ? ঐ ত কটি কথা পেয়ে (নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম) তোমাদের কাছে শোনান, তা কে নিচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! সেইটাই তো জানতে ইচ্ছা, কে কথা নেয় ? অনেক গৃহস্থ গোঁসাই, ব্রাহ্মণ আর বাবাজী বৈরাগীদের দেখা যাচ্ছে প্রথমে থাকেন 'ধার্ম্মিক' 'সাধক' তারপরই হন 'অবতার'। তখন তাঁর কথায় কেউ প্রশ্ন ক'রলেই (তাঁর) শিষ্যরা ক্ষেপে যান। (ভগবৎ দাস হতে চান না)

বাবাজী ম'শায়ঃ (হাসতে হাসতে বললেন) বাংলা দেশ ছেড়ে গেলেই শুনতে পাবে,—"অব্ তার" (অব্—এখন থেকে তাঁর) দীক্ষার পরই তিনি সবার সঙ্গে নিজেকে বুঝিয়ে দেন,—"অব্ তার" এখানের বাঁধনে অব্ নেহি, অব্ তার !

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ তাহলে দীক্ষার পর তাঁর আমি এবোধটি সর্বদা থাকে না কেন ? সেইতো আবার নিজের জাতি বর্ণের উচ্চতা-নীচতার বোধ আসে ?

বাবাজী ম'শায়ঃ এ মুলুকের জোর সাড়া পেলেই তিনি বুঝিয়ে দেবেন। (ঐ প্রসঙ্গেই আজকের ভারত—)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ তাহলে গৃহীরা কি কেউই তেমন জুলুম করেন না ? সব ধর্মের গৃহীরাইতো জাতি বর্ণের আশ্রয়ে থাকেন ?

বাবাজী ম'শায়ঃ হ্যাঁ গো, এবার আসার হিসেবটা দেখ (শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব)। সীতানাথ জাত পাঁতের মুখে ছাই ঢেলে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যবনের হাতে পিতৃশ্রাদ্ধের প্রথম নিমন্ত্রণ সারলেন। আবার, বর্ণ আশ্রমের চিহ্ন মুছে দিয়ে প্রভুকে ডাকলেন। তারপর গৌরের আবির্ভাবের দিন বর্ণ আশ্রমের সব ভেদ মুছে দিয়ে হরিসংকীর্ত্তনে সবাই ডুবে গিয়েছিলেন (সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল) তাহ'লেই বোঝো স্বয়ং কর্ত্তারই এবার গরজ। আর পাগলের (শ্রীনিতাইয়ের) কাণ্ড তো আরও কড়া, এলেন ব্রাহ্মণকুলে, মাতলেন তন্ত্রধর্ম্মে, প্রচার করলেন কুল-ভাঙ্গা গৌর-স্বরূপকে, আর আচার করলেন সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় (উদ্ধারণ দত্তের গৃহে ভোজন, রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসবে সবাইকে এক করা)। ওদের হিসেব দেখলেই বুঝবে "যুগের কর্ত্তব্য"।

সোজা পথে এস, না এলেই তার চাপ আসবেই। দেখছো না ঘরে ঘরে কি হ'চ্ছে? কেউ বলতে পারবে আর? আমার কুল ঋষিকুল? (এ যুগের পুত্র কন্যাদের বিবাহ ব্যাপারটিকেই লক্ষ্য করেছেন)

ভারত সমাজ সম্বন্ধে কি দৃষ্টি!

"তর্পণ"

নন্দকাকা : হ্যাঁ হে কৃষ্ণচৈতন্য! মহালয়ার দিন তর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : (থতমত খেয়ে) না করি না। তারপর, তাঁর প্রশ্ন বৈষ্ণব ধর্মে কি তর্পণ বর্জ্জন?

বাবাজী ম'শায় : বৈষ্ণব ধর্মে কাউকে ছাড়ার কথা নেই ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন, 'তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম'। না বুঝে লিখেছেন? সব ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রাণের সেবায়, আবার প্রাণের তৃপ্তি বিশ্বম্ভরের সেবায় আর তাঁর নামে। আবার বিশ্বম্ভরের তৃপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর ভক্ত সঙ্গে। তাঁদের নাম স্মরণ ক'রলে তাঁদের গুণের কথা, জাগবে তখনই হবে "তর্পণ"। এই হোলো তাঁদের রীতি।

"উপাসক সাধকের আচরণ আর গৃহী বৈষ্ণবের আচরণ এক নয়"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! আজ সকালে প্রসঙ্গে ক্রমে কথা এসেছে—'ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি…"শেষে আছে—এঁদের প্রণাম করাটা বৈষ্ণব-ধর্মের প্রণতি আচার। না করাটা ধর্ম-ধ্বজীর আচার।

বৈষ্ণবধর্মের এই প্রণতি আচারের ভেতর কি বিজ্ঞান আছে, সেটা জানার কৌতুহল, তাই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন—
তা ওই নীতিটা গৃহস্থ বৈষ্ণবধর্মীর প্রতি? না বৈরাগীর প্রতি? (কৃষ্ণচৈতন্যদা'র এ প্রশ্ন শুনে ৺মাখনদা, ৺নন্দদা, ৺দ্বিজপদদা প্রভৃতি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ঐ অবস্থা দেখে) বাবাজী ম'শায় ব'ললেন—"ওকি বলে তা শোনোই না, সব কিছু সইতে পারাও তো তাঁর সেবা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বৈষ্ণব ধর্মের ঐ আচার গৃহীর জন্য? না বৈরাগীর জন্য? যদি বৈরাগীর জন্য হয়, তবে ও সব নীতি বাবাজীরা কণ্ঠস্থ করুন। আর যদি গৃহীর জন্য হয়, তবে প্রশ্ন জাগে—ধরুন কোন রাজা, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর জ্ঞাতি শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ ক'রেছেন তখন কি তিনি তাঁর পায়ে পড়ে, বৈষ্ণব ধর্ম রক্ষা ক'রবেন? না নিজের ক্ষতি আর অপমানের জন্য প্রতিশোধ নেবেন। তাছাড়া অন্য রাষ্ট্রের রাজা যদি তাঁর রাজ্যটি আক্রমণ করেন, সেক্ষেত্রেও কি ওই ভাবে বৈষ্ণবধর্ম রক্ষা করবেন? না যথা নিয়মে রাজ্য রক্ষা করবেন। —এ বিষয়ে প্রতাপরুদ্রের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিন। ও তো অহিংসা ধর্মের শেষ দুর্দ্দশার মত হয়ে যাবে।

বাবাজী ম'শায় : (হাসি মুখে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে উত্তর দিলেন। সেটি—) 'তখন পাঁইতেলে যাওয়া আসা হোতো। গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহ প্রকাশ ক'রতেন "নামের উৎসবে। কেষ্টদের ওখানে থাকা। ও তখন খুব ছোটো। ওর এক জ্ঞাতি কাকা। তাকে ডেকে বল্লাম—"বাবা! এই যে বাবাজীর এসেছেন, যখন জল টল চাইবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু তুলসী দিয়ে দিও। ভারী সরল ছেলেটি। তারপর দিন পায়খানা যাচ্ছি, ছেলেটি খুব ব্যস্ত হয়ে কাছে এল, বল্লে বাবাজী ম'শায়! দাঁড়ান। হাতে ঘটি ছিল। সে তাড়াতাড়ি একটি তুলসী পাতা ঘটির জলে ফেলে দিয়ে জোড় হাত ক'রে ব'ল্লে—"আজ্ঞে আমাদের অব্যেস নেই তো. ভুলে গেছলাম, তাই তুলসী দিলাম।" একথা বোলেই বাবা হো হো করে হাসলেন।' এতে বোঝা গেল, উপাসক সাধকদের বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণ আর গৃহী বৈষ্ণবের আচরণ এক নয়।

"ওপর আলার অধিকারে হাত দিও না"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! ঠাকুর নরোত্তমের একটি পদ আছে, "এ ভাই! বড়ই বিষম কলিকাল, গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পুরি, তৈছে, দেখ সকলি বিটল।" তারপর, ভক্তের বেশ ধরে কত রকম বঞ্চক যে নিজের আশ্রয় পাওয়া ধর্মকে কৌশলে নিন্দা করেন, তারই একটি চিত্রকে পদাবলীতে গেঁথে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা আমার মত সাধারণ লোকের মনে ধারণা যে, ঠাকুর ম'শাইর মত ব্যক্তিও সে যুগের ধর্ম্ম পাষণ্ডদিকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি; তাঁর অমর পদাবলীতে তা ধরে রেখেছেন। তাহোলে প্রশ্ন,—ঠাকুর নরোত্তমও সেই সব পাষণ্ডদের চরণে পড়ে তাঁদিকে শুদ্ধ ক'রতে পারেন নাই, কিম্বা বৈষ্ণবধর্মের "দণ্ডবৎ করিবে বহুমান্য করি'—এ নীতি পালন করেন নি। নীতিবাক্য আর জীবনের আচরণ এক করা কোন যুগেই হয় না।

বাবাজী ম'শায় : দেখ! ওখানেও তো ব্রজরাখালের বেশে এলেন। তিনি (ভাণ্ডীর বটে) খেলায় হেরে গেলেন নিজে, তারপর কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তার কাজ শেষ করলেন। এ তাঁর আচরণ আর তোমার আচরণ হবে 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' সম্মান হোলো পূজা করা। সবাই তোমার পূজনীয়। যাঁরা ঐ পূজা পাবার অধিকার না পেয়ে, তোমার পূজনীয় হতে আসবেন, সে দায় তোমার নয়, সে দায় তাঁর। তাঁর বৈষ্ণবী মায়াই তাঁর স্বরূপ খুলে দেবে। তবে যে প্রশ্ন, ঠাকুর ম'শায় ওঁদের পরিচয় দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদিকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন ? সে তো ওপরের প্রেরণায়, জানিয়ে দিলেন ওপর আলার অধিকারে হাত দিও না। ঠাকুর ম'শায় ইচ্ছায় কি লিখেছেন ? প্রেরণায় লিখেছেন।

"এবার তটস্থ হ'য়ে ধরা দিয়েছেন"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! "তটস্থ" কি ?

বাবাজী ম'শায় : তটে থাকলে তো তার মহিমা বুঝবে। তিনি তো ভক্তদেহ নিয়েই প্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনন্দন তো তাঁর স্বরূপ। স্বরূপের অন্য খোঁজ নিতে গিয়েই তো আজকাল রাসলীলার বাড়া-বাড়ী। কবিরাজ স্পষ্ট বল্লেন;—

এই তো মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ '
স্বরূপ লক্ষণ তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তিনি তটস্থ লক্ষণে প্রকট হ'য়ে তোমার কাছে কাছে,—সেই তো তাঁর মহিমা ! সেদিন বলেছিলে না,—"বিশ্বাস কি ?" ওই সেই কথা, তাঁর মহত্ত্ব জানলেই মহিমা বোধ। তাই না এবার তটস্থ হ'য়ে ধরা দিয়েছেন। তবু ও কি আমাদের হুঁস হয়.....।

"তাঁদের হেলো দেহ দেহী অভিন্ন"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! কাল বলেছেন,—"স্বরূপ জানতে গেলেই স্বরূপ-শক্তির 'করুণা দৃষ্টি' আসে" —ওটি আমার কাছে অস্পষ্ট হ'য়ে আছে। আচ্ছা বাবা ! স্বরূপের কথায় আপনি জোর দেন, আমারও ভাল লাগে-কিন্তু "স্বরূপ" কথাটি আরও পরিষ্কার করে বুঝে নিতে ইচ্ছা হয়। নিজের রূপই তো স্বরূপ। তা সে তো প্রতিমাও হয়, আর চিত্রপট বা ফটোও হয়, স্বরূপ বল্লেই দেহের সঙ্গে যোগ হয়। কিন্তু না দেখা সেই দেহীর সঙ্গে উভয়ের অভিন্নতা হয় কি ? আর তাতে স্বরূপ শক্তির মধ্যে প্রতিমা শক্তির কথা কি আসে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ দেখ, একদিন 'গৌরাঙ্গ' (আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুগতজীবন প্রখ্যাত গৌরাঙ্গদাস, রমণরেতি বৃন্দাবন) জিগ্যেস্ করেছিল, আমরা যে অত দূরে থেকে রোজ 'চিত্রপটের' কাছে (বাবাজী ম'শায়ের চিত্রপটের কাছে) 'অর্পণ' করি, আপনি পান্ (খান্) ? শুনে হাসি পেয়েছিল, বলে ফেল্লাম, "আবার সজ্‌নে ডাঁটার কথা তুলছো ?"* তা সেই কথা—

জীবের স্বরূপে তাই ব্যাখ্যা বটে, তা সে 'প্রতিমাই' বলো আর 'চিত্রপটই' বলো। কিন্তু তাঁদের হোলো 'দেহ' 'দেহী' অভিন্ন নাম নামী—অভিন্ন স্বরূপ। নাম করলেই সবই 'সাক্ষাৎ' সবই 'প্রকট'। চিত্রপট প্রতিমা ওতো উদ্দীপনা ব্যঞ্জক। ও নামগ্রহণ নইলে কি আকর্ষণ আসে গা ! না দেওয়া নেওয়া হয় ?

নিজ গোষ্ঠীর পরিরক্ষণে শ্রীলরামদাস

তের'শ সাঁইত্রিশ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা সহরের দরমাহাটা ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে বাবাজী ম'শায়ের পান্থ বিশ্রামের মঠ। এ বেলা

---

* ঐ গৌরাঙ্গদা'র বৃন্দাবন নিবাসিনী এক শিষ্যা গঙ্গাবিবি একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন। সে সময় একদিন আমাদের 'সমাজ বাড়ীতে' শজ্‌নে ডাঁটা আলু বেগুন অল্প কচু আর বড়ি দিয়ে রসা (বা ঝোল দিয়ে) অন্নপ্রসাদ পেয়েছিলেন। ব্রজে যথেষ্ট শজ্‌নে ডাঁটা ও কচু হয়। তিনি বৃন্দাবনে ফিরে, (নবদ্বীপে শিখে যাওয়া) অমনি ক'রে রান্না ক'রে প্রসাদ পেয়েছিলেন। এ দিকে বাবাজী ম'শায় কল্‌কাতা থেকে রসিকতা করে গৌরাঙ্গদা'কে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

নবদ্বীপের শজ্‌নে ডাঁটা ব্রজে উদয় হ'য়েছেন। (গূঢ়ার্থ=নামমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নৈবেদ্য অর্পণ ক'রলেই অভীষ্ট ব্যক্তি তা অবশ্য গ্রহণ করেন, এটি তাঁর হেঁয়ালির ভাষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছেন, তো ও বেলা চ'লে গেছেন। শান্তিরামদা' ও হরিচরণদা' প্রায়ই আশ্রমে থাক্‌তেন। বাকী সঙ্গী যাঁরা থাক্‌তেন সকলেই প্রায় পথের শ্রমের বিশ্রান্তির জন্য।

বাবাজী ম'শায় যে কয়দিন এসে এখানে থাকেন, সে কয়দিন কীর্ত্তন প্রসঙ্গেই কাটে। এম্‌নি আসা যাওয়ার ভেতরেই একটা রাত্রে, যখন আশ্রমে ফিরে এলেন তখন প্রায় দশটা বাজে। নিজেও তিনি গাড়ীতে আসেন নি, সঙ্গের ছেলেরাও হেঁটে এসেছে।

বাবাজী ম'শায় গেটের কাছে এসেই একটু ভিতরে ঢুকলেন, গম্ভীর ভাব। হঠাৎ এই গাম্ভীর্য্যের কারণ কি, তা' বোঝার মত মন হয়তো সঙ্গীদের ছিল না। তবুও মাষ্টারদা' বাবাজী ম'শায়ের কাছ ঘেঁসেই দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ্‌ বাবাজী ম'শায়ের মুখের দিকে। মাষ্টারদা'কে কাছে পেয়ে বেশ গম্ভীর স্বরেই ব'ললেন—"প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা যেন বাইরে ফেলা না হয়। আর বাইরের কাউকে প্রসাদ না দেওয়া হয়।"

মাষ্টার'দা' খুব বিস্মিত দৃষ্টিতেই বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। বাবাজী ম'শায় ওপরে উঠে গেলেন। গৌরদা' কাছে এলে মাষ্টারদা' জিজ্ঞাসা করলেন,—"ব্যাপার কি?" গৌরদা' এবং অন্যান্য সঙ্গীরা সবাই বাবাজী ম'শায়ের আদেশ নিজের কানে শুনেছেন, কিন্তু কেউই কারণ অনুসন্ধান ক'র্‌তে পারছেন না, সবাই স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবাজী ম'শায় দোতালার ওপরে থেকেই একটু এগিয়ে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন্—

"গেটে তালা দাও। সকাল সন্ধ্যায় তালা দেওয়া থাক্‌বে, কেউ এসে ডাক্‌লে, দেখে শুনে যেন খোলা হয়।"

তাঁর শেষ কথাগুলি আরও গম্ভীর মনে হোলো। এখন সেবক সঙ্গীদের মধ্যে আলোচনা হ'তে লাগালো, হয়তো বাইরে কোন রাজনৈতিক হুল্লোড় শুরু হ'য়েছে। মঠ-বাড়ীতে তার ঢেউ আসা অসম্ভব নয়। এই জন্যই একটু কড়াকড়ি।

রাত কেটেছে এবং গতরাত্রের আদেশটিও অনেকের মনে কিছুটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিথিলও হ'য়েছে। বাবাজী ম'শায় অন্যান্য দিনের মত গঙ্গাস্নান ক'রতে যাবেন। সঙ্গে যাঁরা রোজ যান্ তাঁরাও প্রস্তুত হলেন।

তিনি নীচে নেমে ঠাকুর দালানের নীচে প্রণাম ক'রছেন, মাষ্টারদা' ও গৌরদা' ভিতর থেকে তেল গামছা ডোর কৌপীন বহির্বাস আন্‌তে যতটুকু দেরী ক'রেছেন সেইটুকু সময়ের অবসরেই বাবাজী ম'শায় সকলের অলক্ষ্যে গেটের তালা খুলে বেরিয়ে প'ড়েছেন। এঁরা যখন এলেন্, দেখলেন গেটটা সামান্য ফাঁক, বাধ্য হ'য়েই তাঁরা একরকম ছুটে গিয়ে সঙ্গ ধরতে চান।

গেট পার হয়েই তাঁরা হঠাৎ দেখলেন একটি মেয়ে, বয়স আঠার কুড়ির ভিতর, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। চোখে বিস্ময়কর আকর্ষণ, গলায় একগাছি তুলসীর মালা ঝোলানো, কপালে গোপীচন্দনের তিলক। হাত দু'টি জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দু'টি করতাল গলায় ঝোলানো রয়েছে। মুখে কথা বলার ইচ্ছে পরিস্ফুট। কিন্তু কেউই তার সঙ্গে কথা কইলো না।

গৌরদা' মাষ্টারদা' বেরিয়ে গেলে গেটটা আবার ভিতর থেকে বন্ধ হইলো। বাইরের সেবকরা গঙ্গাপথে চ'লেছেন। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, বাবজী ম'শায় ঘাটের পাশে সিমেণ্টের বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। তাঁর কটি'র গামছা হাঁটুর ওপর তোলা এবং মল্ল-বেশের ধরণে তিনি ব'সে আছেন, মুক্ত-অঙ্গ, দৃষ্টি উদাসীর। দক্ষিণ দিকে গঙ্গার স্রোতের উপর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখ্‌ছেন। স্নানার্থীদের যারা পরিচিত, —এসে প্রণাম ক'রছেন। তিনি মধুময় দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁদের কুশল নিচ্ছেন।

মাষ্টারদা' গৌরদা' তেল মাখাতে শুরু কর্‌লেন। বাবাজী ম'শায়ের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। সেবকেরা তেল মাখান সেরে তাঁর ডোর, কৌপীন, গাঁতি (চাদর) গুছিয়ে রেখে স্নান ক'রতে জলে নামলেন। বাবাজী ম'শায়ের স্নানে আজ বিলম্ব হোলো না। সেবকদের স্নানের আগেই তাদের অলক্ষ্যে উঠে প'ড়েছেন। মাষ্টারদা' গৌরহরিদা' হঠাৎ গঙ্গাজলে বাবাজী ম'শায়কে না দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি উঠলেন, ওপরে এসে, ঘাটের পাণ্ডা ঠাকুরের মুখে শুন্‌লেন—বাবাজী ম'শায় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র চ'লে গেলেন্। ওঁরা যখন তাঁর সঙ্গ নেবার জন্য দ্রুত এগিয়ে এলেন, তখন তিনি মা আনন্দময়ীর মন্দিরে চরণামৃত পান ক'রে, প্রণাম সেরে চ'লে যাচ্ছেন্। ব্যস্ত মনে চঞ্চল চরণে মাষ্টারদা' গৌরদা' মা আনন্দময়ীর চরণামৃত ও প্রণামাদি সেরে দ্রুত চ'লেছেন্। তাঁরা কাছে আসার আগেই বাবাজী ম'শায় মঠে প্রবেশ ক'রে গেট বন্ধ করে নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেবকদের মনে বড় কৌতুক হালো। গৌরদা' গেটের কড়া নাড়তেই বাবাজী ম'শায় নিজেই খুলে দিলেন। তখন তাঁর ভঙ্গীটি দেখে মনে হোলো যেন এক্ষুণি কেউ ঢুকে পড়্বে, সেই ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেবকরা মঠে ঢুক্তেই তিনি নিজে গেটে তালা দিলেন। বেলা তখন নটা সাড়ে নটা হবে।

পরে সিঁড়ির কাছে এসেই আবার বল্লেন—

"প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা বা এক কণা অন্নও যেন বাইরে না যায়। সব ঐ কয়লার পাশে থাক্বে।

—এ কেবল এখন নয়, দিনে রাতেও থাক্বে। তাছাড়া, এরা (নিজেকে দেখিয়ে) চলে গেলেও এই ব্যবস্থা থাক্বে"—বলেই উপরে উঠলেন।

গতরাত্রে তাঁর আদেশ এবং এখনকার এই নির্দ্দেশ, দু'টি মিলিয়ে এমন একটি রহস্যের সৃষ্টি হইলো যে সকলেই বেশ একটা আলোচনার বস্তু পেলেন। কারণ, গেটে তালা দিয়ে রাখ্তে হবে, ডাক্লে দেখে শুনে খুল্তে হবে, প্রসাদ পাওয়ার পর পাতাগুলিও বাইরে ফেল চল্বে না,—এ সতর্কতার কি এমন্ কারণ ঘ'টেছে বা ঘ'টতে চ'লেছে?

মঠে ভিক্ষার অল্পতা হ'লেও, অন্নপূর্ণার সংসারে অবারিত দ্বার। কা'কে বা কোথায় কেন্দ্র ক'রে এমনটি ঘটেছে, যাতে এই নির্দ্দেশ? কারও বুদ্ধি প্রবেশ ক'রতে পারছে না। আবার কারও সাধ্য নাই যে বাবাজী ম'শায়কে জিজ্ঞাসা করে,—'এ নির্দ্দেশের হেতু কি?' ফলে সকলে একটা ভীতি ও কৌতুকের মধ্যে পড়লেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময় তাঁরা শুন্‌তে পেলেন দোতালার ঘর থেকে বাবাজী ম'শায়ের [আহ্নিকের] ঘনঘন হুঙ্কার। (যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনুভব আছে, 'আহ্নিকের' সময় এরূপ হুঙ্কার কি বস্তু!) সকলেই বিস্মিত হ'লেন কারণ ঠাকুরের ভোগ-আরতির তখনও কিছু বিলম্ব আছে। এবং ভোগ আরতির পরে আশ্রমস্থ সকলে প্রসাদ্ পান্। অন্য অন্য দিন বাবাজী ম'শায়ের তবুও আহ্নিক শেষ হয় না, অথচ আজ এত শীগ্‌গীর আহ্নিক্ শেষ হোল! কি ব্যাপার ?

অল্প পরেই ভোগ আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। আরতি সমাপ্ত হোলো। বাবাজী ম'শায় প্রণাম ক'রে দক্ষিণের দালানে উঠে এসে বল্লেন,—"তোমরা প্রসাদ পেয়ে নাও।"

অগত্যা নিত্যকার রীতিতে, সকলে যেমন প্রসাদ পেতে বসেন, তেমনি ব'সলেন। বাবাজী ম'শায় মাঝের ঘরে গেলেন। শশীদা' তাঁর (বাবাজী ম'শায়ের) প্রসাদের থালাটি সরিয়ে রাখলেন।

সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হোল, বাবাজী ম'শায় বাইরে এসে, গেটের কাছে ঘোরা ফেরা ক'রছেন্। প্রসাদ পাওয়ার (খাওয়ার পরে) পাতাগুলি কয়লার কাছেই রাখা হোলো। সকলে মুখ হাত ধুয়ে ঘরে গেলেন, তারপর তিনি প্রসাদ পেতে বসলেন।

স্নান কর্‌তে যাবার সময়ের সেই যে বৈষ্ণবী যুবতী মেয়েটি ব'সেছিল এখন মঠের বাইরের গেট থে'কে কিছু দূরে ব'সে।

এধারে বাবাজী ম'শায়ের নির্দ্দেশ মতো সর্ব্বদা গেটে তালা ও প্রসাদ পাওয়ার পর প্রসাদী পাতা বাইরে না ফেলে, কয়লার পাশে রাখা সমানে চ'লেছে।

এ রীতি বেশ কয়েক মাস যাবৎ চলে। তারপর আবার বাইরেও পাতা ফেলা হ'তে লাগ্‌লো। তালাও খোলা থাক্‌লো।

প্রায় একবৎসর পরে—

দিন পাঁচেক হ'লো, হাওড়া-আমতায় কীর্ত্তন প্রসঙ্গের পর বাবাজী ম'শায় মঠে এসেছেন। সন্ধ্যা আরতি সেরে বিশ্রাম কর্‌তে গেলেন। সেদিন প্রসাদ পেতে প্রায় রাত্রি এগারটা বেজে গেল। তখনও প্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া শেষ হয় নাই, বাবাজী ম'শায় দোতালার ঘর থেকে নীচে নেমে এলেন। তাঁর নেমে আসায় ব্যস্ততা ছিল। এসেই মাষ্টারদা'কে বল্লেন,—

'একটা পাতায় কিছু অন্ন-ডাল-তরকারী মেখে নিয়ে এস'।

—তিনি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। মাষ্টারদা' তখনি তৈরী হলেন। তারপর বাবাজী ম'শায় গেট পার হয়ে বাঁ দিকের পথ ধ'রলেন। মাষ্টারদা' পিছনে পিছনে। একটু এগিয়ে ডান্ দিকে বৈষ্ণব চরণশেঠ রোড্। ঐ রাস্তার ভিতর দু'এক পা অগ্রসর হ'য়েই থামলেন। মাষ্টারদা'কে ইঙ্গিত করলেন,—"ওখানে দাও"।

মাষ্টারদা' কাছে গিয়ে দেখেন,—ফুট পাথের ওপর (প্রায় একবছর আগের দেখা) সেই বৈষ্ণব 'বেশ' ধারিণী মেয়েটি শুয়ে। তা'র কোলের কাছে একটি সদ্য প্রসূত মৃত শিশু। মেয়েটি কঙ্কাল-সার হ'য়ে গিয়েছে। তার সর্বাঙ্গে মাছি, দুর্গন্ধ, ময়লা শতছিদ্র কাপড়। যাতনায় কাতরাচ্ছে।

বাবাজী ম'শায় একটু এগিয়ে গিয়ে তার শিয়রে দাঁড়ালেন। —হাতে 'নাম', মুখে করুণার হাসি।

(*১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'উজ্জীবনে' প্রকাশিত 'সঙ্গে প্রসঙ্গের' ছায়া অবলম্বনে।)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

"শ্রী" থাকবেন্ কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! নীতিশাস্ত্রে একটা কথা আছে,—বাণিজ্যে লক্ষ্মী আসেন পুরোপুরি, কৃষিতে আসেন অর্দ্ধেক, চাকরীতে সিকি (এক চতুর্থাংশ)। আর ভিক্ষায় কিছুতেই আসেন না।—তা হোলে সন্ন্যাসী বাবাজীরা তো 'ভিক্ষুক্', এঁদেরই বেশী ধন-দৌলত হ'য়ে লক্ষ্মী আসেন কি ক'রে? আর এঁরা তো ফুল-জল দিয়ে, বার তিথি ধ'রে লক্ষ্মীপুজাও করেন না, তাহলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সন্ন্যাসী' 'সন্ন্যাসী'—'বৈরাগী' 'বৈরাগী' করাটা কি ব্যবসা? কৃষি তো নিশ্চয় নয়? চাকরীও নয়, স্রেফ্ ভিক্ষা ক'রেই তো এদের জীবন ধারণ? কর্কশ কথায় ব'ল্লে বলা যায়, ওঁরা লক্ষ্মীছাড়া, কিন্তু অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীর ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা থাকে। বাবা! রহস্যটা কি আপনি বলুন?

বাবাজী ম'শায়ঃ (মধুর হাসিভরা মুখে ব'ললেন) কর্তা এসেছেন, গৃহিণী আস্‌বেন্ না, এ কি কথা! গুজ্‌রাটে দেখেছো? যে বাবাজীর ধন-দৌলত, মঠ-মন্দির, গোশালা, অনেক সেবক, খুব ভোগরাগ, ঢের অতিথি সেবা থাকে না, তাঁদিকে ওঁরা বলেন,—"প্রভুজীকী কৃপা অবতক্ নহি হুয়ী"; প্রভু যে ষড়-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তা তাঁকে ছেড়ে "শ্রী" থাক্‌বেন কোথায়? তবে যে বল্লেন,—গৃহীদের বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, সে হোলো, তাঁকে ছেড়ে এসে (লক্ষ্মী) দুদিন দেখেন 'আমার প্রভুর সেবা', 'প্রভুর প্রিয়ের (ভক্তের) সেবা' ইনি করেন কি না? তারপর যখন দেখেন, না। মতি গেল না, ব্যস্ অম্‌নি হাওয়া। দেখ না, যেখানে যেখানে তাঁর (নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ) সেবা সেইখানেই কত পুরুষ ধ'রে তাঁর ঐশ্বর্য্য, আর যেখানে তিনি নেই, তা দু'দিনেই ফাঁক। রোগ, জ্বালা, মাম্‌লা, অবিশ্বাস, চুরি. ব্যবসা ফেল সব এসে জোটে। আর তাঁর সেবকদের দিকে চেয়ে দেখ কত পুরুষ ধ'রে 'নিত্য-সেবা' চল্‌ছে।

একটি চিত্রপট দেখেছ?—দু'দিকে হাতী শুঁড় দিয়ে কলসী ধ'রে দেবীর (লক্ষ্মীর) মাথায় জল ঢাল্‌ছে। ওতে কি বোঝালো জান? গৃহীরা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর (লক্ষ্মীর) মাথা গরম। তাঁকে (নারায়ণকে) ছেড়ে লক্ষ্মীর সেবা কর্‌লে কি তিনি থাকতে পারেন? কর্ত্তার সেবা কর, গৃহিণী আপনিই আসবেন? নইলে যে তাঁকে (লক্ষ্মীকে) অসতী বলবে লোকে; কৃষ্ণ-কান্তাদের* মধ্যে লক্ষ্মীগণও আছেন।

---

* কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥ ব্রজাঙ্গনা রূপ, তার, কান্তাগণ সার।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রতি ভেদেই রসের ভোগ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! সকালে প্রসঙ্গতঃ বল্লেন,—'সাধকের ভোগ সর্ব্বোপরি।'—তাই কি 'কবিরাজ গোস্বামী', 'বৃন্দাবনদাস ঠাকুর', 'সরকার ঠাকুর' প্রভৃতির গৌরাঙ্গ ভোগ পৃথক্ পৃথক্?

সরকার ঠাকুরের অনুগত লোচন, শ্রীগৌরাঙ্গকে বল্লেন,—

"জয় গোলকের পতি রাধার নাগর"

"কেন বা নাগর বেশ ছাড়িয়া সন্যাস?" তারপর,—গৌরাঙ্গের প্রতি এই স্তুতি-দৃষ্টিকে একেবারে ভৎর্সনার সুরেই শ্রীবৃন্দাবনদাস বল্লেন,—"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণও না করিলা বিদিত সংসারে।" অতএব যত মহামহিম সকলে 'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥'

বাবাজী ম'শায় : কথাটা হোলো, ভক্তভেদে 'রতিভেদের' কথা। **রতি ভেদেই রসের ভোগ।** যাঁরা যে 'রসে' ভোগী, তাঁরা আবিষ্ট হ'য়ে থাকেন তাদের অভীষ্টের স্বরূপ চরিতে। তাঁরা অন্যগুলি জানেন, তবে নিষ্ঠা তাতে আসে না, এলে 'নিত্য-সিদ্ধ' কথা থাকে না। তাই তো শ্রীবৃন্দাবন দাস ব'ল্লেন—"যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে বাখা'নে।

তথাপি স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥"

ও স্বভাবটি বৃন্দাবন দাসের নিজের।

"মন্থনের ঘূর্ণিটার বেগটা থামে নাই"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : **শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের প্রবর্তনা যদি জাতি কুল নিরর্থক জানবার জন্য হয়,** তাহ'লে তাদের পরে যাঁরা রইলেন, তাঁরাই তো আজ গোস্বামীগৌরব আচার্য্যগৌরব পাচ্ছেন। এঁরা তো 'চৈতন্য ভাগবত' 'চরিতামৃত' পাঠও করেন, ব্যাখ্যায় চোখের জলও ফেলেন, অথচ 'ব্রাহ্মণ্য গৌরব' সবার উপরে রাখেন।—এ কি রকম?

বাবাজী ম'শায় : দুধ দোয়ার পরই কি মাখন ওঠে? আগে 'মন্থন'. তারপর। মন্থন করলেই মাখন ওপরে উঠবে; এও তেমনি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এখন এঁদের মধ্যে মন্থন চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে দুধের সারটি ওপরে উঠ্‌ছে। এরপর ওটি তিনি তুলে নেবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : তা হলে বাবাজী বৈরাগীদের মধ্যে যে দেখা যায়, সব ছেড়েও 'ব্রাহ্মণ কুলের শেষ চিহ্ন' পৈতাখানি অনেকে ছাড়েন্ না। ওখানেও কি আবার নতুন করে মন্থন হবে নাকি ?

বাবাজী ম'শায় : ওখানে মাখন উঠে গেছে, তবে মন্থনের ঘূর্ণিটার বেগটা থামে নাই। হাত ছেড়ে দিলেও চাকাটা কিছুক্ষণ ঘোরে, তারপরই শেষ।

কি রসিকতার সঙ্গে উত্তর।

* বিংশ শতাব্দীর যবন হরিদাস *

শালকিয়ার পাঁচুদা'র বাড়ীতেই তখন আসা যাওয়া। দরমাহাটা মঠ সেই বছরই শুরু। শারদীয়া পূজা শেষ হ'য়েছে, কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। এমন সময় একদিন, শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের কয়েকটি যুবক এসে, পরম আত্মীয়তার স্বভাবে আবদার ক'রলেন,—

"বাবাজী ম'শায়! আপনাকে 'কুমারডুবি' (মানভূমের প্রান্তে) যেতে হবে। ওখানে আমাদের একটি ক্লাব হ'য়েছে। ঐ ক্লাবে, আমরা শ্রীখণ্ডবাসীরাই সংখ্যাধিক। ওখানে রোজ বৈকালে পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। এবার, বার্ষিক উৎসব হিসাবে অষ্ট-প্রহর নাম কীর্ত্তন হবে। সেই অষ্ট-প্রহরের 'অধিবাস' আদি কীর্ত্তনে আমরা আপনাকে আমাদের মধ্যে পেতে চাই। যেতে হবে।"

এই সব যুবক, সেখানে চাক্‌রী উপলক্ষ্যে গিয়েছে। 'নাম প্রসঙ্গে' অবসর-যাপন করে, এছাড়া, এঁরা সব বৈষ্ণব-গৌরব 'মুকুন্দ' 'নরহরি' 'রঘুনন্দনের' সম্বন্ধ ধরে। এঁদের দর্শন ও প্রস্তাবে বাবাজী ম'শায় খুবই আনন্দ পেলেন। কুমারডুবি যাবার একটি দিনও স্থির হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দিষ্ট দিনে ও ট্রেনে রওনা হ'য়ে গণসহ বাবাজী ম'শায় বৈকালে ষ্টেশন হ'তে "নাম" ক'রতে ক'রতে উৎসব-স্থলীতে উপস্থিত হ'লেন। ঐ রাতেই নাম-যজ্ঞ উৎসবের "অধিবাস" কীর্ত্তন হোলো। সে কীর্ত্তনানন্দ অননুভূতপূর্ব্ব। পরদিন প্রভাতে অখণ্ড-নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। প্রভাতী সুরে নাম চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। 'ইত্যবসরে' বাবাজী ম'শায় ঐ সুরেই 'নাম-মহিমা কীর্ত্তন' আরম্ভ ক'রলেন,—

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন — চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন করে
দুর্ব্বাসনা মালিন্য ক্ষালণ ক'রে — ঐ
অনাদি কালের সঞ্চিত যত — ঐ — ঐ
মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে — অজ্ঞানতা যায়রে দূরে
এই ভুবন মঙ্গল নাম গানে — ঐ
সকল মঙ্গল উদয় করে
এই ভুবন মঙ্গল নাম গানে — ঐ

* * * *

"আমার" ঘুচায়ে "তোমার" করে

এমনি ধরণে এক একটি আঁখর দিতে দিতে 'নামের স্বরূপ ব্যাখ্যা,' 'নাম নিত্য বিগ্রহ,' 'নাম বিগ্রহের কারুণ্য প্রকাশ,' 'সে করুণায় সবাই তাঁর,' 'কেউ পতিত নয়,' 'কেউ অবহেলিত নয়,' 'নাম সবার তাপ্‌ ঘুচায়ে জীবের স্বরূপ জাগিয়ে দেন,' ইত্যাদি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আবেগ-আপ্লুত হৃদয়ে ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হ'তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গেই 'নামের' করুণা বিজয়ের প্রকাশ-গৌরবের আলোকচ্ছটায় সবই যেন অপরূপ আলোকময়। এমনি ভাবনাময় উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ, প্রচণ্ড হাস্য, আবার কিছু পরেই যেন হৃদয়ের তীব্র জ্বালা অনুভব করে চরম দৈন্যের স্বর এবং যেন পিচকারী ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রতে ক'রতে দৈন্যোক্তিময় স্বতস্ফূর্ত আঁখরের পর আঁখর। সে যে কি দৃশ্য, যে না দেখেছে তাকে ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। ক্লাব ঘরে তিল ধারণের স্থান নাই। যিনি যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে বা ব'সে কীর্ত্তন শুন্‌ছিলেন আর বাবাজীম'শায়ের বিবর্ণদেহে ক্রন্দন, ও আলুলায়িত অবস্থাটি দর্শন ক'রছিলেন তিনিই যেন পটে আঁকা চিত্রের মত স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত অবিশ্বাস্য "অন্তর বাহিরের কীর্ত্তন প্রকাশ"। মাতার পুত্রের প্রতি সহজ-স্বাভাবিক স্নেহের মতই এ কীর্ত্তন। ফলে, সমাগত জনতার যেন দেহ-স্মৃতি লোপ পে'ল।

কীর্ত্তনের শেষ পর্য্যায়ে বেদনার স্বর আরও তীব্র এবং সেই সঙ্গেই নামময়-জীবন 'ঠাকুর হরিদাসে'র প্রকট জীবনের সঙ্গে গৌরসুন্দরের ভক্তবাৎসল্যের প্রসঙ্গ তুলে, 'দান মাহাত্ম্য,' 'নিতাই-জড়িত শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ-মাধুর্য' প্রকাশ ক'রতে ক'রতে গাইলেন—

সবে মিলে কৃপা কর গো
যেন হৃদে ধ'রে থাকৃতে পারি
অকপটে গুরুসেবা করতে পারি
আমার সর্ব্বস্ব গুরু মূরতির
অকপটে সেবা করতে পারি
তাঁর প্রিয় 'নাম' বলি মুখে
তাঁর চরণ কমল ধরি বুকে
প্রাণভ'রে গাইতে পারি—
ভজ নিতই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

'নামের' প্রসঙ্গে 'উপক্রম' আর নামের প্রসঙ্গেই 'উপশমের' মধ্য দিয়ে এক উন্মাদনাময় পরিমণ্ডলের সৃজন ক'রে প্রভাতী কীর্ত্তন পূর্ণ হোলো। বেলা তখন সাড়ে এগারটা। পাঁচ ঘণ্টা সময় যেন নিমেষে কেটে গেল। কে বিশ্বাস ক'রবে?

একটু পরে স্নানের প্রস্তুতি। যাঁদের সাক্ষাৎভাবে জানা নেই, তাদের অবগতির জন্য নিবেদন,—

বাবাজীম'শায়কে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাওয়ার সময়, একবার, স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখার সময়, আর যেদিন রাত্রে কীর্ত্তন প্রসঙ্গ না থাকৃতো, সেদিন রাত্রি ৮॥০টার পর এবং প্রসাদ পাওয়ার পর (সেটা কদাচিৎ হোতো)। হাসি আলাপ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সহজ সরল সিদ্ধান্ত পেতে হোলে ঐ দু'টি সময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দিন বাবাজীম'শায়কে সেবকবৃন্দ তেল মাখাচ্ছেন, আর্থাৎ পরিবেশটি অত্যন্ত আনন্দময় সহজ সরল। এমন সময় চারু-দা' একখানি "হিতৈষী" পত্রিকা এবং খামের চিঠি নিয়ে সেখানে এসে ব'সলেন। বাবাজী ম'শায় ছাড়া আর সকলে ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ, বাবাজী ম'শায়ের গোষ্ঠীতে **'সংবাদ-পত্রর-কোন প্রসঙ্গ,-'বৈষয়িক প্রসঙ্গ' অথবা 'কোন ব্যক্তির চর্চ্চা' একেবারে নিষিদ্ধ।** তাই, সবার মনে নীরব প্রশ্ন,—"চারুদা'র মত এমন অধিকারীর আজ এ কি কাণ্ড ?

বাবাজীম'শায় প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চারুদা'র দিকে তাকালেন। তিনি স্থির ও ধীর স্বরে নিবেদন করলেন,—

"সমাজবাড়ী থেকে একখানা চিঠি আর এই কাগজ খানা দিদি (শ্রীললিতা সখীমা) পাঠিয়েছেন।"

বাবাজী মহাশয় উৎসুক্যের দৃষ্টিতে মৌন সম্মতি জানালেন, "পড়"। চারুদা'—চিঠিটি শোনাতে লাগলেন,—

জয় জয় নিতাইচাঁদ !

প্রিয় রামদাস !

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল, সেই কাশিমবাজারের উৎসবের পর আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সর্ব্বদা প্রার্থনা করি প্রভুর কৃপায় তোমার সর্ব্বত্র কুশল। আজ একটি গুরুতর প্রস্তাব-সহ তোমার নিকট একখানা সংবাদ পত্রের অংশ বিশেষ পাঠাইলাম। তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অশেষ কৃপাভাজন। শ্রীমান্ হুশেন্ আলিকে তোমার নিকট শীঘ্রই পাঠাইতেছি। শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিও। অত্রস্থ কুশল। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার সান্নিধ্য শীঘ্রই ঘটিবে বলিয়া মনে করি। ইতি

অশ্বিনী কুমার দত্ত

চারুদা পরে পড়িলেন "হিতৈষী" পত্রিকার একটি বিশেষ দাগ দেওয়া অংশ। "বরিশালের বাটাজোড় নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান "হুশেন আলি" তাহার স্বজাতীয়ের নিকট হইতে নানাভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতেছেন। হুশেনের অপরাধ সে হিন্দুদের হরিনাম করে। এই হরিনাম করা অভ্যাস তাহার বাল্যাবধি। প্রথম প্রথম বাড়ীতেই মাতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা ও আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ধমক দিয়া এই অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করা, কীর্ত্তন করা, বৈষ্ণবের সঙ্গ করার অভ্যাস তাহার বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমক্ ছাড়িয়া প্রহার, পরে অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলে। এখন তাহার জীবন সংশয় উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, একটি চক্ষু পুরাপুরি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কোন মুসলমান্ তাহাকে সামান্য আশ্রয়-ভরসাও দেয় না, আর কোন হিন্দুও তাহাকে রক্ষা করিবার সাহস পান না। পুলিশ আসিয়া শুধু মজা দেখিয়া যায়। আমরা, উদারচেতা বৈষ্ণবদের নিকট আবেদন জানাইতেছি, ভারত ধন্য ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ ও যবনকুলজাত—শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সংমিলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদার পন্থা অনুসরণ করিয়া এই হুশেন্ আলি নামক বৈষ্ণবের দেহ মনকে রক্ষা করুন।"

ঐ চিঠি ও পত্রিকার কাটিং অংশ শোনার সময়ে করুণা-বাহন বাবাজী ম'শায়ের থর্ থর্ কম্পিত শ্রীঅঙ্গ, চোখে জলের ধারা ও মুখে বেদনার ছাপ যে দেখেছে তারই বুকে বাবাজী ম'শায়ের ঐ 'জীববন্ধু' স্বরূপটি চিরতরে আঁকা আছে।

পরম গম্ভীর আশয় বাবাজী ম'শায়, দৈনন্দিন কৃত্যগুলি সমাধা ক'রে, যথাকালে রাত্রের কীর্ত্তনে ব'সলেন। "ত্রিকাল-সত্য-লীলা"—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়" এ-দুটি যেন সাক্ষাৎ ভাবে দর্শনানন্দে বিভোর হ'য়ে রাত্রির কীর্ত্তন শেষ হোলো। পরদিন 'প্রভাতী কীর্ত্তন' অন্তে "নগর-সংকীর্ত্তন"। সে নগর-কীর্ত্তনে জনতার সমাবেশ ও উন্মাদনা দেখে মনে জেগে উঠে, লীলা-গ্রন্থে বর্ণিত 'কীর্ত্তন-রণবীর-গৌরহরির নদীয়া লীলার কাজি-দলন চিত্রটি।'

সেই রাত্রেই সকলের কলিকাতা মঠে ফেরা হোলো। আবার পরের দিনই—শ্রীধামনবদ্বীপের সমাজ-বাটিতে যাওয়া। ওখানে থাকা হোলো দু'দিন। বাবাজী ম'শায়ের মুখ চোখের ভাব, যেন হুশেন্-আলির জন্য অধীর প্রতীক্ষা! তৃতীয় দিনে, শ্রীখণ্ডের বার্ষিক উৎসবের জন্য সকলে রওনা হ'লেন।

শ্রীখণ্ডের (বার্ষিক) 'বড়ডাঙ্গার'—উৎসবে, সে যে কি আনন্দের পাথর ব'য়ে যায়,—তা ব'লে বোঝাবার নয়। শত-সহস্র জন-সমাগম। বৈষ্ণব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু, উদাসী, গৃহী (বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী) যেন কোন্ অমোঘ-আকর্ষণে একত্রিত হয়।

চাঁদের হাটের মত গণসহ বাবাজীমহাশয় সেখানে আছেন, শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর, বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়, নবদ্বীপ মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি আছেন, এবং বাংলা ও উড়িষ্যার খ্যাতনামা অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব ও গোস্বামী-বৃন্দও আছেন। "গৌর-নরহরির" রসাল-প্রসঙ্গে সে স্থানটি মসগুল। এমন সময় এক আগন্তুক এসে সবার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। ঘটনাটি—

প্রায় একশত হাত দূর থেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স্ক এক মুসলমান দর্‌বেশ এলেন—পরণে ছেঁড়া চট্, তিনি তাঁদের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন। তাঁর দু-চোখে জলের ধারা, অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত। নিকটে এসে, চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ভগ্ন স্বরে-আত্মপরিচয় দিলেন—

"আমি পাপিষ্ঠ হুশেন্-আলি। দীন-দয়াল অশ্বিনী বাবুর (বাংলার গৌরব প্রখ্যাত—অশ্বিনী কুমার দত্ত) সাহায্যে—প্রথমে নবদ্বীপে যাই, সেখানে আপনাকে না পেয়ে, সখীমার কৃপায়, আজ এখানে আসতে পেরেছি।"

—বলেই দ্রুত ছুটে এসে বাবাজী ম'শায়ের শ্রীচরণে হুম্‌ড়ি খেয়ে লুটিয়ে প'ড়লেন। তারপর সে কি এক হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন! বিরাট মেলা। আবার সময়টি দিবাভাগ। তাই অল্প সময়ের মধ্যে স্থানটিতে বহু-জনসমাগম ঘ'টল। বাবাজী ম'শায় ও সেখানে যাঁরা সমাগত সকলের চোখেই জল। বাবাজী ম'শায় থর্ থর্ ক'রে কাঁপছেন। একটু স্থির হ'লে, আমাদের ভাইদের মৌন-ইঙ্গিতে জানালেন,—"একে নাও।"

অনুভবী ভ্রাতৃবৃন্দ সেই হুসেন্ আলিকে ভ্রাতৃস্নেহে প্রথমে 'নরহরির প্রাণগৌরকে' দেখালেন, পরে বাৎসল্যে প্রসাদ পাওয়ালেন, তারপর ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান সারিয়ে তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচনা দিলেন গোপীদা'। হুসেন্ এখন আমাদের গোষ্ঠীর জন। দু'দিন পরে কলকাতায় ফেরা। পরদিনই নবদ্বীপ। সাথে সাথে হোসেন্ আলিও আছেন।

নবদ্বীপে সখীমা ও আশ্রমবাসী কাকারা ও দাদারা সকলে হোসেন আলিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহ বাৎসল্য দিয়ে নিজ জন ক'রে নিলেন। সংবাদ শুনে সেখানের গোস্বামী সন্তানরা ও ভজনানন্দী বৈষ্ণববৃন্দও একে একে সমাজবাটিতে এলেন। নিতাই গৌরের করুণার জয় দিতে দিতে সবাই আনন্দ প্রকাশ ক'রলেন। পরের দিন বাবাজী ম'শায় হুসেন আলিকে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দিলেন। গোবিন্দ জ্যেঠাম'শায় তাঁকে বেশাশ্রয় আশ্রয় দিলেন। নাম হ'ল,—"হরিদাস।"

বাবাজী ম'শায়ের বার্ষিক কীর্তনসূচীতে 'নদে' 'নীলাচল', 'ব্রজ' ও আর আর গৌরবিহারভূমিতে যাওয়া হয়। প্রায় দুই বৎসর কালব্যাপী হরিদাসদা' অখণ্ডভাবে বাবাজী ম'শায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। তাঁর 'কঠোর বৈরাগ্য', 'গুরুনিষ্ঠা' 'নামে রুচি', ও 'দীন ব্যবহারে' তিনি সকলের শ্রদ্ধালাভ ক'রেছিলেন।

ক্রমশঃ তাঁর চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে পড়ে। তখন তাঁকে শ্রীপাঠবাড়ীতে (বরাহনগরে) 'বৈষ্ণবখণ্ডে' থাকার কৃপাদেশ হয়।

(বাবাজী ম'শায় যেদিন যেদিন শ্রীপাঠবাড়ীতে থাকতেন) তাঁর নিত্য কৃত্যের মধ্যে অন্যতম কৃত্য ছিল, এই যবন হরিদাস দাদাকে দেখতে আসা ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। হরিদাস দাদার মুখে **'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"** নাম ও চোখে জলের ধারা সব সময় থাকৃত। আবার, যে যে দিন, যে যে সময়টুকু বাবাজী ম'শায় তাঁকে সঙ্গ দিতেন, সে সব সময়ে তাঁর অন্ধ চোখের ধারা যেন শতগুণ বেড়ে যেতো। বাবাজী ম'শায়ের বাৎসল্য আবেশের কণ্ঠস্বরে—

"হরিদাস কেমন আছ"

(কথা) শোনামাত্র মাতৃহারা গোবৎসের মত তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গড়াগড়ি দিতে দিতে বাবাজীম'শায়ের শ্রীচরণে যে ভাবে আছাড়ী-পিছাড়ী ও ব্যাকুলতার সঙ্গেই এসে লুটিয়ে পড়তেন, সে দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সব ধন্য!

বাবাজীম'শায় 'নদে' 'নীলাচল' 'ব্রজ' এই তিনটি স্থানের যেখানেই থাকুন্ না কেন, শ্রীপাঠবাড়ী থেকে কেউ গেলে, তাকে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন ক'রতেন,— "হরিদাস কেমন আছে?" কি বাৎসল্য!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গৌর-গণের বিরহের স্মরণই সর্বোত্তমা প্রাপ্তি"

—এটি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল, এই যবন হরিদাদার (বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পর) প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তাঁর প্রকট জীবনের দৈনন্দিন কৃত্যে ও আচরণে।

বাবাজী ম'শায়ের অপ্রকটের পরে যাঁরা যাঁরা এই 'হরিদাস দাদার' দর্শন পেয়েছেন, তাঁদের বুকে আঁকা আছে,—"সে বিরহ কি !"

ইনি অপ্রকট হন—শ্রীপাঠবাড়ীতে, ১৬ই ভাদ্র, ১৩৬৫, কৃষ্ণা চতুর্থী, মঙ্গলবার, সকাল ৭-৪০ মিঃ আর ২৩শে আশ্বিন ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে তাঁর "বিরহ মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। (শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর, ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ।

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

ভালবাসার নামগন্ধও নেই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'ভালবাসা তো মনের ব্যাপার, তা যোয়ান ছেলে মেয়েরাও পরস্পরকে ভালবাসে, আবার ধনীরা মঠ-মন্দির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রতে ভালবাসে, নিরুপায়রা ভিক্ষা করতে ভালবাসে, ভাল ছাত্ররা বই পড়তে ভালবাসে, অধ্যাপকরা পড়াতে ভালবাসে,—আর ঘরকন্না করায় যে ভালবাসায় তার তো ইয়ত্তা নাই, সবাই ভালবাসে। আচ্ছা ভালবাসার কি শ্রেণী আছে ? বাবাজী বৈরাগীদের 'অভীষ্ট' ভালবাসারও নিশ্চয় শ্রেণী আছে, সবার ভালবাসা তো একরকম নয় !

—সবাই আপনাকে (শ্রীগুরুদেব) ভালবাসে, অথচ ভালবাসার শ্রেণী নিশ্চয় আছে ! আমাদের বুঝিয়ে দিন্ বিষয়টি—

বাবাজী ম'শায় : (হাসতে হাসতে বলছেন) দাশ ম'শায়কে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) দেখেছি দেশকে ভালবাসতে ; বুঝলে ? ভালবাসার উদয় হলেই আগে আসে ত্যাগ। তখন সব কিছু 'ত্যাগ' করার জন্যই ছটফটানি আসে। যে রাজ্যেই হোক্ না, ভালবাসার যত জাতই খোঁজ না, ওর একটাই জাত ; আর স্বভাবও একটাই।

আপন ভোগের রেশ পেলেই বুঝবে ওটা ভোগই, (তাতে) ভালবাসার নাম গন্ধও নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসায় ভোগ কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! তবে নিতাই গৌরকে যে বলেন—"তাঁরা বড় ভোগী, আপন ভোগেই মত্ত," তা' হলে 'ভালবাসার' সঙ্গে ব্যাখ্যার মিল্ হয় কি করে ?

বাবাজী ম'শায় : (খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলেন, পরে বললেন) তুমি 'বিষয় রস' ত্যাগ করলেই বুঝবে তিনি কেমন ভোগী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! তাহ'লে ত্যাগীরা যে রকম রকম নৈবেদ্য দিয়ে ভোগ লাগান, ঐ সব ভোগ করেই নিতাই গৌরাঙ্গ ভোগী ?

(এই প্রশ্ন শুনে সেখানে উপবিষ্ট গুরু-ভাইরা বিষম চটে গেলেন। তাঁদের ঐ অবস্থা দেখে—)

বাবাজী ম'শায় : আহা, তোমরা রাগ্ কোরছো কেন ? জীব তো নিজের ভোগ লালসায় ঠাকুরকে ভোগ লাগায়, ও (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) আর মন্দ কি বলেছে ? তা'দিকে ভোগ লাগিয়েই তো বৈরাগীদের বিষয় ভোগের লালসা বাড়ে। ও কি তাঁকে ভালবাসার চেহারা ? ভালবাসায় ভোগ কোথায় ? শুখা রুখা জুট্‌লে ভাল, না জোটে দেহ পাত, তাতেই বা কি ? গোঁসাইদের জীবন দেখ তো ? তাঁরা কি ছেড়ে এলেন ? কি পেলেন ? আর কি দিলেন ? —এগুলি অনুসন্ধান করলেই 'ভালবাসার' স্বরূপ বুঝবে। আসল কথা হো'লো, ভালো-বাসা (ঘর-স্থান) ও চাই।

এ রাজ্যের 'ভালর মাথা' খাওয়া চাই ; তবে আসে ভালবাসা।

*(ভালর মাথার অর্থ=সুখ ভোগের প্রয়াস)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! হিন্দুদের এই যে চার বর্ণ, আর রকম রকম জাত, এদের মত মুসলমানদেরও আত্মা এবং ঈশ্বর কি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টির দায়িত্ব নেন না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত তো "ভাগবতবাদ"। সেটি হোলো সমন্বয়বাদ। তা সে সমন্বয় তো, মানব জাতির জন্য? না শুধু হিন্দুদের জন্য? সেই 'ভাগবতবাদ' সব বাধাকে ঠেল্‌তে শিখিয়েছেন। আর মুসলমানদের ছোঁয়াছুঁয়ির বাধাকে ঠেলতে পারেন না? তা' হ'লে গৌর এসে ঠাকুর হরিদাসকে মহাভাগবত করলেন কোন্ পথে?

বাবাজী ম'শায়ঃ তখন বন্ধুসুন্দর ফরিদপুরে। ওঁদের (মুসলমানদের) সব মিটিং হ'য়েছিল। অনেক জায়গা থেকে ওঁদের প্রধানরা এসেছিলেন। তারা ব'লেছিলেন,—"আর আমাদের এত দল থাকা উচিত নয়। 'কোরাণ' ও 'হাদিস' (যুক্তিবাদ গ্রন্থ) সবারই মান্য। চার ইমামের কর্ত্তারা এসে এক হ'য়ে যান। আমাদের 'শিয়া' 'সুন্নী', 'ওয়াহারী', 'ইস্‌লামিয়া', 'দাউদি', 'আহ্‌মদিয়া', 'বাহারি', 'শেখ', 'সৈয়দী', এই সব বেড়া-গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলুন। আমাদের সঙ্গে হিন্দুদের এত রেষারেষি থাকলে ইংরাজদের সুবিধা হয়।" এই সব শুনে আমি (বাবাজী মশা'য়) বন্ধুকে (প্রভু জগদ্বন্ধুকে) ব'লেছিলাম, —"তবে যে বলে মুসলমানরা এক জাত, এক প্রাণ।" (একথা) শুনে বন্ধু বলেছিলেন,—

"হ্যাঁরে মানুষ কি সুবিধা পেলে প্রভুত্ব হারাতে চায়? মানুষ যে বুদ্ধিমানের জাত রে?

তবে কি জান! ঈশ্বরমুখী হলেই একজাত হয়ে যাবে। তাঁকে ভুল্‌লেই ভিন্ন ভিন্ন জাত পাঁত। যে দেশেই যাও, ঈশ্বরের প্রভুত্ব ভুলিয়ে মানুষের প্রভুত্বই জাত পাঁতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁতে (ঈশ্বরে) প্রেমের দৃষ্টি এলেই সব ঘুচবে। নইলে সব থাকবে। তবে আর কিসের জন্য অত ছট্‌ফটানি। কিসের তাড়াহুড়া ক'রে বার বার আসা তাঁর (ঈশ্বরের)।

যে যে কুল থেকে প্রভুত্বের উদয় হয়, সেই সেই কুলে তিনি (ঈশ্বর) এসে জীবের ভয় দূর করে দেন। এবার মিলিয়ে দেখ দেখি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক্ষত্রিয় কুলে প্রভুত্বের জন্য ধর্মের গ্লানি হলে, এ' কুলে 'শ্রীকৃষ্ণ'। বৈশ্যকুলে গ্লানি এলে—বৈশ্য 'জিন'। আর ব্রাহ্মণ কুলে প্রভুত্বের উদয়ে ধর্মের গ্লানি এলে তখন 'নিতাই-গৌর'।)

চতুর্থ আভাস

অলঙ্কার প্রয়োগে শ্রীলরামদাস

বাবাজী ম'শায় শ্রীনিত্যানন্দের করুণা লাভের সার্থক বাসনার পরিপূর্ত্তি দেখেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গে। এইটিই 'অভিধেয়'। এই অভিধেয়টি একটি "রূপক অলঙ্কারের" মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

যদি ডুবতে চাও ভাই
সংসার সাঁতার ভুলে ঐ
দুর্ব্বাসনা তরঙ্গময় এই সংসার সাঁতার ভুলে "
পরানন্দ পারাবারে "
গৌর প্রেম রসার্ণবে "

এটি ভাব প্রধান 'নিরঙ্গ' রূপক অলঙ্কার। ডুব দেওয়া লক্ষ্য, আর তাতে সন্তরণ 'বিস্মৃতির' লক্ষণ। জল সন্তরণ বাস্তব, তাই সেটি প্রতীক, আর তারই নিরঙ্গ 'ভাব-প্রধান'।

---

* অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত রূপকালঙ্কার। এ অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য—

"অভেদো ভাষতে যস্মিন্ উপমান উপমেয়য়োঃ। রূপকং কথ্যতে সদ্ভিঃ"

অর্থাৎ 'উপমান' 'উপমেয়ের অভেদ নির্দেশ ক'রলে অপর কথায়, 'উপমেয়কে' উপমানরূপে বর্ণনা করলে "রূপক অলঙ্কার" হয়।

এই রূপক অলঙ্কারটি 'সাঙ্গ' হয়, আবার 'নিরঙ্গ'ও হয়। অর্থাৎ 'ভাব-প্রধান' হ'য়ে নিরঙ্গমাত্র হলেও চলে, আবার 'বস্তু-প্রধান বা সাঙ্গ হ'য়ে ভাব সম্পর্কশূন্য হলেও চলে।

আর এক প্রকারের 'রূপক' হয় সেটি 'উপচার রূপক'। এর দশটি ভেদ। এই উপচার রূপকের প্রয়োগ প্রচার নাটকেই প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[২]

অত্যন্ত সহজ প্রতিভার (এক বিশেষ শক্তিতে) বাবাজী মশা'য় সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা ক'রেছেন। (তাতে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরাবলী প্রকাশ পেয়েছে, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিরীখে সেগুলি "পরিকর অলঙ্কার"*)

ত্রিভুবন বন্দন	জয় শচীনন্দন
ভুবন আনন্দন	ঐ
কীর্ত্তন নটন	"
নাটুয়া বিনোদন	"
শ্রীশচী দুলালিয়া	"
নদীয়া ইন্দুয়া	"
মাধুর্য্যামৃত সিন্ধুয়া	"
ঠমকি গমনিয়া	"
নটন বিভঙ্গিয়া	"
রসরাজ নাটুয়া	"
অখিল মরম চোরা	"
রাধাভাব দ্যুতি চোরা	"
কিশোরী বরণ চোরা	"
রাই অনুরাগে তনু গড়া	"
শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিজমণি	"
শিরে চাঁচর কেশ শোভন	"
সুমধুর ভাষণ	"
জাতিকুল উপাড়ন	"
পাষণ্ডী আলিঙ্গন	"
অঙ্গে ভাবাবলী ভূষণ	"
ভকত হৃদয় ধন	"
জগজন জীবন	"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার, **শ্রীরাধার সন্ধ্যা আরতির সময়** ব্রজের দ্যুতি-বিভূতির মাধুর্য্যের উদ্দীপনা উল্লাসের রস মাধুর্য্যে মগ্ন হ'য়ে যেসব আঁখর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিও "পরিকর অলঙ্কার"। যথা—

আমাদের	বৃষভানু দুলারী প্যারী	জয়রে জয়রে জয়
"	বৃন্দাবন বিলাসিনী	ঐ
"	গাম্ভীর্য শালিনী	"
"	কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	"
"	মাধুর্য্য কাদম্বিনী	"
"	ললিতা জীবনী ধনী	"
"	পুরট পদ্মিনী ধনী	"

* পরিকর অলঙ্কার :

"উক্তৈ র্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ"

[শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ]

অনুবাদ : প্রকৃত অর্থ পোষক বহু বিশেষণ যুক্ত বিচিত্র বর্ণনার নাম "পরিকর অলঙ্কার"।

চোখে জলের প্লাবন, আর করুণ কান্নার সুরে বাবাজী ম'শায় গেয়েছেন—

(এইবার) দয়া করগো রাধে

স্বর্ণ কমলিনী	ঐ
ধীর ললিতের মনোহারিণী	"
রাধাকুণ্ড বিলাসিনী	"
শ্যাম জলদের সৌদামিনী	"
সমর্থার শিরোমণি	"

নোট : (১)

পূর্ব্ব বর্ণিত (২) "পরিকর অলঙ্কারটির" বিষয়বস্তু যখন ভক্তের অনুভূতিদীপ্ত, আর প্রতিভা স্ফূর্ত্ত বিষয়টি চিত্তের সান্নিধ্যে এসেও পরম প্রেয় হ'য়েই থেকে যায়, তখন সাত্বিকভাবে আনন্দ অশ্রু ঝ'রে পড়ে দু'নয়নে। রোদন ক'র্‌তে করতে আহ্বান করেন তাঁকে। তখন নাম হয় "**বিরুদম্**"

বিশেষেণ আনন্দাশ্রুণা

রোদিতি শ্রোতৃবৃন্দং চ তথা, ততঃ বিরুদম্"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবার্থ :—মহাকবিবৃন্দ রাজস্তুতি অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন-বাণীকে বিরুদ্ বলে। কখনও গদ্য কখনও পদ্যময়ী বাণী হ'য়ে তা দেখা দেয়।

(২). বাবাজী ম'শায়ের (উপরে ধৃত) স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরাবলীতে একাধারে 'পরিকর অলঙ্কার' ও 'বিরুদের পর্য্যায়' ঝল্‌মল্ করছে।

[৪]

'নাম-সংকীর্ত্তন' প্রবাহের তরঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কারের মাধ্যমে 'ভাগবত মহাকবি' বাবাজী মহাশয়ের রস সমৃদ্ধি ভোগই ছিল সমগ্র জীবনের 'সঙ্গীতময় অভিসার।' 'নানা অলঙ্কার' 'নানা ছন্দ', 'নানা ভাব', 'নানা সিদ্ধান্তের সমাবেশ' তাঁর উদ্‌গীত 'অলৌকিক কাব্যে' মুহুর্মুহু ফুটে উঠেছে। সে সবের দিক্ দর্শনে,—

(শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পুর্ব্বে পরম দয়াল শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত গৌরসুন্দরের আবাহন ক'রেছেন—

যদি সীতানাথ না আনিত
কে বা পেত রে!
কে বা জানিত রে!
পরিপূর্ণ প্রাপ্তির উপায়—কে বা জানিত
প্রাণভ'রে জয় দাও
গৌর-আনা-ঠাকুরের—প্রাণভ'রে জয় দাও
কে আনিল রে
এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ—
কে আনিল রে
কে আনিল, কে বা দিল,
কোথায় বা ছিল রে
সীতানাথ আনিল, নিতাই দিল,
ব্রজে যে ছিল রে!
"জয় সীতানাথ
করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি।"

নোট—উপরের দৃষ্টান্তটি "উদাত্ত" অলঙ্কারের।

"লোকাতিশয় সম্পত্তি বর্ণনোদাত্তমুচ্যতে।
যদ্‌বাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাং চরিতংভবেৎ॥"

অনুবাদ : লোকাতিশয় ধন সমৃদ্ধির বর্ণনা, কিম্বা উপক্রান্ত বিষয়ের অঙ্গভূত মহতের চরিত্র বর্ণনার বৈচিত্র্যকে 'উদাত্ত' অলঙ্কার বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই গৌরের সন্ধ্যা আরতি (আ+রতি) কীর্ত্তনে বাবাজী ম'শায়,—

"বিবিধ সুষম ফুলে রচি বন মালা।
শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥" (মহাজনীয় পদ)

(আঁখর) মালা দোলে নিতাই গৌর গলে
বিবধ সুষম ফুলের মালা দোলে নিতাই গৌর গলে
মালা না দোলাতে আপনি দোলে
নিতাই গৌরের অঙ্গ লাবণি হিল্লোলে
মালা না দোলাতে আপনি দোলে
(ও সে) মালার গুণ কি গলার গুণ রে
মালা না দোলাতে আপনি দোলে
"বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে"
মালা না দেলাতেই আপনি দোলে
জগজনের মন দোলাবার ছলে
মালা না দোলাতেই আপনি দোলে
মালার গুণ কি গলার গুণ
মালা না দোলাতেই আপনি দোলে

(৬)

(ক) শ্রীরাধার আরত্রি বর্ণনায়—

"পাট পটাম্বর ওড়ে নীল শাড়ী" (মহাজনীয় পদ)

(আঁখর) আরে কিবা পাট পটাম্বর
আজু ভাল সেজেছে গৌরী
নীল পট্ট শাড়ী ওড়ি
আজু ভাল সেজেছে গৌরী।
যেন মেঘে ঢাকা থির বিজুরী
আমাদের রাই অঙ্গে, নীল পাটের শাড়ী,
যেন মেঘে ঢাকা থির বিজুরী।

নোট: "অন্যোন্য মুভয়োরেক ক্রিয়ায়াঃ কারণং মিথঃ"
দু'টি বস্তুর এক জাতীয় ক্রিয়ার কারণ হ'লে "অন্যোন্য অলংকার" হয়। উপরে বাবাজী ম'শায়ের আঁখরে তা হ'য়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) অধিবাস কীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য বর্ণনায়—

হেম কিরণিয়া আমার সোনার গৌরাঙ্গ নাচে
যেন সোনারই কমল নাচে
প্রেম সরোবরের মাঝে
যেন সোনারই কমল নাচে
ভাব হিল্লোলে হেলে দুলে
যেন সোনারই কমল নাচে

(গ) নগর সংকীর্ত্তনে গৌরহরির নৃত্য বর্ণনায়—

বাঁকামল সোনার নূপুর বেজে যেছে মধুর মধুর
(আঁখর)

গৌরের রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর
বেজে যেছে মধুর মধুর
মন মজাতে নদীয়া বধুর
নূপুর বাজে মধুর মধুর
ওতো নূপুরের বাজা নয়
যেন সৌভাগ্য রটাইছে
ওতো নূপুরের ধ্বনি নয়
যেন সৌভাগ্য রটাইছে
চরণ আমি পেয়েছি ব'লে
যেন সৌভাগ্য রটাইছে
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণবঁধুর
চরণ আমি পেয়েছি ব'লে

কেবল তাই নয়, যেন ধ্বনি তুলে প্রচার করছে—

যদি ভাগ্যবতী হতে চাও,
গৌরাঙ্গ চরণে বিকাও।

(ঘ) গৌরের বাণী

মধুর মধুর কয়গো কথা—
শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা—
চাঁদ যেন উগারয়ে সুধা" (মহাজনী পদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আঁখর) মনে হয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল
যেন চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝর্‌লো।
অকলঙ্ক ষোল কলা
যেন চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝর্‌লে।

(ঙ) মীরার ভজনের পদ—

"মণি কুণ্ডল মকরাকৃতি অলক ভৃঙ্গ গুচ্ছ।"
(আঁখর) অলক নয় যেন ভৃঙ্গাবলী
শ্রীগোবিন্দ শ্রীমুখে
অলক নয় যেন ভৃঙ্গাবলী
দেখে এই মনে হয়
যেন অলকরূপে বিরাজিছে
বাদিনীর ভয়ে
যেন অলকরূপে বিরাজিছে
বরজ আলী চিত্ত ভৃঙ্গাবলী
যেন অলকরূপে বিরাজিছে
মধুপানে লুব্ধ হ'য়ে
যেন অলকরূপে বিরাজিছে
শ্রীগোবিন্দ মুখ কমলের মধুপানে লুব্ধ হয়ে
যেন অলকরূপে বিরাজিছে
বাদিনীর চোখে ধুলা দিয়ে
যেন অলকরূপে বিরাজিছে।

নোট :—*"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা"

উপরে (ক হইতে ঙ)-তে ধৃত বাবাজী ম'শায়ের আঁখরগুলি উপমেয় বা প্রস্তুত বিষয়ের স্বাভাবিক স্থিত গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির তৎ তৎ স্বরূপের প্রকারান্তরে অর্থাৎ অপ্রস্তুত বা উপমানরূপে সম্ভাবিত হয়েই এখানে (উৎপ্রেক্ষা) অলঙ্কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬)

গোরা রসের বদন পানে চেয়ে
নিজ নিজ স্বভাব জাগলো
কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ (মহাজনী পদ)
(আঁখর) আবেশে মুরারিগুপ্ত বলে
গৌর আমার জানকী-বল্লভ
ওই চেয়ে দেখ নব দুর্ব্বাদল জ্যোতি উঠ্‌ছে
কোথায় তোমার গৌর কান্তি ও যে নব দুর্ব্বাদল ছটা

আবার বসু রামানন্দ বলে—

আপন স্বভাবের বলে
বলে ও মুরারি বলছো কি ?
তুমি কারে দেখে কিবা ব'ল্‌ছো
কেন নব দুর্ব্বাদল ব'ল্‌ছো
শ্যাম নবঘনে দেখে
কেন নব দুর্ব্বাদল ব'ল্‌ছো
বুঝি ভাল ক'রে দেখতে পাও নাই
ঐ দেখ মুরারী
প্রতি লোমকূপে জ্যোতি উঠ্‌ছে
ওর বাঁকা আঁখি তার সাক্ষী দিচ্ছে
ও যে ব্রজললনার চিত চোরা
তাই বলি, গৌর আমার রাধারমণ।
রাই সম্পুটিত বংশীধারী নাম ধ'রেছে গৌরহরি।

---

*এটি "উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের" দৃষ্টান্ত।

এই অলঙ্কারটি যে কোন সুধী কবির প্রিয়। ততোধিক প্রিয় ভগাবত মহাকবির। তাঁরা স্ব-স্ব অনুভূতিময় চিত্তে দীপ্তভাস্বর উজ্জ্বল রসের আরাধনার ক্ষেত্রে আরাধ্যের সঙ্গে বক্তব্যের সব কিছুরই "উৎপ্রেক্ষা" করেন।

বক্তার ভাবনিষ্ঠতায়, এই অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারতম্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিমিত্তের ভেদও হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার নয়নানন্দ ব'ল্‌ছেন—

আমি মেনে আন্‌ জানিনা
তোমরা যে যাই বল কেনে
আমি অনুমানের ধার ধারি না।
আমি যা দেখি তাই বলি
ও যে গৌর আমার
গদাধরের প্রাণ—
গৌর গদাই ছাড়া রইতে নারে
গদাধর ছাড়া রইতে নারে—
শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ গৌর আমার গদাধর ছাড়া রইতে নারে

নগর সংকীর্ত্তনে গৌরাঙ্গ দর্শন—

(গৌরের) "কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা" (মহাজনী পদ)
(আঁখর) ওতো নয় চন্দনের ফোঁটা
ও যে মদন বিজয়ী ধ্বজা
ও তো নয় চন্দনের ফোঁটা
ও যে ন'দে নাগরীর কুলের খোঁটা

নোট: "অন্যৎ নিষিধ্য প্রকৃত স্থাপনং নিশ্চয় পুনঃ"
(উপমানের নিষেধ ক'রে উপমেয়ের স্থাপনের নাম নিশ্চয় অলংকার)
উপরে ধৃত বাবাজী ম'শায়ের আঁখবালীতে এই "**নিশ্চয় অলংকরের**" দৃষ্টান্ত মেলে।

(৭)

বাবাজী ম'শায় আস্বাদন করেছেন—

গোপীনাথ হতে গৌরাঙ্গ প্রতি
গদাইর হয় অধিক প্রীতি
আস্বাদিছে যুগল মাধুরী
গদাধর বাম পাশে রহি
অপূর্ণ ভোগের আশে গদাধর বাম পাশে আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার নরহরি প্রসঙ্গে,—

গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন শ্রম জানি
অনুরাগে ডগমগ হ'য়ে
নরহরি চামর ঢুলায়
তার দু'নয়নে বারি ঝর্‌ছে
প্রেমধারায় ধিক্ মানিছে
নরহরি বলে, দূরে যারে প্রেমবারি
তুই হ'লি গৌর সেবার বৈরি
দূরে যারে প্রেম বারি
গোরা রসের বদন হেরি
দূরে যাহর প্রেম বারি
মনে হয় এই সেবা দেখে
নরুর গৌর গদাধর সেবা দেখে
মনে হয় প্রাণে নেয়
ঠাকুর নরহরি মূরতি ধরেছে
যুগল সুখ পায় বটে
এবার আমি আস্বাদিব

শুভ অধিবাস কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ধ্বনির প্রসঙ্গে—

দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মৃদঙ্গ বাজে
মুধুর মৃদঙ্গ বাজে
মুকুন্দ বাসু গান করে
কত গরব ক'রে মৃদঙ্গ বাজে
বাজে ধিক্ তান্ ধিগেতান্
যে আমার প্রাণ গৌর না ভজে
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্
যে না ভজে ওই জগৎপ্রাণ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্
কত গরব করে মৃদঙ্গ বাজে.....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নোট: বাবাজী ম'শায়ের উপরে ধৃত আঁখরাবলীতে একটি কথাকে কথার ছলে ভিন্ন অর্থে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে। এবং সামান্য দিয়ে বিশেষ, কিম্বা বিশেষ কিছু দিয়ে সামান্য, কিংবা কারণ দিয়ে কার্য্য, কিম্বা কার্য্য দিয়ে কারণকে সমর্থন করা হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে এ হচ্ছে, **অর্থান্তরন্যাস**।

সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্য্যঞ্চ কারণেনেদং কার্যেণ চ সমর্থ্যতে
সাধর্ম্যেণ তরেণোর্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ॥

(৭)

বাবাজী মশায় গান করেছেন,—

("জপ,) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
(জপ,) হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
দিবা নিশি জপ্ কর।
শ্রীগুরু কৃপায় নাম জপ্ কর।
শ্রীগুরু কৃপাদত্ত শক্তি বলে
দিবা নিশি জপ্ কর।
নিত্যলীলা স্ফূর্তি পাবে
আরোপেতে লীলা হেরবে।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা স্ফূর্তি পাবে
তোমার জপা নামমালা
স্ফূর্তি পাবে মূরতি ধ'রে
শ্রীগুরু কৃপার অমূল্য ধন
স্ফূর্ত্তি পাবে মূরতি ধ'রে
সাধক হিয়ার গুপ্তনিধি
নামের মালা 'ব্রজবালা'
গ্রন্থিরূপে চিকণ-কালা
মূরতি মন্ত 'নামমালা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু পরেই দেখতে পাবে অপরূপ এক গৌরবর্ণ
আবির্ভাব হবে নব মূরতি
মহাভাব প্রেম রসঘনা কৃতি
মূরতিমন্ত প্রেম-বৈচিত্ত্য
সে যে আমার গৌর মূরতি
পরিণতি গৌর মূরতি

নোট :—উপরে উদ্ধৃত (বাবাজী ম'শায়ের) আঁখরাবলী **"পরিণাম অলঙ্কারের"** দৃষ্টান্ত।

"বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থপয়োগিনি।
পরিণামো ভবেৎতুল্যাতুল্যাধিকরণো দ্বিধা॥"

যেখানে প্রস্তুত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেটি সাধনরূপে প্রসিদ্ধ হয়েও আরোপ বিষয়ের সঙ্গে অভেদ হ'য়ে পরিণত হ'য়ে, প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হয় সেইটি 'পরিণাম অলঙ্কার।'

(৮)

'নাম চিন্তমণি কৃষ্ণ
চৈতন্য রস বিগ্রহ
(এ নাম) অখিল রসের ধাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
এই নামেই করেন অবস্থান
এই মহামন্ত্রই পূর্ব্বরাগ হতে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান
মহামন্ত্র মহাশূর
ব্রজলীলা রসপুর
অদ্বয় ব্রহ্মানন্দনন্দন পেতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নোট :—উপরে উধৃত আঁখরাবলী বহুমুখগতি পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

"পর্য্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভি ধীয়তে"

ভাবার্থ :—এক বস্তু অনেক স্থলে অথবা অনেক বস্তু এক স্থলে ক্রমশই হোক বা কেউ করেই দিক সেটি 'পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার'।

(৯)

শ্রীনিত্যানন্দের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের-তত্ত্ব ও লীলার-সমন্বয় প্রসঙ্গে বাবাজী ম'শায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখর—

তোমরা জাননা কি কলিজীব
আমার গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'ল
সেই আমার প্রাণের রাধারমণ
অপ্রাকৃত নবীন মদন
যে মন্মথের মন মথে
চড়ি গোপীর মনোরথে
কন্দর্প দর্পহারী
রাস রস বিহারী
কন্দর্প দর্পহারী
রাস রসিকবর
কেলিরস তৎপর
মদন দরপ হর
শৃঙ্গার রসময় মূরতি
কেলিরস ভূপতি

নোট :—উপরের আঁখরাবলীতে, শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত ভাব-সম অলঙ্কারটি দেখা যাচ্ছে।

"শব্দৈঃ একাবধৈঃ এব ভাষাসু বিবিধাস্বপি।
বাক্যং যত্রভবেৎ সোঽয়ং ভাষাসম ইতিষ্যতে॥"

ভাবার্থ :—ভাষাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও একরকমের শব্দেই ভরা থাকলে সেটি ভাষা-সম অলঙ্কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০)

বাবাজী ম'শায়ের অন্তর্দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থগত বাগ্‌ভঙ্গীর একটি সুন্দর সন্নিবেশ :—

ভুবন মোহন গৌর হেরে
হার মেনেছে মদন রাজা।
তার পঞ্চশর ভেঙ্গে গি'ছে
গৌরের কটাক্ষ শরাঘাতে
পঞ্চশর ভেঙ্গে গি'ছে।

মদনের পঞ্চবান্ ভেঙে হল খান্ খান্
ভালই হয়েছে সাজা—
সরবস ধনহারা মদনের দুর্দ্দশা দেখে
রতির মতি গেল টলে
বিকায় গোরার পদতলে
প্রাণপতি মোর গৌর বলে বিকায় গোরার পদতলে।

নোট—"তদ্‌গুণ স্বগুণ ত্যাগাদতুষ্টকৃষ্ট গুণগ্রহ।"

(বিশেষগতি—নিজের গুণ পরিত্যাগ করে সন্নিকৃষ্ট বস্তুর উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করেই 'তদ্‌গুণালংকার'। এই অলঙ্কারটি অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত।)

(১১)

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ মাধুর্য্যের প্রতিক্রিয়া বর্ণনার সঙ্গে বাবাজী ম'শায়ের আঁখরাবলী—

দেখে রতির গৌরে মতি
মদনেরও টলল মতি
মদনের হোলো বিপরীত মতি
রতির দেখে গৌরে মতি মদনের হোলো বিপরীত মতি
মদন মনে মনে গণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রতির সৌভাগ্য মানি মদন মনে মনে গণে
আমি যদি রতি হ'তাম্
গৌর পদে বিকাইতাম্
মদনের হলো গৌরাঙ্গে মতি
গৌরের এমনি মধুর নাগরালি
মদনে করিল আলি

* * * *

নোট :—"পদার্থানাং প্রস্তুতানাং অন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্ম্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা "তুল্য-যোগিতা" ॥ "

(প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক পদার্থসমূহের সাধারণ গুণ ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের সঙ্গে এক সম্বন্ধ হলেই 'তুল্যযোগিতা' অলঙ্কার হয়। তদ্‌গুণ অলঙ্কারের পাশাপাশি আসে এই **তুল্যযোগিতা অলংকার**।)

(১২)

ভাগবত মহাকবি বাবাজী ম'শায়ের স্ফুরণে—

আমার গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি
মাধুর্য-রস-বারিধি আমার গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি
নিঙাড়ি অখিল রসের নিধি আমার গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি
জগৎ ছানিয়া রস নিঙাড়ি আমার গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি
তাতে মাধুর্য্য রসের রসান দিয়া আমার গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি।

নোট :— 'দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনঃ'

(সাদৃশ্য বস্তুর সামান্য ধর্মের প্রতিবিম্বন অর্থাৎ প্রণিধান দ্বারা পদার্থ-দ্বয়ের কার্য্য সাদৃশ্যের বোধ।)

বাবাজী ম'শায়ের, সহজ-অনুভূতিময় চিত্তে উপরের আঁখরাবলীতে **দৃষ্টান্ত' অলংকারের**" সমাবেশ ঘ'টেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৩)

আমার গৌরাঙ্গ সঙ্গে তুলনা তুলো না
কলঙ্কী গগন চাঁদের আমার গৌরাঙ্গ সঙ্গে তুলনা তুলো না
গগন চাঁদে কলঙ্ক আছে
গগন চাঁদে প্রতিপদ আছে
গগন চাঁদও গ্রস্ত হয়
কাল রাহুর বদন বিবরে গগন চাঁদও গ্রস্ত হয়
এ যে অকলঙ্ক ষোল কলা
গৌরাঙ্গ বদন চাঁদ এ যে অকলঙ্ক ষোল কলা
দিবা নিশি সমান উদয় এ যে অকলঙ্ক ষোল কলা
তাই বলি তুল না তুলো না

নোট : প্রসিদ্ধস্যোপমানস্যোপয়েমত্ব প্রকল্পনম্।
নিষ্ফলত্বাভিধানং বা প্রতীপমিতি কথ্যতে॥'

(যেখানে প্রসিদ্ধ উপমানের উপমেয়ত্ব কল্পিত অথবা উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণিত হয় তাহা 'প্রতীপ অলঙ্কার')

উপরে ধৃত, বাবাজীম'শায়ের স্বতস্ফূর্ত আঁখরাবলী **প্রতীপ অলংকারের দৃষ্টান্ত।**

(১৪)

গৌরের গমনই নটন লীলা
সহজ চলন মধুর নটন
এ স্বভাব পেয়েছে কোথায় ?
এমন নটন শিখেছে কোথায় ?
বুঝি কোন নটিনী শিখায়েছে !
কোনও দেশে কোন নিগূঢ় খেলায় নটিনী বুঝি শিখায়েছে
না না নটনেই গতি উৎসরিছে নটনেই উৎপত্তি উহার
নটনের যে শিরোমণি
সকল নাটের গুরু উনি
তাইতো চলন, সহজ নটন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না না তটিনীর তীরে তটিনী ছাঁদ তটিনী সুরধ্বনি দিয়েছে
গৌরাঙ্গে সুরধ্বনি দিয়েছে
(নাকি) নব রঙ্গের গৌরাঙ্গী তটিনী নটন শিখায়েছে ?
সুরধুনী সাধ মিটায়েছে
কালযমুনা সুরধুনি হয়েছে,
তাই তটিনীর নটন নিয়েছে
গৌরবরণ সুরধুনী তাই তটিনীর নটন নিয়েছে

নোট :—সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ
শুদ্ধঃ নিশ্চয় গর্ভোঽসৌ নিশ্চয়ান্ত ইতি ত্রিধা।

(উপমেয় পদার্থে উপমানের কবি প্রতিভায় উত্থিত সংশয়কে সন্দেহ বলা হয়। সংশয় বুদ্ধি কল্পিত হলেই "সন্দেহ অলঙ্কার"। বাস্তব সংশয়ে তা হয় না।)

বাবাজী ম'শায়ের স্বতস্ফূর্ত আঁখরাবলীতে এখানে **"সন্দেহ অলংকারই"** ফুটে উঠেছে।

(১৫)

শ্রীগোবিন্দের হাস্য-মাধুরী বর্ণনায় বাবাজীম'শায়—

শ্রীগোবিন্দের মুখের হাসি
হাসি নয় ও যে আঁখি পাখী ধরা ফাঁসি
দিয়ে হাস্য সুধা চার্
আঁখি পাখী ধরে ব্রজ ললনার
আসি উড়ি উড়ি পড়ে
লুব্ধ হয়ে হাস্য সুধাচারে আসি উড়ি উড়ি পড়ে
আর তো নড়িতে নারে
আঁখি পাখীর পাখা জড়ায়ে যায় গো
"অধর বিম্ব মধুর হাস
কুন্দ কলিক দশনা" (মহাজন পদ)

নোট : সমাসোক্তি সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গ বিশেষণৈঃ
ব্যবহার সমারোপ্যঃ প্রস্তুতোঽন্যস্য বস্তুনঃ ॥

(প্রস্তুত অপ্রস্তুত সাধারণ কার্য্য এবং স্ত্রীত্ব আদি লিঙ্গের বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুতের বিষয়ে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হলেই **সমাসোক্তি অলংকার** হয়।

নামময়-জীবন শ্রীলরামদাসবাবাজী মহাশয়ের উপরি ধৃত স্বতঃস্ফূর্ত আঁখরাবলী সমাসোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

ধর্মাধর্মের বিচার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! ধর্মাধর্মের জন্ম কি 'নিবৃত্তি' আর 'প্রবৃত্তি' থেকে? তা হোলে তো বেশ জটিলতা নিয়েই 'ধর্ম' আর 'অধর্মের' জন্ম? বাবাজী বৈরাগী বা স্বামিজী সন্ন্যাসী মাত্রেই বলেন স্বভাবের প্রবৃত্তির পথই অধর্মের পথ, আর নিবৃত্তির পথই ধর্মের পথ। আমার ধারণা জন্মেছে এ সব সিদ্ধান্ত হোলো, ধমক্ দিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তিকে জোর ক'রে দাবিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থকে কায়েম করার জন্য গোঁজামিল তত্ত্বজ্ঞান।

বাবাজী ম'শায়ঃ সে আবার কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে দিলে মানুষ তো কোনও সৌন্দর্য সৃষ্টিই করতে পারবে না। 'শিল্প', 'কলা', 'সাহিত্য', জীবন ধারণের উপযোগী কাজ, এসব তো প্রবৃত্তি থেকেই হয়, সেই প্রবৃত্তিকে চেপে রাখা আবার ধর্ম না কি? আর নিবৃত্তি তো লুকোচুরি খেলার অবস্থা। মানুষ কি চিত্তবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নিবৃত্তির পথ বেছে নিতে পারে? আবার নিবৃত্তি না হোলে অধর্ম হয়। সম্ভব নয় বলেই তো একটি প্রসিদ্ধ কথা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(পাণ্ডব-গীতা-দুর্য্যোধনকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতি)

বাবাজী ম'শায়ঃ জন্ম সূত্রেই হোক আর সঙ্গ প্রভাবেই হোক যদি 'সাধু নিন্দায়' প্রবৃত্তি আসে, সে প্রবৃত্তি কি চালিয়ে যাবে? না নিবৃত্তির পথ ধরবে? প্রবৃত্তি যখন তাঁকে ভুলে আর তাঁর সংসার ভু'লে তখুনিতো নিবৃত্তি চাই। ধর্মাধর্মের বিচার এখান থেকেই। ওঁরা কি তোমার প্রশ্ন শোনেন নাই?—তাও শুনেছেন। আবার তোমরা যা জান না তাও ব'লেছেন। যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন "ধর্মরাজ"। তা ব'লে কি তাঁর 'প্রবৃত্তি' ছিল না? না 'নিবৃত্তি' ছিল না? দুই-ই ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চেয়েই তাঁর 'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি'। ধর্মেরই বল আর অধর্মেরই বল, আসল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ভুলে এখানের কোন 'নিবৃত্তিই' ধর্ম নয়।

সাধক দশায় সঞ্চয়, প্রবর্ত্তক দশায় কর্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! বাবাজী বৈরাগীদের কিম্বা স্বামীজী সন্ন্যাসীদের কাছে গেলেই শুনি তত্ত্বকথা; কিন্তু যাঁকে নিয়ে তত্ত্ব-কথা, তাঁর আদর্শ তো কাউকে কর্ম-প্রেরণা দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয় না। যেমন 'কৃষ্ণ', 'গৌরাঙ্গ' 'নিতাই', এঁদের তত্ত্বের উপর দৃষ্টি দিতে অনুশীলন ক'রতেই উপদেশ দেওয়া হয়।

বাবাজী ম'শায়ঃ (হেসে বললেন) হ্যাঁ, 'অন্তরঙ্গ' 'বহিরঙ্গের' ধারাতো ওইখান থেকেই। এবারে কর্তার আচরণ দেখ না "যুগধর্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন"। প্রবর্ত্তকের স্বভাব থেকে নিত্য-সিদ্ধ অবস্থা। সব আধারে কি প্রবর্ত্তকের দশা গোড়ায় থাকে? সাধক দশায় সঞ্চয়, তারপর প্রবর্তক দশায় কর্ম।

—তাঁর অনুকম্পা নেমে আসুক। তখন দেখ্‌বে দুঃখের অনুশীলন আসবে। কোথায় সেই অনুশীলন? শুধুই তো দেহের আড়ালে মনের স্বভাব প্রভুত্বের অনুশীলন। ব্যবহারে চেয়ে দেখ নির্ভয়" কোন জন? গোড়ায় মাষ্টার ম'শায়? তারপর ছাত্র হয় কি কেউ? আগে 'জ্ঞান', তারপর 'কর্ম', তারপর 'ভক্তি',—কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। ভাগ্যে যদি শেষটি এসে পড়েন, আর ও দু'টি সামনে আসতে পারেন না। ভক্তিরই সেবা করে।

উপদেশ তো বাজিয়ে দেখা। 'স্বদেশ', 'বিদেশ', 'উপদেশ', 'সন্দেশ' সবই তো তাঁর উদ্দেশের আর নির্দ্দেশের ওপর দৃষ্টি রেখে। গোড়ায় ভুল হলেই 'স্বত্বও' যায় 'তত্ত্বও' যায়। তাঁর আচরণের মহিমা জানাই তো 'সাধক দশা'। ও দশা না পেলে প্রবর্ত্তন কোথা?

(কর্ম-প্ররোচনা হোলো প্রবর্ত্তক দশা, সেটা গোড়ায় হয় না)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে পাঠশালায় আছ সে তত্ত্ব আগে নাও

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! অদ্বয়-তত্ত্বকে 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' আর 'ভগবান' বলা হয়, ভাগবত গ্রন্থ আর চরিতামৃত তাই বলেন। তা হ'লে তত্ত্বেরই তো প্রাধান্য হয়, বিগ্রহের উপাসনার প্রাধান্য থাকে কি ক'রে?

বাবাজী ম'শায় : (অত্যন্ত খুসী হয়ে) "সেই অদ্বয়-তত্ত্বের করুণার কথা তো বল্লে না? তিনি রসময় তাই করুণাও তাঁর রসময় স্বরূপের প্রকাশ, ওই প্রকাশই 'বিগ্রহ'। করুণায় এই সুখ-দুঃখের-আধার দেহ ধারণ করেন। তোমাদের পুঁথি-পত্রে আছে তিনি 'স্বেচ্ছাময়', স্বেচ্ছায় তনু ধারণ করেন, সেটি তাঁর 'নিগূঢ় বিগ্রহ'। সেই বিগ্রহের আচরণও প্রচ্ছন্ন নিগূঢ়ের আচরণ। কথা উঠেছে 'নিগম নিগূঢ় লীলা' (আঁখর)।

এবার তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। (তত্ত্বজ্ঞানের আর এক নাম খোঁজ নেওয়ার 'জ্ঞান'।) যাঁর খোঁজ নেবে, তিনি তোমার কতদূরে আছেন বুঝলেই……, আগেই ওদিকে মতি যাবে না; যে পাঠশালায় আছ 'সেই তত্ত্ব' আগে নাও।

কলিতে ঐ নামই বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! ভগবদ্ স্বরূপ আর তাঁর প্রতিমা কি এক?

বাবাজী ম'শায় : ওখানের আকর্ষণ তো রূপ দেখে (শ্রীরাধার) আর গুণ শুনে (রুক্মিনীর)। সে তো 'নামই' সেই কাজ করেন। 'চিত্রপট', 'প্রতিমা' এতে উদ্দীপনা বাড়ায়; তাইতো কথা—অপ্রকটে 'নামই' তাঁর বিগ্রহ। তবে যে এত আগ্রহ?—তা সে দ্বাপরের আচরণ। কলিতে ওই নামই বিগ্রহ। তবে উদ্দীপনায় অন্য কিছুতে মন মানে না তাই 'চিত্রপট' আর 'প্রতিমা'। অন্য কথা এলে সাধকের তা অনুকূল হয় না। (এই সময়) রতন-দা' : তাহ'লে যেদিকে আমরা "বিগ্রহ" বলি সে কি সাক্ষাৎ নন্?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—রতনদার এ প্রশ্নে বাবা বিরক্ত হলেন, বল্লেন, "চুপ্ কর্, এ রাজ্যের ভাষা শেখ্। হিসেবে কথা ক'। 'আবির্ভাব' 'অন্তর্দ্ধানের' হিসেবটা ছাখ্! 'চিত্রপটে' কি ওসব ভাষা লাগে?

করুণার প্রকাশই তো ঈশ্বরের প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! যে কোন দেশের মানুষের পালন-পোষণ, শাসন-শোষণ, ঈশ্বর করেন? না চতুর বুদ্ধিমান মানুষ বা তেমনি মানুষের দল করে?

বাবাজী ম'শায়: বুদ্ধিমানরা সুযোগ নেয়, নিজেরা কর্তা বলে জাহির করে। আসলে ও কাজ তাঁরই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': তা হলে মানুষ ঈশ্বরকে আদর্শ না ক'রে বুদ্ধিমান মানুষকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে কেন?

বাবাজী ম'শায়: তাঁর্ তো শক্তির প্রকাশ স্বচ্ছ আধারে হয়, তাই সেই আধারেই করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': তা হ'লে স্বচ্ছ আধারের এত পার্থক্য কেন?

বাবাজী ম'শায়: ঈশ্বরের প্রকাশ কোথায় পাচ্ছ? তিনি যে 'করুণাময়'। করুণার প্রকাশই তো ঈশ্বরের প্রকাশ।

শেষটায় চুপ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বড় বড় সাধুরা তো সবাই ঈশ্বরে উন্মুখ হতে বলেন, কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের এত উন্নতি এত বিস্তৃতি এগুলি তো ঈশ্বর বিমুখ করে, তা হ'লে কি ঈশ্বর-উন্মুখ-চিত্ত-বিকাশ ছাড়া বিজ্ঞানের বিকাশটা সাধুদের অপছন্দ?

বাবাজী ম'শায়: না গো না, তাঁর প্রকৃতির বিভূতির যেখানে অধিক বিকাশ (বিজ্ঞানের মধ্যেও) সেখানেও তাঁর 'করুণা'। দেখ্‌বে ওঁরাই শেষটায় বলেন (বৈজ্ঞানিকরা) 'না', এও চরম নয়, এও পরম নয়, এরও পরিণাম হয়, "তিনি"—সেই অদ্বয় তত্ত্বই পরম বস্তু। জীবের কি সহজে আসবে ও দৃষ্টি? অনন্তকাল এই চ'লছে, কতবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গড়েছেন, কতবার ভেঙেছেন 'তিনি'। 'কুরু-পাণ্ডবের' যুগ কি সোজা যুগ গা! না, 'রাম-রাবণের' যুগ সোজা? এমনি 'ঈশ্বর' আর 'তাঁর' প্রকৃতি' নিত্য মাখামাখি খেলা খেলছেন। যাঁরা এরই ভেতর বিশেষ করুণার অধিকারী তাঁরা শেষটায় 'চুপ্"। (তারপর) যদ্দিন রইলেন, তদ্দিন সবাইকে ডেকে বল্লেন—"কেন সময় নষ্ট করছিস? অমন "হাট" কতবার বসিয়েছেন; ওই এক জায়গায় আবার সে হাট্ পোড়ো মাঠ। আবার হাট্ আবার পোড়ো মাঠ্। এমনি খেলা তাঁর অনন্তকাল।

যাঁরা সে আদর্শ নিয়ে চল্‌তে চান তাঁদের আদর্শকেও তিনি সই দেন।

ভয়েরও তো উন্নতি হচ্ছে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! বৈরাগী সন্ন্যাসীরা বলেন,—"যা হচ্ছে হোক, তোমরা ঈশ্বর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হও। ঈশ্বরের সাক্ষাতেই আনন্দ পাবে!"

কিন্তু, বৈজ্ঞানিকরা 'রেলগাড়ী' 'ইলেক্‌ট্রিক', 'টেলিফোন', 'টেলিগ্রাফ' রেডিও প্রভৃতি তৈরী ক'রে মানুষের সমাজের কত উন্নতি ক'রছেন, সবাইকে কত আনন্দ দিচ্ছেন, এসব দেখে শুনে শেষটায় সন্ন্যাসী বৈরাগীরা বলছেন,—"সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়"। এঁরা তো দু'রকম বলেন, কোন কথাটা ঠিক?

বাবাজী ম'শায়ঃ (খল্ খল্ ক'রে হেসে বল্‌লেন) হুঁঃ- 'উন্নতি' আর 'আনন্দের' সঙ্গে আর একটি কথা বল্লে না "ভয়"! "মানুষকে —অবিশ্বাসের সঙ্গে "ভয়েরও" তো উন্নতি হচ্ছে। রকম রকম ভয়ও বাড়্‌ছে।

সম্বন্ধ ঠিক হলেই এদিকে দৃষ্টি আসবে.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ আপনার কি ইচ্ছা মানুষের সমাজটা বুনো হোক্ তাতে কি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভই সবার কাম্য হোক্। আজ তো দেশে 'ম্যালেরিয়া গিয়েছে' 'অকালমৃত্যু গিয়েছে,' 'কঠিন কঠিন রোগের যন্ত্রণা গিয়েছে' এ সব কি সাধু বাবাজীদের ঈশ্বর সাক্ষাতের আনন্দের জন্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ (যেমনি হাসি তেমনি উদার দৃষ্টিপাত ক'রে নন্দদা' মাখনদা'র দিকে চেয়ে এবং শুনিয়ে ব'ল্লেন—) শুন্‌ছো কাশীর বৈদান্তিকের কথা,—

—ছিলেন বিশ্বনাথের বাড়ীতে (কাশীধামে) শিখ্‌তেন 'বিশ্বনাথ বর্জ্জন্'। অত উঁচু শহর, বর্ষার জলে অর্দ্ধেকটা ডুবে থাকে। আবার বর্ষা গেলেই গঙ্গার কুল্ কুল্ সুর। প্রকৃতির মাতামাতি অঢেল। যিনি 'বিশ্বনাথ', তিনিই মায়ের কোলে কাঁদ্‌ছেন, আর মা, বাবা, তাঁর শরীরের দিকে নজর রাখছেন, কিসে আমার 'গোপাল' সুস্থ থাকে। আবাব 'গোপাল' যখন খেলছেন মা, বাবা বাজারের রকম্ রকম খেলনা এনে শিশুকে দিচ্ছেন। শিশু 'বিশ্বম্ভর' খেলছেন আর হাস্‌ছেন। বৈজ্ঞানিকেরা যত যত আবিষ্কার করছেন, সবই তাঁর খেলনা হ'য়ে যাচ্ছে। কৈ? তার মা বাবা ভাই বোন সখা সখীরা তো সে সব আবিষ্কার ক'রছেন না! তবুও এনে ভোলাচ্ছেন।

সম্বন্ধ ঠিক হলেই এ দৃষ্টি আসবে। ঐ সম্বন্ধ বোধের জন্যই তো বৈরাগীদের এত চেষ্টা। তাতে কি বৈজ্ঞানিকেরা পর হয়ে যান্? না বড় হ'য়ে যান্?

(কথা আছে) নারদ বল্লেন আমায় জ্ঞান দিন, ভক্তি দিন। কর্ত্তা বল্লেন নাও। এ খুব কাছের জিনিস আমার নিজস্ব জিনিষ বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নাও আরও দেবো।

(জ্ঞানং পরমং গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥)

তাই তো কথা, যত যত আবিষ্কার হচ্ছে, যত হবে ততই তাঁর "করুণার" কথা মনে পড়বে, তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে, এ আবিষ্কারই তো ভক্তির রহস্য বিজ্ঞান। ছোট দূরবীণ, বড় দূরবীণ, কোনটায় 'জীবাণু' দেখা যায়, কোনটায় 'গ্রহনক্ষত্র' দেখা যায়, আবার কোনটায় 'জ্বর' দেখা যায়। ভক্তি-বিজ্ঞানে তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত গোল তো নিজের নিজের স্বভাবের পেটেণ্ট নিয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! 'শাক্ত' 'বৈষ্ণবের' একতা কোন পথে? দেখুন না, এই বাংলাদেশেই দেখি শাক্ত বৈষ্ণবের দু'টি আলাদা আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বী দল। এমনটি কিন্তু সারা ভারতের আর কোথাও নেই। শাক্তরা আহারে উপাসনায় উৎসবে বৈষ্ণবদের 'মত' আর 'পথ' পুরো বর্জ্জন করে চলেন। আর বাংলার-বৈষ্ণব শক্তি-তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ব্যাখ্যা ক'রেও তাদের সঙ্গে কিছুতেই এক হন না। 'জীব-শক্তি' 'মায়া শক্তি' 'স্বরূপ শক্তি' 'চিৎ শক্তি' ইত্যাদির ভেদ-বিভেদ করেও আবার 'ভক্ত-শক্তি' 'যোগমায়া-শক্তি' 'লীলা-শক্তি' প্রভৃতি অনেক রকম 'শক্তিতত্ত্বের' দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন। মনে হয় যেন কোন এক অজ্ঞাত বস্তুর শক্তিগুলিকে কোন এক 'যন্ত্র' দিয়ে দেখে এত শ্রেণীবিন্যাস ক'রেছেন। কিন্তু তবুও তাঁরা শাক্ত নন্, আর 'কালী' 'তারা' 'দুর্গা' প্রভৃতির প্রতিমাগুলিকে আপন করে নিতেও পারেন নি।

বৈষ্ণবদের ঝোঁক কৃষ্ণের প্রসাদ কালীকে অর্পণ ক'রলেই সে মহাপ্রসাদ আমাদের চলে।

শাক্তরা তা মানবেন কেন? তাঁদের শক্তি হলেন ঈশ্বরী, অপরের উৎসর্গিত প্রসাদ কি অর্পণ ক'রতে পারেন? তা ছাড়া আমিষ দ্রব্য ত আছেই।

বাবা! এই দ্বন্দ্বের মূল কিসে? গান আর গাল রচনা করে কখনও কৃষ্ণকে কালী করা হ'য়েছে কখনও কালীকে কালা করারও চেষ্টা হয়েছে। শেষ ফল সেই দ্বন্দ্বই আছে। আপনি বুঝিয়ে দিন।

বাবাজী ম'শায়ঃ হুঁ, ধন্দে (ধাঁধাঁতে) পড়্‌লেই 'দ্বন্দ্ব' বাধে। 'বেদে' যাও, ওঁদের কাউকে পাবে না (কালী ও কৃষ্ণ)। 'তন্ত্রে' এস, মাকেই পাবে।

বৃন্দাবনদা' বলেছিলেন, "রামদা'! ভারতের বাংলাদেশেই মা এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন জবা ফুল (china)। ও ফুল 'বেদে' 'আয়ুর্ব্বেদে' নাই। আর 'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' বাংলাদেশ দিয়ে আসেন নাই। ছাতু আর মাখন খাওয়া বাংলা দেশে নয়।"

—কথাটায় কি আছে জানি না। 'ভাগবতে' গেলে সবাইকে পাবে। পুঁথি ভাগবতই বল আর মহাসাধক ভাগবতই বল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁরা (মহাসাধক ভাগবত) হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে প্রণাম ক'রে সবারই সাক্ষাৎ পান্। ও অবস্থা না এলে, 'ঢাক-ঢোল' 'খোল-করতাল' থাকবেই। চিন্ময় বস্তুর অনুভব না এলে, "মৃণ্ময়" আর "দারুময়"। তাতে তাঁকে আরোপ ক'রেই 'আবাহন' 'বিসর্জনের' নাচা কোঁন্দা। আপন স্বভাবে সবাই বিভোর। তাই না এবার "নাম বিগ্রহ"।

'গৌর নাম অমিয়াধাম পীরিতি মূরতি দাতা' ওঁর উদয় হলেই আবাহনও থাকবে না বিসর্জনও থাকবে না।

যত গোল তো নিজের নিজের স্বভাবের "পেটেন্ট" নিয়ে।

বিচ্ছেদের লেশও নাই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! একই সম্প্রদায়—একই গুরুর শিষ্য একই উপাসনা কিন্তু প্রায় সময়ে দেখা যায়, পরস্পরে মুখ দেখা দেখি নাই। 'ইনি' 'উনি' পরস্পরের 'ঈর্ষায়' একেবারে ফেটে পড়েন, তা হ'লে কি বুঝ্‌বো (যে) সাধন-ভজন প্রভৃতির ওপরে আছে ব্যক্তি-চরিত্রের স্বাভাবিক দোষ? তা'হলে ভগবৎ ভজনের উপদেশ দিয়ে লাভ কি? হরিদাস কাকাকেও দেখেছি, অদ্বৈত কাকাকেও দেখেছি, আবার কটকের রাধাকৃষ্ণকাকাকেও দেখেছি, এঁদের জন্যই তো মনে খট্‌কা আছে।

বাবাজী মশা'য়ঃ ছাখো! ইষ্টের সেবা ওঁদের (ব্রজ-রামাবৃন্দের) অহঃরহঃ। তবুও শ্রীমতি সখীর মুখে শুনছেন, 'কৃষ্ণের গৌরবে গর্ব করছেন্ চন্দ্রাবলী।' শুনেই (শ্রীরাধা) বলছেন,—'হ্যাঁরে! অমন গর্ব্ব ক'রেও কৃষ্ণের সেবা করে তাঁকে সুখী করেন? তিনি যে কারও গর্ব্ব রাখেন না-রে!'

আবার 'চন্দ্রাবলী' এক সখীর মুখে শুনেছেন শ্রীমতীর মানে, তাঁর (শ্রীমতীর) চরণে পড়ে কত কেঁদেছেন, তবুও (শ্রীমতী) কথা কন নি উনি (শ্রীকৃষ্ণ) তখন ধূলায় পড়ে,—'হা রাধে!' দয়া কর বলে, কেঁদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেঁদে ফিরে গেলেন।' ক্রোধে চন্দ্রাবলী বললেন সখী! ওই (রাধানামের উদ্দীপক) নক্ষত্রটারও (অনুরাধা নক্ষত্র) নাম করিস্ না আর।

বলতো এ কি বিচ্ছেদ! না রাগ পুষ্টি? অমনি, এ রাজ্যে, যদি ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ দেখ তবে বুঝবে 'সাজাত্যে' 'স্বারসিকী' উপাসনার বদলে এসেছে 'দেহাভিমানের' কাজ। আর অসহিষ্ণুতাটুকু দেখলে বুঝবে ইষ্ট সেবায় উভয়ে এগুচ্ছেন; বিচ্ছেদের লেশও নাই।

উদ্দীপনার ক্ষেত্র কি একটি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! যাঁরা অধিকারী তাঁদের জন্য আপনি বলেন, 'এ রাজ্যে কি উদ্দীপনার কিছু কমতি আছে? এ কথাটায় আমার জানার ইচ্ছা,—'উদ্দীপনা তো প্রয়োজন ঘটলে হয়?—যাঁরা সাধন ভজন করেন, তাঁদের উদ্দীপনার ক্ষেত্র কি? কেউ ময়ুর পুচ্ছ দেখেই মূর্ছিত হয়, কেউ মৃদঙ্গের শব্দ শুনেই, আর আপনাকে দেখেছি, গৈরিকধারী দেখলেই প্রণাম ক'রে থর্‌থর্ করে কাঁপেন!

বাবাজীম'শায়: দেখ! উদ্দীপনার ক্ষেত্র কি একটি? 'শরীরে' 'মনে' 'বাক্যে' তিন জায়গায় তার অধিকার। ওখানের (ব্রজলীলার) প্রসঙ্গে শোন নাই? কেউ তা'র (কৃষ্ণের) সামান্য সেবা ক'রেছেন, এইটুকু শুনেই স্তব্ধ হলেন, (হৃদয়ের ভাব মুখে ফুটে বেরোল) 'কি দয়াল!' আবার কেউ শুনেছেন, অল্প দুঃখে কাতর হ'য়েই কৃষ্ণ ছদ্মবেশে গিয়ে তার সেবা করেছেন, এটুকু শুনেই অমনি কাঁদতে লাগলেন; আবার কেউ শুনলেন কৃষ্ণ গিয়ে কাউকে ঠকালেন, আর হেসে হেসে পালালেন,—এই আচরণের কথা শুনেই তিনিও হেসে ফেল্‌লেন।

তাই 'সাধক' যখন এ রাজ্যে দুরন্ত ছেলের ঠকামী কর্ম দেখেন তখন তাঁকে (কৃষ্ণকে) মনে করেই হাসেন। এমনি ধারাতেই তাঁদের উদ্দীপনা। এগুলি সঞ্চারী। লীলাময়ের লীলাসাদৃশ্য মনে ক'রেই এ রাজ্যে তাঁদের উদ্দীপনা! তাঁর বসন, ভুষণ, চলন বলনের সঙ্গে নিজের ভাবনা এক হয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা কি জীবে হয় ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি স্পষ্ট করে বলেন না বটে, কিন্তু, ছলে বলেন,—"লীলা-কথা শোনার অধিকার না পেলে ওখানে যেতে নাই।"

আর, ভাগবতের কথা,—"কৃষ্ণের লীলা কথা শুনলে হৃদয়ের বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলি দূর হয়ে যায়,"—বুঝতে পারিনা, আপনার উপদেশের সঙ্গে কেন গরমিল ?

বাবাজী ম'শায় : তুমি তো কাব্য সাহিত্য প'ড়েছ, লীলার কথা কোথাও পাও ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আজ্ঞে, 'লীলা-কমলের' কথা পড়েছি, 'লীলাবধূত' পড়েছি, 'লীলাবিলাস' প'ড়েছি, 'লীলাসূত্র' পড়েছি, আর চরিতামৃতে লীলাশুক পড়েছি,—

কবিরাজ বলেছেন—"লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম, ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।"

বাবাজী ম'শায় : কেন ? লোকে যে বলে,—"তাঁর বেলায় লীলা খেলা, আর যত দোষ মানুষের বেলা ?" এটা শোনো নি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যা' : (লজ্জিত হইয়া) আজ্ঞে তাও শুনেছি।

বাবাজী ম'শায় : ওতেই ধরা আছে গো। লীলা কি জীবে হয় ? এই যে সব লিখেন 'শ্রীগুরু লীলা', 'মহাপুরুষের লীলা' 'সাধকের লীলা', এসব কি ভাল ? ও সব ভাল নয়। অপরাধ হয়। দেখছো না, তাঁর বিরহে (কৃষ্ণবিরহে) ওঁরা (কৃষ্ণ-কান্তাবৃন্দ) ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে ক'রতে কেউ করছেন 'কালিয়া দমন,' কেউ করছেন 'সুবলের আবেশে খেলাধূলা', কেউ ময়ূর পুচ্ছ ধ'রে বংশীধারী কৃষ্ণের মত দাঁড়াচ্ছেন'। সেই অবস্থায় (বিরহ অবস্থায়) কৃষ্ণের আচরণ স্মরণই লীলা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আচরণীয় লীলা তো কোনও জীবে হয় না। তাঁর বিরহে তাঁরই আচরণ ক'রে যাঁরা তাপ্ জুড়ান তাঁদের সেইটাই 'লীলা'। লীলা কি জীবে হয় ? সে অবস্থা জীব পাবে কি করে ? তাইতো বলা, 'ঐ সব প্রসঙ্গে যেতে নাই'। কোন্ অবস্থায় কার্ হয় দেখ।

তবে যে কথা,—লীলা কথা শুনলেও তাপ জুড়ায়, সেও শুক

CC0. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষিতের অবস্থায়। তাও, তদ্ভাবাঢ্য হ'য়ে, মনে। যিনি ও কাজের কর্তা (শ্রীকৃষ্ণের) তাঁর আচরণও লীলা নয়। বিরহে তন্ময় হয়ে যিনি স্মরণে মেতে যান সেই অবস্থার চেষ্টার নাম লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের বাল্য কৈশোর যৌবনের আচরণকে তবে তাঁদের লীলা বলা হয় কেন? সেও কি কৃষ্ণের বিরহে?

বাবাজী ম'শায়: হ্যাঁ গো, এ বার যে 'ভক্তদেহ' 'ভক্তভাব', সবই তে 'বিরহে গড়া'। তাই তো কথা। এবার মিলিয়ে নাও, লীলার সূত্র কোথায়?

(বাবাজী ম'শায়ের অন্তর্মনা ভাব, আর মুখে প্রসন্নতার ছাপ্ দেখে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদার জিজ্ঞাসা—)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! তা হ'লে, বৈষ্ণবরা যে 'লীলা স্মরণ' করতে বসেন, সেখানে মিল্ করবো কি করে? ওঁরা কা'র লীলা স্মরণ করেন? লীলা তো কৃষ্ণের হয়েও কৃষ্ণের স্বরূপ অবস্থানে নয়। তাঁর বিরহ হ'লে তার আচরণের চেষ্টা যাতে বিকাশ পায় সেইটিই লীলা।

বাবাজী ম'শায়: 'লীলা স্মরণ' কথাটি ঠিক হয় না। হয় স্মরণ। আনুগত্যের মারফৎ অর্পণ, তারপর, সেখানে নিত্যাদের ইচ্ছাধীনে রাখা; তারপর তাঁরা যখন যেমন বুঝবেন তেমনি করবেন। এঁদের (মঞ্জরীদের) দায় দায়িত্ব তাঁদের হাতে সমর্পণ করা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! তা হ'লে অনেকের হৃদয়ে যে লীলা স্ফূর্তি হয় সেটা কি ঠিক নয়?

বাবাজী ম'শায়: হুঁ একটি ধারার স্মরণ অভ্যাসে অব্যক্ত বোধ সেটি। প্রাকৃত জীবে ও ভাষা ব্যবহার কি ভাল?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! ব্রজবালাদের সেই বিরহের কৃষ্ণলীলাতে আর নাটকে কি তফাত? তাঁরা কি কৃষ্ণচরিত্রের অভিনয় করেন নি?

বাবাজী ম'শায়: না গো না। নাটকের ঝোঁক সমাজের ওপর, আর তাঁরা (ব্রজরামাবৃন্দ) তো তখন যমুনার ধারে নিকুঞ্জ বনে; সমাজের একটুকুও স্পর্শ নেই সেখানে। নাটক কোথায়? লীলা কি যেখানে সেখানে, যার তার দ্বারা হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আউল 'বাউল' সম্প্রদায়

নোট ঃ—১৩৫৫ বঙ্গাব্দের জেষ্ঠ্যের কোনও একদিন,—সন্ধ্যার একটু আগে, হাসাম্ রোডে, নন্দদার বাড়ী যাচ্ছেন বাবাজী ম'শায়। ওখান থেকে ক্ষেত্রদা'র বাড়ী যাবেন। সঙ্গে পশুপতিদা' নন্দদা' ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'। পোস্তার বাড়ী থেকে নীচে নেমে ক্ষেত্রদা'র পাঠান গাড়ীতে সকলে চড়েছেন। গাড়ীটি তারাসুন্দরী পার্কের কাছে আসতেই বাবা বল্লেন 'থাম'। গাড়ী থামলো। বাবাজী ম'শায় নামলেন।

দেখা গেল, পার্কের ভিতরে 'বাউল সম্প্রদায়ের' দু'টি গোষ্ঠী গান করছিলেন। দু'দলেই গড়ে চার জন করে। দু'টি করে মহিলাও আছেন। বাবাজী ম'শায় পার্কের ভিতরে গেলেন। করজোড় করে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁদের। নন্দদা' গাড়ী থেকে নেমে এলেন। (বাবাজী ম'শায়) ইসারা করে দু'দলকে দু'টি টাকা দিতে বল্লেন। দেওয়া হোলো। বাবাজী ম'শায় আবার হাত জোড় করে অভিবাদন করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, নাম মালার জপ্ করতে করতে গাড়ীতে এসে বসলেন। গাড়ী চলতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদা' বাবাজী ম'শায়ের মুখের পানে চেয়ে আছেন। 'বাবাজী ম'শায়' প্রথম কথা বল্লেন,—"ওঁরা ছোট বেলায় উদ্দীপনা জাগিয়ে ছিলেন"।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! সে আবার কি? আপনার চেয়ে ওঁরা-তো-বয়সে ঢের ছোট!

বাবাজী ম'শায় ঃ না গো, সেই যে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! ওঁরা কি বাউল?

বাবাজী ম'শায় ঃ না, ওরা, 'আউল'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ তবে, 'বাউল' কারা?

বাবাজী ম'শায় ঃ 'বাউলদের' সঙ্গে সব সময় প্রকৃতি থাকে না। আউলদের কাছে ওরা (প্রকৃতি) সব সময় থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ হ'লে তত্ত্ববোধের কথা আসে কোত্থেকে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'আউল' 'বাউল' দি'কে বৈষ্ণব সম্প্রদায়-তো শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। অথচ 'চরিতামৃতে' ওঁদের নাম কয়েকবারই উল্লেখ রয়েছে। ঠিক অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়নি। একবার কমলাকান্ত বিশ্বাসকে শ্রীগৌরাঙ্গ তো 'বাউলই' বলেছেন এবং তাকে তাঁর কাছে আসতে মানা করেছেন—"বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবা আসিতে।"

আবার, কবিরাজ গোস্বামী 'মহাপ্রভুর' প্রেমোন্মাদের বর্ণনা দিতে দিতে বলেছেন "বিষাদে বাউল মন" "কহিবার কথা নহে তথাপি বাউলে কহে" "দশ-ইন্দ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি" এসবও যেমন আছে—তেমনি আছে,—শ্রীসীতানাথের তর্জ্জায়—'বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।'

—এ সব কথায় বিচার ধরতে পারি না, ওঁদের ওপরে 'কোথায় শ্রদ্ধা' 'কোথায় অশ্রদ্ধা'।

বাবাজী ম'শায় : 'শ্রদ্ধা' 'অশ্রদ্ধার' কথা কি জান ? ওঁরা 'মহৎ স্বরূপের' ওপর আবেশ রাখেন না, 'তত্ত্বেই' ওঁদের বিশ্বাস। ওঁরা গৌর কথা কন ঠিকই ; তবে তত্ত্বে আবেশ রেখেই বলেন। ওতে সম্বন্ধা ভক্তিতে বাধা আনে। 'স্বরূপের মহত্বে' ওঁদের টান নেই, 'তত্ত্বেই' টান্। তত্ত্বের টানেই ওঁরা প্রকৃতি-সাধনকে গৌণ বলেন ; আউলদের মধ্যেই ও ভাবটা খুব জোরাল। আর বাউলরা প্রকৃতি-সঙ্গে জোর দেন না, তবে নিঃসঙ্গ নন্। উভয়েই তত্ত্বের ওপর খুব জোর দেন। 'বিশ্বাসকে' ঐ জন্যেই আস্‌তে মানা ক'রলেন। সীতানাথের স্বরূপের মহত্বে আবেশ ছিল না, তাঁর ঈশ্বরত্বে আবেশ। এ তো মহা অপরাধের কথা। সম্বন্ধ হ'লে তত্ত্ববোধের কথা আসে কোত্থেকে ? তর্জ্জার হেঁয়ালীতে, সীতানাথ জীবের প্রতি করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। করুণায় আসা স্বরূপ যদি তত্ত্বে ডুবে যান, জীব দাঁড়াবে কোথা ? সব যে শেষ হয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধারে শ্রীলরামদাস"

**ভারতের নানাস্থানে যে সব তীর্থস্থান আছে, সে সকলের সংরক্ষণ করা জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুদিন আমরা সে কর্ত্তব্য পালনে অনবহিত। মুসলমান রাজ্ ছিলেন অন্য ধর্মের বিরোধী, পরে এলেন ইংরেজ, তাঁরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। আর বর্ত্তমান জাতীয় সরকার 'ধর্ম-নিরপেক্ষ'।

এই অবস্থায় যাঁরা হিন্দুর তীর্থস্থান রক্ষায় সচেষ্ট, তাঁরা হিন্দুর কৃতজ্ঞতা ভাজন। 'শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়' এদেশে নানাস্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানগুলির' রক্ষা কার্য্যে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং সেজন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে এবং সেটি ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনে বিশেষ সাহায্য ক'রেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঙ্গে সেই সংস্কৃতির প্রচারে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত। সে সকলের যদি কোনটি অবলুপ্ত হয়, তবে সে সংস্কৃতি ইতিহাসের উপকরণ-সূত্র ছিন্ন ক'রবে।

রামদাস বাবাজী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে এই সকল পূত-স্থানের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে বহু অবজ্ঞাত সংস্কৃতি কেন্দ্রের পুনরুদ্ধার সাধন ক'রেছেন ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস একদিন রচিত হবে। একদিন "স্বামী-বিবেকানন্দ" বলেছিলেন,—"ভারতীয়দিগের নূতন কর্ত্তব্য সমুপস্থিত—সমগ্র পৃথিবী আজ আধ্যাত্মিকতার জন্য, ভারতের সংস্কৃতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল।" সেদিন "শ্রীঅরবিন্দও" তা' বলে গিয়েছেন। সেই সংস্কৃতি এ-দেশের বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন বিশাল স্নিগ্ধ তরুর মত ত্রিতাপতপ্ত মানবকে "অবারিত আশ্রয়" ও "সুশীতল ছায়া" 'দিয়েছে', 'দিতেছে' ও 'দিবে'। সেই সংস্কৃতির কেন্দ্র যিনি রক্ষা করেন, তিনি জাতীর ও মানব-সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। **ভাবি যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীরামদাস বাবাজী ম'শায়ের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে,** তাঁর সুদীর্ঘ আয়ু কামনা করি।"

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

[শ্রীরামদাস প্রশস্তি গ্রন্থের পৃঃ ১৫৮-১৫৯]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[২]

".....'নবদ্বীপ', 'শান্তিপুর', 'আটিসরা' (বারুইপুর) পুরীর 'হরিদাস মঠ' 'ঝাঁজপিটা মঠ', 'বেনাপোল', হাওড়া ধাড়সা গ্রামে 'শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম' 'চন্দ্রকোনা', কাটোয়া 'মাধাইতলা', 'বিশ্রামতলা', 'বুধুরি', 'ঠাকুর নরোত্তমের প্রেমতলী' প্রভৃতি বহু খ্যাত ও অখ্যাত স্থানে তিনি কত যে জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার ক'রেছেন কত পুণ্য-স্থানের সংরক্ষণ ক'রেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।".....

রায়বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র

[শ্রীরামদাস প্রশস্তি গ্রন্থে, "বৈষ্ণবের নীরব সাধনা" পৃঃ ২১।২২]

'প্রখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজের পাট' উদ্ধারের প্রচ্ছদপট :—

১৩৩১ বঙ্গাব্দ। দরমাহাটা মঠ থেকে বাবাজীম'শায় রওনা হ'লেন নাটোরে। এই যাত্রার পূর্ব্বে আভাস ছিল, নাটোর রাজবাড়ীতে কীর্ত্তন মহোৎসবের পরে, মুরশিদাবাদ হ'য়ে মালদহের 'রামকেলি' যাওয়া হবে এবং সেখানে শ্রীরাধাকবিরাজ দাদার বাড়ীতে থাকা হবে—প্রায় পনেরোটি দিন। এই আকর্ষণে এবার বাবাজী ম'শায়ের সঙ্গীর সংখ্যা প্রায় নব্বুই মূর্ত্তি। এই গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষদের নাম :—

৺প্রিয়নাথ কাকা, ৺ভগবান কাকা, ৺নন্দ কাকা, ৺নীলরতন কাকা, বৃন্দাবনের ৺নিত্যানন্দ কাকা ও ৺উদ্ধারণ কাকা। আর দাদাদের মধ্যে ৺গৌরাঙ্গদা,' ৺রজনীদা,' ৺যমুনা দা,' ৺গোপীদা,' ৺গৌরদা,' ৺মেঘলালদা,' ৺সীতানাথদা', ৺মাষ্টারদা', ৺ফণীদা', ফরিদপুরের ৺রমণীদা (ইনি বাবাজী-ম'শায়ের পূর্ব্ব আশ্রমের বংশ-পুরোহিতের-সন্তান ও মন্ত্রশিষ্য) ৺বড় রমণদা', ৺বড় উপেনদা', শ্রীছোট উপেনদা'। এ ছাড়া আজও যাঁরা প্রকট আছেন তাঁদের নাম শ্রীউদ্ধবদা', শ্রীবাঞ্ছাদা' (পুরী) ও শ্রীকিশোরীদা' ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' প্রভৃতি।

নাটোর-রাজমহলে বেশ কয়েকদিন সংকীর্ত্তন ও উৎসব আনন্দে কাটানর পর, একটি বৈকালে আসা হ'ল মুরশিদাবাদের শ্রীনীলকান্ত উকিল মহাশয়ের বাড়ীতে। সেখানে সন্ধ্যা আরতি ও কীর্ত্তন, পরে প্রসাদ পেয়ে শুতে শুতে প্রায় রাত বারোটা। পরের দিন শ্রীগোপেন মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। এই মৈত্র মহাশয়, উচ্চ অধিকারী গৃহী বৈষ্ণব। এঁর ছিল ভাবাবেশে চলন বলন, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজীম'শায়ের সঙ্গে মধুর মৈত্রী, সবই পরম উপভোগের বস্তু। এঁর বাড়ীতে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করার পর, পরের দিন সকাল ১০টার ট্রেনে মালদহ রওনা হবার কথা। তাই বেলা ৯টার মধ্যেই 'মঙ্গল আরতি', 'প্রভাতী কীর্ত্তন', 'সকলের স্নান আহ্নিক', 'মধ্যাহ্ন কালীন প্রসাদ সেবন' প্রভৃতি সব কাজ শেষ ক'রে ষ্টেশন পথে রওনা।

প্রবাসে যাবার সময় অতি আপন জনকে যে সব ভাবের ব্যবহার ক'রতে দেখা যায়, তেমনি পরিবেশের মধ্যে গণসহ বাবাজীম'শায় চ'লেছেন। তাই তিনি দলের শেষে পড়ে গেলেন। কারণ, প্রায় প্রতি পদক্ষেপে নূতন নূতন দল এসে বিদায় প্রণতি জানাচ্ছেন, আর বাবাজীমশা'য় 'জয়-নিতাই', 'জয়-নিতাই' ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রে ক'রে চ'লেছেন।

সকলেরই জানা আছে, "মালদহ" যাওয়া হবে। বাবাজীম'শায়ের এই বিরাট গোষ্ঠীটির সব কিছু সু-ব্যবস্থা করার ভার ৺মেঘলালদাদার ওপর। সকলের মত তিনিও জানেন 'মালদহ' যাওয়া হ'চ্ছে। হঠাৎ তিনি শুনলেন,—"**ভগবানগোলা যাওয়া হবে**"। তাই, চকিত দৃষ্টিতে ত্রস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন বাবাজীম'শায়ের নিকটে। জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"টিকিট কি 'ভগবান গোলার' হবে ?"

বাবাজী ম'শায়ঃ শিশুর মত স্নিগ্ধ সরল হাসি মুখে ব'ল্লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ।

মেঘলালদা'ঃ বাবা! কিন্তু ট্রেন যে প্লাটফর্মে ঢুকে প'ড়েছে ?

বাবাজী ম'শায়ঃ তা আর কি করা যায়—না হয় পরের ট্রেনে।

ইত্যবসরে, ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় বাবাজীম'শায় ও মেঘলালদা'র আলাপ দূর থেকে শুনে নিকটে এসে' বাবাজীম'শায়কে প্রণাম ক'রে ব'ল্লেন,—"আপনারা ট্রেনে উঠুন; আমি একটা 'স্লিপেই' টিকিট দিচ্ছি। ক'জন আছেন ?

মেঘলালদা' হতভম্বের মত ব'ল্লেন, "বোধ হচ্ছে—৮৬ জন।" বাবা হাসলেন, ষ্টেশন মাষ্টারও হাসলেন; উপস্থিত জনতার সবাই হাসলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা দুপুরে সকলে নামলেন ভগবানগোলা ষ্টেশনে। সে সময়ে, ঐ ষ্টেশনে না ছিল কোন বিশ্রামাগার, না আশে পাশে কোন ঘর বাড়ী। সব ফাঁকা মাঠ। প্রচণ্ড রোদ, ষ্টেশন পেরিয়ে ঠাঁই খোঁজা হোলো একটা মাঠে। অল্প দূরে বাজার। অতদূরে যাওয়া হ'ল না। খটখটে মাঠে একটি মাত্র গাছ। তাতে পাতা নেই ব'ললেই চলে, তারই তলায় বসা হোলো। কয়েকটা রোদছাঁকা ছাতা (শতছিদ্র যুক্ত ছাতা) দিয়ে বাবাজী-ম'শায়, আর কাকাদিকে ও কয়েকজন বড় দাদাদের হাস্যকর ছায়ার আড়ালে রাখার প্রয়াস ক'রলেন বড় রমণদা', মেঘলালদা', ও মাষ্টারদা'। মৃদু দুচকী হাসির সঙ্গে সকলে ঐ রোদের দহন সহ্য ক'রতে লাগলেন। অর্দ্ধনগ্ন হয়েই গিয়েছিলেন সবাই, এবার জনতা বিরলে তাও যায় যায়।

ইত্যবসরে একটি মেঠো মানুষ এসে ব'ল্লে,

—"হ্যাঁ গো বাবাজী ম'শায়রা ওই বাজারে যান না ক্যানে, টিনের চালা আছে, গাছ আছে, রোদে পুড়ছেন ক্যানে?" তাই হোলো,—

কাছেই ছিল একটা জামগাছ। তলাটার ঘাসগুলো উধাও। কিন্তু গাছের পাতাগুলোর অলিতে গলিতে থোপা থোপা টুপ্‌টুপে পাকা জামের রাশি। তাই গাছটির তলায় ছিল অল্পবিস্তর ছায়া, সেই হোলো বাবাজীদের আস্তানা।

হঠাৎ, ঐ রোদে একটি রাখাল এলো। কাল ঝক্‌ঝকে চেহারা। রোদ পোহান বাবাজীদের মেলা দেখে থ'মকে দাঁড়াল। বাবাজীম'শায়ের দৃষ্টি পড়লো, তার মুখে। সেই ছেলেটি ব'ল্লে,—

—"হ্যাঁ গো! তোমাদিগকে জাম পেড়ে দোবো? খাবে ভারি ভাল জাম। খাওনা খুব মিষ্টি!"

বাবাজী ম'শায় সম্মতি জানালেন,—মধুর হাসি আর দৃষ্টি দিয়ে। উৎসাহ পেয়ে সে তর্‌তর্‌ উ'ঠে পড়লো গাছে। তারপর কাপড়টির কোঁচড়ে প্রচুর জাম পেড়ে নামলো, বাবাজী ম'শায়ের সামনে ঢেলে দিতে যাচ্ছে, মাষ্টারদা' একটা ছাতা উল্‌টে ধ'রলেন।

ছেলেটা ব'ল্লে,—"খান, খেয়ে দেখুন?" সবাই চুপ্‌। ছেলেটার মনে প্রেরণা এলো, ব'ল্লে—"জল এনে দোবো? একটা কলসী দিন্‌ না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘলালদা' ব'ল্লেন,—"এখানে কলসী কিন্‌তে পাওয়া যায়?" ছেলেটার সঙ্গে দাদা গেলেন।

নতুন কলসী, একেবারে জল ভ'রে, সঙ্গে নুনও কিনে আনা হ'য়েছে। তারপর, জম্বুরসের সেবায় সবাই রত হ'য়েছেন, ছেলেটিকেও দেওয়া হ'য়েছে।

শেষ হয়নি খাওয়া,—রজনীদা' মাষ্টারদা' মেঘলালদা' অনুমতি নিলেন, "বাবা! আজ রাত্রে তো এইখানেই?" বাবাজীম'শায় হো হো ক'রে অকস্মাৎ হাসলেন এবং পরমানন্দকাকা নন্দকাকার দিকে চাইলেন; হয়তো বড় বাবাজী ম'শায়ের কোন স্মৃতি জাগলো তাঁদের।

এধারে ওঁরা বাজারে গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলেন। সবে দাঁড়িয়েছেন।—

এমনই সময়ে গা খোলা পরণে সাধারণ ধুতি, রোদে তামা রং, গলায় মালা, কাঁধে পৈতে একটি মাঝ বয়সের লোক খুব ব্যস্ত ব্যাকুল হ'য়ে বললেন,

—"হ্যাঁ গা, আপনারা কি "রামদাস বাবাজীর" দল?"

সবাই চুপ্। তিনি আবার ব'ল্লেন,

—"ওগো বলুন না, আপনারা কি বাবাজী মশায়?"

আগন্তুকের প্রশ্নের ধরণে সবারই স্নিগ্ধ-কৌতুক-ভরা চকিত দৃষ্টি। ওঁর ছটফটানি দেখে সত্য সত্যই বুঝে উত্তর দিবার মত।

সবাই চুপ। নন্দকাকা ব'ল্লেন,—"বলুন না কি ব্যাপার?"

ঐ আগন্তুক ব'লে চ'লেছেন—

—"হায় দেখুন না, উখেনে মহাপ্রভুর মন্দিরে আমি থাকি। ঠাকুর সেবা করি পেসাদ পাই। আমার আর কেউ কুথাও নাই। মুরশিদাবাদে আমার ঘর ছিল। সব গ্যাছে। হাই ইখানে পড়ে আছি, ভারী জঙ্গল, আশ পাশে গাঁ' আছে, উখেনটায় কেউ নাই। মহাপ্রভুর সেবা করি।

ব'দ্দিদের ঠাকুর। বাবুরা এখানে ওখানে থাকেন। এ গাঁ'য়ের পোষ্টাফিসে টাকা আসে এসে লিঁয়ে যাই, কিনে কেটে ঠাকুর সেবা করি।

হায় দেখুন! আজ দোপোরে পেসাদ পাচ্ছিলাম, একটা চাঁড়ালদের ছোঁড়া এসে ব'ল্লে,—"ও মুতি ঠাকুর! পেসাদ পাচ্ছ তো খুব। হায় দেখগে যাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজারের মাঠে 'রামদাস বাবাজী' আর 'তেনার দলবল' এসে রোদে প'ড়ে আছে, যাও ডেকে লিঁয়ে এস গা ?

আমি তো ম'শায় ধড়ফড় ক'রে আসছি, আপনারাই তো বটেন গো ? আপনারা কি উয়োকে খপর দিয়েছিলেন ?"

সবাই নিথর দৃষ্টিতে মতিঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে। বাবাজীম'শায় পরম গম্ভীর। জাম খাওয়া তাঁরই শেষ হ'য়েছে; অন্যদের হাতে মুখে তখনও জাম। মাষ্টারদা' বিহ্বল দৃষ্টিতে জিগ্যেস ক'রলেন—"এখানে কাদের ঠাকুর বাড়ী ?"

মতিঠাকুর ঃ—হাই দেখ, ই যে 'রামচন্দ্র,' 'গোবিন্দ কবিরাজের পাট' ছিল গো ? হায়, চলুন না ক্যান্না। ওঁদের 'ভিটে' দেখবেন—মন্দিরে যেয়ে 'ঠাকুর' দেখবেন।"

মতি পুরোহিতের মুখে,—"ওঁদের ভিটে দেখবেন—মন্দিরে ঠাকুর দেখবেন" শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজী ম'শায়ের শরীরে রোমাঞ্চ হোলো। যেন আর বিলম্ব সয় না। সবাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন যে, রামচন্দ্র কবিরাজের কৃপার-আকর্ষণেই "মালদহের" স্থলে "ভগবানগোলায়" আসা ঘ'টেছে। অনুভবী মেঘলালদা' বুঝলেন যে, এই মুহূর্তেই বাবাজী ম'শায় রওনা হ'তে চান। তাই তাঁকে প্রশ্ন ক'রলেন—"এ সব কি হবে" ?

বাবাজী ম'শায় ঃ সব সঙ্গে যাবে।

(অর্থাৎ প্রায় শত মূর্তির প্রসাদ সেবার উপযোগী চাল, ডাল, তেল, তরকারী, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি যে সব জিনিষ (এখনি) কেনা হয়েছে সব সঙ্গে যাবে।) সঙ্গীরা, ঐ সব সামগ্রী যিনি যতটা পারলেন ব'য়ে নিয়ে পথে নামলেন। সবার মুখে—

"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

—এই নাম চ'লেছে। মতি ঠাকুর চলেছেন আগে আগে, পিছনে চ'লেছেন সগণে বাবাজীম'শায়। মুখে উচ্চ রবের নাম কীর্ত্তন। অনেকটা পথ, জঙ্গলই বলতে হবে।

দলটি এসে থামলো এক পোড়ো ভিটের সামনে। এই সেই "গৌড়ের ইতিহাস খ্যাত দ্বিতীয় বিদ্যাপতি গোবিন্দ ও রামচন্দ্রের আবাসভূমি !" মস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় ঢিপি। নীরবে দৈন্য শয্যায় সে যেন ঘুমুচ্ছে। জাগাবার পুরুষ আসেন নি এতদিন।

বাবাজী ম'শায় এসে প্রণাম ক'রলেন। তারপর সজল নয়নে ভগ্নকণ্ঠে ভূমির সহিত ভূমি-পতিদের আবাহন করলেন।

এই সেই বুধুরী গ্রাম
এই সেই রামচন্দ্র গোবিন্দের বসতিস্থল
কোথায় আছ দেখা দাও
বল বল কবিরাজ

* * * *

উঃ, সে ধ্বনিতে ভূমিও কথা কয়? বাতাসও কথা কয়? অরণ্যও কথা কয়! তারাও কি কাঁদে? সবাই যেন ছুটে এসে আছ্‌ড়ে পড়্‌লো অপরূপ পরিবেশ। সকলের চোখের জলে স্থানটির পরিবেশ ভিন্নরূপ ধারণ ক'রলো। এ ধারে, তখন প্রায় আঁধার। সন্ধ্যার পরে আরও অন্ধকার হবে। তাই, জঙ্গলের পথে পনের কুড়ি মিনিট হাঁটার পর সকলে এলেন "মহাপ্রভুর অঙ্গনে"।

উঠোনে কতকগুলি পাতা জড়ো করা ছিল। তাতে আগুন ধরিয়ে আলো জ্বালা হোলো। 'বাবাজী ম'শায়ের' মন-প্রাণ-মাতান কীর্ত্তনের অমোঘ আকর্ষণে দূর গ্রামের লোকেরা দলে দলে আস্‌তে লাগলো। এবার গৌরের সামনে কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। প্রথমে সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন, তারপরে দৈন্য আর্ত্তির বিজ্ঞাপন। তারপরই শুরু হোলো, গোবিন্দ কবিরাজের—

ভজহুঁ রে মন....."

পদটি। ঐ এক পদেই প্রায় দু' ঘণ্টা সময় কেটে গেল।

ইতোমধ্যে দলের কয়েক মূর্ত্তি, ঠাকুরের ভোগের রান্না ক'রে ফেলেছেন। তাই, ঠাকুরের ভোগ নিবেদন ক'রে ভোগ-আরতি-কীর্ত্তনও হোলো। ডালনা আর অন্ন ছিল নৈবেদ্য। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে কীর্ত্তনের রোলে আকর্ষণ করে আনা জনতাদের "মাধুকরী" দেওয়া হ'লো। তারপর সকলের প্রসাদ পাওয়া। মতিঠাকুর আজ উল্লাসে আনন্দে জড় সড় হোয়ে গিয়েছেন। বাবাজীম'শায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে প্রসাদ পেলেন। মন্দিরে তেলের প্রদীপ ও প্রাঙ্গনে ঝরা পাতার রাশিতে আলো সৃষ্টি করা হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে রাতটি সেখানেই বিশ্রাম। ভোরের আগে ও পরে যথারীতি সাধু-চর্য্যার রীতি-নীতি সমাধান ক'রে সকলে ভগবানগোলা ষ্টেশনে এলেন। তারপর যথাকালে 'মালদহ' পৌঁছুলেন।

পরবর্ত্তী ঘটনা : কবিরাজ বংশের যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঐ খবর অচিরে শুনেছিলেন; এবং নিজেদিকে ধন্যাতিধন্য মনে করে, যথাকালে, ঐ 'ভূমি' ও 'ঠাকুরের সেবাটি' বাবাজী ম'শায়কে সমর্পণ ক'রেছেন। এখন ঐ স্থানটির নাম "গৌরাঙ্গবাটী" (বুধরী) পোঃ ভগবানগোলা—(মুরশিদাবাদ)। কাগজে কলমে ঐ সেবাটি পাঁচজন ট্রাষ্টীর উপর ন্যস্ত, কার্য্যতঃ ঐ সেবার পরিচালনার ভার শ্রীবাসুদেব দাস বাবাজী মহাশয়ের উপরই ন্যস্ত। তিনি বাবাজী ম'শায়ের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের অন্যতম বড় গুরুভাই।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র অপ্রকাশিত ডাইরির পৃষ্ঠা অবলম্বনে)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

সার্ব্বভৌমের কাছে সব সমাধা হ'য়ে গিয়েছে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! আপনি ব'লছেন "নাম সাধনার রহস্যটির উদয় হলেই জীবের আর জান্‌তে বাকী থাকে না"। কিন্তু দীর্ঘকাল 'নাম-সাধনা' ক'রেও তো বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের 'দ্বন্দ্বই' থেকে গিয়েছে। যেমন—'শ্রীকৃষ্ণ' আর 'গৌর' আমাদের 'সম্বন্ধ-তত্ত্বের', আর ওঁরা 'উভয়েই আমাদের উপাস্য'। উভয়ের ধাম এবং সেবা প্রাপ্তিই পরম কাম্য। এ সিদ্ধান্তে গৌড়ীজী বৈষ্ণবরা একমত। কিন্তু তারপরেই তো দেখি প্রবল দলাদলি। একদলের অভিমত,—'গৌর' উপাসনার মধ্য দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ক'রতে হবে। তাই আগে তাঁদের গৌরপূজা।

আর একদল বলেন, 'গৌরই যখন 'কৃষ্ণ', তখন কৃষ্ণ মন্ত্রেই গৌরের উপাসনা করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দলের যুক্তি,—'গৌর' যে 'কৃষ্ণ' তা ঠিকই, কিন্তু কেবল তো কৃষ্ণ নন; **রাধার সঙ্গে মিলিত কৃষ্ণ।** সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা হ'তে পারে না; গৌরের পৃথক মন্ত্রের অস্তিত্ব আছে। তারপর একদলের দৃষ্টান্ত সীতানাথের। একদলের দৃষ্টান্ত পাণিহাটির রাঘব পণ্ডিত। পণ্ডিত পৃথক পৃথক ভাবে 'গৌরের' এবং 'কৃষ্ণের' ভোগ নিবেদন ক'রতেন।

আর এক দলের দৃষ্টান্ত পানিহাটিতে নিতাই চাঁদের আকর্ষণে গৌরের আগমন। এটিকেই কেউ কেউ বলেন ঠাকুর নরহরির গৌর পূজা। ওঁরা স্বতন্ত্র কৃষ্ণ-আকর্ষণ মন্ত্রের ধার ধারেন না।

এই তো বৈষ্ণব বাবাজী আর গোঁসাইদের জয় পরাজয়ের 'নাম নিষ্ঠা' আর 'ভগবদুপাসনার গতিবিধি! এবং পুরোহিত তত্ত্বের আচার ধ'রে। তাহ'লে সমগ্র সম্প্রদায়টির মধ্যেই যে 'নাম সাধনায়' এক একটি আলাদা প্যাট্‌রা আছে তা পরিস্কার।

(বিশেষ করে) শ্রীসীতানাথের আদর্শের দল জোর গলায় বলেন, "কেন শ্রীবাসের বাড়ীতে কি গৌরপূজা হয় নি? সেখানে তো "দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে। পূজাকরি সবে স্তব লাগিল পড়িতে॥"

—তা'হলে গৌর পূজার আচার্য্যরা যা ক'রেছেন তার বেশী করলেই তো তা হবে অশাস্ত্রীয়।

এঁদের ঐ চীৎকারকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন 'শ্রীখণ্ডের দল'; ওঁরা বলেন,—"**রাই কানু মিলিত গৌরের মন্ত্র আবার দশাক্ষরে হতে পারে কি?** মন্ত্র কি উপাসনার ভাবকে জাগায় না? গোপাল মন্ত্র কি 'কান্তাভাব' জাগাতে পারে?

—বাবা! আপনি পরিস্কার বুঝিয়ে দিন আচার্যবৃন্দের দ্বন্দ্বে 'শ্রীরাধা-রমণের গণের' *কোন পথ?

বাবাজী ম'শায়ঃ দেখ, ওটি আজকের নয়, ব্রজে থাকতেও (বাবাজী ম'শায়ের ব্রজবাসের সময়) নীলমণিপ্রভুর আমলেও ও নিয়ে মাথা ফাটাফাটি হ'য়ে গিয়েছে। আমার মনে কি নেয় জান? —সার্ব্বভৌমের কাছে সব সমাধা হ'য়ে গিয়েছে।

---

*বাবাজীম'শায়ের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণচরণদাস। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের "রাধারমণের-গণ" বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কান্তাভাবের গৌরেরই তো 'ষড়ভুজ রূপ'? না কি অন্য গৌরের আবির্ভাব হয়েছিল? আর 'রায়-রামানন্দ' নিয়ে যে এত মাতামাতি, তা তো সেই শচীনন্দনেই প্রকাশ হয়েছিল। তবে কথা কি জান,—

মাটির-আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য) গ'ড়ে তাঁরই কাছে একলব্য সর্ববিদ্যা শিখেছিলেন। আমরা 'সাক্ষাৎ-স্বরূপের' ওপর বুদ্ধির প্যাঁচ কষি। এ তো পুরুত মশাইদের দল পাকান ছাড়া আর কি?

তোমরা মুখে ব'লছো,—

কৃষ্ণ লীলামৃত সার, তার শত শত ধার
দশদিক বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গ লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

আর ব্যবহারে করছো—এ মন্ত্রে 'কৃষ্ণ' আরাধনা, ও মন্ত্রে 'গৌর' আরাধনা!

আর সীতানাথকেই যদি ধর, তা হ'লেও দেখ্‌তে পাবে; তাঁর কথা,—"সংকীর্তন আরম্ভে তোমার অবতার।"

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কি সংকীর্তনে?—তবে?

'নামেই' গৌর আরাধনা 'নামেই' মূরতি পূজা; ওই যে ওঁদের কথা—

'গৌরনাম অমিয় ধাম পীরিতি মূরতি দাতা'

নামেই তাঁর প্রকাশ, তাঁর প্রকাশ হলে কি রাইকানু মিলিত বিগ্রহের প্রকাশ হবে না? ওই নাম বিগ্রহই তো সীতানাথের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে অঙ্গীকার করেছেন—

'অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥'

চারদিক থেকে হু হু ক'রে অপরাধ এসে ঢুক্‌ছে, মন ঘুরিয়ে দিচ্ছে.....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিতে সব ধর্মেই দ্বন্দ্ব, ভাগবত ধর্মই নির্ভয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! আপনি যে অমন ক'রে হতাশা প্রকাশ ক'রলেন, তাতে যে ভয়ই বাড়িয়ে দিলেন, ও সব অপরাধ থেকে পৃথক হ'য়ে থাকবো কি ক'রে?

বাবাজী ম'শায়ঃ কেন? বৃন্দাবন দাস তো আত্মরক্ষার পথ বলে দিয়েছেন।

'নিন্দায় নাহিক লভ্য, সর্বশাস্ত্রে কহে।
সভার সম্মান ভাগবত ধর্ম হয়ে।'

কথার 'ওজন' শুনলে? এটা বৈষ্ণবের কথা নয়, অন্য কারু কথা নয়,—এটা 'ভাগবতের' কথা। সব দশাতেই শেষ পরিণতি 'ভাগবত'।

কলিতে সব ধর্মেই দ্বন্দ্ব, ভাগবত ধর্মই 'নির্ভয়'। কর্ত্তার (শ্রীগৌরাঙ্গের) আবির্ভাব ভাগবত ধর্মের প্রচারে। ভাগবত ধর্মেই কলিতে "সংকীর্ত্তনধর্মের" ঘোষণা। কলৌ সংকীর্ত্তন·····

প্রতিকূল দৈব গিয়ে' ভাগ্যের উদয় হ'লেই গৌরদর্শন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! গৌরগণের গ্রন্থমালায় পড়েছি আর আপনার কীর্ত্তনেও শুনেছি—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন 'ভাগ্যবান' দেখিবারে পায়॥"

—ও পাঠটিতে যদি থাকতো যাঁর প্রতি করুণা হয় সেই দেখা পায়, তা'হলে বুঝতুম স্বতন্ত্র করুণায় কাউকে দেখা দেন, কাউকে দেখা দেন না। কিন্তু "ভাগ্যবান" ব'ল্লেই মনে হ'চ্ছে—এ আবার কি? 'ভাগ্য' তো জীবের সাধারণ অদৃশ্য নিয়ন্তা। তাহলে গৌর দর্শনও তো সাধারণ কথা হ'য়ে যায়? পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের নাম দৈবই হোক, অদৃষ্টই হোক আর ভাগ্যই হোক, ও ছাড়া কোন জীবের আর কে নিয়ন্তা আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে ব'ল্লেন,—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু।'

'নিত্য দর্শন,' 'নিত্য ভোগ,' তবুও ব'লছেন,—

আজ আমার ভাগ্যেই সুখ নিশি পুইয়েছে। ভাগ্য তো রোজই আছে, তবুও দৈবের প্রতিকূলতাকে ভয়, যদি না হয়।

'ভাগ্য' নিয়েই তো সংসার। কিন্তু সে ভাগ্যেও তো দৈবের প্রতিকূলতা থাকে।

এই যে 'আলো' 'বাতাসের' ভিতর দিয়ে এত করুণা, তারও মধ্যে 'ঝড়' 'আগুন'। জীব তো তাতে কর্তৃত্ব ক'রতে পারে না। ওই হোলো 'দৈব'। দৈবও তাঁর বিভূতি। দৈব অনুকূল হ'লেই ভাগ্য প্রসন্ন। দৈবের প্রতিকূলতা থেকে রেহাই পেলেই ভাগ্যবান। ভাগ্যে তো নাম কীর্ত্তন শুনছো। কৈ ভাগ্যবানের দেখা পাচ্ছ কি?

'ত্রিতাপজ্বালা' হোলো প্রতিকূল দৈবের কাজ। ভাগ্য চাপা প'ড়ে যায় তাতে। আর ও জ্বালা, সরে গেলেই ভাগ্যবানের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের কথার ওজন খুব। একটু ডোবো।

(সমৃদ্ধিমানে) সেখানের উক্তি,—

'বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ

ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।'

প্রতিকূল দৈব গিয়ে, ভাগ্যের উদয় হ'লেই গৌর-দর্শন। সংকীর্ত্তনে 'নাম-বিগ্রহে' তাঁর আবির্ভাব। ভাগ্যবান জনই দেখতে পায়। এখানের কথা—'ভাগ্যবান জন দেখছে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

দার্শনিক প্রতিভায় শ্রীলরামদাস

দর্শন ও বিজ্ঞানের উর্দ্ধে অন্য কিছুর যেমন অসম্ভাব্যতা (unthinkable) থাকে, তেমনি থাকে অনির্ণেয়তা (in-explicable)। যেমন, কচ্ছপের লোম unthinkable (অসম্ভাব্যতা) এবং আখের রস, রসগোল্লার রস, মিশ্রীর পানা এগুলির মিষ্টতার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাতে আছে inexplicable বা অনির্ণেয়তা। আজ বিজ্ঞানের জয় যাত্রার যুগে অতীন্দ্রিয় শক্তিও এইভাবে অনির্ণেয় হয়ে আছে। কিন্তু অসম্ভাব্যতা নাই।

এ কথার উজ্জ্বল প্রতিভাময় মূর্তি **শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়**। কার্য্য কারণ সম্বন্ধের দৃষ্টিতে তাঁর বাল্য কৈশোর জীবনে ছাত্রবৃত্তির উর্দ্ধে আর এতটুকু বিদ্যাশিক্ষার স্তরের লেশও হয় নাই। পরবর্তী জীবনেও আর স্কুল কলেজের বিদ্যার অধ্যবসায় ছিল না, কিম্বা কোন মহান্ শিক্ষকের কাছে পাঠ অভ্যাসও তাঁর ছিল না, কোন অনুশীলন বা সহায়তাও কিছুমাত্র ছিল না তাঁর। আবার তাঁর বংশানুক্রমিকতার, ইতিহাসে দার্শনিকতার সামান্যতমও আভাস ছিল না। সুতরাং তাঁর জীবনে দার্শনিকতার পূর্ণবিকাশ দেখেই মনে হয় অতীন্দ্রিয় শক্তির ব্যক্তরূপ প্রতিভাটিই এক্ষেত্রে ঈশ্বর-করুণাকে দ্যোতনা করে।

বাংলায়-উদ্ভূত 'দর্শনই' ভারতীয় মনীষার শেষ দর্শন-বাদ। 'জৈন', 'বৌদ্ধ', 'শঙ্কর' 'রামানুজ', 'নিম্বার্ক', 'মাধ্বের' দার্শনিকতা, পরস্পরকে অস্বীকৃতি জানিয়েই প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে নিজেদের স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে, কিন্তু বাংলায় উদ্ভূত শ্রীগৌরাঙ্গ-করুণার দানে পুষ্ট 'ষড়্‌গোস্বামীদের দার্শনিকতা' পূর্ব্বের আচার্য্যদের সকলকে স্বীকৃতি দিয়েই নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেছে। তাঁদের সেই দার্শনিকতার নাম "**অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ**"।

এ বাদে, 'জীব' ও 'জগৎ' 'ভক্তি' ও 'প্রেমের' সত্যতা স্বীকৃত, 'ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব' স্বীকৃত। গৌড়ীয় আচার্যবৃন্দ শ্রুতিবাক্যকে পরিস্ফুট করে বলেছেন—"একেই বহু এবং বহুতে এক" সর্ব্বদাই বিদ্যমান। তাঁদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের এইটিই বিশেষ জ্ঞাপ্য। এটিকে জানাবার জন্যই তাঁরা কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ব'লেছেন,—'ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই। যেটি 'ব্রহ্ম' সেইটিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বিগ্রহ'। সে বিগ্রহে কোন উপাদানগত ভেদ নাই ব'লেই সমস্ত অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে ("অঙ্গানি যস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি")

এই সিদ্ধান্তেই তাঁরা জানিয়েছেন, 'ভগবদ্ধাম,' 'ভগবৎ পরিকর,' এঁদের কোনটিই ব্রহ্মনিরপেক্ষতত্ত্ব নয়, ব্রহ্মের ভেদও নয়। ব্রহ্ম-বিগ্রহ অদ্বয় তত্ত্ব।

এই মূল সিদ্ধান্তটি অধ্যয়ন ক'রতে এবং অনুশীলন ক'রে অনুভব ক'রতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয়।

অথচ বিচিত্র! বাবাজীম'শায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরে সেটি কত সহজ ও সরল হয়েছে।

আমরি নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ
চৈতন্য রস বিগ্রহ ঐ
অভেদ নাম নামী ঐ

অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দ নন্দন পেতে এই নাম বই আর সাধন নাই রে
নিত্য নব কৈশোর নটবর ঐ ঐ ঐ
সচ্চিনানন্দ ঘন মূরতি দেখতে ঐ ঐ

বাংলায় উদ্ভূত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বাদে মোক্ষতত্ত্ব বা পরামার্থতত্ত্ব ব'লতে তাঁরা জানিয়েছেন, শ্রুতির অভিবেদ্য পাঁচ প্রকার মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু এই পাঁচ প্রকার মুক্তির প্রত্যেকটিই 'অনাবৃত্তি' লক্ষণাক্রান্ত। বাস্তবিক যুক্তিতে দেখলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, মায়ার বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভই যখন মোক্ষ, তখন তার আর 'আবৃত্তি' হয় না। মুক্ত অবস্থায় তার অবস্থানের ভেদ জ্ঞাপনই মাত্র ঐ পাঁচ প্রকারের মুক্তি। **এদের পারমার্থিকতা নাই। একমাত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের সেবা (সুখ বিধান) প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ।**

তাঁকে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধলেই সেই পুরুষার্থ লাভ হয়। পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনিই জীবের একমাত্র প্রিয় বন্ধু। বৃহৎ-আরণ্যক শ্রুতির মর্মই তাই—"আত্মানং এব প্রিয়মুপাসীত" (বৃঃ ১৪।৮) আবার, শতপথ ব্রাহ্মণেরও অভিমত এটিকে দৃঢ়ীকৃত করেছে—

প্রেম্না হরিং ভজে (শঃ। ২।১।৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রেষ্ঠ স্বরূপে উপাসনার তাৎপর্য্য এই যে, স্বচিত্তে দেহ-গেহ-প্রিয়ের প্রতি এতটুকু লেশ ও কামনা না রেখে একমাত্র প্রিয়তমেরই প্রীতিবিধান। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যখন জীবের একমাত্র প্রিয়, তখন তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) প্রীতি-বিধানই জীবের অবশ্য ও একমাত্র কর্তব্য। এবং তাঁর প্রীতিবিধানের বাসনাই জীবের একমাত্র পোষণ যোগ্য বাসনা। এই বোধই জীবের 'কৃষ্ণদাসত্ব' বোধ।

সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন জীবের প্রিয়, তেমনি জীবও তাঁর প্রিয়। এই প্রিয়ত্ব বোধের পারস্পরিকতাই অচিন্ত্য ভেদ অভেদ বাদের অন্যতম বিশ্লেষণ।

এই বৃত্তিটি উভয়ত্র বিদ্যমান, উভয়ত্রই সুখ বাসনাই পারমার্থিকতা বোধ। আর সেই বাসনা যেমন জীবের 'স্বরূপগত' এবং স্বাভাবিক', তেমনি রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবস্বরূপের নিত্য-অবিচ্ছেদ্য-প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ আছে ব'লেই,—সেই সুখ স্বরূপ রসস্বরূপের জন্যই তার অনাদি-সিদ্ধ বাসনা। সেই রস-স্বরূপকে পেলেই জীব পারমার্থিক আনন্দ লাভ ক'রবে। যতদিন না সেই আনন্দলাভ হয়, ততদিন জীবের ছোটাছুটির বা জন্ম-জন্মান্তরের আসা-যাওয়ার অবসান হয় না।

শ্রুতি বলেছেন,—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি" তখনই জীব 'নির্ভয়' হয়, মায়ার ভয়েরও অবসান হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বাং ন বিভেতি কুতশ্চন"। গীতাতেও—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

গৌরবাদী আচার্যবৃন্দ (ষড়্‌গোস্বামী) এবং অন্যান্য দার্শনিক বৃন্দ দুরূহবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় এবং তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় এই তত্ত্বটিকে পরিজ্ঞাপন ক'রেছেন। জন-সাধারণ সহজে তা বুঝতে পারে না। আর কোনও দয়ালুও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এই তত্ত্বটিকে জানিয়েছেন বলে, নজীর তোলা যায় না, একমাত্র বাবাজীম'শায়ের নাম-সংকীর্ত্তনের আঁখর রাশির মধ্যেই আজ আমরা পাই—

চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র আঠার পুরাণ তন্ত্র
গীতা আদি করিয়া মন্থন
এই হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ
অখিল রসের ধাম,
এই নাম বই আর সাধন নাই রে
ঐ
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ক'রতে
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে, সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে
এই নাম বই আর সাধন নাই রে
ও সে ব্রজবাসীগণের মত, সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে ঐ
কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন্ ক'রতে ঐ
(ইত্যাদি বহু বহু আঁখর আছে)

এই সব আখরের অভ্যন্তরে সর্ব্ব জন বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়েছেন—**"প্রিয়রূপে, আপন-জন-জ্ঞানে শ্রীভগবানের সেবার বাসনা সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি।"** (খাঁটি খাঁটি সেবার বাসনা এলে আর সেবাপ্রাপ্তির দেরী থাকে না)।

একমাত্র তাঁর 'নাম' গ্রহণেই এই সেবানন্দ লাভের যোগ্যতা আসে। 'সাযুজ্যাদি মুক্তিতে এই "সেব্য" "সেবক" ভাবই থাকতে পারে না। অতএব প্রিয়রূপে শ্রীভগবানের সেবার বাসনাও স্ফূর্ত্ত হয় না। ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্মের জন্য সাযুজ্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত জীব কিছুটা আনন্দ অনুভব করেন ঠিকই কিন্তু তাতে তিনি "প্রকৃত আনন্দী" হ'তে পারেন না। "সালোক্যাদি-মুক্তিতে" সেবা বাসনার স্ফূর্ত্তি আসে বটে কিন্তু স্ফুরিত হলেও ঐশ্বর্য জ্ঞানের ফলে তা সম্যক বিকশিত হয় না এবং শ্রীভগবানে মমত্ব বুদ্ধিও স্ফুরিত হয় না। তবে অন্যান্য মুক্তি অপেক্ষা 'সামীপ্যে' অনেক উৎকর্ষ থাকে।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্"

গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের এই 'দার্শনিক' যুক্তি ও প্রতিপাদ্য বস্তুটিকে বাবাজীম'শায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরে,—

* * * *

কৃষ্ণ ভ'জে চতুর্ব্বর্গ বাসনা—ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা
"তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান রে!
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান রে!!"
এই ত',—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা
সে হৃদয়ে কখনও যায় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে হৃদয়ে, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে— সে হৃদয়ে কখনও যায় না
শুদ্ধা-সাধ্বী-ভকতি-দেবী সে হৃদয়ে কখনও যায় না
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকৃতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না
এই, অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রূপ এই, অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
তারে,—দিলেও সে নেয় না রে
তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে
চতুর্ব্বিধা-মুক্তি অষ্ট-সিদ্ধি— তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে
আমায়,—গ্রহণ কর কর ব'লে— তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে
সে ফিরেও ত' চায় না রে
হরিনাম রসে যে মজে সে ফিরেও ত' চায় না রে
কেন বা ফিরে চাইবে বল

"কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু রে!
ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক বিন্দু॥" রে!!

তারাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী
ব্রহ্মার,—মানসপুত্র সনক-সনাতন আদি,— তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে
শ্রীকৃষ্ণের—পদস্থিত-চন্দন-তুলসীর গন্ধে— তা'দের—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে
তারা,—ভকতি-রসে লুব্ধ হ'ল,— তা'দের—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে
তা'দের 'দাস'* হ'তে বাসনা হ'ল— তা'দের—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

প্রশ্ন ওঠে, যে, শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত যতগুলি সাধনপথ আছে, সব সাধনের পথই কি প্রস্তুত করে এই **'নাম সংকীর্তন'**? 'কর্ম', 'জ্ঞান' 'যোগ' প্রতিটি সাধন পথে ভক্তির সহায়তা প্রয়োজন'—এটি হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।

---

* 'অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম। অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান॥ আগে হয় 'মুক্ত' তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ। তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস'॥ এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে। মুক্ত-সব লীলা তনু করি কৃষ্ণ ভজে'॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য ১৭শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে যে 'ভাগবত গ্রন্থ' সেখানে পাওয়া যায়,—

"ভক্তিং ব্যুদস্য যদি অন্যেষু মার্গেষু গচ্ছেয়ু"—…কেবলং ক্লেশং লভেয়ুঃ। এবং ভক্তি হচ্ছেন,—**"ঈশ্বরের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি"**। স্বরূপ শক্তির বৃত্তি ভিন্ন আর কেউই মায়াকে অপসারিত ক'রতে সমর্থ নয়। (মায়া-কবলিত) সাধকের নিজের শক্তিতে মায়াকে অপসারিত করা যায় না। যিনি সেই মায়াধীশ, শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হন, এবং ভক্তির সহিত ভগবানের ভজন করেন তিনিই মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ॥ গীতা ৭-১৪

অতএব, ভক্তির সাহচর্য্য ছাড়া যিনিই কর্ম-মার্গের অনুষ্ঠানে মোক্ষলাভের বাসনা ক'র্বেন তাঁর প্রয়াস্ কেবলই ক্লেশকর মাত্র।

এই দার্শনিক মতটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ন্যায় বেদান্তের দৃষ্টিকোণে রেখে ভক্তি গ্রন্থাবলীতে তা প্রস্ফুটিত করা হ'য়েছে। সাধারণের পক্ষে এতে প্রবেশ অসম্ভব। এমন কি, যাঁরা সংস্কৃত জানেন, তাঁদেরও অন্যান্য বহুশাস্ত্রে সু-প্রবেশ না থাকলে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতবাদের ভিত্তি কি? বক্তব্য কি? তা উপলব্ধি ক'রতে পারেন না।

অথচ, বিচিত্র সংবাদ যে, **বাবাজীম'শায়ের জীবন-দর্শন, ঐ দার্শনিক মতটিকে, তিনি অকৃপণ হ'য়ে, ভূরিদ হয়ে নিরক্ষর সাধক থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চ শিক্ষিতকে পর্য্যন্ত সমানভাবে পরিষ্কার করে শুনিয়েছেন।**

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের মঞ্জুষায় আবদ্ধ থাকে, সে কেমন? এ কলিতে "নামের" প্রকাশই তো আপামর মানব সাধারণের জন্য, এবং তাই যদি না হোলো তবে তো ঐ **নাম নামী অভেদ পরম পুরুষ নিতাই-গৌরের দানেইতো কলঙ্ক আরোপ করা হয়।** তাঁরা কি পাণ্ডিত্য বিতরণ ক'রতে আর পণ্ডিত সৃষ্টি ক'রতে এসেছিলেন? না, পতিতকে অবহেলিতকে, তাদের দুর্দ্দৈবের অভিশাপকেই বরণ ক'রিয়ে নেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা বল্লেন,—এই দ্বন্দ্ব এই হানাহানি এই পাতিত্য এই কৌলিন্য প্রভৃতি সবই দেহের প্রতি আত্মবোধের শূন্যগর্ভ অহংকার। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্য এও যেমন—'শ্রীগোবিন্দ বিস্মৃতির'; আমি পতিত ফল, আমি বঞ্চিত এও তেমনি 'শ্রীগোবিন্দ বিস্মৃতি'র জন্য। যে পূজ্য তার হয় আরও পূজ্যতা গ্রহণের প্রয়াস, আর যে পতিত তার হয় কারো প্রতি পূজ্যতা বোধে সন্দেহ। এ সবের পরিণতি 'দ্বন্দ্ব' ও 'হানাহানি'।

এই সবের একমাত্র কারণ 'আত্মস্বরূপে' বিপরীত বোধ। এই বিকৃত বুদ্ধি দূর করার জন্য তাঁর করুণা-বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় ধূর্ত্ত মানবগোষ্ঠী আপন আপন প্রতিষ্ঠা হানির ভয়ে, সে বাণী শোনার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, ফলে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী যার অপর নাম "জন সাধারণ" তাঁরা 'বঞ্চিত' ও 'অবহেলিত'।

সেই পঙ্গুতা প্রাপ্ত মধ্যযুগের সমাজকে ভেঙ্গে চুরে জীববন্ধু দীনদয়াল নিতাই-গৌর যে সমাজ ও দর্শনের প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন, তার সার্থক 'বাহক' ও 'ধারক' শ্রীলরামদাস, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরে কীর্ত্তন করেছেন,—

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে এই দেহাভিমান যায় রে দূরে
সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ এই দেহাভিমান যায় রে দূরে
'আমি' ঘুচায়ে 'তুমি' করে

এই হরিনাম সংকীর্ত্তনের মত আর কোন সুগম পথ নাই ভাই
তাই বলি মহামন্ত্র মহাশূর
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে
যে ধনের পায় নাই সন্ধান
কর্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন ফলে যে ধনের পায় নাই সন্ধান
অনায়াসে করেন দান
মহামন্ত্র মহাশূর তাই, অনায়াসে করেন দান
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন অনায়াসে করেন দান
সবাই, শক্তিহীন নামের কাছে
সবাই, শক্তিহীন নামের কাছে
জগতে কত কত সাধন আছে সবাই, শক্তিহীন নামের কাছে

● ● ●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(নাম সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে)—

তবে জীবের কর্ম্মবন্ধ ছুটে, জীব কৃষ্ণপর হয় রে

* * *

"সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলী না ছোঁয় রে

ক্রমে পায় প্রেমভক্তি, গোপীকার ভাব রে"

* * *

জগৎ গুরু নিত্যানন্দ

যত দেখ শ্রীগুরু রূপ

আমার শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ প্রকাশ **যত দেখ শ্রীগুরু রূপ**

যেন ভিন্নু ভিন্নু মনে ক'রো না

দেখি জগৎগুরু নিতাই-এর স্বরূপ নানা, যেন ভিন্নু ভিন্নু মনে করো না

'গুরু' আখ্যা শুন্‌বে যথায়

সেখানে জেনো 'নিত্যানন্দরায়' গুরু আখ্যা শুন্‌বে যথায়

নিতাই অনন্ত গুরুরূপে

'অনুকূলে' 'প্রতিকূলে' নিতাই অনন্ত গুরুরূপে

কর্তব্য বুঝায় জীবে

'দিক্‌দর্শন' হিসাবে এখানে, সামান্যই উদ্ধৃত হোলো, কিন্তু শ্রীলরামদাসের স্বতঃস্ফূর্ত আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তনাবলীর অনুশীলন ক'রলে খুব সহজেই সাধারণ ব্যক্তিরাও দুরবগাহ দর্শন গ্রন্থরাজির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও মর্ম্ম আস্বাদন ক'রতে পারবেন।

বিদ্বানদের প্রতি বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবেদন—

'পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
সে যদি না হয় তবে বিদ্যায় কি করে' ?

এই আদর্শে অনুপ্রাণন ও শক্তি সঞ্চার করে গিয়েছেন বাবাজীম'শায় তাঁর "নাম-সংকীর্তনের" মাধ্যমে। **গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অনুপম ভাষ্যকার শ্রীলরামদাস।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সবই করেন 'স্বরূপকে' সামনে রেখে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! কাল কথা প্রসঙ্গে ব'ল্লেন 'ভেক' হোলো বেশাশ্রয় ! অন্যান্য আশ্রয়ের পর বেশাশ্রয় করাটায় আপনি কিছুটা অনুমোদন করেন যেন। তাতে আমার প্রশ্ন,—'এ সম্প্রদায়ে আর সহজিয়াদের সম্প্রদায়ে তফাৎটা কি ?

বাবাজী ম'শায় : সে আবার কি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সহজিয়ারাতো ঐ' কথা বলেন, 'নামাশ্রয়' 'মন্ত্রাশ্রয়', 'ভাবাশ্রয়', 'প্রেমাশ্রয়' আর শেষে 'বেশাশ্রয়'। তা হ'লে বেশাশ্রয় তো উভয়েরই এক হয় !

বাবাজী ম'শায় : হুঁ :, তোমার প্রশ্নটার দৌড় ওইখানেই আট্‌কে গ্যাছে। এঁরা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) যে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে আশ্রয় করেন না। সবই করেন 'স্বরূপকে' সাম্‌নে রেখে। ওঁরা (সহজিয়ারা) তত্ত্ব দৃষ্টিতে সবাইকে দেখেন। নিজেকেও। বেশাশ্রয়কেও। শ্রীকৃষ্ণই পতি আর শ্রীমতীই পত্নী। দেহের চিহ্ন দেখে ওই তত্ত্ব নিরূপণ। গুরু, শিষ্য, মাতা, পিতা, ভগ্নী, কন্যা সবই ও-ই তত্ত্বে। স্বকীয় ভেদটা তাঁদের সাধন দশায়, আর বাকী দশা পরকীয়া তত্ত্বে। ওঁরা নাম করেন তাও 'তত্ত্ব-জ্ঞানে', আর দৃষ্টি রাখেন 'পরকীয়া তত্ত্বে'। কবিরাজের গ্রন্থকেও ওঁরা বলেন পরকীয়া রতির প্রকাশের গ্রন্থ।

দেশটা পরাধীন হ'লো বয়ে গেল, স্বার্থ যেন পাক্কা থাকে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা কি ভারতে মিটবেই না ?

বাবাজী ম'শায় : হুঁ, ছাগলগুলো হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, তবে হত্যা কিসের ? আসলে ভোঁতা বুদ্ধিতেই স্বার্থের যোগ। নইলে যে মানুষের শুদ্ধ বুদ্ধিতে অমন 'দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রের' উদয়, সে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি এই 'দাঙ্গা' বন্ধ ক'র্‌তে পারে না ? খুব্ পারে। দেশটা পরাধীন হোলো ব'য়ে গেল, স্বার্থ যেন পাক্কা থাকে। যেন না ঘোচে। পড়নি ? উনি (শ্রীগোরাঙ্গ) যখন ন'দেয়, তখন হিন্দু মুসলমান এক হ'চ্ছিলো শুধু 'তন্ত্র সাধনা রক্ষার জন্য ; তখন 'বৈদিক আচরণ' তো কবে বিদেয় নিয়েছিল তারপর তন্ত্র-ধর্ম্মের উদয়। 'বৈষ্ণব আচার' এসে যদি ভোগ-লালসকে বিদেয় করে দেয়, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। তখনই তো কঠিন ন্যায় শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার হোতো, তবুও কেন দুদিকের (হিন্দু-মুসলমানের) ধর্ম্মের বিচার হয় নি ? নিতাইচাঁদ ঐ দিকটায় জোর দিলেন। কোরাণের বয়াৎও নিলেন না, হিন্দুর স্মৃতি পুরাণের শ্লোকও নিলেন না।

যাঁরা বন্দীশালার অফিসার, তাঁরা কি চান্, সবাই মুক্ত হোক ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! পরের যুগে দেখছি সর্ব্বধর্ম্মে সমন্বয় স্থাপন করার জন্য 'বেদ' 'কোরাণ' 'পুরাণ', 'বাইবেল' থেকে আরম্ভ ক'রে সারা পৃথিবীর ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন দিয়ে 'সমন্বয়' করার চেষ্টা, তবুও তো তেমনি র'য়ে গেল। হিন্দু মুসলমাল খৃষ্টান যে যেখানে যেমন ছিলেন, তেমনি র'য়ে গেলেন, মানুষ তো এক জাত হোলো না ? তা হ'লে আচার্য্যদেরও কি দৃষ্টি পরিষ্কার হয় নি ?

বাবাজী ম'শায় : না গো না, তাঁদের দৃষ্টি খুব পরিষ্কার আমাদের বুদ্ধি 'অজ্ঞান' আর 'সংস্কারের' কারাগারে বন্দী। ওই বন্দীশালায় যাঁরা "অফিসার", তাঁরা কি চান্ সবাই মুক্ত হোক্ ? কোর্ট আদালতের কর্ত্তারা কি চান্ এগুলো উঠে যাক্ ? তাহ'লে ন্যায় বিচারের নামে তাঁদের যে বুদ্ধির খেলা বন্ধ হ'য়ে যাবে ! জল্‌হাদরা কি চায় রাজা প্রজা সম্বন্ধ ঘুচুক্ ? প্রজায় রাজায় বিরোধ বাধলেই তো জল্‌লাদদের জীবিকা ঠিক থাক্‌বে। এও তেমনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ 'পাওয়া' না খাওয়া ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! সর্ব্বভারতীয় বৈরাগী বৈষ্ণবদের মধ্যে শুনেছি প্রসাদ খাওয়া বলেন না। 'পাওয়া' বলেন। ওতো কেবল ছলের ভাষা, দাঁত মুখ জিভ নাড়া আর গেলা, এটি মুখের ভিতরের কাজ। এ কাজের প্রয়োজন হয় খাদ্য দিয়ে। তাতে 'পাওয়া' বল্‌তে হয়, 'খাওয়া' বল্‌তে নেই, এ কি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : (মুচ্‌কি হেসে ব'ল্লেন) ওটি ভক্তি রাজ্যের ভাষা। আগে 'লালসা' তারপর 'পাওয়া'। কর্ত্তৃত্ব নেই। যেখানেই ভগবৎ সম্পর্ক, সেই খানেই পাওয়া। আগে 'চাওয়া' তারপর 'পাওয়া'। খাওয়া ভাষায় ভক্ষণ হয়। তোমাদের বেদান্তে সবই তো ভক্ষণের *ভাষা। ভক্ষণ হোলো মৃত্যু। তাঁর প্রসাদ তো মৃত্যুকে জয় করে। অমৃত্যুই অমৃত। 'অমৃত' চাইতে হয়, তারপর করুণায় পাওয়া যায়। এঁদের দৃষ্টি অনেক দূর থেকে এসেছে।

শুধুই তো ভয়ের অনুশীলন "নির্ভয়" কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! অনুশীলন করা কি ব্যাপার ?

বাবাজী ম'শায় : ছোটো বেলায় যাত্রা শুন্‌তুম্, পাণ্ডব বিজয় গাইলেন রায় মশায় (নীলকণ্ঠরায়) "যায় দুখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভুবন, তোমার কৃপায়, অনুকম্পা হ'লে"

'কৃপা' আসে সাক্ষাৎ স্বরূপে, তারপরে তাঁর অনুকম্পা, তাতে দুখের অনুশীলন যায়। জীবতো তাঁকে ভুলে দুঃখের অনুশীলনই করে, তাঁতে কেউ অনুরক্ত হয় না, সবাই বিরক্ত হয়, যতই কর, কারও মনে তোমার ঠাঁই হবে না। সাক্ষাতে কৃপা পাও।

তোর্ কোন অভাব সে রাখ্‌বে না

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! গৌরগোপালদা'র (গুরুগৌরবানন্দজী) পাঠে আমি আস্‌তে পারি না। ওখানে বড়তত্ত্ব কথার আসর·····

---

*অশনায়া হি মৃত্যুঃ। ছান্দোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ 'তত্ত্ব কথা', ও হোলো 'তত্ত্ব-নেওয়া', খবর নেওয়া। তা আগে তার খবর নিয়ে কি ক'র্‌বি? যিনি তোর্ খবর নেন্, আগে তাঁর খবর নে"। দেখিস্ না লোকে বলে,—তত্ত্ব-তল্লাস। "তত্ত্ব" হোলো খোঁজ খবর। পড়্‌তে ব'সেছিস্ পড়্, বইয়ের খোঁজ খবর কর। যা থক্‌বে না তাও সে জোগাড় ক'রে এনে দেবে তোকে। হাত ধ'রেছে, আর তোর অভাব রাখবে? তা কি হয়? তুই তার তত্ত্ব-তাল্লাস কর, তোর কোনও অভাব সে রাখ্‌বে না।"

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

[১]

নরহরিদাদা

(ঘটনাটি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী যাবার সময়—হাওড়া ষ্টেশনে।)

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাওড়া ষ্টেশনে আমাদের গুরুভাই-ভগ্নীগণ উপস্থিত হ'য়েছেন। আর বাবাজীম'শায় সহ কাকাগুরুর দল ও আশ্রমবাসী গুরুভাইরা দর্‌মাহাটা মঠ থেকে রওনা হ'য়ে সবার আগেই সেখানে গিয়েছেন। তখন পুরী যাবার ট্রেন ছাড়তো ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সে সব দিনে ট্রেন ছাড়ার পৌনে ঘণ্টা আগে "প্ল্যাটফর্মে" পঙ্গত বসতো। (পঙ্গত মানে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে (খাওয়া) প্রসাদ পাওয়া।) লুচি-তরকারী প্রসাদিত হ'য়ে আস্‌তো মঠ থেকে। রাত্রিকৃত্যের আহার্য্য ঐখানে সেরে নেওয়া হ'তো সে দৃশ্য দর্শন করার জন্য ভিড় কম হ'তো না।

ঐ ভিড়ের মধ্যেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা ঘটে গেল। ফলে, নন্দকাকা ও ফণীকাকা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হ'লেন।

বাবাজীম'শায় প্ল্যাট্‌ফর্মের মধ্যপ্রান্তে একটি কম্বলের আসনে ব'সে আছেন। তাঁর হাতে নামের মালা, জপ ক'রছেন। গলায় বিদায় আশীর্বাদের ভগবৎ প্রসাদী ফুলের মালা। একটি দীর্ঘ গাঁতি চাদর তাঁর অঙ্গে জড়ান। উদাসী ও আকর্ষণীয় দৃষ্টি দু'টি চোখে। গুরু ভাই-বোন্‌রা যাঁরা কেবল ষ্টেশনে দেখা ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ নিজ বাড়ী ফিরবেন, তাঁরা একে একে প্রণাম ক'রছেন, আর বাবাজী ম'শায় বার বার 'জয়-নিতাই' 'জয়-নিতাই' বলে প্রীতি আশিস্ জ্ঞাপন ক'রছেন। ট্রেনের সাধারণ যাত্রী আর আমাদের 'রিজার্ভ' গাড়ীর যাত্রী এবং উৎসুক দর্শকের দল মিলে সারা প্ল্যাটফর্মটি লোকে গিস্ গিস্ ক'রছে। এরই ভেতর সেই দুই কাকা (নন্দকাকা ও ফণীকাকা) বিশেষ ম্লানমুখে চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁরা ছিলেন বাবাজীম'শায়ের একটু দূরে। অন্য কাকারাও সবাই সেখানে।

কি যে হ'য়েছে, তা কেউ জান্‌তে পারছেন না। কেউ কিছু জানান নাই, তাই বাবাজীম'শায়ও জানেন না। এই রকম পরিবেশে একটি দোহারা চেহারার ভদ্রলোক ফণীকাকার ডান হাতটি ধ'রে ব'ল্লেন—'এদিকে আসুন!'

নন্দকাকা আরও চিন্তিত হ'লেন। ফণীকাকা কেমন হক্‌চকিয়ে গেলেন। লোকটি একেবারে অপরিচিত। পরণে তাঁর সাদাসিদে বাঙ্গালী পোষাক। খুব চটপটে। ধরণ-ধারণ যেন গোয়েন্দা পুলিশের মত।

হাত ধরা অবস্থাতেই ফণীকাকা সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ কি বলুন?" ভদ্রলোকটি মুখে কিছু জবাব না দিয়ে ফণীকাকার হাত টেনে নিয়েই ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চ'ললেন। নন্দকাকা আরও বেশী উন্মনা হলেন। কিছু ব'লতেও পারছেন না। আর তাঁর দাদাকে (বাবাজীম'শায়কে)-শোনাতেও সাহস ক'রছেন না যে কী ঘটেছে আর কি ঘটছে। অথচ নিজে বিশেষ উদ্‌বিগ্ন।

অন্য কাকারাও নন্দকাকার অবস্থা দেখে বিমর্ষ হ'য়ে গেলেন। আশ্চর্য্য তাঁদের ধৈর্য্য! ফণীকাকা সেখান থেকে চ'লে যাবার পর নন্দকাকাই অন্যান্য কাকাদের বললেন—"দাদা যেন না শোনেন।" তারপর যা ব'ললেন, তাতে উদ্বেগই পুরো প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লো। সেখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ও ছিলেন। চঞ্চল স্বভাব ও খুবই অল্প বয়েস তখন তাঁর; তাই, তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শাসনের সুরে নন্দকাকা বললেন—'এই। দাদাকে যেন এ সব কথা বলিস না। যা ফণীর কাছে যা'। এ কথা শুনেই তিনি ছুটে গেলেন ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সেখানে গিয়ে দেখেন এক অদ্ভুত ব্যাপার।

'খুব বড় একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে, সম্ভবতঃ কোন 'মেল' ট্রেনই হবে। তার ছাড়ার সময়ও হ'য়ে এসেছে। গাড়ীটির সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজার নীচে, ফণীকাকা ও সেই ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে। ঐ কামরার গদি মোড়া বেঞ্চের নীচে আঙ্গুল বাড়িয়ে সেই ভদ্রলোকটি করগেট-টিনে তৈরি লোহার রড আটকান একটি সুটকেশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফণীকাকাকে বলছেন—"ও-ই সুটকেশটি আপনার?" ফণীকাকা বেশ উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন'—"হ্যাঁ, এটিই'।

এর পর সেই ভদ্রলোকটি কামরাটির ভেতরে গেলেন। সেখানে, তিনজন যাত্রী ব'সেছিলেন। তাঁদের সকলেরই সাহেবী পোষাক। তাঁদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী। তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে ভদ্রলোকটি বল্লেন—"ও মশায়! শুনুন।"

(এ ব্যাপারে) সেই প্যাসেঞ্জারটি তো বিষম খাপ্পা হলেন। মেজাজী সুরে তিনি বললেন—'এটা সেকেণ্ড ক্লাস'। ভদ্রলোক জবাবে বললেন—"হ্যাঁ মশায় জানি। আপনি এদিকে আসুন তো।"

আরে বাপ্! তাঁর সেই ডাক শুনেই প্যাসেঞ্জারটি কড়া কর্কশ সুরে ইংরাজীতে গালি দিতে লাগলেন। ভদ্রলোকটি কিন্তু ধীর, গম্ভীর। তিনি মুচকি হেসে ব'ল্লেন—

"শুনুন, শুনুন, যা জিজ্ঞাসা করছি উত্তর দিন। এই বাবাজীর একটি সুটকেশ চুরি হ'য়েছে। বেঞ্চের নীচের ঐটি, সেই রকম; ওটি কার?

ভদ্রলোকের ঐ কথা শুনে, প্যাসেঞ্জারটির মুখ, চোখ ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে মারমুখো; তিনি জবাব দিলেন "ওটি আমার।" এবার ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"আপনার টিকিট?" উত্তরে, প্যাসেঞ্জারটি অবজ্ঞার সুরে ব'ললেন,—"সে খবরে আপনার দরকার? পাশের কামরায় চাকর আছে, তার কাছেই টিকিট।"

এবার ভদ্রলোকটি হেসে বল্লেন—"ওই সুটকেশের চাবিও বোধ হয় আপনার চাকরের কাছে?"

প্যাসেঞ্জারটি চোখ পাকিয়ে তেমনি গলায় জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'।—বলেই মুখ ফিরিয়ে (তাঁর) হাতের বইয়ের পাতা ওল্টাতে চেষ্টা ক'রলেন। ভদ্রলোকটি ব'ললেন—

"অনুগ্রহ ক'রে ওটার চাবিটা, চাকরকে আন্‌তে বলুন তো?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by.eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার প্যাসেঞ্জারটি রাগে ফেটে প'ড়লেন, বললে—"সাট্ আপ্ চুয়াড়।" ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে রেলগাড়ীর দরজার চাবি বের করে বিপরীত দিকের দুয়ার বন্ধ ক'রলেন। পরে, ফণীকাকাকে ব'ল্লেন,—"আপনি ভিতরে আসুন।" আর কামরার ভিতর বাকী দু'জন ইউরোপীয় প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ্য ক'রে ইংরাজীতে ব'ললেন—

"আপনারা যাবেন না। বসুন, ব্যাপারটা গুরুতর।" তাঁরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। আর ঐ প্যাসেঞ্জারটি তখন মনে মনে কাবু হয়েও দাম্ভিকের সুরে চীৎকার ক'রে উঠলেন—পুলিস, পুলিস।

ইত্যবসরে বেশ লোক জমে গিয়েছে ঐ কামরাটির সামনে এবং টি, টি, সি, (ফিরিঙ্গী) ডেপুটি স্টেশন সুপারিনটেনডেণ্ট ও কিছু পরে দু'জন পুলিসও সেখানে এসে হাজির হোলো।

ভদ্রলোকটি এবার জিজ্ঞাসা করলেন—

'এর ভেতর আপনার কি আছে?'

প্যাসেঞ্জারটি বেঞ্চে ব'সেই কতকটা ভীত কিন্তু দাম্ভিকভাবে জবাব দিলেন—

"আপনার জানবার প্রয়োজন নাই। ওতে আমার দরকারী কাগজপত্র আছে।"

ভদ্রলোক 'হুঁ' বলেই ফণীকাকাকে বল্লেন,—'আপনি ব'লতে পারেন এতে আপনার কি আছে?' কাকা ব'ল্লেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওতে আমাদের (রথযাত্রা উৎসব জন্য) ভিক্ষার দুই হাজার তিনশ' টাকা আছে, আর কিছু খুচরা পয়সা।' ভদ্রলোক ফের জিজ্ঞাসা করলেন—'এর চাবি?'

ফণীকাকা ততক্ষণে চাবিটি বের ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু চাবির আর কাজ ক'র্‌তে হোলো না। ভদ্রলোকটির ইঙ্গিতে দুইজন পুলিশই গাড়ীর ভিতর ঢুকে সেই পেসেঞ্জারটির হাত দু'টি ধরে ফেল্‌লো।

প্যাসেঞ্জারটি একেবারে চুপ। (তাঁর) পালাবার উপায় রইলো না। তারপর লোকের ভীড় ঠেলে ঠেলে সকলেই চ'ল্‌লেন ৭নং প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন ছাড়্‌তে তখন আর অল্পই বাকী। ওদিকে বাবাজীম'শায় উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে দাঁড়ানর ভাবটি এমন যেন এদিকে অভ্যর্থনা ক'র্‌তেই অপেক্ষা ক'র্‌ছেন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভদ্রলোকটি, ষ্টেশন ডেঃ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট ও টি. টি. সি. দু' তিন জন আগে আগে এবং এঁদের একটু পিছনে সুটকেশ হাতে ফণীকাকা; আর একটু পিছনে দু'দিকে দু'টি হাত ধরা সেই প্যাসেঞ্জারটি। এই দলটিকে ঘিরে কিছু সংখ্যক উৎসুক জনতা। দূর থেকে এঁদের দেখ্‌তে পেয়ে নন্দ কাকা এবং অন্যান্য কাকারাও এগিয়ে এসেছেন, এবং জোড়হাতে মিনতি ক'রলেন,—"এই দুর্ঘটনার কোন কিছুই দাদাকে (বাবাজীম'শায়কে) ব'লবেন না।"

সকলে থম্‌কে দাঁড়ালেন। এই অপূর্ব্ব অনুরোধ শুনে সকলে অদূরে দণ্ডায়মান বাবাজীম'শায়ের দিকে তাকালেন। এবং বিস্ময়ে দেখলেন্—

'বাবাজীম'শায়ের দু'টি চোখে টস্ টস্ জল্ ঝর্‌ছে। শরীরটি থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। সে এক আশ্চর্য্য দীনদয়াল স্বরূপ।'

পুলিশের প্রহরায় প্যাসেঞ্জারটি-সহ দলটিকে দেখেই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বাবাজীম'শায় ব'ল্লেন,—"জয় নিতাই। ফণী শোন"।

ফণীকাকা কাছে গেলেন। বাবাজীম'শায় ব'ল্লেন,—"ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, ওঁর বোধ হয় কোথাও যাবার জন্য একটিও পয়সা হাতে নেই। কিছু টাকা ওঁর হাতে দাও। কষ্ট খুবই হ'য়েছে ওঁর।"

...বাবাজীম'শায়ের জলভরা চোখ ও ব্যথা ভরা গলার স্বরে সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতবাক্। ফণীকাকার-সুটকেশ-অপহরণকারী-প্যাসেঞ্জারটির, কি জানি কি হোলো, তিনি থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে বাবাজীম'শায়ের দুই চরণের সম্মুখে লুটিয়ে পড়লো। তাঁরও চোখ, মুখ বুক জলে ভাস্‌ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সি. আই. ডি. ভদ্রলোক, ষ্টেশন ডেঃ সুপরিন্‌টেনডেণ্ট প্রভৃতি সকলে নির্বাক। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন যেন পাথরের মূর্ত্তি। কিছুক্ষণ পরে যেন সকলে সম্বিৎ ফিরে পেলো। তারপর তাঁরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবাজীম'শায়ের দিকে চেয়ে রইলেন। এধারে গাড়ী ছাড়ার হল্‌দে আলো জলে উঠেছে। বাবাজীম'শায় জোড়করে করুণ-দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকিয়ে,—নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠে প'ড়লেন্।

এ ঘটনার প্রায় দু'মাস পরে। তখন বাবাজীম'শায় গণ-সহ 'ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ মহোৎসবে' পুরীতে। সেই উৎসবের দিন, ফণীকাকার সুটকেশ অপহরণকারী সেই প্যাসেঞ্জারটি দীন হীন কাঙ্গালের বেশে সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজির। চোখের জলে বাবাজীম'শায়ের শ্রীচরণ যেন স্নান করিয়ে, লুটিয়ে পড়লো। সেই দিনই তাঁর দীক্ষা হোলো। পরে, বেশাশ্রয় গ্রহণ ক'রে, তিনি ব্রজে 'রাল' গ্রামে গিয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্য-পূত-জীবন যাপন ক'রতে লাগলেন। আমরা তাঁকে "নরহরিদা" বলে ডাক্‌তাম্। বহুবার তার শ্রীচরণ ধূলি গ্রহণ ক'রেছি। আজ থেকে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ 'রাল' গ্রামেই দেহ রক্ষা ক'রেছেন।

হা গুরুদেব! 'দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।'

"দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ"

(২)

বৈষ্ণব চরণ দাদা

কাটোয়ায় 'বাবাজীম'শায়' এসেছেন গৌরগুণ গাইতে, আর নিতাই-চাঁদের লীলা-মাধুরী-ভোগ ক'র্‌তে। তাই 'অধিবাস' কীর্ত্তনের আরম্ভ থেকেই বাবাজীম'শায়ের কণ্ঠে নাম মালা ক্ষণে ক্ষণে দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে, থর্ থর্ ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগল। অন্যত্র অধিবাস কীর্ত্তন হয় আনন্দ কোলাহলের উদ্বেল ধ্বনিতে, আর কাটোয়ায় অধিবাস হ'লো (গৌর-সন্ন্যাসের স্মৃতিতে) অন্তর বেদনার কম্পিত ঝঙ্কারে। বাবাজীম'শায় মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হ'তে হ'তে কীর্ত্তন ক'র্‌ছেন। তাঁর সারা অঙ্গটি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব-বিকারে পূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। কণ্ঠের সু-উচ্চ মধুর স্বর-লহরী শ্রোতাদের মনে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলার যেন আবির্ভাব ঘটাচ্ছে।

অধিবাস কীর্ত্তনের সমাপ্তি হ'ল রাত্রি একটায়। প্রসাদ পেয়ে বিশ্রামে যেতে দুটো বেজে গেল। আবার চারটায় ওঠা হ'ল। 'মঙ্গল আরতি'ও হ'য়ে গেল। তার পরই 'চব্বিশ প্রহরে'র' অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে এক বিষম ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ঘটনাটি—

এক বাড়ীতে শ্রীগুরুদেব, চিত্রপটের 'ঠাকুর' আর তিনজন মাত্র সেবক। অন্য আর একটি বাড়ীতে আমাদের দোহারবৃন্দ বায়েন প্রভৃতি প্রায় তিরিশ মূর্ত্তি গুরুভাই। তাঁরা এলেই চব্বিশ প্রহর শ্রীনামসংকীর্ত্তন আরম্ভ হবে। কিন্তু তাঁরা এলেন না। তখন (শ্রীগুরুদেবের সেবক) গৌরহরিদা' গেলেন তাঁদের ডাক্‌তে। বাবাজীম'শায় নাম মালায় জপ্ ক'রতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরহরিদা' বড় শঙ্কিত ও চিন্তিত মুখে ফিরে এসে যা ব'ল্লেন তাতে, বিশেষ উদ্‌বেগ পাবারই কথা। কারণ, যে বাড়ীটিতে আমাদের দলের বড় অংশটি রাত্রে বিশ্রাম ক'রতে গিয়েছেন, শেষ রাত্রে কে বা কারা, দুষ্ট বুদ্ধিতে ঐ বাড়ীর সদরে এবং (তাঁদের) বিশ্রাম ঘরটির দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তাঁরা বেরুতেই পারেন নি।—এখন কি করা কর্ত্তব্য ?

পল্লীবাসীদের মধ্যে হয়তো সবাই জান্‌তেন না যে এমন ঘটনা ঘট্‌বে। আর অত ভোরে কেউ আসতেও পারেন নি। কিন্তু এখন যা ঘটেছে তাতে তখনি কি করা কর্ত্তব্য, সে নির্দ্দেশ দেবার মত যিনি ছিলেন, তিনি হ'লেন, এ আয়োজনের উদ্যোক্তা আমাদের গৃহী গুরু-ভাই বিনয়-দা'। তিনিও শঙ্কিত, কারণ এ বাড়ীটি তিনি মাত্র পাঁচ দিনের জন্য, অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া ক'রেছিলেন। নিজের বাড়ী নয়। তাই, সে বাড়ীর সদরে ও ভিতরের তালা ভাঙ্গাতে সাহস ক'র্‌লেন না, বিপন্ন ভাবে শ্রীগুরুদেবেরই মুখ পানে চেয়ে থাক্‌লেন। ফলে আশু কর্ত্তব্যের ভার বাবাজীম'শায়ের উপর পড়্‌লো।

শ্রীগুরু-আনুগত্যের-মূর্ত্ত-প্রতীক বাবাজীম'শায় বর্ত্তমান অবস্থাটিকে কিভাবে বুঝ্‌লেন, কোন কথায় তা প্রকাশ পেল না। তিনি যেন অন্তরের কোন্ প্রেরণার অপেক্ষায় কয়েক মিনিট মাত্র ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। তার পরই বাইরে বেরিয়ে এসে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠ্‌লেন। সঙ্গে সেবক গৌরদা' ও কিশোর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'। পিছনে হেঁটে এলেন বিনয়-দা' এই উৎসবের আয়োজন তাঁরই।

গাড়ীটিকে থানায় যেতে বলা হ'য়েছিল। শ্রীগুরুদেব নীরব গম্ভীর মুখে থানার গেটে এসেই গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। তখনও পরিষ্কার সকাল হয় নি। বাবাজীম'শায়কে আস্‌তে দেখেই থানার একজন জমাদার বাইরে এসে বললে "সাহেব কোয়াটার মে'। "বাবাজীম'শায়" তখনও চুপ্। গৌরহরিদা' বল্‌লেন,—"দারোগাবাবুকে দরকার।" তখন জমাদার সবাইকে বাইরের বেঞ্চিতে, ব'স্‌তে বললে। আর একজন কন্‌ষ্টবল্ দারোগাবাবুর কোয়াটারে গেল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দারোগা বাবু এলেন। তাঁর আসার ভঙ্গীটি দেখে গৌরহরিদা' ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা বিস্মিত হ'লেন। বাবাজী ম'শায়ের চোখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে কোন বিস্ময়ের ছবি দেখা গেল না। দারোগাবাবুর ঘুমন্ত চোখ্ বোধহয় তক্ষুণি খুলেছে। শুধু খোলা নয়, যেন চমক লেগে খুলেছে। তাঁর পরণে ধুতি গায়ে গেঞ্জী। কেমন হন্ত দন্ত হ'য়ে ছুটে আসার ভাব। তিনি বাবাজী ম'শায়ের সাম্‌নে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালেন। কয়েকটি সেকেণ্ড বিস্ময়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাঁর শ্রীমুখের দিকে চেয়ে রইলেন! বাবাজী ম'শায় উঠে দাঁড়ালেন। আর দারোগাবাবু ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। কন্‌ষ্টেবল জমাদার প্রভৃতি থানার সকলে হাঁ-হয়ে তাকিয়ে। দারোগাবাবুকে ঐ ভাবে প্রণাম ক'রতে দেখে ওঁরাও প্রণতি জানালেন। তারপর, দারোগাবাবু ব'ল্‌লেন,—'ভিতরে আসুন।'

বাবাজী মশায় (শিষ্যদ্বয় সহ) নীরবে কোয়াটারের ভিতরে গেলেন। দারোগাবাবুর গৃহিণী ছেলে মেয়ে সবাই এসে প্রণাম ক'রলেন। গৌরদা' থানায় আসার কারণটি দারোগাবাবুকে জানালেন। তিনি উত্তর দিবার পূর্বেই তাঁর গৃহিণী বল্‌লেন্—'কন্‌ষ্টেবলটি এসে ডাক্‌তেই উনি (দারোগাবাবু) চ'ম্‌কে উঠে বললেন,—"অ্যাঁ, বাবাজী বাবাজী"। বোধহয় ওঁকেই স্বপ্নে দেখছিলেন। আমি পাশেই ছিলাম। ওঁর, ভাঙ্গা স্বরে, স্বপ্নে 'বাবাজী' 'বাবাজী' উচ্চারণ শুনে আমার মনটা কেমন হ'লো। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্—'তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে? উনি বল্‌লেন, 'কি অদ্ভুত! দেখ, একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখছিলাম্। —এক বাবাজী আমাকে বলছেন,—'বিভূতি—! চল, যাবে না?' তাঁর এই রকম চেহারা, হাতে হরিনামের মালাঝোলা এমনি লম্বা চওড়া চেহারা। আর দেখ, কানে শব্দ এল,—"বাবাজী আয়া হ্যায়।" উনি ছুটে গেলেন। স্বপ্নে দেখা যে চেহারার বর্ণনা একটু আগে বলে গিয়েছেন, আর এই বাবাজী ম'শায়ের চেহারায় হুবহু মিল দেখ্‌ছি। আশ্চর্য্য।'

দারোগা গৃহিণীর কথা শুনে বাবাজী ম'শায় মুখখানি নীচু করে মুচকি হাস্‌লেন। গৌরদা' ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু, বল্‌লেন—

'আপনারা যান্, সঙ্গে জমাদার যাচ্ছে, তালা ভেঙ্গে আপনাদের সঙ্গীদের বের ক'রে এনে নাম আরম্ভ করুন। বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে আমরা পরে যাচ্ছি।'

তাই হ'ল। শ্রীগুরুদেব ওখানে রইলেন। ইঙ্গিত করলেন,—'তাই হোক্'। গৌরদা' মরমী সেবক। তাঁর বহু অভিজ্ঞতা আছে। রাস্তায় যেতে যেতে তিনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে বল্‌লেন,—'দারোগার কম্ম ফতে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজীম'শায় যখন ফিরে এলেন, তখন বেলা প্রায় ন'টা। আর সঙ্গে এলেন সস্ত্রীক থানার দারোগাবাবু। তিনি আমাদের বিভূতিদা' হ'য়ে এসেছেন। মধ্যাহ্নে তাঁরা আমাদের ওখানেই প্রসাদ পেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, কর্ত্তব্যের দায়ে বিভূতিদা' থানাতে ফিরে গেলেন।

আবার রাত্রে-সন্ধ্যা আরতির পর এসে কীর্ত্তন শুন্‌লেন। শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তনে ব'সেছেন। **তাঁর মধুকণ্ঠের স্বর তরঙ্গে কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ ছিল "নাম মহিমা"** সে দিন কীর্ত্তনের মাধ্যমে যা প্রকাশিত-হ'ল—

অপরূপ নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা
খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয় রে।
কাল দেশ নিয়ম নাই, সর্ব্ব সিদ্ধি হয় রে॥

পূরে ভাই মনস্কাম
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম পূরে ভাই মনস্কাম
শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে-নিলে নাম পূরে ভাই মনস্কাম

নাম সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন রে।
চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম রে॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম্ প্রেমামৃত আস্বাদন রে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন রে॥

অভাব ঘুচায়ে স্বভাব দিয়ে
অমৃত সমুদ্রে ডুবায়ে দেয় ভাই

*** *** ***

"নাম মহিমা" প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ক্রমে 'নিত্যানন্দ স্বরূপ' আর 'তাঁর মহিমা' কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ এল,—

পরতত্ত্বসীমা প্রাণ গৌর
যাঁর নাম বিশ্বম্ভর
বিতরিলেন নিজ নাম প্রেম
অভিন্ন-তনু নিত্যানন্দ দ্বারে
প্রচারিলেন নিজ প্রেম ধর্ম্ম॥

*** *** ***

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখর-মালা পর পর প্রকাশিত হ'চ্ছে। আর তাঁর কণ্ঠের স্বর মাধুরী যেন এক অপূর্ব মধুময় পরিবেশ সৃজন ক'র্‌ছে।

পরের দিন সকালে থানার দারোগাবাবু এলেন বিনয় নম্র বিভূতিদা'। কপালে তাঁর 'নিত্যানন্দ-পরিবারের-তিলক-রেখা', 'গলায় তিন প্রস্থ তুলসী-মালা' আর হাতে 'নাম জপের ঝোলা'।

অধিবাসের পর, তিন দিন তিন রাত্রি 'অখণ্ড নাম' ও তার পরের দিন "নগর সংকীর্ত্তন" ও পরে উৎসব বা প্রসাদ পাওয়ার পর বাবাজী ম'শায় সগণে কলিকাতা ফেরেন। বিভূতিদা' প্রতিটি দিনই, দিবা ও রাত্রে যখন যখন সময় পেয়েছেন স্ত্রী পুত্র সহ কীর্ত্তন স্থলে এসেছেন।

প্রায় ছয় মাস পরের ঘটনা :—

(কলিকাতার) দরমাহাটা মঠে একদিন বিভূতিদা'র গৃহিণী আর ছেলে মেয়েরা এসেছেন। সকলের কণ্ঠেই তুলসীর মালা। এঁদের মনে অস্বস্তির ছাপ্ মুখে ফুটে উঠেছে। হেতুটি—

বিভূতিদা' একদিন কা'কেও কিছু না ব'লে কোথায় চলে গিয়েছেন। এ-যাবৎ, সংবাদ পাওয়া যায় নি। আরও প্রকাশ পেল যে, বিভূতিদা'র গৃহিণী শোভাবাজারে পিত্রালয়ে আছেন। বাদুড় বাগানে নিজেদের বাড়ীতে যেতে (তাঁর) মন চায় না। সে বাড়ীতে তাঁর ভাসুর দেওররা আছেন।

বাবাজীম'শায় সব শুন্‌ছেন, কোন উত্তর দেন নি কিম্বা কোন প্রশ্নও করেননি।

বিভূতিদা'র স্ত্রী কিন্তু কান্নাকাটিতে দিন কাটাচ্ছেন না। তাঁর সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যৎ যেন শ্রীগুরুদেব নিয়ন্ত্রণ করেন, এই তাঁর মৌন প্রার্থনা।

এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে, গৌর আগমন স্মরণ প্রসঙ্গে (কার্ত্তিক শুক্লা অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত) বাবাজীম'শায় শ্রীবৃন্দাবনে যান। সগণে তিনি পাটনাবাড়ীতে আছেন। বাবাজীম'শায় ব্রজে গেলেই সে সংবাদ সারা ব্রজমণ্ডলে প্রচার হোয়ে যেতো। ঐ সূত্র ধরে বিভূতিদা' ব্রজের গ্রাম থেকে বৃন্দাবনে এসেছিলেন বাবাজীম'শায়ের শ্রীচরণ দর্শনে। তিনি এলে জানা গেল যে, তিনি (বিভূতিদা') ব্রজে এসে নিত্যানন্দ কাকার নিকট 'বেশাশ্রয়'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে 'গ্রামে' বাস ক'রছেন। দিনান্তে একবার ভজন কুটির থেকে বেরিয়ে মাধুকরী সংগ্রহে যান। যা রুখা-শুখা জোটে তাই খেয়ে থাকেন। অর্থ বা কোন ধাতু পাত্রেরও সম্পর্ক রাকেন না। অছিদ্র নাম সংকীর্ত্তন ও স্মরণে জীবন যাপন ক'রছেন। বেশাশ্রয়ের পর তাঁর নাম হয়েছে বৈষ্ণবচরণ দাস।

(উজ্জীবন ৩য় সংখ্যা ১৩৭০-এ প্রকাশিত 'সঙ্গে ও প্রসঙ্গে'র ছায়া অবলম্বনে)।

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

হাত ধ'রেছে তোর্ অভাব রাখ্‌বে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা—পাঠ শুনতেই যাই আর কীর্ত্তন শুনতেই যাই শুধুই তত্ত্বকথা। এত তত্ত্বকথায় ঝোঁক কেন? সবাই কি তত্ত্ববাদী?

বাবাজী ম'শায়: তত্ত্ব-কথা? ও হোলো তত্ত্ব নেওয়া। খবর নেওয়া। তার আগে তার খবর নিয়ে কি ক'র্‌বি? যিনি তোর খবর নেন্, আগে তার খবর নে।

দেখিস্ না লোকে বলে 'তত্ত্ব-তল্লাস্', তত্ত্ব হোলো, খোঁজ খবর। পড়্‌তে ব'সেছিস্ পড়, বইয়ের খোঁজ খবর কর্, ও ও তাই, এসেছিস্ যেখানে, সেখানের খোঁজ খবর কর্। যা থাক্‌বে না, তাও সে জোগাড় করে এনে দেবে তোকে। হাত ধ'রেছে, আর তোর্ অভাব রাখ্‌বে? তা কি হয়? তুই তার তত্ত্ব তল্লাস কর তোর কোনও অভাব সে রাখ্‌বে না।

কৃষ্ণকে যারা ভালবাসে তাদের সবাই সরল

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমের উপমা দিয়েছেন—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম, নৃলোকে না হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কিতব' থেকে কৈতব ? কিতব হোলো ধূর্ত বা খলের পরিভাষা। কৃষ্ণ স্বরূপে ধূর্ত্ততা নেই ?—ও তো পড়ি নাই। সেই ধূর্ত্ত কৃষ্ণের প্রেম অকৈতব ? আর শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গগণের কাছে কৃষ্ণের ধূর্ততা প্রকাশই তো মাধুর্য্য, তা হলে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম ?—এ কথার কি রহস্য আছে ?

বাবাজী ম'শায়ঃ অ-ক-প-ট ; কোনও সংযুক্ত বর্ণ নেই, সবাই আছেন স্বরে। অকৈতব হোলে ওই।

ছেলেবেলায় বাড়ীতে মা'র মুখে শোনা। তিনি শিবের পাঁচালি পড়তেন,—

'অভক্ত দ্বিজাতি রিক্ত, চণ্ডাল কেমন।
অকৈতব কৃষ্ণ সেবে করি প্রাণ পণ ॥'

বুঝতে পারিনি। মা' বলেছিলেন, কৃষ্ণকে যাঁরা ভালবাসে তাঁদের—সবাই "সরল"। তাই তো কথা, অকৈতব ভালবাসা। ফলের আশা নাই। আর আর স্বরূপে ও বিকাশ নাই।

অধিকার কেউ দেয় না, হয় ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! 'অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিতে' —"অধিকার" কি কেউ দেয় ? না অধিকার সৃষ্টি ক'রতে হয় ? (আবার) 'ধর্ম্ম'-ই বা কি ? 'ব্যক্তিরও' ধর্ম আছে। 'পরিবার চালনাতেও' ধর্ম আছে, আবার 'সমাজেরও' ধর্ম আছে। তা ছাড়া আছে 'রাষ্ট্র ধর্ম'। সব ক্ষেত্রেই কি এক কথা ?

কেউ কি অধিকার দিতে চায় ? বাড়ীর মূল কর্তা কি অধিকার ছাড়ে ? না রাষ্ট্রের কর্তারা অধিকার ছাড়ে ? আর সমাজের মাতব্বরি করার অধিকার তো কেউ দিতেই চায় না ; তা'হলে "অধিকারী" হয় কি করে ; কেউ দেবে ? সে কি সম্ভব ? আর পারমার্থিক ধার্মিকদের মধ্যেও তো দেখতে পাচ্ছি মোহান্ত গিরি করার অধিকার কেউ দিতেই চায় না ; কত কৌশল খাটিয়ে 'সম্প্রদায়-মোহান্ত' 'চার-সম্প্রদায়ের মোহান্তের' পদ পায় সাধুরা। তাহ'লে— 'অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিত—' এর ব্যাখ্যা কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ (সেখানে সমাগত—অনেক ভাই বোন ছিলেন। বাবা হাসি ভরা মুখে তাঁদের মধ্যে নগেনদা'কে (অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন)—"শোনো পঞ্চতীর্থের কথা, বলে কি,—অধিকার কেউ দেয়? না দখল করতে হয়? নইলে অধিকারী হয় কি করে?

পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'কে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন'—

"অধিকারীর স্বরূপ" পড় নাই? বৃন্দাবনদাস মুখে নিতাইচাঁদ বলেছেন,—

"দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী
সন্ন্যাসী পার্ষদ এই দুই 'অধিকারী, ।।"

এই স্বরূপ দামোদরের অধিকার শক্তির স্বরূপ শোনা,—

'দামোদর স্বরূপ তাহান পূর্ব্ব সখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা ।।
দুই জনে চাহেন দোঁহার পদ ধূলি।
দুয়ে ধরাধরি ঠেলা-ঠেলি ফেলা-ফেলি।
কেহো কারো না পারেন দুঁহু মহাবলী ।।
হাসায়েন হাসান গৌরাঙ্গ কুতুহলী ।।'

—বুঝলে?

'বল'ও আছে 'বলী'ও আছেন দুই স্বরূপে। দুই সমবলী, দুই 'মহাভাগবত-প্রেম', দুইই দুয়ের চরণে প'ড়ছেন। এই হোলো 'অধিকার' আর ঐ হোলো 'অধিকারী'। "অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার কেউ নেয় না, অধিকার হয়। এ রাজ্যে যে সম্পদের অধিকার, তাতে দেওয়া নেওয়া নেই, হওয়ার অধিকার। এ দৃষ্টি না এলে, যাত্রাদলের অধিকারী হ'তে হয়। জন মন রঞ্জনের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারীকে অনেক অভিনয় ক'রতে হয়। তাইতো কথা, (দাদাম'শায় শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর)

"অচিরে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে"

তা এ রাজ্যে এসে, অমন হাসি খেলার কর্ম্ম ক'রে নষ্ট হবি কেন ? ঠিক্ পথে আয়, অধিকার হবে।

"আমার কোথায় দায়" ?

এই যে বিপরীত ব্যাভার দেখছো (অর্থাৎ আমাদের ভাইরা যোগ্যতা না পেয়েও মন্ত্রদান ক'রে "গুরু" হচ্ছেন) এসব কি ? তিনি (বড়বাবাজী ম'শায়) বলতেন—

'অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
আচিরে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে ॥'

কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বি সব ? ধাক্কাটা কাকে দিচ্ছিস্ ? দায় পা, তবে তো 'দায়-ভাগী' ? (তখন) আর উইলের দরকার হবে না। দায়-"ভাগ্ সেই তো ভাল। নইলে যে ওলট্ পালট্ হ'য়ে যাবে। কে অধিকার দিলে তোকে ? কি যোগ্যতা পেয়েছিস ? বলছিস্ তৃণাদপি, করছিস্ পাথরেরও বাড়া। ও ঘা কাকে দিচ্ছিস্ ?

গৌরাঙ্গকে (শ্রীগৌরাঙ্গদাস, রমণরেতি, বৃন্দাবন, শ্রীগুরুদেবের আত্মগোপন লীলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্নজল ত্যাগ ক'রে, অঝোর নয়নে ঝুরতে ঝুরতে জয়গুরু শ্রীগুরু ব'লতে ব'লতে পনের দিনের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ ক'রে শ্রীগুরু সান্নিধ্যে চলে গেলেন) ব'ললাম্ "ভার নাও"। সে ব'ল্লে, আমার কোথায় দায়, ওতো আপনার দায়। (শুনে) সুখ হোলো। ঠিক তো, এই তো দায় ভাগ্। হুঁঃ কি বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন-সাধন-প্রসাদ চরণামৃতেও ভেজাল

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! কোনও ওষুধ খেলে ঘুম পায়, কোনও ওষুধে পাগলামি সারে ইত্যাদি। কিন্তু বিচিত্র লাগে,—এই সব 'প্রসাদ' 'চরণামৃত' 'ভগবৎ-দর্শন' 'তীর্থ ভ্রমণ' 'সাধুসঙ্গ'—এত ওষুধ লাভ ক'রে আমাদের আসল আবেশের এতটুকু নষ্ট হয় না। তবে কি এ সবেও 'ভেজাল' আছে?

বাবাজী ম'শায়ঃ আজকাল ও কথাটি খুব চ'ল্‌ছে, নয়! খাবারে, ওষুধে, ভেজাল, এ সব আগে ছিল না। প্রথমে একটি মাথাতেই, হয়তো খেলেছিল, তারপর সব মাথাতেই ঢুকে গেছে। আর মাথাগুলোও তারপর ওমনি হ'য়ে জন্ম নিচ্ছে।

প্রথমে একা "কলি" তারপর কলিরই রাজ্য। শোনো নাই! —নিজে (শ্রীকৃষ্ণ) তখন দেখা শোনা ক'রছেন, সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। "কলি" তো সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন, কোথাও ঠাঁই পেলেন না। 'চুরি' 'মিথ্যা' 'প্রবঞ্চনা' তাঁর (কলির) চররা রাজ্যের কোথাও জায়গা পেলেন না। শেষটায় তারা পরামর্শ কর্‌লো, খোদ্ কর্ত্তার ঘরে না ঢুক্‌লে, আমাদের কোথাও ঠাঁই নাই। "ছোট্ট চর" 'অভিমান' এসে ঢুকলে যদুবংশে। তার পরই সে বেশ করে জাঁকিয়ে ব'সলো, আর ধীরে ধীরে সারা যদু-বংশে নিজের ভাইদিকে (মিথ্যা, প্রবঞ্চনা' আদি) প্রবেশ করালে। কৃষ্ণ তো অবাক্।

কোন্ দিক থেকে কি হ'য়ে গেল, সমস্ত যদু বংশটাই —ধ্বংস হ'য়ে গেল। ওই এত টুকু "অভিমান" দেখছো না! সৃষ্টির মূলে এই এত টুকু অভিমান। ও কি সোজা জিনিষ? সাক্ষাৎ স্বরূপেই (শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমানেই) হার মানিয়ে দিলে, আর অপ্রকটে তো কথাই নাই। 'প্রসাদ' 'চরণামৃত' তো 'অপ্রকটের—বিভূতি'।

—নেরে-নে, বাবুরা এসেছেন একপাতা তুলসী দিয়ে প্রসাদ দে, ওঁরা এখুনি চ'লে যাবেন। এই তো হ'চ্ছে। কেন 'কণা' দিলে চলে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলি এলেন, ছোট্ট অভিমানের বেশ ধ'রে তারপর যাঁরা আসেন, সব ওই মননিয়ে—

"অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর"

"অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন কলেবর"

এবার, দেখ্‌ছো কেমন ?

অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।

আপনাকে করেন তাঁর "দাস" অভিমান ॥

অভিমানের পালা (Play) কেমন জমে (Complete devestation) তা দেখে এসে, তাঁদের এই নূতন অবতার এবার এইটি ভাব তো ? তা হলে বোঝো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

বৈষ্ণবতার আওতায় পড়ে মাত্রাজ্ঞান থাকে না

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা ! বৈরাগ্য হয়, না কেউ করিয়ে দেয় ?

বাবাজী ম'শায়ঃ বৈরাগী হওয়া তো ঢের্ দূরের কথা, আর কেউ তা ক'র্‌তে চাইলেও তাঁকে "সিদ্ধ সঙ্কল্প হ'তে হয়।

তেম্‌নি আধার পেলেই তাঁদের সঙ্কল্প জেগে উঠে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা ! তেমন আধার পাওয়া মানে ?

বাবাজী ম'শায়ঃ ওই যে গো যাকে বলে 'তিতিক্ষা'। তাঁর (ইষ্টের) স্মৃতি যাতে ভুল্ হয় সে গুলিতে বিরক্তি এলেই তিতিক্ষা। তবেই আধার। তখন "সিদ্ধ সঙ্কল্প" পুরুষ তাঁকে বৈরাগী করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ তবে যে বলেন,—পাকা গুটিও কেঁচে যায়। সেটা কি রকম ? আধার বুঝেই তো তাকে বৈরাগী করেছিলেন তিনি !

বাবাজী ম'শায়ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা। প্রাকৃত মায়ায় তিতিক্ষা আসে, বৈষ্ণবী মায়ায় সব্ ওলট্ পালট্ হ'য়ে যায়। এ রাজ্যের চাবুকে, মাত্রাজ্ঞান থাকে, তাই তিতিক্ষা হয়, সে রাজ্যে, ওটুকু বৈষ্ণবতার আওতায় পড়ে। মাত্রাজ্ঞান থাকে না। আধারও যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : মাত্রা জ্ঞান কি ?

বাবাজী ম'শায় : কেন গো, বিষয় ভোগের হিসেব্ নিকেশ্ই তো মাত্রাজ্ঞান।

"আত্ম-অনুশীলন থেকে বঞ্চিত হলেই কর্ত্তৃত্ব জাগে"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব শাস্ত্রপাঠ করেও তো মঠ-মন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রে গোঁসাই, বাবাজীদের নানা বিরুদ্ধ স্বভাবের বিকাশ হয়। এমন কেন হয় ?

বাবাজী ম'শায় : আত্ম-অনুশীলন থেকে বঞ্চিত হ'লেই কর্ত্তৃত্ব জাগে, নানা বিরুদ্ধ স্বভাবেরও প্রকাশ পায়। দেহান্তরেও রেহাই নেই। আচার বিচার তো খোলস্, আসলে ওসব হোলো স্বভাবকে স্থায়ী করার পথ। আত্মঅনুশীলন ক'রলেই খোলস্ তখন তোমার স্বভাবকে স্থায়ী ক'রেও দেবে।

প্রতিকূল হাওয়ায় কি প্রতিভার বিকাশ হয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : প্রাচীন গ্রন্থ আর সাধুরা বলেন অন্তর্মুখী মন হ'লেই শান্তি আসে। শান্ত না হ'লে, সুখী হওয়া যায় না। এ কথাগুলি বিচার করার সূত্র পাইনা।

বাবাজী ম'শায় : কোথায় আট্কাচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : কারও মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হ'লে তারা তো ওঁদের ধরণে অন্তর্মুখী মনই পায় না। এ. জগতের যা দেখে যা শোনে সবের মধ্যেই আরও প্রবেশ ক'রতে চায়; কই 'শান্তি তো' পায় না!

বাবাজী ম'শায় : মেঘ্না নদী দেখেছ ? এপার ওপার দেখা যায় না। সে নদীতেও খেয়া পার হয়। সমুদ্রেও লোকে নৌকা নিয়ে যেতে পারে। কথাটা কি জান ? নৌকা ঠিকই যায়। তবে অনুকুল বাতাস্ পেলে; আর প্রতিকুল হাওয়া পেলেই সব্ গোল্মাল্। জলের তুলনায় নৌকাটি কিছু নয়। তবুও যেতে হয়। 'সংসার হ'ল 'অগাধ জল', 'মন্ হোল 'নৌকা'। অনুকূল সঙ্গই অনুকূল বাতাস্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ বাতাসে ঘোরান নৌকা নিয়ে যাও কোথাও বিপদ্ নেই। ঠিক্ পেরোবে। ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাই প্রতিকূল বাতাস্। ওই তো ছোট্টো আর হাল্কা মন, তাকে যদি চঞ্চল হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ক'রতে হয় তা কি পারে? প্রতিকূল্ হাওয়ায় কি প্রতিভার বিকাশ্ হয়? শান্ত হাওয়াতেই প্রতিভার বিকাশ্। প্রতিভাই তো তাঁর দান। তোমার সাধনা, অনুকূল সঙ্গ করো। মহতের করুণাই অনুকূল বাতাস। তা হ'লে তাঁর করুণার দানেই তো শান্ত হয়, সুখ হয়।

জন কল্যাণের পথের বাধা?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামমোহন রায়, কেশব সেন প্রভৃতি এঁদের আচরণে, এঁদের শিক্ষায়, ভারতের কল্যাণ বেশী না 'বুদ্ধ' 'শঙ্কর' প্রভৃতি জ্ঞানী ধার্মিকদের শিক্ষায়?

বাবাজী ম'শায়: সবার উপর তাঁর ইচ্ছাশক্তি কাজ ক'রছে। "ঈশ্বর," "অবতার," 'ভগবান্,' এসব্ ব'লে যাঁদিকে ধ'রতে যাবে, তাতেই কল্যাণের পথ স'রে যাবে।

অর্জুনের শক্তি বড় না দুর্য্যোধনের শক্তি বড়, এ প্রশ্নও তো ভীষ্ম ক'রেছিলেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন' আপনি লোকবৃদ্ধ পিতামহ, আপনিই বলুন্। ভীষ্ম করজোড়ে ব'ল্লেন—"কৃষ্ণ! তোমার শক্তিই সবার উপরে, যখন যা দরকার, যাকে দিয়ে তা সিদ্ধ হবে, তুমি তাকে দিয়ে তাই কর। তোমাকে ভুলেই লোকে প্রশ্ন করে কে বড়?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! আপনি এড়িয়ে গেলেন। আমি ওভাবে প্রশ্ন করি নাই। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, এই শিক্ষা শঙ্করের। আর বুদ্ধের শিক্ষা—জগৎ দুঃখময়, সবই শূন্য,—এ বোধ না হ'লে শুদ্ধচিত্ত হবে না। শুদ্ধ চিত্ত হ'লে আর ব'লে দিতে হবে না, তোমার প্রয়োজন কি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা,—"জগৎটা বাজে।"

—দু'দলই রেলগাড়ী চ'ড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর ব'লছেন—জগতটা বাজে। দু'দলেরই মঠ-মন্দির আহারের আয়োজন খুব। আবার, তাঁদের কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী সকল শিষ্যকেই শেখাচ্ছেন—"জগৎটা মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ দুঃখময়, সব শূন্যময়।"—অথচ বর্ণাশ্রম ধর্মটি পাক্কা বজায় র'য়েছে।

বিদ্যাসাগর ম'শায়রা ও সব শিক্ষা দেন নাই। তাঁরা বলেন—ধনীরা ভগবানের মন্দির গড়ে আর গরীবরা পূর্ব্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে। ধনীর মেয়েদের কুল-শীল-মান বজায় থাকে তারা সতী সাবিত্রী হয় আর গরীবের মেয়েদেব সব কষ্টই কপালে লেখা থাকে। যত অনর্থ তারাই সৃষ্টি করে। এ হোতেই পাবে না, মতলববাজ মানুষেরই এই কর্ম!.....

বাবাজী ম'শায়ঃ (হা নিতাই! ব'লে জোরে হুঙ্কার দিয়ে ব'ল্লেন্—)

কর্ত্তারতো—ঐ খানেই 'অভিমান' 'অভিযোগ'। তিনি নরকের চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে অভিমানে নিতাইকে সম্বোধন ক'রে অভিযোগ করেছেন—

"কে বলে তোমায় পতিত পাবন? কে বলে তোমায় দয়াল? (ঐ দিন আর কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই)

দিন কয়েক পরে,—

বাবাজীম'শায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ও আর দু'এক মূর্ত্তি, পোস্তার রাজবাড়ী থেকে নন্দদার বাড়ী (২০, হাসাম্ রোড্) যাচ্ছেন। সময়—সন্ধ্যার কিছু আগে। তাঁদের মোটর গাড়ীটি জোড়াসাঁকোর ট্রাম রাস্তার উপরে গিয়ে থেমে গেল। তখন ওখানে দেখা গেল কয়েকটি পথভিক্ষুকের দল, সম্ভবতঃ কোথাও দরিদ্রনারায়ণের সেবার খিচুড়ী ভিক্ষায় যাচ্ছিল। হাতে তাদের ভাঙ্গা ছেঁদা লোহার থালা, বাটি, ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের পুটলী, আর ন্যাংটো শিশুর দল সঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশের গলায় এক জাতীয় মালা। তুলসী মালার মত আঁটা-সাঁটা। ঐ সব পথ-যাত্রীদের উপর বাবাজীম'শায়ের নজর পড়লো। তিনি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'কে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—

"দেখ! দেখ! সব্ গিয়েছে, কিন্তু গলার মালাগুলি ওরা গলায় আট্‌কে রেখেছে। পতিত পাবনের স্মৃতি ধ'রে আছে।

---

*শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঐ যে সেদিন বল্‌ছিলে না,—

কাদের আচরণ বড় ?

তা কি বলি বল; (নিতাই-গৌরের দান) এ যুগের "নাম-কীর্ত্তন" বেদ বিধির অগোচর ;

(পুরোহিত—মহাশয়দেরকৃপায়) ওঁদের কাজের বেলায় বেদ বিধির গোচর না হ'লে সব না কি ভেস্তে যাবে। যাঁরা (প্রকটে,—নিতাই, গৌর সীতানাথ প্রভৃতি) কাঙ্গাল পতিতের হাতে খেয়ে (তাদের) বুকে টান্‌লেন, তারাই (সেই নিতাই-গৌর সীতানাথ) এখন পুরোহিত মহাশয়দের হাতে না খেলে, জাত-জন্ম রসাতলে যাবে! সমাজ বিধি ভেঙ্গে প'ড়্‌বে!

এ চিন্তা এলে সবাই সভ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! এমন হানাহানি দলাদলি কি ঘোচে ?

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ, ঘুচ্‌বে বৈ কি। "বিশ্বম্ভর" তিনি, এইটুকু ভাবলেই তো সব ক্ষতির রেহাই হোতো। 'সবাইকে নিয়ে "বিশ্ব", আর "বিশ্বম্ভরকে" নিয়ে সবাই। যত সব বাহুল্য, উপকরণ সেই 'বিশ্বম্ভরকে' নিয়ে, আর বিশ্বকে দিয়ে—' এ চিন্তা এলে সবাই সভ্য (আর) এ চিন্তা গেলেই সব অসভ্য।

সহজের ফেরে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! অনেকদিন থেকে একটা প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছা কিন্তু জট পাকায় আপনার মুখ দেখে। জিগ্যেস ক'রবো আর আপনি হয়তো ভাববেন মর্য্যাদার পুরুষকে আমি অবজ্ঞা করছি। কিন্তু এত ভেবেও তো সমাধা করতে পারিনি।

বাবাজী ম'শায় : কি বল ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : কবিরাজ গোস্বামী প্রায়ই বলেছেন—

(১) সহজে গোপীর প্রেম, নহে.....

(২) নাহি কাঁহা সো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ, সহজ বস্তু করি নিবেদন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) সহজ লোকের কথা যাহা দিব্যগীত……

ঠিক এই ভাবেই তো চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিও "সহজের" কথা ব'লেছেন—

নিত্যের আদেশে বাশুলি আইলা সহজ জানাবার তরে,

এই সহজ সহজ বলার মধ্যে কি সহজিয়াদেরই মতবাদ বলা হয়েছে ?

বাবাজী ম'শায়ঃ হুঁ, সহজের ফেরে প'ড়েছো। হ্যাঁ গা ব্যাস্‌ও কি সহজিয়া ছিলেন ? তিনি তো কর্ণের-কবচ্‌-কুণ্ডলকে "সহজ" ব'লেছেন। আবার গীতায় (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে "সহজ" কর্ম করতে ব'লেছেন। স্মৃতির পণ্ডিতরা,—ভাগ্নে, মাস্‌তুতো পিসতুতো ভাইকে সহজবন্ধু ব'লেছেন। আর জ্যোতিষীরা তো জন্ম লগ্ন থেকে তৃতীয় স্থান্‌কে "সহজ" স্থান্‌ ধ'রে বিচার করেন। তা হলে, তোমার মতে সবাইকে 'সহজিয়া' ব'লবে ?

বুকে হাত দিয়ে দেখতো, কোন্‌ সূত্রে এলে এখানে ? সহজ করুণাময়ই তো সবাইকে ডেকে এনেছেন।

(বাবার মুখে, গাম্ভীর্য ও আনন্দ ভাব।)

রসময়ে আর আলাদা আলাদা প্রমাণ হয় না

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! মহাপুরুষেরা অনুভবের ওপর জোর দেন। বিদ্যাপতিও ব'লেছেন,—"কি পুছসি অনুভব মোয়। কত বিদগধজন, রসে অনুগমন, অনুভব কাঁহু না পেখ" ?

—তা হোলে, জনে জনে অনুভব কি আলাদা আলাদা ? তা যদি হয়, সে তো এক জাতীয় বিরোধ সৃষ্টি।

বাবাজী ম'শায়ঃ হুঁ, এত যে প'ড়লে সেগুলো তো শাস্ত্র ? সব্‌ই তো অনুভবের ভিত্তিতে,—"প্রমাণ প্রয়োগ'। তাই না দুটো প্রমাণ, চারটে প্রমাণ, ছ'টা প্রমাণ বল। দেখ! 'রসের বোধ ও অনুভব ভিন্ন ভিন্ন হয় না। তিনি যে একই। 'রসময়ে আর আলাদা আলাদা প্রমাণ হয় না।" রসময়ের ঐটিই মহিমা। তাতে মতি নিশ্চয় হ'লেই একই অনুভব একই নিশ্চয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

(৩)

উপেনদাদা

স্থান : সমাজবাটি (নবদ্বীপ)

(জীবনদা (ব্রহ্মচারীদা)', কানাইদা', বড় মদনদা', বাসুদেবদা' প্রভৃতি যখন সমাজবাটিতে থাক্‌তেন সেই সময়ের একদিনের ঘটনা।)

বেলা আন্দাজ একটা দেড়টা হবে। শ্রীঠাকুরের শয়ন হ'য়ে গিয়েছে। প্রথম পঙ্গতও সমাপ্ত, দ্বিতীয় পঙ্গতে অনেকে প্রসাদ পেতে ব'সেছেন। বাবাজী মশায়, সখীমা ও অন্যান্য জেঠা কাকাদের কেউ প্রসাদ পান নি তখনও। উদ্ধবদা' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' প্রভৃতি যাঁরা সর্ব্ব কনিষ্ঠের দল তাঁরা সবে মাত্র প্রসাদ পেয়ে স্কুল বাড়ীর দিকটায় হাত ধুচ্ছেন, ইত্যবসরে তাঁরা শুন্‌লেন একটা মাতাল মঠে ঢুকেছে। শিশু-স্বভাবেই তাঁরা ছুটে গেলেন দেখ্‌তে। সত্যই একজন শক্ত গাঁট্টা গোট্টা চেহারার লোক, নাট মন্দিরের কোনায় আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে। বেশ ফর্সা রং, লম্বা চওড়া গঠন, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। দু'বগলে দু'টো মদের বোতল। পরণে দিশি তাঁতের কালাপাড় ধুতি, বেশ পরিপাটি ক'রে কোঁচান; পায়ে কিন্তু জুতো নেই। হঠাৎ দেখ্‌লে কেউ ব'লতেই পারবে না এ লোকটা গুণ্ডা। তবে মাতাল, কোন সন্দেহ নাই। কারণ মদের গন্ধ 'এবং সে অল্প অল্প ট'লছিলো। তার চেহারা দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, এ কোন সাধারণ ঘরের অথবা অল্প মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ নয়। মঠে সোরগোল পড়ে গেল,—"একটা গুণ্ডা মাতাল ঢুকেছে"।

বাবাজীম'শায় তখন তাঁর ভজন কুটিরে,—ইষ্ট গোষ্ঠী আলাপনে রত ছিলেন (তাঁর) কাছে ছিলেন শ্রীখণ্ডের রাখালান্দঠাকুর, সোনার গৌরাঙ্গের চৈতন্য প্রভু, এক ব্রজবাসী এবং নবদ্বীপের আরও কয়েকজন মহাত্মা। বাইরের হৈ-চৈ শুনে এঁরাও বেরিয়ে এলেন।

এধারে মাতালটিকে ঘিরে তখন ভীড় জ'মেছে। শ্রীসখীমা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। সম্ভবতঃ তিনি আহ্নিক করছিলেন, অসমাপ্ত কৃত্য ছেড়ে ছুটে এসেছেন। মাতালকে দেখেই ভীড় ঠেলে তার কাছে এলেন, মাতালকে ব'ললেন —"কি চান বাবা?" মাতাল ভাঙ্গাগলায় আর আলগা আল্‌গা টানা টানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষায় ব'ললে,—"রা—ম—দা—স বাওজীকে চা—ই"। সখীমা ভীত বিনীত স্বরে ব'ললেন—"কেন বাবা! তাঁকে দিয়ে কি হবে, আপনি বলুন না কি চান?"

ইত্যবসরে বাবাজীম'শায় মাতালের সামনে এগিয়ে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীর সাথীরাও, মাতালটি বাবাজীম'শায়ের দিকে এক অদ্ভুত ধরণের চাউনির সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করল,—"আ—প—নি রা—ম—দা—স বাওজী?"

বাবাজীম'শায় মৃদুহেসে ব'ললেন,—"হ্যাঁ লোকে তাই বলে।

মাতালটি মদের বোতল দু'টোকে আরও শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ব'ললে,—"আমি মানকুণ্ডুর উ—পে—ন দত্ত। মেলাই খুন ক'রেছি। এই দেখুন পিঠে কত ছোরার দাগ।"

বলেই পিছন ফিরে দাঁড়াল। তারপর সাম্‌নে ফিরে নত হ'য়ে আরও সম্মুখে (বাবাজীম'শায়ের দিকে) এগিয়ে আসতে আসতে ব'ললে,—"আপনি রামদাস বাওজী? ঠিক তো? এই গোসাঞি বাওজীরা! ইনি রামদাস বাবাজী?"—বলেই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইত চাইতে বিহ্বল আবেগে ট'লতে ট'লতে তাঁর চরণে পড়ার জন্য ঝুঁকতেই, (তার) বগলের বোতল দু'টি দুম্ দুম্ আওয়াজে পড়ে ভেঙ্গে গেল। বিকট মদের গন্ধে চার দিকটা ভ'রে গেল। সখীমা গোস্বামীবৃন্দ ও আর আর সবাই ছিটকে পড়ার মত স'রে গেলেন। কিন্তু করুণ নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবাজী'মশায়।

মাতালটা—সেই মদ আর ধূলা মাখান মাটিতে, টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে পড়ল। এক আশ্চর্য্য ধরণের বেদনা ও আর্তিভরা স্বরে চিৎকার ক'রে সে ব'ললে "আপনি রামদাস বাবাজী তো? আপনি রাম-দা' বাওতো? আপনি আমায় উদ্ধার ক'রতে পারবেন? আমি উপেন্ দত্ত, আপনি রামদাস বা—।" ব'লতে ব'লতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থানটিতে এক ভিন্ন ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি হ'লো। চৈতন্যপ্রভু সম্ভবত পুলিশে খবর দেবার ব্যবস্থা জন্য চলে গেলেন।

বাবাজী ম'শায়ের দুই চক্ষু বেয়ে দর দর, ধারে জল প'ড়ছে। হাতের জপের মালাঝোলাটি গলায় নিয়ে কি যেন ভাবছেন, আর থর থর ক'রে কাঁপছেন। চরণ দুটিতে ছড়ান মদ এসে লেগেছে। সবাই সরে গিয়েছেন, কেবল উনিই যান্‌নি মাতালকে ছেড়ে। অকস্মাৎ "হা নিতাই" বলে হুঙ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে, সেই মাতালটিকে টেনে তুলে সোজা ক'রে দাঁড় করালেন। মাতালটি বাবাজী মশায়ের বুকে এলিয়ে পড়ল। কয়েক পা বাবাজী মশায়ের সঙ্গে এসেই আবার প'ড়ে গেল। তখন বাবাজীম'শায় তার ভ্রূ দু'টির মাঝখানে, ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের চাপ দিয়ে কি যেন জপ করলেন। মাতালটি নিথর হয়ে শুয়ে রইলো। এতক্ষণে সখীমা, মাষ্টারদা (রামগতিদা') মধু জেঠামশায় কাছে এলেন। কিন্তু কা'রো সাহস হ'চ্ছে না বাবাজীম'শায়কে ওখান থেকে সরিয়ে আনে।

(বাবাজী ম'শায়ের) সেই জপের পরেই মাতালটি ঝিমুনি চোখে এদিক ওদিক তাকালো। এবার বাবাজী ম'শায় তার কপালের উপর ডান হাতের তালুটি কিছু সময় চেপে ধ'রলেন। বিড় বিড় ক'রে কি যেন বললেন্। মাতাল উঠে বসলো। বাবাজী ম'শায় তখনও হাঁটু মুড়ে ব'সে। তারপর, তিনি মাতালের পিঠের দিকে বাম বাহু দিয়ে চাপ দিতেই মাতালটি দাঁড়াল। বাবাজী ম'শায় মাতালকে বামদিকে ধ'রে মরমী বন্ধুর ভঙ্গীতে চ'লতে লাগলেন। মঠের গেট পার হ'লেন। শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটের দিকে চ'লেছেন। এদৃশ্য দেখে মঠবাসীরা বিস্মিত অথচ মৌন। সখীমার মৌন ইঙ্গিতে মাষ্টারদা' পিছনে পিছনে গেলেন। আবার কয়েক পা যাবার পরই বাবাজী ম'শায়ের আদেশ না পেয়ে ঐ ভাবে ফিরে এলেন। সখীমার প্রসাদ পাওয়া হয় নি। কারণ, বাবাজীম'শায় প্রসাদ পাননি। তিনি ঘন ঘন 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলতে বলতে আশঙ্কায় বিষণ্ণ হয়ে এদিক ওদিক করতে লাগলেন।

সন্ধ্যা আরতির পর বাবাজম'শায় ফিরলেন পিছনে সেই 'মাতাল'। তার গলায় তখন বাবাজী ম'শায়ের পাঁচকণ্ঠী মালার দু'কণ্ঠী; বিনয় নম্র অপরাধী (সেবকের মতো) 'উপেন-দা' ফিরে এলেন।

কিছুদিন পরের একটা ঘটনা :—

মালদহে রামকেলির উৎসবে যোগদান জন্য বাবাজীম'শায়ের সঙ্গে ৪০।৫০ মূর্ত্তি আছেন, সঙ্গে সেই উপেনদা'ও। সকলে এসেছেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে। এমন সময় প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী শান্তিপুর থেকে ক'লকাতা আসছিলেন। তিনি ষ্টেশনে বাবাজী ম'শায়কে দলসহ দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বাবাজীম'শায় সসম্ভ্রমে তাঁকে প্রণাম ক'রতেই প্রভুপাদ ব'ল্লেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রামদাদা! আর কেন ছুটোছুটি ক'রছেন চারদিকে; এবার বৃন্দাবনে গিয়ে ভজন করুন না!

বাবাজী ম'শায় নতমুখে বল্লেন'—

'শ্রীবৃন্দাবন আমাদের উপাস্যের স্থান, সেখানে থাকা কি অল্প ভাগ্যে হয়? তিনি (শ্রীরাধারমণ চরণদাস ম'শায়) ব'লে গেছেন—"রামদাস! ক'লকাতা-ই তোর 'ধাম'। আশীর্বাদ করুন তাঁর আদেশ যেন পালন করতে পারি।"

এই সময় উপেনদা' ব'ল্লেন, "—প্রভু! একটা কথা নিবেদন ক'রবো?"

গোস্বামীজীর আদেশ পেতেই উপেনদা' ব'ললেন,—

"প্রভু! চোর, খুনে, মাতাল, লম্পট' বঞ্চক দেখলেই তো আপনারা তার দিক মাড়ান না, তা'হলে নিতাই গৌর-এর করুণায় এরা বঞ্চিত থাকবে ব'লুন? —এগুলোর আড্ডা তো এই ক'ল্‌কাতা আর রামবাগানে। আমরা ঠাঁই পাব কোথায়."

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

(৪)

হরিদাস দাদা

দরমাহাটা (মঠ) থেকে সকাল আটটা ন'টায় রওনা হয়েছেন। কার্ত্তিক মাস। পূর্ব্ববঙ্গের মাঠ পথ তখনও পশ্চিম বাংলার মত শুকনো হয় নি। খালে বিলে জল থৈ থৈ। বাবাজীম'শায়, অদ্বৈতকাকা, প্রিয়নাথ কাকা, এক গোস্বামী সন্তান, শরৎদা', হরিদাসদা', ভগবান কাকা, নিতাইরমণদা', গৌরহরিদা' (বাবাজীম'শায়ের সেবক) কিশোরীদা', সীতানাথদা', সুধীরদা' উদ্ধবদা', শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' প্রভৃতি প্রায় পঁয়ত্রিশ মূর্ত্তি গিয়েছেন। যথাকালে বরিশাল গ্রামের 'ভোলা'গ্রামে তাঁরা পৌঁচেছেন। তার' পরের দিনের ঘটনা—

পূর্ব্বরাত্রে অধিবাস কীর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। সকাল থেকে অষ্টপ্রহর নাম কীর্তনের অখণ্ড নামধারা গীত হচ্ছে। স্নানের জন্য বাবাজীম'শায় গণসহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হ'লেন নিকটস্থ খালের ধারে। কৃষ্ণচৈতন্যদা' বাল্যভোগ পাচ্ছিলেন, তাই ওঁদের সঙ্গ নিতে তাঁর একটু বিলম্ব হোল। খালের ধারে গিয়ে তিনি দেখেন,—"বাবাজীম'শায় ও কাকারা সকলেই তেল মাখছেন। সকলের মনে আনন্দ। বোধ হয় কোন বিশেষ প্রসঙ্গ উঠেছিল। তারই উপসংহারে বাবাজীম'শায় তখন ব'লছেন—

"—হ্যাঁ, তাঁকে জানান দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কি আছে বল? তারপর তাঁর কাজ তিনি করবেন। ভক্তমালে একটি কাহিনী আছে—

এক সাধু একটি গ্রামের পথ ধরে কোথায় যাচ্ছিলেন, বেলা পড়ে গিয়েছে, তখন সাঁঝের আঁধার অল্প অল্প হয়েছে। তিনি যে পথ ধরে যাচ্ছিলেন, সে পথটি তখন নূতন হয়েছে। পথে একটা গাছ ছিল, সেটা কেটে ফেলা হয়েছে, তার গোড়া নির্মূল হয় নি। সাধুর পায়ে লাগল। তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বেশ চোট লাগল তাতে। সাধু উঠে বল্লেন—'ঠাকুর! আমার মত অনেক পথিকের পায়ে এই গোড়াটা লাগবে, তাদের খুব কষ্ট হবে, দেখো ঠাকুর! এটা যাতে উঠে যায়। ব্যাস, এমনি ভাবে তাঁকে জানান দিয়ে সাধু এগিয়ে চল্‌লেন। আবার দু'এক বছর পরে সেই পথ ধরে আসছেন তিনি। দেখলেন সেই মুড়ো, গোড়া থেকে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা ডাল। সাধু হাসলেন। মুখে বললেন,—"হা ঠাকুর" এ আবার উল্টো ক'রলে! বেশ বেশ, ভাল করেছ। সাধু চলে গেলেন। আবার পরের বছর সেই পথ ধরে আসতে আসতে সাধু সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন,—সেই গাছটি গোড়ার শিকড় শুদ্ধ উলটে পড়ে আছে। সে বছর ঝড় হয়েছিল, ফলে পথের সেই গাছটা একেবারে শেষ। সাধু খল্ খল্ করে হেসে উঠলেন। পরে বল্লেন,—"ও ঠাকুর! তোমার এমনিতরো কাজ? শুধু জানান দিলেই হয়। বেশ বেশ, ভাল ভাল।" সাধু গম্ভীর হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে পথ ধরে এগিয়ে চললেন। তাই তো কথা,—আমাদের কাজ শুধু জানান দেওয়া।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনিন সময়ে কয়েকজন যুবক সেখানে এলেন। তাঁদের চাল-চলন কথা-বার্তার ভাব ডেঁপো ডেঁপো। তেমনি ইয়ার্কি দেওয়ার ভঙ্গীতে কাকাগুরুদের দিকে তাকিয়ে একটি যুবক বল্‌লে—

"কি বাবাজীরা! আপনারা তো সব যুগল-উপাসক, যুগল-সাধনা, সঙ্গের নেড়ীগুলি কোথায়? তাঁর কথায়, সঙ্গের যুবকগুলির মুখে মুচ্‌কি হাসি। বাবাজীম'শায়ের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। কি জানি কেন, ঐ যুবকের-দল বাবাজীম'শায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, আর কোন ইয়ার্কি না ক'রে, সেখান থেকে চ'লে গেলো।

যথাকালে, 'বাবাজীমশা'য়' গণসহ কলিকাতায় ফিরে এসেছেন। এবং এ ঘটনার অল্প কয়েক মাস পরে, বাবাজীমশা'য় রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে ভিক্ষায় বের হ'য়েছেন। সঙ্গে সেবক গৌরদা', মাষ্টারদা', উদ্ধবদা' ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'। জানাশোনা ভক্ত ও আমাদের গুরুভাইদের বাড়ীতে দোকানে গদীতে হেঁটে হেঁটে যাওয়া হ'চ্ছে। এক এক ব্যক্তির ওখানে যেতেই তাঁরা প্রণাম ক'রছেন, উৎসবের নিমন্ত্রণ চিঠি নিচ্ছেন আর ভিক্ষা দিচ্ছেন। সাক্ষাৎভাবে শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভ ক'রে তাঁরা ধন্য হ'চ্ছেন আর ব'লছেন—"একবার বাড়ীতে যাবেন না?" শ্রীগুরুদেব মৃদু হেসে ব'লছেন—**"ঠাকুরের ইচ্ছে হ'লেই হবে।"** আবার 'জয় নিতাই' ব'লে বিদায় নিচ্ছেন।

এইভাবে, 'বাবাজীম'শায়' চ'লেছেন ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধ'রে। একটি বিরাট দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুন্‌লেন—'জয় নিতাই! ও বাবাজীম'শায়, এদিকে আসুন।'

সকলে গেলেন। দেখেন, বরিশালের ভোলা গ্রামের সেই 'উদ্ধত-যুবক'। হাতে তাঁর সোনার কয়েকটা আংঠি, গলায় একটি সোনার চেন হার, খুব ধোপ দোরস্ত মূল্যবান জামা কাপড় পরা ফিট্‌ ফাট্‌ বাবু, বড়লোক। বাবাজী ম'শায়ের দিকে চেয়েই দোকানের দরজার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিনয়ের ভঙ্গীতে তিনি বললেন—

"বাবাজীম'শায়! চিন্‌তে পারেন? ভিক্ষায় বের হ'য়েছেন? এই নিন্‌ ভিক্ষা। (দশ টাকার একটি নোট দিলেন)। এ বছর আর বরিশালে যাবেন না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজীম'শায় মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন,—

"ঠাকুরের ইচ্ছে হলেই যাওয়া হবে।"

তারপর সমগ্র দোকানটি আর সেই ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বিদায়ের ভঙ্গীতে বাবাজীমশা'য় করজোড়ে বললেন—'জয় নিতাই'।

এমন সময়, পথে একটা ঘোড়ার গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক ডাকলেন—'হরেনবাবু!—'। আমরা তখন জানতে পারলাম বরিশালের এই ভদ্রলোকটির নাম 'হরেন্দ্র'। মাষ্টারদা' দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে প'ড়লেন,—'প্রোপাইটার, এইচ. এন, চৌধুরী, হার্ডওয়ার্ড মার্চেন্ট।' গম্ভীর আশয় মাষ্টারদা' সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—"দেখ! দেখ! বাবাজীম'শায়ের এক ঝিলিক দর্শনে ভোলা গ্রামে দেখা সেই উদ্ধত যুবকের কি পরিণতি! আজ বাবাজী ম'শায় তাঁকে ও তাঁর দোকানের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রেছেন, আবার দু'একটি কথাও ব'ললেন। না জানি এর পরিণাম কি হয়।' তারপর বাবাজীম'শায়ের পিছনে পিছনে আরও কয়েকটি বাড়ী ঘুরে সন্ধ্যা আরতির পূর্বেই সকলে দরমাহাটা মঠে ফিরলেন।'

তারপর প্রায় এক বছর কেটে গিয়েছে। ঘুঁটেবাজারে (হুগলী) অষ্ট-প্রহর নাম প্রসঙ্গে সগণে বাবাজীম'শায় সেখানে গিয়েছেন। প্রথম দিন অধিবাস কীর্তন, পরের দিন দিবারাত্র 'অখণ্ড-নাম-সংকীর্তন' এবং তার পরের দিন নগর সংকীর্তন' ও 'উৎসব'। শেষের দিনে, নগর সংকীর্তন পূর্ণ ক'রে, বাবাজীম'শায় স্নান আহ্নিক সেরে নিচ্ছেন। বেলা প্রায় তিনটা বাজে। আহ্নিকের গম্ভীর মর্মভেদী হুংকার থেমে গেল। শ্রীঅঙ্গের সেবক গৌরদা' প্রস্তুতই ছিলেন, তৎপর হলেন। বাইরে তখন লোক সমাগম অগণিত! প্রসাদ পাওয়ার আয়োজনও শুরু হ'য়ে গিয়েছে।

হঠাৎ বাবাজীম'শায় বেরিয়ে এলেন। বাইরে দাঁড়ালে পাছে আরও সঙ্কট বেড়ে যায়, এই ভেবেই হয়তো তিনি খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন একেবারে রাস্তায়। এ অবস্থা দেখে সেবক গৌরদা' ও হুগলীর আশুদা' পিছু নিলেন। তাঁদের ঐভাবে যেতে দেখে উদ্ধবদা', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' এবং আর কয়েকজন তাঁদের অনুগমন ক'রলেন। বাবাজীম'শায় দ্রুত পদক্ষেপে চ'লেছেন। কি যে ব্যাপার হয়েছে, কেন যে ছুটে চ'লেছেন 'শ্রীগুরুদেব',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমটা তা কেউ ধ'রতে পারেন নি। বাড়ী ছেড়ে গলি। তারপর গঙ্গার ধারে বড় রাস্তা। সেখানে গিয়ে বাবাজীম'শায় থাম্‌লেন, অদূরে কতকগুলি বালক একটা গোলমাল সৃষ্টি ক'রছিলো। বাবাজীম'শায়কে দেখেই তাদের কতকগুলি সরে গেল এবং একটা লোক চীৎকার ক'র্‌তে কর্‌তে ছুটে এল বাবাজীম'শায়ের কাছে। সে ব্যাকুলস্বরে ব'ল্‌ছে—বাবা! বাবা! এরা আমায় মারছে, এই দেখনা বাবা, আমার পিঠটা ফাটিয়ে দিয়েছে, এরা আমায় পাগল ব'লছে। বাবা এদের তুমি মার।'

—ব'লেই নিরাপদ আশ্রয়ের মত বাবাজীম'শায়ের সম্মুখে দাঁড়াল। আর সেই বালকদের দিকে তাকিয়ে ভ'য়ে সে কাঁপতে লাগলো।

লোকটির একমাথা উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, গায়ে কিছুই নাই, পরণে একটা ছেঁড়া ভোট কম্বল, পা দুটি খালি। এক মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। বাবাজীম'শায় পরম গম্ভীর, চোখ দু'টিতে জলের ধারা।

বাবাজী ম'শায়কে কিছুই ব'লতে হোল না। ছেলের দল শান্ত হ'য়ে একে একে স'রে পড়লো। বাবাজী ম'শায়ের ইঙ্গিতে সেই পাগলটি আমাদের সঙ্গে এলো। তাকে প্রথমে প্রসাদ পাওয়ান হ'লো। তারপর তাকে যখন গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে মুখ মাথা কামিয়ে স্নান করিয়ে আনা হ'ল তখন সকলে সবিস্ময়ে চিনলেন, ইনি বরিশালের সেই উদ্ধত যুবক, 'হরেন',—কলকাতার ধনী লৌহ ব্যবসায়ী। উঃ! কি বিচিত্র তার পরিণাম।

শ্রীগুরুদেব সেই দিনই তাঁকে আর এক 'পাগল' আমাদের পরম-গুরুদেবের শ্রীনবদ্বীপের আশ্রম, প্রখ্যাত সমাজবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন। ক'দিন পরেই বাবাজী ম'শায় ঐ শ্রীধামে গেলেন, তখন তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হোলো। প্রায় মাসখানেক পরেই নন্দকাকা তাঁকে ভেক (বেশাশ্রয়) দিলেন, নাম হ'ল—"হরিদাস"।

ইনি নিত্য করতাল বাজিয়ে শ্রীনবদ্বীপে ভিক্ষা ক'রতেন। প্রায় এক বৎসর নবদ্বীপে থাকার পর শ্রীবৃন্দাবনে যান। সেখানে গিয়ে, দিনান্তে একবার মাধুকরী (রুখা শুখা রুটি ভিক্ষা) ক'রে জীবন যাপন ক'রতেন। আর সর্বদা—

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরেরাম॥

নামটি কীর্ত্তন করতেন তাঁর চোখে মুখে সব সময় যেন জলের প্লাবন ব'য়ে যেত। বেশ কয়েক বছর ঐ ভাবে ব্রজে কাটিয়ে সেখানেই দেহ রক্ষা করেন।

(উজ্জীবন, ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭০-এ, 'সঙ্গে ও প্রসঙ্গে'র ছায়া অবলম্বনে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

৫। সত্যদিদি

প্রায় তিরিশ মূর্তি সঙ্গী নিয়ে বাবাজী ম'শায় চ'লেছেন। শহর ছেড়ে গ্রাম, তাও পার হ'য়েছেন। তারপর আলপথ। বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। মাঠের চারা ধানগুলি কোথাও মাথা তুলেছে, কোথাও সবে তারা ঠাঁই পেয়েছে, কোথাও বা তাদের বসতি তৈরী হ'চ্ছে বা হ'য়েছে। আর আলপথগুলির মধ্যে মধ্যে নালাও গিয়েছে। সেগুলি ডিঙিয়ে পার হতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে কতটা সময় গেছে কেউ জানে না। পিছনে ফিরে দেখার যোগও ছিল না। চলেছে তো চলেইছে। সেই সাড়ে তিনটায় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নেবে হাঁটা আরম্ভ হ'য়েছে। তার আগে থেকেই আকাশ ছিল মেঘ্‌লা, আর পথের পরিবেশও ছিল গুমোট। ক্রমে সেই মেঘলা আকাশ ধীরে ধীরে কালো সাদা, ছাই রঙে-এর মেঘে ভ'রে গেল। তখনো অনেকটা পথ যেতে হবে। বাবাজী ম'শায়ের বাম কাঁধে তাঁর ডোর কৌপীন, বহির্বাস আর লোমবস্ত্র; বামহাতে একটি গামছা, অপর হাতটি মালা-ঝোলায় নাম-গণনায়-রত।

অল্প পরেই সে আকাশের রূপ বদলে গেলো। ভয়ঙ্কর কাল; আর গাঢ় অন্ধকার, যেন সন্ধ্যাই হয়েছে। মাঠের আলপথগুলো আর জলকাদা ভরা জমি মিলে সব একাকার হ'য়ে গেল। এই দলটির পথ চলায় মানবের বৈশিষ্ট্য রেখেছে শুধু নাম সংকীর্ত্তন আর খোল করতালের ধ্বনিতে।

আগে টিপ্‌ টিপ্‌, তারপর তড়বড় তড়বড়, তারপর ঝড়ঝড় ক'রে বৃষ্টি নামলো। এমন অবস্থা যে, আর একটি পা-ও চলা যাবে না।

'খোলের' ধ্বনি বন্ধ হোলো। গায়ের গাঁতি চাদর দিয়ে সে দুটিকে ঢেকে রাখা হোলো। করতালও ঝোলায় পোরা হোলো। এখন শুধু মুখে নাম চ'লতে লাগলো। ঝাপটায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ভিখারীর দৈন্যবসনগুলি গায়ে সেঁটে রইলো। বাকী শুধু জল কাদায় শুয়ে প'ড়ে থাকা। একেবারে নিরুপায়, সত্যিকারের অসহায়। বাবাজী ম'শায়-ও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হাঁটু ভর জল কাদা ভেঙে কাকারা এগিয়ে এলেন ও বাবাজী ম'শায়কে ঘিরে দাঁড়ালেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুহূর্ত্ত গেল, মিনিট কাটলো, আধঘণ্টায় পরিণত হোলো। ঠায় দাঁড়িয়ে ভেজা। মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানও যাচ্ছে না। সর্বত্র জল আর জল, কাল আঁধার আর ঝম্ ঝম্ আওয়াজ। সকলে শীতে কাঁপছেন। হাঁটুভর জল আরও উপরে উঠেছে। হঠাৎ অল্প কিছু দূরে একটি সামান্য আলোর রেখা দেখা যায়। তাও আবার আঁধারে ঢেকে ঢেকে যাচ্ছে। অনুপায়ে ঐ হোলো আকর্ষণের।

বহুকষ্টে জল ভেঙ্গে দলটি চ'লেছে, সেই ক্ষুদ্রতম আলোর টানে। এসে পৌছান গেল একটি মাটির ঘরের সামনে। উঠান নেই চারদিকে জল, মাঝে ঐ ঘর। একখানাই ঘর, আর চাল নামান একটু দাওয়া। ঐখানেই সব দাঁড়ান। তাই হোলো অনিকেতনের নিকেতন।

বাবাজী ম'শায়ের দলটি নিকটে এলেই ব্যা ব্যা প্যাঁ প্যাঁ ক'রে ডেকে উঠল কয়েকটা ছাগল ছাগলী। আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল এক ষাট বছরের বুড়ী। তার হাতে একটি লম্ফ। এঁদের দেখে, কেমনতরো হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো বুড়ী। বাবাজীম'শায়দের তরফ থেকে কোন কথাই গেল না বুড়ীর কানে। ছাগলগুলি কিন্তু সমানে ডেকে চলেছে তখনও। আর সেই বুড়ীর এতই বিস্ময় হ'য়েছে যে কোন প্রশ্নও ক'রতে পারছে না।

ঐ ঘরটির দাওয়ায় সকলে অতি কষ্টে দাঁড়াবার মাত্র স্থান ক'রে নিলেন। তাঁদের সঙ্গের খোল দু'টি ভিজে ঢপ্ঢ'পে হ'য়ে প'ড়েছে। বুড়ী বোধ হয় মুড়ি ভাজছিল, উনুনে আগুন ছিল। সেই আগুনের কাছে যেতেই তার অনুমতি ও সাহায্য চাইতেই প্রথম আলাপ করা হোলো। সে আলাপ ক'রলেন মৃদঙ্গ বাদক মদন-দা' ও জানকীদা'।

দীন বৈরাগীর দলটিকে দেখে বুড়ী বিস্মিত হ'লেও, তার মনে কোন শঙ্কা ছিল না। হয়তো বা মনে ক'রেছিল, "বোষ্টমের দল" কোথাও বায়না পেয়ে গাইতে যাচ্ছে বা ফিরছে। তার প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। খোলদু'টি তখন শুকিয়েছে, চলনসই ধ্বনিও উঠছে তাতে। নন্দকাকা, অদ্বৈতকাকা ব'ললেন,—

"আজ তো আর যাওয়া যাবে না কোথাও, তা'হলে "সন্ধ্যা আরতি" এই খানেই হোক ?" (শুনে) বাবাজী ম'শায় সম্মতি দিলেন।

শশীদা'র সঙ্গে 'শ্রীঠাকুর' ছিলেন। মাটিতে নামিয়ে শুধু জল আর তুলসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে সান্ধ্যকৃত্য সেরে "আরতি" আরম্ভ হোল। আরতির সঙ্গে সঙ্গে 'ভালি গোরাচাঁদের আরতি···কীর্ত্তন।' ঠাকুরকে ঘিরে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন ক'রছেন স্বয়ং বাবাজী ম'শায়। দোহার হলেন কাকাদের গোষ্ঠী, আর সম-দোহার আমাদের গুরুভাইরা। খোল ধ'রেছেন নিতাইরমণদা' ও (বড়) মদনদা'। সঙ্গের কৌটা থেকে ঘি-এর বাতি বের ক'রে পঞ্চ প্রদীপে আরতি ক'রছেন শশীদা'

(আজ) 'বাবাজী ম'শায়ের' উল্লাস যেন শতগুণ বর্দ্ধিত। সু-মধুর উদাত্ত কণ্ঠের স্বর আর সন্ধ্যা আরতির কীর্ত্তনের পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তেমনি রস-মাধুরীতে ভ'রিয়ে, আঁখর প্রকাশিত হ'তে লাগলো। এক একটি আঁখর কত আদর ক'রে, কত আস্বাদন ক'রে, নিভৃত নিকুঞ্জের অধীশ্বর অধীশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে আনন্দ হিল্লোলে মাতিয়ে মাতিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। কি প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন! বুড়ীর ভগ্ন জীর্ণ কুটিরে।

ধন্য বুড়ীর সংপ্রাপ্ত জীবন। হয়তো একদিন যৌবন তারুণ্যে শৃঙ্খলমুক্ত জীবন ছিল, তাই সমাজ-সংস্কারে অবহেলিত হয়েছিল, তাই আজ গ্রাম প্রান্তে এসে এতটুকু বাসা বেঁধে পাষাণী উদ্ধারের অলক্ষ্য মহিমার আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। সে প্রতীক্ষার দিন আজ শেষ। ধিক্কৃত জীবন পূত হোলো।

বুড়ী ভাবতেই পারেনি, তার কুটিরে যাঁরা এসেছেন তাঁর লোকনমস্য গৌরগণের অলক্ষ্য-অচিন্ত্য-শক্তিধর। বাবাজী ম'শায়ের গোষ্ঠীও ভাবতে পারেন নি। এর পরবর্ত্তী অঙ্ক কি?

এই কীর্ত্তনস্থলী থেকে আরামবাগ বোধ হয় মাইল দেড় দুইয়ের মধ্যে। যখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত এবং সন্ধ্যা আরতির কীর্ত্তন শেষ হয় হয়, এমন সময় দেখা গেল, সহরে যাঁরা 'নাম সংকীর্ত্তনের' আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা তিন চারটি জ্বলন্ত হেসাক্ ও পেট্রোম্যাক্স নিয়ে বাবাজীম'শায়ের সন্ধানে কীর্ত্তনস্থলীতে এসে পড়্লেন। বাবাজীম'শায়ের তো কোন বাহ্য অনুসন্ধান নাই। অদ্বৈত কাকাজী কীর্ত্তনস্থলী হ'তে উঠে এসে সমাগতদের বললেন— "দাদা যে এখন কীর্ত্তনে আবিষ্ট হয়ে আছেন! সে কি ভাঙ্গান চলে? তোমাদের প্রাণে যা নেয় তাই কর।"—বলেই তিনি আবার কীর্ত্তনস্থলীতে গিয়ে দোহারকী ক'রতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন উপলক্ষ্যে অধিবাস কীর্ত্তন প্রস্তুতির জন্য সব আয়োজন 'আরামবাগে' হ'য়েছিলো। দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রি ও অদ্বৈতকাকার ঐ কথা শুনে, তাঁদের প্রাণে কি প্রেরণা এ'ল তাঁরাই জানেন, তবে দেখা গেল, তাঁদের উৎসবের সব আয়োজন ঐ বুড়ীর কুঁড়ে ঘরের ধারেই আনলেন। এবং কীর্ত্তনের ক্রম পর্য্যায়ে যখন তুলসী আরতি আরম্ভ হলো' তখন দেখা গেল, সেই জলভরা মাঠের উপর বাঁশের খুঁটি পোঁতা হ'য়েছে, ত্রিপল দিয়ে কুটির নির্ম্মাণ হ'য়েছে পরের দিন সকাল থেকে যে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন হবে তারও মঞ্চ তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন শেষ হতেই সেই জলবাসী ছাউনী ঘরে সবারই ঠাঁই হোলো। অল্প কিছু ফল ও মিষ্টি প্রসাদ যখন বাবাজী-গোষ্ঠী পেলেন তখন রাত্রি বারটা।

তারপর 'অধিবাস কীর্ত্তন'ও ঐ খানেই। ঐ কীর্তন শেষ হ'লে পর যখন অন্নপ্রসাদ পেতে বসলেন তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে তিনটা। সকলের ঘুম গেল। নিশান্ত কৃত্য শুরু হোল এবং উষারম্ভে অখণ্ড-নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হ'লো। বুড়ীর কি সুকৃতি!

অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর

—এই মহাজনের অনুভব বাক্যটি প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত।

ঐ বুড়ী সারারাত খায় নি। শুধু কেঁদেছে। যারা কখনও তার ছায়াও মাড়াত না, তারাই আসে কিনা তাকে দর্শন ক'রতে!

বাবাজী ম'শায় আরামবাগ বাসীদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"হ্যাঁ গো, তোমাদের শহরটা কতদূরে? তোমরা সব যাতায়াত কর'ছ কি ক'রে? চারদিকেই তো জল!"

আমাদের গুরুভাই ভগ্নীরা ও অন্যান্যরা বললেন,—

"আজ্ঞে, এত জল হোতো না। দামোদরে বান হ'য়েছে কিনা, নইলে এতক্ষণ জল থাকে না। শহর বেশী দূর নয়, মাইল দেড়েক দুইয়ের পথ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের দিন 'নগর কীর্ত্তন' ঐখানেই হ'লো। পথঘাট তো নেই, সব জলে ভরে গিয়েছে। তারপর বাবাজী ম'শায়ের স্নান আহ্নিকরে পরে শুরু হোল 'দীক্ষাপর্ব'। বেলা প্রায় আড়াইটা পর্য্যন্ত দীক্ষা হ'লো। বুড়ীর বাড়ী হ'লো মহাতীর্থভূমি। আর বুড়ী হ'লো যেন বহ্নিশুদ্ধা। অধিবাসের দিন রাত্রি থেকে সে উপবাসী। আজ তৃতীয় দিনের বৈকাল প্রায় তিনটার সময় তার দীক্ষা হ'লো। শ্রীবৈষ্ণব-সেবান্তে তাঁদের উচ্ছিষ্ট পাত্রের অধরামৃত সে পেল। তার জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হোল।

শুরু হ'লো তার আছাড়ি পিছাড়ি কান্না, আর আমাদের কাকাগুরু ও গুরুভাইদের চরণ ধরে লুটিয়ে পড়া। বুড়ী বলে কি? "আপনারা আমায় নিয়ে চলুন। না নিয়ে গেলে আমি এক্ষুণি মরবো।"

শহরবাসীরা তাকে কিছুতেই শান্ত ক'রতে পারছেন না। শেষে সমাধা হ'লো—

'বুড়ীর জমিজমার ভার একজন নিলেন। পনের'শো টাকায় বন্দোবস্ত হ'লো। তিনিই ঐ বুড়ীকে বৃন্দাবনে রেখে আসবেন। সেখানে শ্রীমদন-মোহন মন্দিরে একহাজার টাকা জমা দিয়ে তার জীবনান্তের ভার দেওয়া হবে।'

আর তিন দিনের মধ্যে বৃন্দাবন যেতে পারবে জেনে বুড়ী স্থির হ'লো। তারপর একটা শালতি আনা হ'লো। তাতে কয়েক দফায় বাবাজী ম'শায়ের দলটিকে মাইল তিনেক জল-পথ পার করে তাঁদের ডাঙাস্থানে পৌছে দেওয়া হ'লো। সেখান থেকে হেঁটে বর্দ্ধমান ষ্টেশন, তারপর তাঁরা যথাসময়ে দর্মাহাটা মঠে ফেরেন।

কয়েক মাস পরেই (কার্ত্তিকে) মহাপ্রভুর আগমন উৎসবে বাবাজীম'শায় সগণে শ্রীবৃন্দাবন যান। সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ও গিয়েছিলেন। নীচের অংশটুকু তাঁরই জবানিতে—

"আরামবাগের সেই বুড়ীকে দেখতে পেলাম। তখন তার নাম "**সত্যদাসী**"। দেখেই আমাদের চিন্‌লে। তাঁর আবাসে আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলো (শ্রীমদন মোহনের প্রসাদ পেতে)। দেখলাম গোঁসাই বাড়ীর অন্দরে সত্যদিদির সম্ভ্রম খুবই। তিনি প্রত্যহ একলক্ষ নাম করেন। প্রতি একাদশীতে পঞ্চক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন। প্রতিটি ব্রত নিরম্বু উপবাস করেন। গোঁসাই বাড়ীর পাশে একটি ঘর পেয়েছেন। সেটি তাঁর ভজন কুটির। বৌঝি-রা সত্যদিদিকে 'পিসিমা' বলে ডাকেন।

(*১৩৭০ কার্ত্তিক, উজ্জীবনে প্রকাশিত 'সঙ্গে প্রসঙ্গের' ছায়া অবলম্বনে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

(৬)

নগর সংকীর্ত্তনে

হেতমপুর রাজবাড়ীতে "নবরাত্রি" কীর্ত্তন উৎসব চলছে, সেটা বোধহয় ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। ঐ উৎসবের মধ্যে একদিন হঠাৎ কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর একজন মর্য্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী সেখানে এলেন। তিনি সংবাদ এনেছেন—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন হয়েছে। সগণে বাবাজী ম'শায় যেন ঐ সম্মিলনীতে অবশ্যই যোগদান করেন।" ঐ অনুরোধ জানিয়ে স্বয়ং মহারাজা স্বহস্ত লিখিত একখানি চিঠি ও পাথেয় সহ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীটিকে পাঠিয়েছেন।

বাবাজীম'শায় সনম্র তৃপ্তির ভাষণে জানালেন, "সম্মিলনের প্রথম দিনটি পার্ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় দিনে শ্রীবৈষ্ণব সম্মেমনের-চরণ-পূত-ভূমির-স্পর্শ লাভ করার বাসনা রইলো।"

বাবাজীম'শায়ের সঙ্গে প্রায় ৩০।৩৫ মূর্তি আছেন। বিশেষ বিশেষদের নাম,—নন্দকাকা, প্রিয়নাথকাকা, সীতানাথ'দা, চারুদা', মাষ্টারদা', ফণীদা', (গোবরডাঙ্গার), আশুদা' (হুগলী) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ও উদ্ধব-দা', সুধীর-দা' মুকুন্দ-দা' প্রভৃতি। এবং শ্রীখণ্ডেরও পাঁচ ছয় মূর্ত্তি।

কাশিমবাজার পৌছুতে প্রায় সন্ধ্যা। স্বয়ং মহারাজা এসেছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁর সঙ্গে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ……' নাম সংকীর্ত্তনের বিশাল দল। সে মিলন রঙ্গ কেবল অনুভবের ধন। রাজবাড়ীর অল্প দূরেই বৈষ্ণব সম্মেলনের স্থান। চারিদিকে গোস্বামী ও খ্যাতনামা বৈষ্ণব মহান্ত এবং কীর্ত্তন-গায়কদের পৃথক পৃথক আবাস, মাঝখানে সুবিস্তৃত 'প্যাণ্ডেল'। প্রসাদ পাবার ব্যবস্থাটিও বড় অদ্ভুত ধরণের। যাঁরা পঙ্গতে ব'সবেন তাঁদের জন্য বিশাল মণ্ডপ। আর যাঁরা সঙ্গে রসুইয়া এনেছেন, তাঁদের চাল, ডাল, আনাজ, দুধ' দই, ঘি মিষ্টান্ন প্রভৃতি সব রকম জিনিষ পৃথক পৃথক দেবার ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সেদিন রাত্রে আমাদের পঙ্গতে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা। মহারাজা অত্যন্ত আগ্রহ ও দৈন্য নিয়ে আমাদের পঙ্গতে বসলেন। বাবাজী ম'শায়ের ডান পাশে তিনি বসলেন। ঠিক যেন দু'টি সহোদর ভাই। আমরা সকলে তাঁদের ঘিরে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ পেতে পেতে তাঁদের মধুর মধুর আলাপও চ'লেছে। সব কথা আজ মনে নেই। দু'একটি আছে।

মহারাজা বললেন,—"রামদাদা! মনের কথা বলার ঠাঁই পাই না।"

দু'জনে এক পংক্তিতে পাশাপাশি বসেছেন। বাবাজীম'শায় প্রথম গ্রাস গ্রহণ করার পরই, মহারাজা তাঁর ডান হাতটি বাবাজীম'শায়ের দিকে বাড়ালেন। চোখে মুখে আকুল নীরব প্রার্থনা,—"অধরামৃত দিন"। সমর্পিত-চিত্তের অবধি, দীনতার-মূর্ত্ত-বিগ্রহ বাবাজীমহাশয় সজল নয়নে বৈষ্ণব-সেবাগত-প্রাণ মহারাজাকে, অন্নসহ উপচার মিশিয়ে একটি গ্রাস প্রস্তুত করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি ঐ গ্রাসসহ হাতটি মস্তকে ধারণ করে, পরে 'পেলেন'। উভয়ের নয়নে শ্রাবণের ধারা। পঙ্গত শেষ হ'লে উভয়ে আচমন ক'রে নির্জ্জনে ব'সে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রলেন। যে কদিন আমরা ছিলাম সে কয়দিনই মধ্যাহ্নে ও রাত্রে বাবাজীম'শায়ের ডান পাশে ব'সে মহারাজা প্রসাদ পেতেন। উভয়ের কি প্রীতি!

এই বৈষ্ণব সম্মিলনের প্রায় বার বছর পরে—(১৩৫৫ বঙ্গাব্দে ৪ঠা বৈশাখ সকালে তেল মাখার সময়) **বাবাজীম'শায়ের উক্তি—**

'তখন তো দাঁড়িয়ে নাম সংকীর্ত্তন হ'তো আটঘণ্টা, সেই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া থেকে কাশিমবাজারে এলাম। বিরাট বৈষ্ণব সম্মিলনী, তার সঙ্গে লীলাকীর্ত্তনের ব্যবস্থা। দলে দলে বড় বড় দল। তখন আমার খেতুরীর কথা স্মরণ হোলো। একদিন নিশান্ত-লীলা কীর্ত্তন হোলো, সে এক অপূর্ব। অম্‌নি ভাব্‌ছি এর পর তো এর (নিজের দিকে চেয়ে) পালা, "নাম-কীর্ত্তন" লোকের কানে ভাল লাগবে তো? তখন তো কোথাও 'নাম-কীর্ত্তন' প্রসঙ্গ বড় একটা হোতো না। যাক্‌ তারপর তো নাম আরম্ভ হোলো; প্রসঙ্গ এল 'পঞ্চতত্ত্বের' পর্য্যায়ে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, আনন্দের পাথার ব'য়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর ভাবছি হুঁ হুঁ এবার ঠেলা আসছে। খুব বাহাবা আসবে, তখন? ওমা! পাশের খাড়ি গঙ্গায় স্নান ক'রতে যাওয়া হোলো, ব্যস্, গলা একেবারেই চুপ্, একটি আওয়াজও আর আসে না। ভারী মজা, তাতে মনে হোলো, বেশ চমৎকার ব্যবস্থা হ'য়েছে, বাঁচিয়ে দিলে। ঠাকুরের খেলা দেখ কেমন, লোকে তো এবার বাহাবা দেবে, উহুঁ, তা হোতে দেবে না। তাই তো জানালেন, নাম তো আমি (স্বয়ং নামী) করলাম, তোমার তাতে কি? তোমাদের কণ্ঠের এই হোল আসল স্বরূপ। তাই তো তার রোধ্ দেখ্ছো। বল দেখি কি ব্যাপার! তারপর আবার শেষ দিনে দিলে খুলে। ধুলোটের দিন, সে দিন প্রায় সাড়ে চার ক্রোশ পথে কীর্ত্তন হোলো। দরকার ছিল তার, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিলে।"

বাবাজীম'শায়ের উপরে ধৃত "উদ্ধৃতি" থেকে জানা যায় যে ধুলোটের দিন-নগর-সংকীর্ত্তন হয়েছিল প্রায় ন'দশ মাইল ব্যাপী পথে। ঐ সময়ে শত সহস্র লোককে 'দর্শনে পবিত্র করার' মধ্যে একটি দৃশ্য,—

বহরমপুরের রাজপথে কীর্ত্তন মহোৎসব শুরু হ'য়েছে সকাল ৮টায়। একটা তিন মাথার মোড়ে ঐ সব কীর্ত্তন সম্প্রদায় উপস্থিত হ'য়েছেন, তখন বেলা ১১টা। সে পথটি গঙ্গার ধার থেকে এসেছে। সেই বাঁকের মুখেই বাবাজী মহাশয় তাঁর গণ সহ সু-উচ্চ রোলে কীর্ত্তন ক'রছেন। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে উদ্দণ্ড নৃত্য। সম্মুখে বাবাজীম'শায়, ডান পাশে অদ্বৈত কাকা, তাঁর পিছনে, প্রিয়নাথ কাকা, ফণীকাকা ও অন্যান্য অনেকেই এবং বাঁ পাশে মাষ্টারদা' চারুদা' মুকুন্দদা প্রভৃতি। এ ছাড়া, দোহারকি ও দর্শক মণ্ডলীর (স্বয়মাগত) বিপুল সমাবেশ। দু' পাশের দোকানদাররা দোকান বন্ধ ক'রে এসেছেন। স্কুল, কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দও এসেছেন। পথের দু'দিকের সব বাড়ীর বারাণ্ডায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে মেয়েদের দল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বাজারগামী যাত্রীরা যে যা'র মাথার বা কাঁধের বোঝা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। যেন এক অলৌকিক মহা সম্মোহনের খেলা চলেছে।

এমনি সময়ে, গঙ্গাধারের পথবেয়ে সহরের পথে আসছিল একটা টম টম। গাড়ীর মাথাটা খোলাই ছিল। কোচোয়ান চাবুক মেরে ঘোড়া শাসিয়ে গাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাঁকাচ্ছিল, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সামনের পথের ভিড় সরাচ্ছিল। এতটা পথ এসেছে ঐ হাকানির জোরে লোক সরিয়ে সরিয়ে। ঠেকলো এসে 'বাবাজী-ম'শায়ের কীর্ত্তনের দলের পিছনে'। এই উচ্চ সংকীর্ত্তনে আবিষ্ট দলটির কানেই পৌঁছুলনা খোড়ার খুরের আওয়াজ আর কোচোয়ানের ঘন ঘন উচ্চ চীৎকার। টম্‌টম্ থেমে গেল। আরোহী ছিলেন নবাব বংশীয় কোনও যুবক তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি কোচোয়ানকে আদেশ দিলেন,—

"গাড়ী, ঘোড়ার ধাক্কা দিয়ে চাবুক মেরে রাস্তা ক'রে চল।" কর্তার আদেশে কোচোয়ান তখন চাবুক হঁকালে ফলে, যাকে সামনে পেল তাকেই। বাবাজীম'শায়ও বাদ পড়লেন না। বাবাজীম'শায় করুণার দৃষ্টিনিয়ে আরোহীর দিকে এক ঝিলিক তাকালেন। তারপরই তাঁর কীর্ত্তনের আঁখর—

নিতাই মোদের কাণ্ডারী, কিসের দেখাও ভারি ভূরি ?
যখন আসবে তোমার সমনজারী, কোথায় রবে জুড়ী গাড়ী ?
এখনো পাপের বোঝা করো ভারি ?
তুমি বলিহারি গো বলিহারি

* * *

ক্ষমার আধার মোর গোরারায়
তার চরণে দাও গড়াগড়ি— ক্ষমার আধার মোর গোরারায়

আশ্চর্য্য'। এই কয়টি আঁখরের অদ্ভুৎ প্রভাবে কে যেন—কানে ধরে নামাইয়া আনিল নবাব যুবককে নেমে প'ড়লেন কেমন যেন—আড়ষ্ট হ'য়েই প্রণতি জানাতে লাগালেন—বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে। সরে গেলেন বাবাজী মহারাজ। নবাব যুবক অবহেলিত উপেক্ষিতের মতই সেই ধুলোতে লুটিয়ে প'ড়লেন সেখানে। চারিদিকে মত্ত প্রলয় তরঙ্গের মতো রোল উঠিলো "গৌরহরি বোল"। ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গঙ্গার দুকূল মুখর হ'য়ে উঠলো। সার্থক হইল বৈষ্ণব সম্মিলনী। অবিস্মরণীয় হোয়ে রইলো বাবাজী মহাশয়ের এই কীর্ত্তন মহিমা।"

("শ্রীরামদাস-প্রশস্তি" গ্রন্থে, "সংকীর্ত্তনে-বাবাজী-মহারাজ", লেখক, শ্রীজনরঞ্জনরায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ

(৭)

রায়বাহাদুরের বাড়ী

ক'লকাতার পাটুয়াটোলায় বাঁড়ুয্যের বাড়ী কীর্ত্তন হচ্ছিল। কীর্ত্তনের পরে, কীর্ত্তন স্থলীতে বিরতি কীর্ত্তন "গৌর হরিবোল" "নিতাই গৌর হরিবোল" প্রভৃতি ধ্বনির পর,—

"একবার ওপরে চল" (একথাটি) বন্ধুর আবেশে রায়বাহাদুর বললেন। সকলেই এখন যেন বান্ধব বাড়ীতে। দ্বিতলের সুরম্য আবাসে বাবাজী-ম'শায়ের গণ তখন উঠছেন। কিছু ফল মিষ্টি নিবেদিত রয়েছে।

"রামদাস! কিছু প্রসাদ নাও ভাই" রায়বাহাদুরের 'রায়'। সেবক সঙ্গীগণ চঞ্চল হোলেন। তাঁদের সঙ্গে যে ঠাকুর এসেছেন! এঁদের ঠাকুর যে বন্ধুর মত চিত্র বিগ্রহ হ'য়ে কাছে কাছে ফেরেন। তাঁর মুখে না দিয়ে এঁরা কেমন ক'রে অন্য বাড়ীতে প্রসাদ পাবেন! তাঁরও তো স্বতন্ত্র সেবা চাই? এই কারণেই প্রসাদ পেতে এঁদের সঙ্কোচ এসেছে। সে কথা এঁরা বিনীত স্বরে জানাতে……তাঁদের অসমাপ্ত আবেদনে রায় বাহাদুরের ব্রাহ্মণ্য-সত্ত্বা অধীর হয়ে উঠলো। বান্ধব-প্রীতির-ডুরি বুঝি ছিঁড়ে গেল। রায়বাহাদুরের ঘুমন্ত সংস্কার জাগ্রত হোলো।

'আজ্ঞে, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর আছেন…'

এটি শিষ্য-সন্তানগণের অসমাপ্ত আবেদন। জোড় করে জানালেন তাঁরা।

বাবাজীম'শায় নির্ব্বাক। (তাঁর) দক্ষিণ কর জানুর উপর ন্যস্ত। মালা জপে রত তিনি। বামকর ভূমিনত জানুতে। তিনি উপবিষ্ট তখন, আর সেবকেরা সকলেই বাবাজী মশায়ের মুখ চাওয়া মানুষ। পৌরুষে এতটুকু স্পৃহা নেই। 'সম্পদ' আর 'বিপদ' এঁদের মুঠিতে।

কল্পিত বাধায় রায়বাহাদুর আটকে পড়েছেন। তিনি সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে তাঁর অভিমানের বাষ্প যেন ছড়িয়ে প'ড়ছে। ব'লছেন— "তোমাদের স্পর্দ্ধা তো কম নয়, ব্রাহ্মণবাড়ী, নারায়ণের নৈবেদ্য; এ প্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেওয়া চ'লবে না ; কেন ? আর ঐ যত সব অজাত কুজাত ন্যাড়া শিষ্যের ভোগ দেওয়া হ'লেই "তুমি" ভক্তি করে খাবে……।" (রায়বাহাদুর তখন বহ্নিমান)।

বাবাজীম'শায়ের সেবকবৃন্দ নিরুত্তর। চোখে তাঁদের করুণ দৃষ্টি। সামনে যে অমানী মানন্দ শ্রীগুরুদেব! গৃহী ভক্তবৃন্দ ক্রোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সামাজিক মান্যতার বৈভব-গর্ব্বে নাড়া পড়েছে। সকলেই যেন প্রস্তুত, এ অপমান অসহ্য, বাকী শুধু কটাক্ষপাত। কিন্তু বাবাজীম'শায় যে 'তরোরপি সহিষ্ণু'।

বহ্নিমান যেন আত্মগর্ভে পাংশুমান হতে হতেই রায়বাহাদুর আরও বললেন —"এরা তোমায় কেষ্ট বিষ্টু যাই ভাবুক, আমি জানি তুমি 'রাধিকা গুপ্ত'। ছত্রিশ জাতের গুরু হয়েছ, লোকে তোমায় পূজা করে। এত দম্ভ তোমার? —যাও, যাও আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে, ফল, নৈবিদ্দি আমি কুকুরকে খাইয়ে দেব।"

বাবাজীম'শায়ের সজল করুণ চোখের ইঙ্গিতে ধনী গৃহী ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ শান্ত। তারপর তিনি রায়বাহাদুরকে বল্‌লেন "কৃপা করুন, আমার অযোগ্যতায় আপনি ব্যথা পেয়েছেন, দুর্দ্দৈবের দাস আমি।'

পরবর্ত্তী দৃশ্য :—

"কি হোলো কি হোলো" অকস্মাৎ কোলাহল। কারণ, রায়বাহাদুর মূর্চ্ছিত হ'য়ে ঢলে পড়েছেন, আর তাঁর পায়ের উপরে বাবাজীম'শায়ের মাথা।

(আষাঢ়, ১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'সাতমহলে' প্রকাশিত……ছায়া অবলম্বনে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস

"অনুভব ঢের পরের কথা"

(কথা প্রসঙ্গে বাবাজীম'শায় বলেছিলেন,—"উদ্দীপনার সবই আছে, কারও কৃপায় অনুভব হলেই স্ফূর্ত্তি" এই সূত্র ধরে,—)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ 'উদ্দীপনা' আর 'অনুভবের' মাঝখানে কি আর কিছুর যোগ থাকা দরকার ?

গৌরাঙ্গদা'ঃ শ্রীগুরুকৃপা উভয়ের যোগ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ আমার যুক্তিবাদী মন, ও কথায় সায় দেয় না। কারণ শ্রীগুরুকৃপা তো সবার ওপরই পড়ছে, তবে অনুভব আর উদ্দীপনার যোগ হচ্ছে না কেন ? আবার, যাঁরা বিশেষ-কোন-মূর্ত্তি 'শ্রীগুরু সান্নিধ্য' বা 'কৃপার ক্ষেত্রে' আসেন নি তাঁদের কি অনুভব আসবে না ? না উদ্দীপনা আসবে না ? বল্লে বলা চলে, এটা এক ধরণের গোড়ামী।

গৌরাঙ্গদা'ঃ ঠিকই বলেছো, 'গুরু-কৃপা' অত সংকীর্ণ নয়। প্রকাশ একটি মূর্ত্তিতে, আর তার 'মহিমা' 'করুণা' সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এই দৃষ্টিই তো গুরুনিষ্ঠা।

বাবাজীম'শায়ঃ তখন ভ্রমণ করছেন (সন্ন্যাসের পর গৌর) আর বলছেন,—

পরাত্ম নিষ্ঠা এই সার বেশ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥

সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করলেন, ওটিকে বল্লেন—'নিষ্ঠা' আর কৃষ্ণ সেবাকে বল্লেন—'সংসার-তারণ'। সেবায় 'উল্লাস' আর নিষ্ঠায়—'আশ্রয়লাভ'; 'কৃপা' এসে এ দুটিকে যোগ করে দেয়। 'অনুভব ঢের পরের কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! জীবের স্বাভাবিক কৌতূহলী প্রবৃত্তি থেকেই কি অনুভব আসে না? নতুন কিছু জানার ইচ্ছাই তো কৌতূহল, সে তো শিশুকাল থেকেই মানুষের মধ্যে থেকে যায়, তার জন্য 'গুরু-কৃপা' 'কৃষ্ণ-কৃপা', 'সাধু-কৃপা' এ সব গণ্ডী বেঁধে দেওয়া কেন?

বাবাজীম'শায়ঃ তাঁর স্বরূপের খবর নাও, 'তিনিই' নিত্য নূতন। জগৎটা তো বিকৃত হ'তে হ'তে স'রে যায়; ওই যে, তোমাদের গ্রন্থে (গৌরাঙ্গদা'র দিকে চেয়ে ব'লছেন) নবং নবং...

গৌরাঙ্গদা'ঃ সে কথা শুনে, হাঁ 'বাবা' ব'লে, পূরা শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রলেন—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং যদুত্তম-শ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥

ভাগবত ১২।১২।৫০

বাবাজীম'শায়ঃ জগতে কি 'মহোৎসব' পাবে? মহোৎসবের-স্বাদ পেতে গেলে 'তাঁকে' চাই। 'নামের কৃপা' ও 'সাক্ষাৎ কৃপা' এসে নিতুই নব নব উৎসব করায়, তাঁরই নাম 'অনুভব', নইলে সব ভব (ভব=সংসার)। সে কৃপা মারফতেই আসুক আর অনুভবেই আসুক, 'উদ্দীপনা' দিয়েই তো তার বিচার। নইলে সব 'ভব' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্রজেই যাও আর সাক্ষাতেই এস, 'কৃপা' চাই।

তুমি যে কৌতূহলের কথা ব'লছো ও তো অভিলাষ মাত্র, প্রাণ কোথায়? শোনা, বলা, গাওয়াতেও তো অভিলাষ থাকে; প্রাণের সঞ্চার না হ'লে ও শুধু অভিলাষ। বল না গো.....

গৌরাঙ্গদা'ঃ (পরম উল্লাসের সঙ্গে রোমাঞ্চিত দেহে বললেন—

'তদ্‌বাগ্‌ বিসর্গো জনতাঘ বিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোক মবদ্ধবত্যপি।।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যচ্ছৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

ভাগবত ১।৫।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামই কল্পতরু গো

পটভূমিকা : পোস্তার রাজবাড়ীতে গৌরাঙ্গদা' রজনীদা' গোপীদা' ও অন্যান্য ভাই বোনেরা বাবাকে ঘিরে ব'সে আছেন। এমন সময় একমূর্ত্তি অভ্যাগত বৈষ্ণব এসে বাবাজীম'শায়কে ভূলুণ্ঠীত দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রতে ক'রতে মুখে উচ্চারণ করছিলেন,—'বাঞ্ছা কল্পতরুভা'শ্চ……কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পবনে ভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ"

ঐ শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র মনে সংশয় ছিল। আজ পরিবেশ পেয়ে তিনি গৌরাঙ্গদা'কে লক্ষ ক'রে ব'ললেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : দাদা! এ শ্লোকটি কত দিনের?

গৌরাঙ্গদা' : তা কি বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সর্ব্বভারতীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কি এ শ্লোকের প্রচার আছে?

গৌরাঙ্গদা' : হ্যাঁ, ব্রজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুনি নাই, আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়েই শুনি।

গোপীদা' : গুজরাটের বৈষ্ণবরাও এটি শোনেন নি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : ঐ শ্লোকটির মধ্যে তিনটি কথা। বৈষ্ণবের দু'টি সামাজিক বিশেষণ আর আছে একটি 'অবাস্তব' বিশেষণ। বৈষ্ণব যে সমাজের 'পতিতদের' পাবন এটি সত্য, এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পর থেকে আজও তা প্রত্যক্ষ; তবে ইতিহাসে প'ড়েছি শ্রীরামানুজের শিষ্য রামানন্দও ছিলেন 'পতিতদের পাবন।' শ্রীরামানন্দ ছিলেন পতিত সমাজের একজন!

দ্বিতীয় : বৈষ্ণব, 'কৃপার-সিন্ধুতুল্য'। এও বুঝতে পারি। ওঁরা খুব দয়ালু। কিন্তু, বৈষ্ণব যে 'বাঞ্ছা কল্পতরু' এটা কি রকম? একে তো বৈষ্ণব নিষ্কাম, কোনও কামনা নেই তাঁর কিন্তু কেউ কামনা ক'রলেই তা পূর্ণ করেন; তাও আবার কল্পতরুর মত! এটা অবাস্তব। কল্পতরু নামটিই শুনি; প্রাকৃত জগতে অমন গাছ আছে বলে শুনি নাই। তা হ'লে অমন অবাস্তব বিশেষণ দেওয়ার সার্থকতা কি?

গৌরাঙ্গদা' : উল্লাস প্রকাশ করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী ম'শায়ঃ অনুশীলন কর সূত্র পাবে। তোমাদের বিদ্যাকে বলা হয় কল্পলতা। যা চাইবে বিদ্যার কাছে, তাই পাবে। আর যিনি সেই বিদ্যারও প্রভু তিনি তা হ'লে কে হবেন? কল্পতরুই তো! তিনি আর তাঁর 'নাম' তো সর্ববিদ্যার জীবনী শক্তি। সেই 'নামের' নৃত্যভূমি তা হ'লে (বৈষ্ণব) কি হবেন? নাম তো করুণাময়। এবার মিলিয়ে নাও; বৈষ্ণব কল্পতরু হবেন না তো আর কে হবেন? যাঁদের কাছে ও শ্লোক এসেছেন তাঁরা কি এমনই ব'লেন? 'নামই' কল্পতরু গো। বৈষ্ণব কি নাম-হারা হ'য়ে থাকেন? তাই তো তাঁরা 'কল্পতরু'।

"ভক্তদেহ' 'সাধকদেহ' 'ভাবদেহ"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! বৈষ্ণব-দেহের তিনটি নাম। একটি মা বাবার দেওয়া। একটি ভেকধারী হ'লে। আর একটি গুরু-প্রণালী পেলে। ছেড়ে দিলাম তাঁর মা বাবার দেওয়া নামটি। তারপর ভক্ত বা ঈশ্বরের-দাস বাচক একটি নাম, সেটিও তো সিদ্ধ দেহের 'নাম' নয়!

ভিতরে ভিতরে কেউ তো "দাস" নন্। সবাই "দাসী" হ'তে সাধনা ক'রছেন। তা হলে দাসের নামটিতে পরিচয় দেওয়া কি তাঁদের সত্য নয়? কৈ সারা ভারতের বৈষ্ণবদের মধ্যে তো এমন রীতি নেই। ঠাকুর নরোত্তম বলেছেন, "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।"

তা হ'লে ভেকাশ্রয় ক'রে বাবাজীরা কি বাইরে 'দাসের নাম' ভিতরে 'দাসীর নাম চিন্তা করে'? এক দেহে 'পুরুষ' 'রমণীর' অভিনয় করেন?

বাবাজীম'শায়ঃ ফুলের 'পাপড়ি', 'পরাগ', আর 'মধু'। তিনটিই আছে ফুলে। মধুকর বসে ফুলে; পরাগও মাখে, কিন্তু খায় মধু। ভক্তের দেহেও অমনি তিনটি ভেদ—'ভক্ত-দেহ', 'সাধক-দেহ' ও 'ভাবদেহ'। শিমুল ফুল দেখেছো? রং লাল, তুলো হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাদা, মধু থাকে গোপনে। ওদের সম্বন্ধ ধ'রে মিল পাবে না। মধুকর মিল পায়, তাই মধু খায়।

পড়েছো? বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ ক'রতে ক'রতে একটি বিষয়ের সমাধা ক'রতে পারলেন না; অমনি সিদ্ধ-দেহে নিত্য লোকে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা জান্‌তে। এ দেহ আবিষ্ট হয়ে রইলো। একটু পরেই ফিরে এসে চোখ মুছতে মুছতে উদ্ধবকে তাঁর সমাধা শোনালেন।* উভয়ে গলাগলি জড়াজড়ি করে কৃষ্ণগুণে ঝুরতে লাগলেন।

এবার দেখ না,—ওঁদের কর্ম্ম। আচার্য-প্রভু গুরুরূপা সখীর আনুগত্যে নিজের মঞ্জরী দেহে ফাগু খেলার সেবা করলেন, আর বাহ্য দেহে তা প্রকাশ পেয়ে গেল।—

"হৈল সেবা সমাধান. বাহ্য জ্ঞান হৈতে।
দেখে ফাগুময় দেহ নারে লুকাইতে॥"

আর ঠাকুর ম'শায়? তাঁরই বা প্রকাশ চাপা রইলো কি?

"হস্ত দগ্ধ হইল, তাহা কিন্তু স্মৃতি নাই।
দুগ্ধ আবর্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥"

এ তো সেই তৃতীয় নাম দ্বিতীয় দেহের কাজ। একটিতে প্রকাশ আর একটিতে অপ্রকাশ। বস্তুকে ছেড়ে ভাব নাই, ভাব ছেড়ে বস্তু নাই। বস্তুরও নাম আছে, ভাবেরও নাম আছে। এক দেহে দুইয়ের থাকা।

বস্তু দেহে 'জগৎ ভোগ', ভাব দেহে 'ভাবীর ভোগ'। তার পরের কথা (দেহের অবর্ত্তমানে) 'বোবার দলে' মিলে-মিশে থাকা।

---

* শনকৈর্ভগবল্লোকান্ নৃলোকং পুনরাগতঃ।
(বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্॥ ভাগবত—৩।২।৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার (গৌরলীলায়) সেই বোবাদিকে (ছয় মঞ্জরী ছয় গোস্বামী) নিয়ে এসে এক দেহে দুই নাম। বাইরে 'নাম' আস্বাদন, অন্তরে তাঁর 'রস'-আস্বাদন।

বেশাশ্রয়ের হিসেব তো ওইখান থেকে। এক ক্রিয়ায় তিন জনের ঠাঁই—'কর্তা', 'কর্ম', 'ক্রিয়া'। ওকেই বলে ভাব-বাচ্য।

নোট্—আমাদের সাধন ভজনের 'সূত্র কি'? 'রহস্য কি'? 'প্রাপ্তব্য কি'? এবং এগুলি কতখানি প্রামান্য এ সব কিছুতেই পরিষ্কার হয় না; উপরে বাবাজীম'শায়ের শ্রীমুখে তা পরিষ্কার হোলো না কি?

"নাম-নামী-অভেদ-বোধ ভাগবতের ভাষা"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ (গৌরাঙ্গদা'কে লক্ষ্য করে,) দাদা! 'নাম' আর 'নামী' নিয়ে একটু জানতে ইচ্ছা হয়। ও সিদ্ধান্তটি কি পারমার্থিক বা অবাস্তব ব্যাপার? না বাস্তব?

গৌরাঙ্গদা'ঃ আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ মানুষের সংস্কার, দ্রব্য, গুণ কর্ম আর নামের পরিচয়ের বিভিন্নতায়। একে বাস্তবই বলুন কিম্বা আর্থিক-ই বলুন। এই অবলম্বন ক'রেই তা দিকে নিয়ে আমাদের সব কিছু। আর সাধুরাও এটা খুবই মানেন। তবুও সাধুরা বলেন,। ও জ্ঞানে 'শুদ্ধ কল্যাণ' হয় না কারু।

'নাম' 'নামী' অভেদ জ্ঞানে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ ক'রলেই জীবের ভক্তি বা মুক্তি। ওটি অবাস্তব নয় কি? আপনারা (সাধুরা) বলেন ওই পারমার্থিক।

যদি নাম আর নামী অভেদ হ'য়েই থাকে, তবে মূর্ত্তি বা দ্রব্যের পার্থক্য রেখেই তো—আপনারা অভেদ বলেন? কৃষ্ণ মূর্ত্তি, কৃষ্ণ বিগ্রহ, বা কৃষ্ণদ্রব্য তো গনেশও নন কালী বা শিবও নন। সেই তো ভেদই রাখলেন। আর মন্ত্র ভেদও সেই অবলম্বন ক'রে। তা হ'লে নাম নামীর অভেদ বলার সার্থকতা কি?

গৌরাঙ্গদা'ঃ গম্ভীর, অথচ প্রসন্ন মনেই ব'ল্লেন, জব্বর প্রশ্ন। মূলেই নাড়া দিয়েছো ভাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজনীদা' : শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত বললেন 'সন্দর্ভ' থেকে।

....

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : ও তো দ্রব্য ভেদে নাম ভেদকে অস্বীকার করার যুক্তি নয়। দ্রব্যের ভেদ স্বীকার করেছেন, অথচ নামের ভেদ স্বীকার করেন না, এ কি রকম ?

(বাবার সামনে তর্ক হয়ে যাচ্ছে, ভেবে সবাই চুপ করলেন।)

বাবাজীম'শায় : কবিরাজ যেটি বলেছেন সেদিকে তাকাও না !

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব-বেদ জগতের উৎপত্তি ॥

—জীব যে নামে ভেদ করে, তা সে পেল কোথা থেকে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বর্ণমালা থেকে—

বাবাজীম'শায় : বর্ণমালা এলেন কোথা থেকে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : শব্দ আর দেহের ব্যঞ্জনা থেকে ?

বাবাজীম'শায় : ওতে জীবের কি কর্তৃত্ব আছে ? সবের মূলে তো ঈশ্বর। তাঁর বিগ্রহ তো নামেই প্রকাশ। যত যত দ্রব্য ভেদ সব তো জীবের আবাহন বিসর্জ্জনের ভেদ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আকাশ, বাতাস, জল আগুন মাটি এ সবে তো জীব আবাহন বিসর্জ্জন করে না, অথচ তাদের নাম ভেদও আছে, সেখানে তো নাম নামী অভিন্ন নয় ? জল বল্লে তো আগুন জ্ঞান হয় না। তার বেশী কি কালী আর কৃষ্ণ নামে ?

বাবাজীম'শায় : ও গো নামের প্রকাশ 'ভাগবত দশায়'। ভাগের দশায় ভাগ, আর ভাগবতের দশায় শুধু 'অস্তি'। নাম আপন বিগ্রহ প্রকাশ করে জানান, সব 'আমাতে অস্তি'।

'নাম' 'নামীর' অভেদ-বোধ, 'ভাগবতের ভাষা'। এ রাজ্যের ভাষা নয়। নাম কৃপা করে কারো মুখে বলিয়েছেন। ভাগবত দশা পেলে মেতে যান। 'শব্দই বল' আর 'বর্ণমালাই বল' আর 'ভাষাই বল' সব তখন তাঁতে 'অস্তি'। 'নাম সর্বময়' 'নামীও সর্বময়'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম আভাস

'নিতাই' 'গৌরের' 'মত' ও 'পথের' সার্থক 'বাহক' ও 'ধারক' শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বৎসরের নৈমিত্তিক কীর্ত্তন-সূচী

১। ১লা বৈশাখ—(আমাদের পরম গুরুদেব) শ্রীশ্রীরাধারমণ রচণদাস বাবাজী মহাশয়ের জন্মোৎসবের পরদিনে শ্রীধাম নবদ্বীপে নগর-সংকীর্ত্তন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকার অষ্টম বর্ষে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে, ১৩৬২ সালে প্রকাশিত।)

২। 'গৌণ-বৈশাখ-কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে' শ্রীরামানন্দ রায়ের সূচক* কীর্তন। পোস্তা রাজবাটিতে কয়েকবার করেছেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ৩য় সংখ্যায় বৈশাখে ১৩৬২ সালে প্রকাশিত।)

৩। 'গৌণ-বৈশাখ-কৃষ্ণা-সপ্তমীতে' শ্রীঅভিরাম গোপাল গোস্বামীর সূচক* কীর্তন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৯ম বর্ষে ৩য় সংখ্যায় বৈশাখ, ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত।) পোস্তা রাজবাটিতে কয়েকবার করেছেন।

৪। 'বৈশাখ-শুক্লা-নবমীতে' শ্রীশ্রীজাহ্নবীমাতার জন্মলীলা কীর্তন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় জ্যৈষ্ঠে ১৩৬২ সালে প্রকাশিত।) পোস্তা রাজবাটিতে কয়েকবার করেছেন।

৫। 'জৈষ্ঠা-শুক্লা-ত্রয়োদশীতে' শ্রীপাট পাণিহাটিতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসবে "নিতাই আইলা পাণিহাটিতে, নাম প্রেম বিতরিতে" এই কীর্তন প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৫ম বর্ষে ৬।৭।৮ সংখ্যায় শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনে ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত।)

৬। 'গৌণ-আষাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদে' শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সূচক* কীর্তন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীপাটবাড়ী, পোস্তা-রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানে যে বৎসর যেখানে থাকতেন সেখানেই ক'রতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষে ৪।৫ সংখ্যায় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। 'গৌণ-আষাঢ়-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে' নীলাচলে গৌর-ভক্ত-সম্মেলন—"শচী মাতার আজ্ঞা লইয়া, সকল বৈষ্ণব ধাইয়া, চলিলেন নীলাচল পুরে।" এই কীর্তন প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া করতেন। স্বতন্ত্র পুস্তিকায় এবং "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে প্রকাশিত।

৮। 'গৌণ-আষাঢ়-অমাবস্যাতে' শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঝালি সমর্পণ। "ধর ধর নাও। হে গোবিন্দ, রেখ যতন ক'রে, সময় জানি যোগাইও প্রাণ গৌরাঙ্গেরে।" এই কীর্তন প্রতি বৎসর গম্ভীরার-দ্বারে দাঁড়িয়ে করতেন। "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে প্রকাশিত।

৯। 'আষাঢ়-শুক্লা-প্রতিপদে' গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-কীর্তন। "হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী, সঙ্গে নিতাই অনঙ্গ মঞ্জরী! যায় নীলাচল ব্রজের পথে, কুঞ্জ সজ্জা মনোরথে॥ চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া, আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া॥" এই কীর্তন করতে করতে নীলাচলব্রজের পথে পথে কক্ষে কুম্ভ, হাতে 'ঝাঁটা', নৃত্য করতে করতে রঙ্গিনী-সঙ্গিনী-সহ নিজ-পারিষদগণ-সঙ্গে "এই ভাবটির সাক্ষ্য প্রকাশ ক'রে প্রতি বৎসর গুণ্ডিচা মার্জ্জনে যেতেন। ("দাস গোস্বামী" গ্রন্থে প্রকাশিত।)

১০। 'আষাঢ়-শুক্লা-দ্বিতীয়াতে' শ্রীরথযাত্রা-কীর্তন। নীলাচল ব্রজের পথে শ্রীজগন্নাথের রথের আগে নিজ প্রিয়গণ সঙ্গে ভাবাবেগে "অপরূপ রথ আগে নাচে গোরারায়, সবে মিলে গায়, যত যত মহাভাগে॥" প্রভৃতি কীর্তন প্রতি বৎসর করতেন। (স্বতন্ত্র পুস্তিকায় এবং "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে প্রকাশিত।)

১১। 'আষাঢ়-শুক্লা-পঞ্চমী'তে শ্রীটোটাগোপীনাথের-উৎসবে মন্দির-প্রাঙ্গণে 'গদাধর'! ও 'গদাধর'!! এই টোটার দ্বারে প্রাণ গৌর ডাকে। "প্রেমমাখা মধুর স্বরে এইসব কীর্তন ক'রতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে ১২।১।২ সংখ্যায় মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্রে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত।)

১২। 'আষাঢ়-শুক্লা-ষষ্ঠীতে' শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সূচক* কীর্তন। এ-কীর্ত্তনটি ঝাঁঝপিটা মঠে করতেন। কয়েক বৎসর গম্ভীরায় হয়েছে। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৫ম বর্ষে ৪।৫ সংখ্যায় জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়ে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। 'আষাঢ়-শুক্লা-অষ্টমীতে' 'গুণ্ডিচা-মন্দিরে' আবেশে কৃষ্ণবিরহিনীর আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গের আক্ষেপ কীর্তন—"বঁধু আমি তোমায় না দেখিলে মরি, তুমি বারেক চাহনাক ফিরি"—এই কীর্তন প্রতি বৎসর করতেন। (স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত।)

১৪। 'আষাঢ়-শুক্লা-দ্বাদশীতে' গম্ভীরার মোহান্ত শ্রীভগবানদাস বাবাজীর সূচক* কীর্তন। গম্ভীরায় কয়েকবার করেছেন।

১৫। 'শ্রীগুরু পূর্ণিমায়' ঝাঁঝপিটা মঠে মধ্যাহ্নে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাস পূজা কীর্তন। প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৫মবর্ষে ৮।৯।১০।১১ সংখ্যায় আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত।

১৬। শ্রীগুরু পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা আরতির পরে স্বর্গদ্বারে 'শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠে' শ্রীসনাতন গোস্বামীর সূচক* কীর্তন। প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ২য় সংখ্যায় চৈত্রে ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত।

১৭। 'গৌণ-শ্রাবণ-কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে' 'কটকে' শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সূচক* কীর্তন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

১৮। 'গৌণ-শ্রাবণ-কৃষ্ণা-অষ্টমীতে' শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সূচক* কীর্তন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ৫ম সংখ্যায় আষাঢ়ে ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত।

১৯। 'শ্রাবণ-শুক্লা-একাদশীতে' শ্রীগৌর-গোবিন্দের ঝুলন লীলা কীর্তন।

২০। 'শ্রাবণ-শুক্লা-দ্বাদশীতে' শ্রীরূপ গোস্বামীর সূচক* কীর্তন। হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে শ্রীঅনাথবন্ধুভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে বহু বৎসর করছেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত।)

২১। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর রাত্রে কীর্তন। 'শ্রীধাম নবদ্বীপ', 'শ্রীপাঠ বাড়ী', 'পোস্তার রাজবাড়ী', ('বীরভূম) হেতমপুর রাজবাড়ী' যেবার যেখানে থাকতেন সেইখানে করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। শ্রীনন্দোৎসব কীর্ত্তন। বীরভূম, হেতমপুর রাজবাড়ীতে বহুবার করেছেন। পরে শ্রীপাঠ বাড়ীতে প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৭ম।৮ম সংখ্যায় ভাদ্র ও আশ্বিনে ১৩৬১ সালে প্রকাশিত।)

২৩। 'ভাদ্র-শুক্লা-চতুর্থীতে' শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহারাজের সূচক* কীর্ত্তন। পোস্তা রাজবাড়ীতে প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষে ৫।৬।৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

২৪। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর জন্মলীলা কীর্ত্তন। 'শ্রীধাম নবদ্বীপে,' 'শ্রীপাঠবাড়ীতে,' 'পোস্তা রাজবাড়ীতে' যে বৎসর যেখানে থাকতেন সেখানে করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ৯ম সংখ্যায় কার্ত্তিকে ১৩৬১ সালে প্রকাশিত।)

২৫। 'ভাদ্র-শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে' শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ লীলা কীর্ত্তন* প্রাতে 'সিদ্ধবকুলে'র তলায় এবং রাত্রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠে করতেন। এই দিন বিকেলে শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে এসে—"শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে, মহাপ্রসাদ চাহি ভিক্ষা দেহত আমারে।" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি ঐ কীর্ত্তন করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ১২।১।২ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত।) স্বতন্ত্র পুস্তিকাতে এবং "ঠাকুর হরিদাস" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

২৬। 'ভাদ্র-পূর্ণিমাতে' শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠে শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দরের দশাশ্রয় দিবসে তাঁহার শোচক কীর্ত্তন* করতেন। (শ্রীনিতাই-সুন্দর পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষে ৭।৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

২৭। 'গৌণ-আশ্বিন-কৃষ্ণা-নবমীতে' শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন। পোস্তা রাজবাড়ীতে দুই একবার করেছেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৯ম বর্ষে ৮ম সংখ্যায় আশ্বিনে ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত।)

২৮। 'আশ্বিন-শুক্লা-প্রতিপদে' শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজের সূচক* কীর্ত্তন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯। শ্রীমহাষ্টমী বা নবমী দিনে 'হাওড়া নদের-নিমাই-মন্দিরে' শ্রীশ্রীযোগমায়ার মহিমা কীর্ত্তন। কয়েক বৎসর করেছেন।

৩০। 'শ্রীবিজয়া দশমী' দিনে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীহনুমদ্ আবেশে লঙ্কা বিজয় লীলা কীর্ত্তন। পোস্তা রাজবাটিতে কয়েক বৎসর করেছেন।

৩১। 'আশ্বিন-শুক্লা-দ্বাদশীতে' শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচক* কীর্ত্তন। ৺বরেন রায়ের বাড়ীতে (রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে) বহুবার করেছেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ৬।৭।৮ সংখ্যায় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনে ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত।)

৩২। 'আশ্বিন-পূর্ণিমা' 'শরৎ-রাস যাত্রার' দিনে শ্রীশ্রীগোরা অভিসার কীর্ত্তন। 'শ্রীধাম নবদ্বীপে', কোন বৎসর পোস্তা রাজবাড়ীতে করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ৯ম সংখ্যায় কার্ত্তিকে ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত।)

৩৩। 'গৌণ-কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে' শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সূচক* কীর্ত্তন। কুমাটুলী (বলরাম সরকার ষ্ট্রীটে) শ্রীকার্ত্তিক-মল্লিকের বাড়ীতে করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ১০।১১ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৩৪। 'গৌণ-কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-অষ্টমীতে' শ্রীদাস গদাধরের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সূচক* কীর্ত্তন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ১২শ সংখ্যায় এবং তৃতীয় বর্ষে ৬।৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৩৫। 'গৌণ-কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-দ্বাদশীর' পরবর্তী রবিবারে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ কীর্ত্তন। "প্রেম বন্যায় ভাসে আজি পাণিহাটী গ্রাম। রাঘব মন্দিরে বিরাজে গৌর গুণধাম॥" শ্রীপাট পাণিহাটীতে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে প্রতি বৎসর এই কীর্ত্তন করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৫ম বর্ষে ৬।৭।৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৩৬। 'কার্ত্তিক-শুক্লা-প্রতিপদে' শ্রীঅন্নকূট লীলা কীর্ত্তন। ইদানীং শ্রীপাট বাড়ীতেই করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৭। 'কার্ত্তিক-শুক্লা-অষ্টমীতে' শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সূচক* কীর্ত্তন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে ক'রতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ও ৩য় বর্ষে ১২।১।২।৩ সংখ্যায় মাঘ প্রকাশিত।)

৩৮। 'কার্ত্তিক-শুক্লা-নবমীতে' শ্রীগোপাল গুরুর সূচক* কীর্ত্তন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোপালগুরু কুঞ্জে করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষে ৯।১০ সংখ্যায় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত।)

৩৯। 'কার্ত্তিক-শুক্লা-চতুর্দশীতে' শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগৌর আগমণ কীর্ত্তন। অক্রুর ঘাটে করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৪।৫ বর্ষে ১১।১২।১ সংখ্যায় পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনে ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত।)

৪০। 'শ্রীরাস-পূর্ণিমা' দিনে শ্রীরাস-রজনীতে শ্রীগৌরাঙ্গের কিশোরী ভাবাবেশে শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ কীর্ত্তন। "ব্রজবনে বিরহিনী প্রাণ-গোরা-রায়" কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের রাধা ভাবাঢ্য 'চিত্রপট' সঙ্গে নিয়ে 'শ্রীবৃন্দাবন' পরিক্রমা করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৫ম বর্ষে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় চৈত্রে ১৩৫৮ সালে এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত।)

৪১। 'গৌণ-অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে' শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সূচক* কীর্ত্তন। শ্রীখণ্ডে বহুবার করেছেন। (শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৩য় বর্ষে ১০।১১ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৪২। 'গৌণ-অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে' শ্রীললিতাদাসীর সূচক* কীর্ত্তন। শ্রীধাম নবদ্বীপে করতেন।

৪৩। 'গৌণ-পৌষ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে' শ্রীপাট সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সূচক* কীর্ত্তন। প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৩য় বর্ষে ৮।৯ সংখ্যায় আশ্বিন ও কার্ত্তিকে ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত।)

৪৪। 'পৌষ-শুক্লা-তৃতীয়াতে' শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর সূচক* কীর্ত্তন। শ্রীপাঠবাড়ীতে এবং কখন বা পোস্তা রাজবাটীতে করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ২য় বর্ষে ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫। ১লা মাঘ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা কীর্ত্তন। উড়িষ্যা কণ্টাবাড়ীতে বটবৃক্ষতলে বহুবার করেছেন।

৪৬। ৩রা মাঘ 'হাওড়া নদের নিমাই মন্দিরের' সাম্বাৎসরিক উৎসবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা কীর্ত্তন করতেন। (স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত।)

৪৭। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে—শ্রীগৌরগোবিন্দের বসন্ত পঞ্চমীর হোলি লীলা কীর্ত্তন। মুঙ্গের রাজবাড়ীতে কর'তেন।

৪৮। শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের সূচক* কীর্ত্তন। ২।১ বার করেছেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৪৯। 'মাঘী-শুক্লা-সপ্তমীতে' শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন। শ্রীধাম শান্তিপুরে এবং যে বৎসর যেখানে থাকতেন সেই স্থানে করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ১।২ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৫০। 'মাঘী-শুক্লা-ত্রয়োদশীতে' শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন। শ্রীধাম নবদ্বীপে করতেন। এবং এই দিনে 'শ্রীরাধারমণ বাগে' শ্রীরাধারমণের শুভাগমণের স্মরণ-কীর্ত্তন করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ৩।৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৫১। 'গৌণ-ফাল্গুন-কৃষ্ণা' সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে 'শ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের' 'তিরোভাব' উপলক্ষ্যে নবরাত্রীব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন। প্রতিবৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ১ম বর্ষে ৩য় সংখ্যায় ৯ম বর্ষে ৬।৭।৮।৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫২। শ্রীরাধারমণচরণদাসদেবের তিরোভাব উৎসবে নবরাত্র ব্যাপী শ্রীনাম যজ্ঞে প্রতিদিন 'শ্রীনাম' গুণলীলা কীর্ত্তন করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-দ্বিতীয়াতে' শ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের সূচক* কীর্ত্তন। প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষে ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৫৪। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-চতুর্থী-তিথিতে' বাবাজীম'শায়ের 'পরম গুরুদেব' মহান্ত শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিতে—নদীয়া নগরে বিরাট 'নগরসংকীর্ত্তন' প্রতি বৎসর করতেন।

৫৫। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-ষষ্ঠীতে' কৃষ্ণনগরে কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি-বৎসর করতেন।

৫৬। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-সপ্তমীতে' 'দিগ্‌নগরে' কল্পতরুতলে অষ্টপ্রহর শ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন। প্রায় প্রতিবৎসর করতেন।

৫৭। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-অষ্টমীতে' দিগ্‌নগরে কল্পতরুতলে শ্রীনামযজ্ঞের দিনে শ্রীনাম, গুণ, লীলা কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

৫৮। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-নবমীতে' দিগ্‌নগরে নগর সংকীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

৫৯। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-দশমীতে' শ্রীধামশান্তিপুর বাবলায় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর 'গৌর-আকর্ষণী-তপস্যার' স্থানে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীনামযজ্ঞের অধিবাস কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

৬০। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-শ্রীএকাদশীতে' শ্রীধাম শান্তিপুর-বাবলায় অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীনাম যজ্ঞে শ্রীনাম, গুণ লীলা সংকীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

৬১। 'শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশী' দিনে শ্রীধাম শান্তিপুর বাবলায় প্রাতে শ্রীনগর সংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা কীর্ত্তন। প্রতি বৎসর প্রায় করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ৭।৮।৯।১০ সংখ্যায় ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে ১৩৬২ সালে প্রকাশিত।)

৬২। 'ফাল্গুন'-শুক্লা-ত্রয়োদশীতে' শ্রীধাম শান্তিপুরে বড় গোস্বামীপ্রভুর গৃহে কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৩। 'ফাল্গুনী-শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে' শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় কীর্ত্তন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রাণধন শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে "ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি।" এই কীর্ত্তনটি প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রী নিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

৬৪। ঐ (ফাল্গুনী-শুক্লা-চতুর্দ্দশীর-সন্ধ্যাকালে) শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিয়া চাঁচর কীর্ত্তন। প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকার ৭ম বর্ষে ১০ম সংখ্যায় অগ্রহায়ণে ১৩৬১ সালে প্রকাশিত।)

৭৫। 'শ্রীগৌরপূর্ণিমা' দিনে—শ্রীধাম নবদ্বীপে মধ্যাহ্নে শ্রীগৌর-গোবিন্দের হোলীলীলা কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন। প্রতি বৎসর করতেন (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ৭ম বর্ষে ১০ম সংখ্যায় হোলীলীলা এবং ৫।৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন প্রকাশিত।)

৬৬। 'গৌণ-চৈত্র-কৃষ্ণা-প্রতিপদে' শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীবাস অঙ্গনে স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন। প্রায় প্রতিবৎসরই করতেন। (শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ১ম বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় জ্যেষ্ঠে ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত এবং ১৩৪৩ সালে মাঘ মাসে প্রকাশিত।)

৬৭। 'গৌণ-চৈত্র-কৃষ্ণা-তৃতীয়াতে' শ্রীপাট কুমারহট্টে শ্রীগৌর-আগমণ কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

৬৮। 'গৌণ-চৈত্র-কৃষ্ণা-চতুর্থীতে' শ্রীধাম কাটোয়া মাধাইতলায় কীর্ত্তন। কয়েক বৎসর করেছেন।

৬৯। 'গৌণ-চৈত্র-কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে' বরাহনগরে শ্রীলভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভাগম স্মরণ কীর্ত্তন; এবং ঐ উপলক্ষ্যে শ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন ও শ্রীনামযজ্ঞের দিনে শ্রীনাম গুণ কীর্ত্তন প্রতি বৎসর করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৮ম বর্ষে ১ম সংখ্যায় ফাল্গুনে ১৩৬১ সালে প্রকাশিত।)

৭০। 'গৌণ-চৈত্র-অমাবস্যাতে' শ্রীপাট আঁটিসারায় (বারুইপুরে) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ-কীর্ত্তন; প্রায় প্রতি বৎসর করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭১। 'মহাবিষুব-সংক্রান্তি' দিনে শ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের শুভ 'জন্মলীলা' কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসরই করতেন। (শ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষে ৩য় সংখ্যায় এবং ৭ম বর্ষে ৩য় সংখ্যায়৮ম বর্ষে ৩য় সংখ্যায় সালে প্রকাশিত।)

[*শ্রীশ্রীগুরু কৃপার দান। ৩য় খণ্ডে এ সব সূচক কীর্ত্তনগুলি একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছেন।]

'নিতাই-গৌরের' পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বাবাজী ম'শায় "অবাধ-রাস-রস-আস্বাদন ক'রেছেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে।

তাঁর প্রতিটি কীর্তনই সে 'সাক্ষ্য' বহন ক'রে। মাত্র অল্প কয়েকটি কীর্তনের সূচীপত্র সন্নিবেশিত-হ'লো। (এই-আভাসে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ আভাস

"পাথেয়"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) 'অভিন্ন-চৈতন্য-তনু ঠাকুর-অবধূত'

দিক্‌দর্শন

ঐতিহাসিক তথ্য—

শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর 'অবিতর্ক প্রতিভায়,'—ভারতের প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী 'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' মুগ্ধ ও আত্মসমর্পিত হ'য়ে ছিলেন। মায়াবাদী-সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দ সরস্বতী' আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন; 'শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের' মত ধুরন্ধর কূট-রাজনীতিক ভাতৃ-যুগল চিরতরে বিকিয়ে গিয়েছিলেন; মুসলিম ধর্ম নিষ্ঠ দুর্বিনীত পাঠান-বীর 'বিজ্‌লী খাঁ' গৌরাঙ্গ-সমর্পিত জীবন হয়ে গিয়েছিলেন; মহাপ্রভাবশালী উৎকলের স্বাধীন নরপতি 'প্রতাপরুদ্র' তাঁর শ্রীচরণতলে বিকিয়ে গিয়ে সমগ্র রাজ-শক্তিকে শ্রীগৌরাঙ্গের-মহিমায় মহিম-মণ্ডিত করেছিলেন; গৌড়ের প্রবল শক্তিমান ও শাসক 'হুসেন-সাহ' শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক শক্তিকে বিনম্র শিরে অভিনন্দিত করেছিলেন; দুর্ধর্ষ মহাদস্যু 'জগাই-মাধাই'য়ের জীবন তাঁর করুণায় পূত হ'য়ে ঐতিহাসিক-লীলা-খ্যাতি-লাভ করেছে; (তখনকার দিনে) বিশ-লক্ষ টাকা বার্ষিক-আয়ের সপ্তগ্রাম-জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী 'শ্রীল রঘুনাথ দাস,' তাঁর রূপ দেখে, তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে, 'আদর্শ গৌরাঙ্গ দাসের' মর্য্যাদালাভ করেছিলেন। তাছাড়া, সে দিনের ভারতের কত 'তীক্ষ্ণধী' কত 'কুশাগ্রবুদ্ধি' কত 'অলোক-প্রতিভাধর-পুরুষ' যে 'শ্রীগৌরাঙ্গের' অলৌকিক 'রূপ', 'গুণ' 'পাণ্ডিত্য' 'বিনয়' 'সহজ-মধুর-আলাপ' ও 'দিগন্ত বিসারী প্রভাবে' প্রভাবিত হয়ে,—শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত "নাম সংকীর্ত্তন" ও "পতিত-পাবনী-লীলা-শক্তির" আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে 'উত্তর যুগে' প্রখ্যাত হয়ে আছেন, তার ইয়ত্তা নাই।

এবং 'অবদমিত' 'অবহেলিত' 'অনুন্নত' 'অচল-জাতি' বলে যাঁরা উপেক্ষিত হয়েছিল, তারাই "নিতাই-গৌরের" প্রতিভায়,—'নির্ম্মুক্ত সংস্কার' ও 'ধর্ম প্রতীক' বলে সমাজে পংক্তি পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত—'সুবুদ্ধি রায়' 'ঠাকুর হরিদাস' 'বিজ্‌লীখান্' 'বারমুখী বেশ্যা' 'সাকর মল্লিক' 'দবির খাস্' জগাই-মাধাই; উদ্ধারণ দত্ত' প্রভৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই-গৌরের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পথে

'কিছুই' এবং 'কেউই' (এঁদের) ত্যাজ্য নয়। তাঁদের আবার একটি মুখ্য যাজন, সেটি (ভাগবতোক্তি) "ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ই'থে নাই রতি॥" এবং এঁদের দৃষ্টিতে—'মানব-সমাজে' মাত্র দু'টি জাতি,—

(১) ঈশ্বর উন্মুখ
(২) ঈশ্বর বিমুখ

ঐ সব ঈশ্বর-বিমুখদের 'উন্মুখ' করার জন্য 'গৌরীয়-বৈষ্ণব বৃন্দের' মুখ্য ভজন, "উচ্চনাম সংকীর্ত্তন" ও নিজ নিজ 'ইষ্টের' নিকট বহির্মুখদের জন্য সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা।

এ সবের উপর,—গৌরহরির অভিন্ন-তনু শ্রীনিত্যানন্দের অভয় বাণী,—

'চাঁদ নিতাই আমার পতিতের বন্ধু
তার পতিত উদ্ধারে সঙ্কল্প একান্ত, ঐ
জগৎ, যারে দে'খে ঘৃণার চোখে
অশেষ দোষের দোষী জেনে, ঐ
আমার নিতাই তারে ধরে বুকে
এ জগৎ যারে ত্যাগ করে
অশেষ দোষের দোষী জেনে, ঐ
আমার নিতাই তারে কোলে করে
এ জগৎ যারে ঠেলে ফেলে, ঐ
এ জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ব'লে, ঐ
আমার নিতাই তারে করে কোলে
প্রেম বাহু পসারিয়ে ঐ
প্রেম দিঠে চেয়ে, 'আয় আয়' বলে, ঐ
ভয় নাই, আমি তোর আছি বলে,— নিতাই তারে করে কোলে
(বাবাজীম'শায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নিতাই-গৌরাঙ্গের' আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর আগে থেকেই 'বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কালোচিত পরিবর্ত্তন ঘটেছিল এবং 'দয়া' 'দান' 'ন্যায়' 'ত্যাগ' 'সত্য' 'নিখিল বিশ্বের হিত সাধনা' ; আর, সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীকে সু-সংযত রাখার জন্য 'জন্মান্তর-বাদ' ও 'প্রতীক মূর্ত্তি' পুজা, 'যন্ত্র স্থাপন,' প্রভৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অপর কথায়,—'বৈদিক-ক্রিয়া-কাণ্ড' নিঃশেষে বিদায় নিয়ে **বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের** 'মুর্ত্তিবাদ' 'মন্ত্রবাদ' 'অবতার বাদ' এবং গুরুবাদ' 'রহস্যবাদ' ও 'চক্রবাদ' প্রভৃতি এমন সুদৃঢ় ভাবে আসন জমিয়েছিল যে, আজ ঐগুলি বাদ দিলে 'হিন্দুধর্মের' অস্তিত্বও থাকে না। এবং বজ্রযানীদের শূন্যবাদের ওপরই হিন্দুধর্ম দাঁড়িয়ে।

সেই আধারে রচিত 'শ্রীগুরুবন্দনা' শ্লোকটি,—

'অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—এটি, **'রসো বৈ সঃ' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** প্রভৃতি বৈদিক চিন্তাধারা-গুলির কাছে পিঠেও যায় না। এ প্রণতিটি শূন্যবাদী বুদ্ধবাদের প্রণতি।

এমনি ভাবে, 'হিন্দুরা' অজ্ঞাতসারে কবে বৈদিক সংস্কার ত্যাগ করে 'শূন্যবাদী' হয়ে পড়েছিলেন।

তার—ওপর সে যুগে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন (ভারতে) ছিল না। আর সমাজের প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন ছিলেন বর্ণ-জ্ঞান-হীন। তাই, বজ্রযানীর বা শূন্যবাদের প্রভাবে প্রভাবিত, সে যুগের 'সমাজপতিরা', 'জন-শিক্ষার' জন্য ব্যাপক ভাবে 'মঙ্গলকাব্য' রচনা ও গীতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অন্য সব ধর্মেই 'দ্বন্দ্ব'।—মঙ্গলকাব্যগুলিও সে সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু **'নিতাই গৌর' প্রবর্ত্তিত 'ভাগবত ধর্ম' বৈদিক ধর্মের সু-পরিণত রূপ বা অবধি এবং সেখানে শুধু 'অস্তি'**,—তাই, সকল 'দ্বন্দ্বের' অবসান ঘটেছে ; 'সবই' এবং 'সবাই' মর্য্যাদা পেয়েছেন।

—এ তথ্যটি শ্রীলবৃন্দাবন দাসের। সু-মধুর ভাবে পরিবেশন করে গেছেন তিনি—

"শ্রীগৌরাঙ্গ 'ধর্ম্ম-সেতু' 'মহা-ধীর'।
'নাম-সংকীর্ত্তন-ময় সুন্দর-শরীর ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই গৌরের' আবির্ভাবে (শ্রীভাগবতের) আশয়,—

'আমার,—'ঠাকুরালী' ভাল লাগে না
তোমরা সবে থেকো না দূরে
আর, আমায় ঠাকুর ক'রে,— তোমরা সবে রেখো না দূরে
থেকোনা দূরে, রেখো না দূরে,— প্রেম বন্ধনে বাঁধ মোরে
(এবার) আমি বাঁধা পড়তে এসেছি রে
প্রেমবন্ধনে বাঁধ মোরে— আমি বাঁধা পড়তে এসেছি রে
প্রেমবন্ধনে বাঁধ মোরে

এবার, আমি বাঁধা পড়তে এসেছি রে,— প্রেমবন্ধনে বাঁধ মোরে'

(শ্রীরামদাসবাবাজী মহাশয়)

উপরে 'দিকদর্শনে' বিধৃত "নিতাই" "গৌর"—"কেন এলেন ? কি পেলেন ? কি দিলেন ?"—

—নিতাই গৌরের' কৃপা-সিঞ্চিত সরস্বতীর ধারা বরপুত্র ব'লে খ্যাত তাঁরা 'সূত্ররূপে' তা' রেখে গিয়েছেন। সে সবের কয়েকটি—

(১) "ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে,
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈবধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেনাপ্যুদ্ঘাটিতং গৌরিণা,
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ।"

অনুবাদঃ (নিতাই-গৌর-প্রবর্ত্তিত) মধুর ভক্তি পথে 'ব্যাস' প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হ'য়েছেন। তাই পূর্বে পৃথিবী তলে—

কা'রও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই,—এমনকি 'শুকদেবও' যা অবগত হন নাই এবং যা করুণাময় কৃষ্ণও নিজ ভক্ত জনের প্রতি পূর্বে প্রকাশ করেন নাই, সেই চির-অনর্পিত উজ্জ্বল-ভক্তি-রসের পথে "গৌর-গণ" এখন সুখে ক্রীড়া কর্‌ছেন।

('আচার্য্য শঙ্করের প্রতিনিধি', 'কাশীবাসী দশহাজার সন্ন্যাসীর গুরু' শ্রীলপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রথমে শচীসুত গৌরসুন্দরের প্রভাবের কথা শুনে চরম বিরোধিতা করেছিলেন। তারপর, বৃন্দাবন হ'তে পুরী ফেরার পথে যখন গৌরসুন্দর কাশীতে, সে সময়, 'জীব-নিত্য-কৃষ্ণদাস' এই 'স্বরূপ-জাগান-মূর্ত্তি' গৌরসুন্দরকে দর্শন করে, তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে, ঐ 'প্রকাশানন্দ' চিরতরে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর চোখে দেখা 'গৌর-বিহার' ও 'নিজ-প্রাণের অনুভবটি' উপরের শ্লোকটিতে ফুটে আছে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) 'গৌর-লীলা-গ্রন্থের' পথিকৃৎ শ্রীলবৃন্দাবন দাস, অভিন্ন-চৈতন্য-তনু ঠাকুর-অবধুত শ্রীনিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য। অলোক-প্রতিভাধর নিত্যানন্দ ঐ বৃন্দাবনদাসের হৃদয়ে সমগ্র গৌর-লীলাটিকে স্ফূর্ত্ত করিয়ে প্রকট করে দেন। তাঁরপর তাঁকে কৃপাদেশ করেন,—"গ্রন্থাকারে লীলা বর্ণনা কর।"—তারপরই তার দ্বারা "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" রচিত হয়। (পরবর্ত্তী কালে ঐ গ্রন্থটির নাম হয়েছে শ্রীচৈতন্য ভাগবত)। শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুভব—

'যাহা নাহি দেখি শুনি 'শ্রীভাগবতে'।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে।।'

'গ্রন্থ-ভাগবতে' (শ্রীমদ্ভাগবতে) ভাগবত-দশায় আরূঢ় চরিত্রগুলির বর্ণনা এবং যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'নাম' 'রূপ' 'গুণলীলা' কীর্ত্তন করা হয়েছে।

'নিজ মাধুর্য্যের সীমা' আস্বাদন করতে ও 'নিজ নাম মহিমা' প্রচার করতে,—'রাই-কানুর-আশ-মিটান স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন।—তাই শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই।

আর,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

এই 'নামের-স্বরূপ' শচীসুত গুণধাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা
মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব
ঐ
সে—ত' বটে শুধু 'মদন'
হয় নিত্য-মদনমোহন
নাগরালীর পূর্ণত্ব
তারেই ত' 'নাগর' বলে
তখনি পূর্ণ নাগরালী
ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই
কতক গোপী পেয়েছিল
কেউ ত' রাস পায় নাই

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-রূপে—
'রাধা' ছাড়া 'শ্যাম' যখন—
'রাই-কানু মিলিত শচীনন্দন'—
শ্রী,গৌরাঙ্গ-স্বরূপে—
যারে দেখলে,—সবাই প্রাণবল্লভ বলে,—
যখন,—একলা পুরুষ আর সকলই আলী—
শ্যামসুন্দরের নাগরালী—
বৃন্দাবনে রাসলীলা—
ব্রজে পুরুষ দেহধারী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরাঙ্গ মূরতি হেরে— সবাই বলে প্রাণবল্লভ
জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল
ঐ
গৌরাঙ্গ-স্বরূপে— গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে
সংকীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে
ঐ
দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গনে আঁনের কথা কি-বা ব'লব
'নাগরে' করিল আলী
এমনি, মধুর গৌর-নাগরালি— **জগন্নাথ শ্যাম হইল লুব্ধ**
রথাগ্রে গৌর নটন দে'খে— **বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল**
ঐ
বিশ্ব মধুরে মাতিল—

অপূর্ণ-রাস রস-পূর্ণ লীলা— পরিকর সঙ্গে গৌর স্বরূপের খেলা

এই 'অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা' চোখে দেখেছেন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী; আর, শ্রীবৃন্দাবনদাস,—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় দর্শন ক'রে, তাঁর নিজ অনুভব সূত্ররূপে রেখে গিয়েছেন।

'নির্বাধ-রাস-রস আস্বাদন' (উচ্চ-নাম সংকীর্ত্তন) ও আনুষঙ্গিক ক্রমে **'পতিত উদ্ধারণ ঘটেছে 'নিতাই-গৌরের' প্রকট বিহারে।**

"কুড়ি বছর ব্যাপী", প্রতিবর্ষে চারমাস কাল, এই 'উচ্চ-নাম-সংকীর্ত্তন-লীলা' করেছেন 'শচীনন্দন গৌরহরি'। এ তথ্যটি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ধরা আছে। 'গৌড়দেশ-বাসী ভক্তবৃন্দ ও 'নীলাচলের ভক্তবৃন্দ' 'রথযাত্রা' থেকে বিজয়াদশমী' পর্য্যন্ত 'শ্রীধামপুরীতে' অবস্থান ক'রতেন। তাঁদের ঐ সময়ের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীই তার পরিচয়। (আমাদের সংকলিত "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোকপাত করা হ'য়েছে।)

'মায়াবদ্ধ জীবের' সংসার বন্ধনের প্রধান কারণ, প্রাকৃত-দেহে অভিনিবেশ। তা' ঘুচিয়ে দিয়ে 'ভাগবত-দশাতে'* পৌঁছে দেবার সামর্থ রাখে,— 'মধুর-হরিনাম-সংকীর্ত্তন'।

হরিনাম-সংকীর্ত্তনের 'শক্তি', 'মাধুরী' ও 'দানের' কথা, বর্ণজ্ঞানহীন (বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী) থেকে আরম্ভ করে চরম পরম জ্ঞানী পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়গ্রাহী করে কীর্ত্তন করে গিয়েছেন **বাবাজী ম'শায়।**

---

* ক্বচিৎ রুদন্ত্য-চ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত লৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ॥
ভা—১১-৩-৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কীর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ধারা—

অপরূপ, নাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা
পাপ হরে আর তাপ হরে
মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন,— ঐ
যদি কেহ, নাম ব'লব মনে করে—
আগেই তার, পাপে তাপ, সব পলায় দূরে
সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার রাশির মত—
আগেই তার, ঐ
চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে
অনাদিকালের, দুর্বাসনা মালিন্য-পূর্ণ ঐ
মধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী
অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
মধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তনে অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
যদি বল, অজ্ঞানতা কারে বলে
শ্রীভাগবত পুরাণ এই ফুকারি কয়

'কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম রে!
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম্মরে!!
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব রে!
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, বাঞ্ছা-আদি এই সব রে!'

'কৃষ্ণ' ভ'জে চতুবর্গ-বাসনা—ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

(আবার)

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান রে!
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান রে!!

এইত', সর্বশ্রেষ্ঠ কপটতা
সে হৃদয়ে কখনও যায় না
যে হৃদয়ে,—ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা
চণ্ডালিনী থাকে, ঐ
শুদ্ধা সাধ্বী ভকতি দেবী, ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকতে ঐ
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রূপ—এই, অজ্ঞানতা যায়রে দূরে

ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন ঐ

ত্রিতাপ জ্বালা যায়রে দূরে

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ঐ

সর্ব্ব অমঙ্গল হরে

এই ভুবন মঙ্গল নাম গানে ঐ

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

যত, বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি ঐ
প্রাকৃত, ভোগবাসনা হ'তে তুলে লয়ে ঐ

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীসন করায়

কায়মনেবাক্য দ্বারায় ঐ
সর্ব-সাধন-শকতি দিয়ে, ঐ

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন ক'রে ঐ

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প অশ্রু পুলকাদি ঐ

গোপী ভাবামৃতে লুব্ধ ক'রে

ভাবভূষণে ভূষিত করে ঐ

এই দেহাভিমান যায় রে দূরে

* * * * *

আর, 'উচ্চ হরি সংকীর্ত্তনের' 'মহিমা ঘোষণায়'—

(১) মহাকবি কর্ণপুর

ক্ষোভং মৌনীমৃগাক্ষ্যাঃ স্থগণমতিরবেঃ কম্পমাশা বধূনাং
স্তম্ভং বা তস্য কুর্বন্নমর পরিবৃঢ়স্যাশ্রমক্ষীং সহস্রে।
স্বেদং সপ্তর্ষি গোষ্ঠ্যাঃ পরমরসময়োল্লাসমৌত্তান পাদে
ধ্যানধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ স জয়তি ভগবৎকীর্ত্তনানন্দনাদঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) শ্রীরূপ গোস্বামী

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনীং ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

নিতাই-গৌর কি দিলেন ?—

শ্রীলবৃন্দাবন দাসের কয়েকটি 'দিক্‌দর্শন'—

(১) শ্রীনিত্যানন্দের মাধুর্য্য-মণ্ডিত স্বভাবের পরিচয়ে,—

(ক) কি 'ভোজনে' কি 'শয়নে' কিবা 'পর্য্যটনে'।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ 'সংকীর্ত্তন' বিনে॥

(২) নদীয়াতে গৌরহরির (বিহার) চিত্রটিও অঙ্কন করে গিয়েছেন,—

প্রভুর 'আনন্দ-নৃত্যে' নাহি অবসর।
রাত্রি দিনে বেঢ়ি সব গায় অনুচর॥

(৩) গৌরহরির সুস্পষ্ট ঘোষণাটিও জানিয়েছেন.—

ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥

(৪) কলি-কবলিত আমাদের সুগম পথটিও দেখিয়েছেন,—

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক 'নিতাই চাঁদেরে'॥

(৫) নিতাই-র সুখের জন্যই যে গৌর ভজন'—এই সু-গোপ্য তথাটিও পরিবেশন করেছেন,—

সর্বভাবে 'স্বামী' যেন হয় 'নিত্যানন্দ'।
তান্ হৈয়া ভজি যেন 'প্রভু-গৌরচন্দ্র'॥

উপরে ধৃত দিকদর্শন কয়টি ছাড়াও স্মরণ রাখতে হবে যে, 'প্রেম পুরুষোত্তম' নিতাই-গৌর, 'লীলা' 'প্রতীক' প্রভৃতি সব কিছুরই মর্য্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। আর নিখিল সংসারী জীবদের জন্য তাঁদের সুস্পষ্ট ঘোষণা'—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজ 'গৌরাঙ্গ' জপ 'গৌরাঙ্গ', লহ 'গৌরাঙ্গের নাম'

—শ্রীলবৃন্দাবনদাসের ভাষায়,—

অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বোল ভাই সব", মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥

—মধ্য ১০ম

আবার, 'নিতাই গৌরের' প্রকট বিহারে ঐ ঘোষণা বা নির্দ্দেশটি কি ভাবে পালিত হয়েছে, সেটিও, অতি ক্ষুদ্র অবয়বে বলে গিয়েছেন, কৃপালু বৃন্দাবনদাসজী,—

(ক) অদ্বৈত লইয়া সর্ব বৈষ্ণব মণ্ডল।
'মহানৃত্যগীত' করে কৃষ্ণ 'কোলাহল॥

(খ) হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে "রঙ্গ" করয়ে সদায়॥

"'নাম' 'নামী' 'নামদাতা' ভিন্ন নয়"

—এই অভিন্নতা বোঝার ও অনুভব করার জন্য যে পরিমাণ 'চিত্তশুদ্ধির' প্রয়োজন, সেরূপ স্বরূপ সু-বিরল (কোটীতে গুটিক)। তাই 'নিতাই-গৌরের' নাম-গুণ-গান যে 'ভাগবত' বর্ণিত ভাগবত-হৃদয়েরও চিত্তাকর্ষী,—এ কথা আমাদের মনে, স্বভাব বৈগুণ্যের দোষে কোন দাগই কাটে না। অথচ 'নিতাই গৌরের' 'নিত্য পরিকরদের' কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাসজী বলে গিয়েছেন,—

'অদ্বৈত লইয়া সর্ব বৈষ্ণব মণ্ডল।
'মহা-নৃত্য-গীত' করে কৃষ্ণ 'কোলাহল'॥

—ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, শ্রীলঅদ্বৈত-আচার্য 'শ্রীবাস পণ্ডিত', 'মুরারি গুপ্ত' প্রভৃতি প্রবীণরা সমাজের উচ্চতম মর্য্যাদার আসনে থেকেও 'চপল শিশুদের মত' স্বভাব, (নাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবে) পেয়ে 'মহানৃত্যগীত' ও 'কোলাহল' করতেন,—সংকীর্ত্তনে। এঁদের কাছে 'নাম' 'নামী' 'নামদাতা' অভিন্ন ; তাই ঐ 'মহানৃত্যগীত' ও (আনন্দ) 'কোলাহল'। এ তথ্যটীও তিনি পরিবেশন করেছেন,—

'কীর্ত্তন আনন্দে যত ভক্তগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চল চরিত্র সর্বক্ষণ॥
মহা ভব্য বৃদ্ধ সবে সে হো শিশুমতি।'

—মধ্য ১৩শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নিতাই-গৌরের' প্রকট বিহারের পরবর্ত্তী মহাজনদের অন্যতম শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁর নিজের 'ভজন' ও 'প্রার্থনা'-র কথাও বলে গিয়েছেন,—

'তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র পাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমা সংহতি বেড়াঙ॥ —মধ্য ১২শ

—আর আমাদের প্রতি কৃপা-নির্দ্দেশ করেছেন।—

তাহান্ কৃপাতে হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥

—মধ্য ১০ম

পদ্মাবতী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ, (সেই একখানি গ্রন্থে) 'নিতাই গৌর,—কেন এলেন? কি পেলেন? আর কি দিলেন?

প্রামাণ্য সূত্রে "সংকলিত" হয়েছে, 'অভিন্ন চৈতন্য-তনু ঠাকুর অবধুত' গ্রন্থে।

মুদ্রণান্তে গ্রন্থটীর কলেবর হবে প্রায় একহাজার পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ ভাবটি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! ঠাকুর নরোত্তমের "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" আর "প্রার্থনার" মধ্যে বড় খটকা বাধে।—'শ্রীগৌরসুন্দর' যেন আশ্রয় করার বুড়ি ছোঁয়া হয়েছেন ; আর শ্রীনরোত্তমের পাওনা গণ্ডা সবই ব্রজভূমির মধ্যে।

বাবাজীম'শায় : সে কি গো! 'প্রেমভক্তির' প্রচারের জন্যই তো তাঁর আসা। সে আসার 'আশা' যাতে বিকাশ পেয়েছে তাকেই তো তিনি সামনে এনেছেন। তাই না ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'। ওঁরও তো মূল সুর 'শ্রীরূপের' আনুগত্যে।

—সে ও তো তাঁরই আনা, তাঁরই প্রেরণা, তাঁরই স্থাপনা। তবে তোমরা কি করে ব'লবে 'ব্রজের-নিকুঞ্জ-রসের কথা ছাড়া' ঠাকুর নরোত্তমের মধ্যে আর কৈ তেমন? না গো না! সে রসের পরিণতি আবার রূপ ধ'রেছে, তাই গোড়ায় বলেছেন—

'সে জানে ভকতি রস সার'

'ভক্তি-রস-সার' তো 'প্রেমভক্তি'। 'নাম' নিলে 'প্রেমোদয়'। সে প্রেম তো 'গৌরপ্রেম'! গৌর-প্রেমেরই বিকাশ ব্রজলীলা।

—দেখলে না,—আগে 'গৌড়মণ্ডল' মাঝে 'ব্রজভূমি' শেষে 'হা গৌরাঙ্গ'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই"

—এটা কি রকম?

—সকলের শোনা আছে, 'নিতাই' ছাড়া 'গৌরাঙ্গ' পাবার আশা নাই। আর আপনিও তো বলেছেন,—

'রঘুনাথ দাসকে' **নিতাই** শাসন ক'রে, স্নেহ ভৎর্সনায় "চোরা" বলেছেন। নিতাই-র চোরা বলার রহস্য গৌর **প্রাপ্তির মূলে নিতাই আশ্রয় চাই।** তিনি (রঘুনাথ) নিতাই-র আগে গৌর আশ্রয় করতে গিয়েছিলেন, তাই ঐ 'চোরা' ভাষা। তা' হলে, এখানে নিতাই বিনা 'রাধাকৃষ্ণ' প্রাপ্তির আশা নাই বল্লেন যে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজীম'শায়ঃ আহা! ও পদের সুর বোঝ আগে? ও পদে তোমাদেরই ঘরের আসন। ঠাকুর মহাশয় তো 'পঞ্চতত্ত্বের' আসন দিয়েছেন 'নরহরিকে'* নিয়ে। শ্রীবাসকে তো আনেন নি ওখানে। আর আর সবাই 'আসন' দিয়েছেন, 'নিতাই' 'গৌর' 'সীতা-নাথ' এবং 'গদাই' ও 'শ্রীবাসকে' নিয়ে। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—

ওটি ব্রজ বিহারীর আসন নয়। নরহরিকে নিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। তাহ'লে বলতে কি বাকী রাখলেন?

'ঠাকুর নরোত্তম', 'রামচন্দ্র', 'শ্রীনিবাস' এঁরা কৃপাসিদ্ধ। এঁদের মধ্যে যা কিছু বিকাশ সবই তাঁর 'করুণার বিকাশ'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! ঠাকুর মহাশয় তাঁর 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়', কয়েকবারই বলেছেন 'দেবদেবীর পূজা' ছাড়তে। অনন্যাভক্তির পথে দেব-দেবীর পূজাকে দূরে পরিহার করতে বলেছেন,—এটা তো সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন উপেক্ষা করতে শেখান!

বাবাজীম'শায়ঃ ও গো, ওভাবে কথাটিকে দেখ্‌ছো কেন? 'দেব দেবীর আবির্ভাব' তো তোমার 'মনের কামনাই' রূপ ধরে আসেন। এক এক কামনার এক এক রূপ। অনন্ত কামনা, অনন্ত দেব দেবী। কামনা বাসনার ফল-দানই তো দেব দেবীর পূজার ফল। 'মনের' বাসনার কি সীমা আছে? দেহ-গেহের পরিণাম যত দেখবে, ততই তো অভাব বোধ হবে, আর তার ফলে ততই কি কামনা বাসনার, আর তার ফলের পেছনে দৌড়ুবে? আর তাঁর শ্রীরূপের) ও কথা বলার সার্থকতা কি?

ঐ যে বলেছেন,—'অন্যাভিলাষিতা শূন্যং.....'। অন্য অভিলাষ আর 'জ্ঞান' 'কর্মের' তত্ত্বজ্ঞানে কি সাধু দর্শন পাবে? কৃষ্ণ সেবার

---

* ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল
"নরহরি" বিলসই মোর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলে যে 'সাধু দর্শন', 'সাধুসেবা'! 'তত্ত্বজ্ঞানে' 'কর্মজ্ঞানে' মন ডুবিয়ে রাখলে কেবল সন্দেহই বাড়বে, তার ওপর যদি কামনা বাসনার অভিলাষ হ'য়, তবে তো কথাই নাই। 'প্রেমভক্তি' বহু দূরে প'ড়ে থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! বৈষ্ণবীয় ভাষাতেই শুনি, সিদ্ধ ব্যক্তিদের অনেক শ্রেণী আছে। 'নিত্যসিদ্ধ' 'কৃপাসিদ্ধ', 'সাধনসিদ্ধ', 'ভাবসিদ্ধ', 'লীলাসিদ্ধ', 'দেহসিদ্ধ' আরও হয়ত কত সিদ্ধ। সিদ্ধের কত রকম ভেদ।

'সিদ্ধ' মানে কোনও কোনও মহাত্মা বলেছেন—"সিদ্ধ মানে আলু কচু সিদ্ধের মত। কোন আঠা থাকে না তার। সংসারে আর আঠা আশক্তি থাকে না।"—তা হোলে বৈষ্ণবেরা যে মন্দির আর আশ্রমে থেকে ভগবৎ বিগ্রহের সেবা করেন, তাতেও তো আঠা থাকবে না বলুন। সিদ্ধ মানে কি তাই?

বাবাজীম'শায়ঃ একবার বিহারীদা' 'কর্ত্তার'* কাছে তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন, এক সিদ্ধ মহাত্মা এসেছেন. তাঁর জন্য একটু বিশেষ আয়োজন ক'রতে হবে। শুনেই তো কর্ত্তা বিষম রাগ দেখালেন। হুঙ্কার করে ধমক্ দিয়ে বললেন—চুপ কর্। 'সিদ্ধ' আবার 'মহাত্মা'! ভূত প্রেতেও সিদ্ধ হয়, আবার ম্যাজিক ভেল্কিতেও সিদ্ধ হয়। সবাই 'মহাত্মা' না কি? বল?

আমি ভয়ে চুপ! পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছি 'কর্ত্তা' কি সিদ্ধান্ত করেন।

(কর্তা) বল্লেন, ওরে তাঁর অনন্ত ধারায় 'করুণা' আসে। 'জীব-কল্যাণে' যে ধারাটি নেমে এসে কাউকে দিয়ে, কিছুর বিকাশ করেন তবেই 'করুণা সিদ্ধ'। তবেই মহাত্মা'। আর তিনিও স্বেচ্ছাময় দেহধারী; 'কর্তা' যেখানে, সহচরও সেখানে—'এঁরা' 'নিত্যসিদ্ধ'। দেখছিস্ না—'ঠাকুর মহাশয়ের কথা,—

---

* শ্রীরাধারমণ-চরণ-দাস-বাবাজীমহাশয়, (সমাজবাটি, নবদ্বীপ) ইনি শ্রীল রামদাস বাবাজীমহাশয়ের শ্রীগুরুদেব তাই তাঁকে "কর্ত্তা" বল্‌তেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে'

—ও কথার দৌড় ওখানে।

আর তাঁর কৃপার একটু কণা কখনও কারও মধ্যে বিকাশ পেয়েছে হয়তো তাতে তেমন জোর দেওয়া যায় না। 'মহৎ অপরাধে' সে সব চাপা পড়ে যায়।

—এ রাজ্যে যদি দেখিস্ 'আত্ম অনুশীলন নাই' 'জীবকল্যাণ নাই' তবে কিসের সিদ্ধ? সে আবার 'মহাত্মা' কিসের রে?

(বিহারীদা ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়' দেখতে পাচ্ছি,—

'জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি
দোহার পীরিতি রস সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহু মোর বুকে॥'

এ কথায় স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর ঐহিক পারত্রিক কাম্য "রাধাকৃষ্ণ"। তা' হলে কি তাঁর 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতি' কেবল 'গৌরচন্দ্রিকা'?

বাবাজীম'শায়: সে কি গো! 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার' শেষ পাঠ গুলি দেখ। স্বরূপ নির্ণয়ের চরম পাঠ তো সেখানে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, রতি-মতি' তারে সেব
প্রেম-কল্পতরু বল-দাতা।

এবার তো 'গৌরপতির' সংসার। সেই গৌরের প্রাণ-মন-দেহ তো 'রাই-কানু' ছাড়া নয়। আর যত 'বল' সে তো যোগমায়ার—তাই তো সীতানাথের আসন। আর এবার কুলের গরব সবই তো 'গদাই'। 'কুল' তো একটা আবরণ। সে আবরণে, 'রাই-কানুর-মিলিত-বিগ্রহ-গৌরই তো কুলের আড়ালে আবৃত। সেই তো 'পতি' আর 'অদ্বৈতের' সব বিলাসই তো 'নরহরি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যে দিকেই যাও যুগলের অদ্বৈত বিলাসই চরম প্রাপ্তি। 'জ্ঞানেই' যাও, 'কর্মেই যাও', আর 'ভক্তিরাজ্যেই যাও' চরম প্রাপ্তি অদ্বৈত যোগ।—এ রহস্য ঠাকুর মহাশয়' ছাড়া আর কোথা পাও?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'ঃ বাবা! আপনি বলেন কৃপাশক্তির একটা বিশেষ স্থান আছে, প্রতিজীবের হৃদয়ে। তা সেটি, কি 'ধনে', 'মানে' 'বিদ্যায়', বড় মানুষের ইচ্ছাশক্তির মত কোন একটি শক্তি? না কি অন্য কিছু?—বড় মানুষরা তো কারও তোয়াজ তোষামোদ পেলেই তার উপর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন। সুপারিশ করেন অনেক কিছুর। তারপর তাকে প্রতিষ্ঠিতও করেন।—ঐ কি বৈষ্ণবী ভাষায় কৃপাশক্তি?

বাবাজীম'শায়ঃ (হাসতে হাসতে) যেমন মন তেমনি ধন। জগৎ জুড়ে ত অনুভবের হাট! কিছু 'অনুভূতি' না থাকলে শুধু বিদ্বান বুদ্ধিমানের স্তব-স্তুতিতেই 'শেষ'। দেখ না, কেউ যখন খুব স্তব-স্তুতি রচনা করে, কিম্বা পাঠ করে, তখন মনে হয় ওঁর অনুভূতি নিশ্চয় ঐ রকম না হ'লে এমন মাহাত্ম্য গাইছেন্ কি ক'রে? আরে ও তো বিদ্যাবিলাস। বিদ্যাশক্তি কিনা দেন? কিন্তু অনুভূতি? সে তো মহৎ করুণায় হয়! ওকে কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

শোনো!—এক রাজা শোভাযাত্রা ক'রে বের হ'য়েছেন। চারদিকে লোকজন, রাজার গুণ গাওয়ার লোক, বাদ্যভাণ্ড। সামনে সাজান বিগ্রহ, কত পাহারাদার, কত দারোয়ানদের আনাগোনা। এতটুকু অশুভ দর্শন কোথাও নাই। রাজা তো পরম খুসীতে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক কাণার সাক্ষাৎ। একেবারে রাজার সামনে প'ড়ে গেল। রাজা তো চ'টেই লাল্। চারদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। এ ব্যাটা কাণা কোথা থেকে এল? রাজা খেপে গেছেন। তখুনি আদেশ হলো—এর শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা।

আর উপায় নেই। এমন শুভদিনে শুভক্ষণে কাণা! সে আবার কি?—না হ'তেই পারে না। আবার কোন্ দিন কোন্ শুভক্ষণে এ ব্যাটা এসে ফের হাজির হবে। তার চেয়ে একে একেবারে শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাই ভাল। তাই তারা রাজার আদেশে তাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। কাণা রাজার সামনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে—'হায়! আমার একটি চোখ নাই,—এ মুখ দেখে রাজার অশুভ হ'লো, কিন্তু অমন শুভ দেহ রাজার মুখ দেখে আমার প্রাণ যাচ্ছে।

কথাটি রাজার কানে গেল। তক্ষুণি রাজা আদেশ ক'রলেন—'ওকে ছেড়ে দাও। আমার 'অশুভ' ও নয়, 'আমিই-অশুভ'

কাণা ছাড়ান পেলে। কিন্তু তার মনটা ঘুরে গেল। কার প্রেরণায় তার (কাণার) মুখে এ কথা বের হ'লো? এ কথা বলায় কে? প্রাণের মাঝেও 'তিনি', ভাষার মাঝেও 'তিনি'।

আর রাজার অনুভূতি হলো—

শুভ বার তিথি নক্ষত্র দেখে বের হ'লাম, সামনে ভগবানের বিগ্রহ কিন্তু এ অনুভূতি তো হয় নি 'আমি অশুভ'!

বুঝ্‌লে অনুভূতির স্বরূপ কি?

সোনা হীরে দামী জিনিষ। কাঁচ তুচ্ছ জিনিষ। কিন্তু তুচ্ছ কাচেই 'সূর্য্য কিরণের প্রকাশ'। কাঠ পাথরে তার কিরণ পড়ে। কিন্তু প্রকাশ কৈ? কাচে বেশী প্রকাশ।

তেমনি 'তাঁর করুণা' সর্ব্বদাই প'ড়ছে সবার ওপর, অনুভূতি জাগে কি সবার? তিনি 'করুণাময়' 'ইচ্ছাময়', তাঁর 'শুভ-করুণা' সবার উপর সমান প'ড়ছে। অনুভূতি কি সবার জাগছে? তাই তো কথা—কৃপাসিদ্ধগণের মধ্যেই তাঁর বিকাশ দিয়ে অনুভব ক'রতে হয়.—এ কার করুণা।

ব্রজরাজ নন্দন রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা।

সেই 'প্রাণ-পতিই' তো এবার 'গৌর-হরি'।

রাধিকার প্রাণ পতি কি ভাবে কাঁদয়ে নিতি
ইহা বুঝে ভকত সমাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ যে কথা আছে, নিত্য মিলনে 'নিত্য-বিরহ' ওই তো সবই, সহজে কি বুঝবে ?

তোমাদের 'প্রেম-বৈচিত্ত্য'। ওখানে 'নিত্য-মিলন'. আর, এখানে 'নিত্য-বিরহ'। ব্রজে কভু মেলে, কভু না মেলে। আর, এখানে নিত্য মিলনে থেকেও সদাই বিরহ।

মাধুর্য্যের ঐশ্বর্য্যের পার গৌর লীলা পারাবার
ভক্তরূপে বহে শত ধার।

সেখানে তরঙ্গ উঠেছে এখানে স্রোত ব'য়েছে। কত 'অভাগ্য' সে স্রোতের ধারায় 'ভাগ্যবান' হ'য়েছে। এই তাঁর আপন ভজন, এই ভজনই তিনি সাবধানে রক্ষা ক'রতে ব'লেছেন। দেখছো না তাঁর শেষ কথা—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥

—তাহ'লে তো সেই কথাই এসে প'ড়লো। তাঁর আসা এই জন্যই। সে আসার আশা যাঁর হৃদয়ে বিকাশ পেয়েছে, তাই নিয়েই গৌরাঙ্গ চাঁদের চন্দ্রিকা।

...'শ্রীলবৃন্দাবন দাস প্রাভৃতি পূর্বাচার্য্যগণের যে 'অনুভব' লিপিবদ্ধ আছে, শ্রীরামদাসবাবাজী মহাশয়ের 'স্বতঃস্ফূর্ত্ত-অনুভব' পূর্বাচার্যগণের সে অনুভবকে কেবল 'সম্পূর্ণ' ও 'সমৃদ্ধ' করে নাই তাকে অধিকতক 'পরিস্ফুট' করেছেন এবং 'অন্তরঙ্গ' ভাবটিকে 'উদ্ঘাটিত' করেছেন।' ...(**শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য**)

বাবাজীম'শায়ের কৃপা প্রেরণায়, তাঁরই দৃষ্টি ভঙ্গীতে, প্রামাণ্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে, **"ঠাকুর হরিদাস"** ও **"দাস গোস্বামী"** গ্রন্থ দু'খানি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই ধারাতেই 'অভিন্ন চৈতন্য তনু ঠাকুর অবধুত শ্রীনিত্যানন্দের 'লীলার' সার্থক 'বাহক' ও "ধারক" শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'জীবন চরিত' "ঠাকুরমহাশয় শ্রীলনরোত্তম" সঙ্কলিত হয়েছেন।

মুদ্রনান্তে গ্রন্থটির কলেবর হবে ছয় সাত শত পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম আভাস

"বাবাজী ম'শায়ের কৃপার দান"

(১) "ঠাকুর হরিদাস"

"'মহামন্ত্র' সাম সাধন ক'লে প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে"—এই নিগূঢ় রহস্যের প্রকাশক প্রখ্যাত 'যবন হরিদাসের' বিস্ময়কর বাস্তব জীবন-চরিত।

এ গ্রন্থটির সম্বন্ধে মূল্যবান অভিমতের সংখ্যা কম নয়। ঐ সবের মধ্যে যে কয়খানি 'অভিমতের অনুলিপি' "দাস গোস্বামী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে—

অভিমত সংকেত:

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—
২। „ „ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—
৩। „ „ রমেশচন্দ্র মজুমদার—
৪। „ „ কালিদাস ভট্টাচার্য্য—
৫। „ „ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী—
৬। „ „ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—
৭। ডক্টর ৺ বিমানবিহারী মজুমদার—
৮] — „ দেবপ্রসাদ ঘোষ—
৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য—
১০। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়াচার্য—
১১। শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী—
১২। অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর—
১৩। ডক্টর শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত—
১৪। „ „ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
১৫। „ „ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্র পত্রিকা :

অমৃত— শ্রীসুদর্শন— উদ্বোধন— সংহতি—
দেশ— সংসদ— প্রবর্ত্তক— হিমাদ্রি—
বসুমতী (দৈনিক)—

বৈষ্ণবাচার্য্য :

শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী—(নবদ্বীপ)

সংসদ ও সংহতির ঐ অভিমত সঙ্কেতে নাম ছিল, কিন্তু, আমাদের দুর্দ্দৈবে-তা' মুদ্রিত হয়নি। তাই ঐ দু'টির আংশিক উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হচ্ছে,—

সংসদ : ৯ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা মাঘ ১৩৭৪

.....এই ভক্তপ্রবরের জীবনকথা শ্রীরামকিঙ্করদাস মহাশয় অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠকগণকে নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গীটিও অতিশয় প্রাঞ্জল। গ্রন্থের শেষদিকে লেখকের গুরুদেব শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের 'আঁখর' সমন্বিত যে পদসমূহ পরিবেশিত হইয়াছে ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট তাহা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে উপভোগ্য হইবে। গ্রন্থখানিতে মোট ১১খানি চিত্র সমাবেশিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৬খানি রঙ্গিন। গ্রন্থের উপস্বত্ব সবই পুরীতে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের সেবার্থে ব্যয়িত হইবে। .....

সংহতি : মাঘ ১৩৭৪

.....সঙ্কলক শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এবং ৺বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের 'হরিদাস ঠাকুরের জীবনকথা' ও শ্রীহরিদাস গোস্বামীর "শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত" হইতে এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু মালা গাঁথিতে গিয়া তিনি যে অপূর্ব কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। বইখানি পড়িলে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাংলার অঙ্গনে যে প্রেমরসের প্লাবন সংঘটিও হইয়াছিল, সে চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠে।

প্রথম প্রকাশ :—শ্রীলরামদাসবাবাজী মহাশয়ের ত্রয়োদশ বিরহ মহোৎসব তিথিতে।

দ্বিতীয় প্রকাশ : "গৌর পূর্ণিমা," ১৩৭৩।

সঙ্কলনে : (শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী) **রামকিঙ্কর দাস**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) "দাস গোস্বামী"

ব্রজের পরিকরবৃন্দের যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ-উপাস্য', তেমনি নদীয়া-লীলায় গৌরপরিকরদের 'উপাস্য' বা 'সেব্য' এবং (পরতত্ত্ব-সীমা) 'গৌর-স্বরূপ'। তাঁদের যত কিছু 'আচার', 'প্রচার', 'গ্রন্থ-প্রণয়ন', 'পদ-পদাবলী', 'বিগ্রহ সেবা-স্থাপন' সবই একমাত্র 'গৌরসেবার-উপায়ন' ভিন্ন অন্য কিছু নয় এবং হইতেও পারে না, এই তথ্যটি—

'ঠাকুর-হরিদাসের কৃপাস্নাত' 'স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্য' 'গম্ভীরাবিহারী গৌরহরির নীলাচল লীলার ধারক, এবং ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চিত্রে প্রস্ফুটিত'। এ গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা ক'রে প্রায় তিন শত অভিমত এসেছে। সে সবের অল্প কয়েকটির কিছু কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,—

Dr. Suniti Kumar Chatterjee "SUDHARMA"
(National Professor of India 16, Hindusthan Park,
in Humanities।) Calcutta—29

শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাসের রচিত বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীযুক্ত রঘুনাথদাসগোস্বামীর জীবন চরিত "দাস গোস্বামী" একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক এবং ইহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের জীবনচর্য্যা ও তাঁহাদের লোকত্তর চরিত্র সম্বন্ধে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ বলা যায়। শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস মহাশয় ইতিপূর্বে 'ঠাকুর হরিদাসের' পুণ্য চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানি অতি সুন্দর পুস্তক বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ অধিকার এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহার ভাবশুদ্ধ ভক্তিময় দৃষ্টিভঙ্গীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণের ধারা পাঠকগণের সমক্ষে ঐতিহাসিক তথ্য এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও রসানুভূতির পূর্ণ আস্বাদনের একটি সম্পুট যেন ধরিয়া দিয়াছেন। এই বইখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'ইতিহাস' ও 'দর্শন' এবং 'সাধনা' ও 'প্রেমভক্তি' সম্বন্ধে নানা অজ্ঞাত ও অপূর্ব সংবাদ পাইয়াছি। বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই বই থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং আশা করি ইহার যথোপযুক্ত প্রচার ঘটিবে। ৭' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

ইতি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীলকানুপ্রিয় গোস্বামী : নবদ্বীপ ৭।৬।৬৯

……মূল চরিত্র সংশ্লিষ্ট অপর বিশিষ্ট শ্রীগৌর পরিকরের সুমঙ্গল জীবন-কাহিনী ও তদুপলক্ষ্যে বৈষ্ণবগণের সাধ্য সাধন বিষয়ক বহু তথ্য ও উপদেশাবলী সংযুক্ত হইয়া সমুদ্রোত্থিত মহামণিদামের ন্যায় অলৌকিক শোভা বিস্তার করিয়াছে—এই শ্রীগ্রন্থে।……

……সর্বোপরি ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের গম্ভীরা-লীলায় মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর অসমোর্দ্ধ প্রেমরস আস্বাদনের বহু চিত্র নিজ ভাবের তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া ভক্তি জগৎকে উপহার দিয়াছেন রসবিদ সুযোগ্য গ্রন্থকার, যাহা মর জগতে অতীব দুর্লভ বস্তু।……

শ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর (শ্রীখণ্ড) বর্দ্ধমান, ৯।৬।৬৯

*…গ্রন্থখানির প্রতি অঙ্গ প্রমাণ-সিদ্ধ, ভক্তিরসাশ্রিত ও মাধুর্যময়। রসিকজন সংবেদ্য বিষয় সমূহকে ভাগবতোত্তম গ্রন্থকার মহাশয় অত্যন্ত সরল ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করিয়া সাধারণ পাঠকর্গের বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন।……

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকবৃন্দ :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম. এ. পি. এইচ. ডি.

২৮. ৮. ৬৯

…এই শ্রেণীর গ্রন্থের মূল্যায়ন ভাষায় করা যায় না। আপনি দাস গোস্বামীর জীবনী হইতে যে দিব্য আনন্দ লাভ করিয়াছেন, আপনার পাঠক-দিগকেও তাহার অংশীদার করিয়াছেন।…

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

(১) ডক্টর ভূদেব চৌধুরী এম. এ. ডি. ফিল্

১২. ৩. ৬৯

…বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের প্রাসঙ্গিক আলোচ্য। সেই উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসও অবশ্য অনুসন্ধেয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে ইতিহাসের সেই বহু ব্যাপক দুরূহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধ জগতে পাঠার্থীর সমুচিত প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য হয়। দাস গোস্বামীর মত গ্রন্থ কত অনায়াসে দুর্লভ জ্ঞানালোকের চাবি খুলে দিতে পারে ভেবে অভিভূত হয়েছি।...

(২) ডক্টর উপেন্দ্রকুমার দাস, এম. এ. ডি. ল

২৯. ৫. ৬৯

...আমাদের জাতীয় জীবনে ভাবের দিক দিয়ে এখন এক বিশেষ সঙ্কটকাল চ'লেছে। এ সময়ে "দাস গোস্বামীর" মত সদ্‌গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার দেশের মানসিক পরিমণ্ডল শোধনে সহায়তা করবে।...

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. ডি. ফিল্

১৯. ৩. ৬৯

...দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য পূর্ণ জীবন লীলার যে বিস্ময়কর প্রকাশ পেয়েছে, তা অতি সাধারণ পাঠকের চিত্তে যে পাঠক শুধু নাটকীয় কাব্য সৌন্দর্য্য বুঝেন তারও হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার করে।...

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ মাইতি, এম. এ. ডি. লিট্ ৯. ৩. ৬৯

...ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখ্‌লে দাস গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন সাধকের জীবন কাহিনীকে মহিমাময় না মনে করে পারি না। বিশেষ করে ওঁদের ত্যাগের দিকটি এত মহান ও উজ্জ্বল যে, কয়েক-শ বছরের এপারে থেকেও সেদিকে না তাকান ছাড়া উপায় থাকে না। তবুও আমরা ঠিকভাবে সেদিকে তাকাই কই, যদি না আপনারা এভাবে আমাদের চোখ ফিরিয়ে দেন?...

মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর শ্রীসোমনাথ রায় এম. এ. ডি. ফিল্

৯. ৩. ৬৯

...আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে এটি এক অমূল্য সংযোজন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত হওয়ায় আগামীকালের গবেষকেরাও এই গ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ উপকৃত হবেন।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাইস্ চেনসেলার

ডক্টর শ্রীকালিকিঙ্কর দত্ত এম. এ. পি. আর. এস. পি. এইচ্. ডি

১৮. ৫. ৬৯

...ইহাতে আপনি বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে যে সব অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলির প্রত্যেকটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।...

ঐতিহাসিক

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৫. ১২. ৬৯

...শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বাড়িয়াছে।...

ডক্টর শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার এম. এ. পি. এইচডি. পি. আর. এস্.

ভাগবতরত্ন. ২৬. ৮. ৬৯.

...আপনার লিখিত গ্রন্থরাজি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে।...

প্রখ্যাত মনীষিবৃন্দ

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ১৪. ৫. ৬৯.

...শারীরিক অসুস্থতার জন্য বইটি পড়ে শেষ করতে পারিনি। একটু সময় পেলেই বইটি শেষ করে, আমার ক্ষুদ্র অভিমত জানাব। আপনার এই 'ভক্তির অর্ঘ্য' শুধু সাহিত্যিক বিচারে ধরা যাবে না। যে অকৃত্রিম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের উৎস তারই যথা যোগ্য মূল্যায়ন দরকার।...

(এঁর মূল্যবান অভিমত আসার পূর্ব্বেই ইনি ইহধাম ত্যাগ ক'রেছেন।)

ডক্টর শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত এম. এ. পি. এইচ্ডি. পি. আর. এস.

২৬. ৩. ৬৯.

...এই গ্রন্থের কৃপায় আমরা সাধু-সঙ্গ করিয়া এবং সৎ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের মনের মালিন্য কিছুটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটিয়াছে কিনা তিনিই জানেন, যিনি এই অভাজনকে এই পবিত্র গ্রন্থ পড়িতে বাধ্য করিয়াছেন।...

ডক্টর প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য পি. ৮২।১৬৮ জপুর রোড,
কলিকাতা—৩০ ২৭. ২. ৬৯

...**"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর"** এই অংশ পাঠ করিবার সময় বার বার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছি, বহু সময়েই হৃদয়বেগ প্রশমিত করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইয়াছে ইহা ত কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবন কথা নহে, ইহা গ্রন্থকারের ভক্তি-রসপ্লুত হৃদয়ের অন্তর-আলেখ্য। বস্তুতঃ ইহা নামে দাস গোস্বামীর জীবন কথা হইলেও ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পরিমণ্ডলের একটি জীবন্ত সু-সমঞ্জস চিত্র অপূর্ব দ্যোতনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।...

অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ সেন, ২।১০ মলরোড, কলিঃ-২৮
৯. ৩. ৬৯

...ইহা শ্রীভগবানে নিরন্তর প্রেম নিবেদক—সাধক অন্তরের দুগ্ধাতি শুভ্র অক্ষয় অমৃতস্রাব। ইহাতে বর্ণিত বৈষ্ণব বিশ্বের মহাদৈন্য দীপ্ত সম্রাটবর্গের যে দিব্য পরিচয় অফুরন্ত কথায়, কাব্যে ও সঙ্গীতে উৎকলিত, বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রীপদনখরমণিচ্যুত একটি ধূলিকণাও যদি অকস্মাৎ পথভ্রান্তরূপে উড়িয়া আসিয়া আমাদের অনুক্ষণ ষড়রিপু শাসিত জীবনের মধ্যে পতিত হইত, তাহা হইলে সতত ত্রিতাপ দহন জর্জ্জর দেহ-প্রাণ যে চিরতরে জুড়াইয়া যাইত তাহা নিঃসন্দেহ।...

পত্র পত্রিকা

অমৃত :—(২৮শে চৈত্র ১৩৭৫)

...এই গ্রন্থ একাধারে বৈষ্ণব সাধনার নির্দ্দেশক অপরদিকে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'সু-রসাল' 'সুগম্ভীর' জীবন কথা।

আয়ুর্ব্বেদ—আশ্বিন ১৩৭৬,

...অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য এবং দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বপ্রামাণ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্য এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বোধন :—কার্ত্তিক ১৩৭৬ :…আলোচ্য গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি।…

উজ্জীবন :—শ্রাবণ ১৩৭৬ :…গ্রন্থকার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিপুণতার সহিত এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন।…

প্রবর্ত্তক কার্ত্তিক ১৩৭৭

"দাস গোস্বামী"

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

বদান্য চূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। কত মহা সম্পদ দান বিতরণ করিয়াছেন, কখনও স্বয়ং কখনও লীলাসঙ্গীগণের মাধ্যমে।

গুণের সাগর গৌরগণেরা জগতে কতগুলি মহাধন দিয়াছেন—ভাগবত শাস্ত্র, ভাগবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অচিন্ত্যভেদাভেদ, নূতন-স্মৃতি, অভিনব ভজন প্রণালী।

ভাগবত শাস্ত্র কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়া মানবের অন্তর স্পর্শ করাইয়া কৃষ্ণোন্মুখী করাইতে হয় তাহা শিখাইয়াছেন শ্রীরঘুনাথভট্টগোস্বামী। ভগবৎ তত্ত্বের যে কত অনন্ত প্রকাশ ভেদ-বৈচিত্র্য তাহা শুনাইয়াছেন শ্রীল সনাতন গোস্বামী চরণ 'বৃহৎ ভাগবতামৃতে'।

রসতত্ত্ব কি অনির্বচনীয় বস্তু তাহার আস্বাদন জগজ্জীবকে দান করিয়াছেন শ্রীরূপগোস্বামীপাদ। অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ অপূর্ব দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হইলেন শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু।

নূতন যুগের নূতন বৈষ্ণব স্মৃতি দিলেন শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী। আর নিরুপম ভজনপ্রণালী "ব্রজবধূ বর্গেণ যা বর্ণিতা" তাহা জগজ্জীবকে প্রদান করিয়াছেন শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী স্বীয় জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে আচরণ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্যে, তাঁহার সেবায়, তাঁহার বিরহার্তিতে। ১২

ভজনরাজ্যে দাস গোস্বামীর তুলনা নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনটিই ভজন-ধারার প্রকট মূর্তি।

ভজনশীল জীবন পাইতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মহৎ কৃপা। 'মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাস গোস্বামীর বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা-স্পর্শ লাভ করেন।

"হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ চৈতন্য পাইবারে॥'

ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিতীয় প্রয়োজন আশ্রয়তত্ত্বের অনুগ্রহ। নিখিল রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাইতে হইলে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীরাধারাণীর করুণা চাই। শ্রীরাধা হইতে বিচ্যুত হইলেই অপরাধী। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইতে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীনিতাইচাঁদের করুণা অপরিহার্য্য।

শ্রীরঘুনাথ দুইবার শ্রীগৌর চরণে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। পানিহাটিতে নিতাইচাঁদের শ্রীচরণ পার্শ্বে আসা মাত্র তিনি বলিলেন—"আরে চোরা আজ তোরে দণ্ড দিব।" দণ্ড দিলেন দধি চিড়া মহোৎসব।

রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদকে বলিলেন—

মোর মাথে পদ ধরি কর আশীর্বাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাই করহ প্রসাদ॥

শ্রীনিতাইসুন্দর আশীর্বাদ দিলেন "অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।"

ভজনরাজ্যে তৃতীয় সম্পদ বৈরাগ্য—বিষয়ে বিরাগ, পরম বস্তুতে অনুরাগ। শ্রীনিতাইর আশীর্বাদে রঘুনাথের জন্মিল প্রবল বৈরাগ্য। বার লক্ষ টাকার জমিদারী, ষোড়শী ভার্য্যা এসকল ছাড়িয়া তীব্র বেগে ছুটিলেন কত সুদুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া। আসিয়া পৌঁছিলেন নীলাচলে।

পাইলেন প্রাণের-দেবতা, সাধ্যসার-শিরোমণি। একাধারে যুগলিত রাধাগোবিন্দ। এখন প্রয়োজন আত্মসমর্পণের। রঘুনাথ আপনাকে বিকাইয়া দিলেন রাতুল চরণে। আত্মদানেই চরম প্রাপ্তি।

প্রাপ্তির পর থাকে সেবা। একটিমাত্র কার্য্য। সর্বতোভাব, তাঁর হইয়া তাঁর সেবা। সেবা করিতে প্রয়োজন চিহ্নিত-সেবকের-আনুগত্য। শ্রীগৌরসুন্দর রঘুনাথকে গ্রহণ করিয়া দিলেন শ্রীস্বরূপের হাতে।

এই রঘুনাথে আমি সপিনু তোমারে।
'পুত্র' ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে॥

একাদিক্রমে ষোলটি বৎসর "স্বরূপের রঘু" শ্রীগৌরসুন্দরে 'অন্তরঙ্গ সেবা' করিয়াছেন একান্তমনে পূর্ণ আত্মনিবেদনে।

দাস গোস্বামীর বৈরাগের প্রকাশ ঘটিয়াছে স্তরে স্তরে। প্রথমে জগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিতেন। তারপর ছত্রে ছত্রে মাগিয়া খাইতেন। তারপর তাহাও ছাড়িয়া রাস্তায় নিক্ষিপ্ত পচা-অন্ন-মহাপ্রসাদ হইতে বাছিয়া বাছিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনধারণের আহার্য যোগাড় করিতেন। সেই পরম মহাপ্রসাদ স্বয়ং মহাপ্রভু একদিন রঘুনাথের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া এক গ্রাস খাইয়া, প্রমুখে বলিয়াছিলেন—

নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥

গৌরসুন্দর বাহিরে ত্যাগী, ভিতরে মহাভোগী। সর্বদাই প্রেমভুখা। বৈরাগ্যের চরমভূমিতে রঘুনাথের প্রেম, পূর্ণ বিকশিত। এ তো পচা মহাপ্রসাদ কাড়িয়া খাওয়া নয়—এ তো রঘুনাথের হৃদয়ের নিগূঢ় প্রেমের মহাসম্ভোগ।

পরমসাধ্য বস্তুর সঙ্গে থাকিয়া অন্তরঙ্গ সেবা লাভ হইয়াছে। ইহার পর আর কিছু বাকী থাকে কি? অন্য সাধন পথে থাকে না। মহাপ্রভুর পথে থাকে। ইহার পর থাকে 'হারা' হইয়া কান্না—বিরহের আর্ত্তি। হারাইয়া কান্নার মধ্যে আরও একটু গভীর প্রাপ্তি আছে। বিষামৃতে একত্র মিলনে মহাসুখ আছে।

গৌরহারা রঘুনাথ। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া গেলেন আত্মহত্যা করিতে। গৌরসুন্দর স্বপ্ন দেখাইলেন রূপ-সনাতনকে—"রঘুনাথকে বাঁচাও।" তাহারা দুইজনে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

'রঘু কার দেহ ত্যাগ করিবে? সমর্পিত জীবন ত্যাগের অধিকার নাই।'

ব্রজবনে রাধাকুণ্ড তটে বাস। নিরন্তর আর্ত্তনাদ, 'কোথা ভানুনন্দিনী দেখা দেও।' এই রাধা পদ ভজন, ইহাও শ্রীগৌরসুন্দরের সুখের তরে। গৌরের দেওয়া গুঞ্জামালাই রাধা, গোবর্ধন শীলাই গিরিধারী। রাধা গিরিধারী মিলিতাঙ্গ 'গৌরহরি'। প্রাণ ভরিয়া রঘুনাথের কেবল একটি প্রার্থনা—

আমার প্রভু স্বরূপের সনে
যেন জন্মে জন্মে পাই গৌর-ধনে

অবিশ্রাম ভজন। বিরহে রোদন। "শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ" 'আর কি হেরিব সেই হাসিভরা রসের বদন।' সেই সোনার গৌরাঙ্গ—"হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মোদয়তি।"

'আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজনে এই রোদনই সুখ-সদন।

মহৎ কৃপায় যে জীবনের আরম্ভ বিরহের পরম আর্ত্তিতে তাহার পরিপূর্ণতা। 'লালসা' 'পূর্বরাগ 'অভিসার' 'প্রাপ্তি' 'সম্ভোগ' 'বিরহ' 'তীব্র-বিরহে দিব্যোন্মাদ'—এই ত লীলার ধারা। এই ত ভজনের ধারা। গৌর-কৃপার এই ত বৈভব। ভজন ধারার মূর্ত্তিমান-বিগ্রহ শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীচরণ।

তাঁহার অপ্রাকৃত জীবনালেখ্য নিখুঁত ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন গুরুগত জীবন শ্রীল রামকিঙ্কর দাসজী। মধুর কথা, মধুর লেখনী, তাহাতে মাঝে মাঝে অমৃতপুর কর্পূর সংযোগ লীলারস-মগ্ন শ্রীলরামদাস বাবাজী মহারাজের মুখামৃত অর্পণ। আস্বাদনে ধন্য হইয়াছি। সকলে ধন্য হউক। জয় জগদ্বন্ধু সুন্দর। জয় গৌরসুন্দর।

বাসুদেব : মাঘ ১৩৭৬

***ইহা ঐতিহাসিক গবেষণা প্রসূত মহামূল্য গবেষণা গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। একাধারে একজনের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এতগুলি বৈষ্ণবোত্তম সাধকের ত্যাগবৈরাগ্যপূত ভজনময় জীবনকথা অন্য কোন কাব্য বা জীবনী গ্রন্থে খুব কমই পাওয়া যায়।

* *গ্রন্থের শেষে শ্রীলরামদাস বাবাজী মহারাজের সাধন বিষয়ক অমূল্য উপদেশগুলি প্রদত্ত হওয়ায় ইহার দ্বারা ভজনশীল সাধকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।* * *

(ডঃ শ্রীঅমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. বি. টি. ডি. ফিল্. বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।)

মহাদেব : আষাঢ়—১৩৭৬

* * *আজন্ম সাধক গৌরাঙ্গপ্রিয় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতিটি বিভূতি এত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে তার মহিমা কীর্তনে বৈষ্ণব সাহিত্য সর্ব্বদাই মুখর হয়ে ওঠে এবং তাঁর জীবন-কুসুমের সৌরভে সেগুলি সুরভিত হয়। সম্প্রতি এই মহাজীবনের কীর্তি-গাঁথা নূতন ভাবে নূর্তন সুরে রচনা ক'রেছেন বৈষ্ণবচরণরেণু শ্রীরামকিঙ্কর দাস মহাশয়।* *

…রামকিঙ্কর দাস মহাশয়ের আনুকূল্যে ও প্রচেষ্টায় দাস গোস্বামীর জীবনের দ্যুতিময় একটি পূর্ণ অবয়ব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছি।…পরস্পরের সঙ্গে রঘুনাথের ভাব বিনিময়ের কথা বর্ণনা করার ফলে রঘুনাথকে কেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে নীলাচল ধামের সঙ্গে ব্রজভূমির সাধনগত মর্ম ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। ...গ্রন্থখানি কেবল মাত্র একখানি ত্রুটিমুক্ত জীবনী গ্রন্থই হয় নাই; এটি একাধারে 'জীবনী গ্রন্থ', 'আদর্শ বৈষ্ণব জীবনের নূতনতম ভাষ্যগ্রন্থ', এবং 'বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ'।...

যুগান্তর :—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

...মহাজনগণের বর্ণিত পদছন্দ অনুসরণ ক'রে মহাত্মা রামদাসের ভাবভূমি আশ্রয় ক'রে রঘুনাথের অ-লোক সম্ভব চরিত্রের পরিচয় উদ্ঘাটন ক'রেছেন রামকিঙ্কর দাসজী। সর্ব্বত্র ঐতিহাসিক পটুভূমিকাকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। 'সনাতন', 'রায় রমানন্দ', 'গদাধর পণ্ডিত', 'বল্লভ ভট্ট', 'জগদানন্দ', 'রঘুনাথ ভট্ট', 'বাণীনাথ' প্রভৃতির সঙ্গে রঘুনাথের মনোগ্রন্থির পরিচয় তিনি যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি 'রঘুনাথকে' কেন্দ্র ক'রে ব্রজভূমির সাধনগত ও বস্তুগত উন্নয়নের মর্ম্ম ব্যাখ্যাও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি রঘুনাথ চরিত্র ধরে বৈষ্ণব দর্শনের সার তথা বৈষ্ণব শাস্ত্রের রসসুন্দর তথা মর্মসুন্দর সুগভীর চেতনাকে বাণী-রূপ দিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামীর চিন্তা এই ভাষ্যে অপূর্ব সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে।...

শ্রীসুদর্শন : ফাল্গুন, ১৩৭৫।

...গ্রন্থের আসল বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের তত্ত্ব প্রকাশক আঁখরমালার মাধ্যমে দাস গোস্বামীর জীবন এবং জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্য প্রস্ফুটিত করা। বক্তব্য প্রকাশের এই নূতন ভঙ্গিমা যেমন অভিনব তেমনি প্রাণারাম। ধর্ম ভিত্তিক তথ্যের এইরূপ পরিবেশন গ্রন্থটিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। পাণ্ডিত্যে ভরা গ্রন্থটি আসলে পণ্ডিত্যের ফল নহে—ইহা মরমীয়া সাধকের মরমছেড়া বাণী।...

সংসদ :—বৈশাখ ১৩৭৭

...ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবীয় দীনতার প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর-দাস মহাশয় লোক সংগ্রহ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া **'দাস গোস্বামী'** নামক এক অপূর্ব বিরাট গ্রন্থ পাঠকবর্গের শিক্ষা এবং আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের মানুষ বহুক্ষেত্রেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরকালের অস্তিত্বে ক্রমশই সন্দিহান হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ, যে সকল গ্রন্থকার অশেষ শ্রম, যত্ন, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে রচনা করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের সম্বন্ধে নির্বাধে বলা চলে যে তাঁহারা সত্যই স্থিতপ্রজ্ঞ। অর্থাৎ তাহারা নিশ্চিতরূপে জানেন যে, মনুষ্যজীবনে উপস্থিত এই নাস্তিকতা ও ঐহিক সুখসর্বস্বতা এক প্রকার ব্যাধিমাত্র। মূলতঃ আত্মচৈতন্যে আশ্রিত মানুষের জীবনে এই ব্যাধি কখনও চিরস্থায়ী হইতেই পারে না। একদিন কোন না কোন শুভমুহূর্ত্তে তাহার জীবনে আরোপিত এই অকল্যাণকর স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া যাইবেই এবং মানুষ আবার তাহার নির্মল স্বরূপচৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান মানবস্বভাবে উদ্ভুত এই নাস্তিকতার ব্যাধি দর্শনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া তাঁহারা মানুষের চিরন্তন কল্যাণ-সাধনার্থ এইরূপ ধর্ম এবং ভক্তিভাবর্ধক রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন না।.....সুমধুর ভাবরস-সম্পৃক্ত এই উপাদেয় ধর্ম গ্রন্থখানি পাঠকবর্গ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া পাঠ করুণ।...

হিমাদ্রি :—১০ই বৈশাখ ১৩৭৭।

[১]

...গ্রন্থকার রামকিঙ্কর দাস ভক্তবৈষ্ণব এবং শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের স্নেহধন্য সাধক। তাই তাঁহার রচিত এই গ্রন্থে একদিকে যেমন রহিয়াছে শ্রমনিষ্ঠা ও তথ্য-আহরণের-দক্ষতা অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে প্রেমভক্তি রসের ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা। ভক্তশ্রেষ্ঠ রঘুনাথের ত্যাগ বৈরাগ্যময় ও কৃষ্ণ অনুরাগে রঞ্জিত অনুপম ভাব মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিতে লেখক সফলকাম হইয়াছেন।...

[২]

১৫ই আশ্বিন ১৩৭৭। তত্ত্ব ও তথ্যের যে মূল্যবান সঙ্কলন রহিয়াছে এই সাড়ে ছয়শত পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে,—তাহা গ্রন্থকারের 'বৈদগ্ধ্য' 'নিষ্ঠা' ও 'শ্রমের' পরিচয় বহন করে। শ্রদ্ধেয় রামদাস বাবাজীর সূচক কীর্ত্তন ও আখরগুলি রঘুনাথ দাসের প্রেমভক্তি সাধনার মর্ম্ম উদ্ঘাটনে সাহায্য করিয়াছে, কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের আকর্ষণ অরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।...

হাপ রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই "ওরিয়েন্ট" ডবলডিমাই কাগজে ছাপাই, বিলাতী আর্টপেপারে মুদ্রিত 'একরঙ্গা' ও 'বহু রঙ্গা' এগারটি ঐতিহাসিক চিত্র সহ মোট ৭০৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ।

প্রথম প্রকাশ গৌরহরির অভিন্ন-তনু নিতাই চাঁদের আবির্ভাব তিথিতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রাপ্তিস্থান :—মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী) রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত ও প্রকাশিত—

(১) ঠাকুর হরিদাস

('মহামন্ত্র নাম' সাধন ফলে, প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ বলে—এই সুগোপ্য তথ্যের প্রকাশক নামময় জীবন 'যবন হরিদাসের' অলৌকিক জীবনী) ৫·০০

(২) দাস গোস্বামী

('শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী' 'গৌর-বিরহী' শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুপম জীবন আলেখ্য) ১২·৫০

(৩) শ্রীরামদাস প্রতিভা

('পথহারা', 'দিশেহারা', 'অশান্ত' বিশ্ব-বাসীকে "অভয়-সুখ" লাভের সন্ধান দাতা, বিংশ-শতাব্দীর নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের নব-উদগাতা শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' সহ—তাঁর 'বহুমুখী প্রতিভা' ও 'দানের' এক অপূর্ব সম্পুট।) ৫·০০

(৪) সংকীর্ত্তন-রণবীর

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়-খণ্ড)

অলোক প্রতিভাধর শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়,—

কি ছেড়ে এলেন ? কি পেলেন ? ও কি দিয়ে গেলেন ? খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে। ১·০০

(৫) অনুপম গৌরনাম

'রাই-কানুর' আশ-মিটান-স্বরূপ শচীসুত-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সু-রসাল লীলাবলীর 'উদ্দীপক' নাম-মালা— ·৩০

এই গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান :—

পর পৃষ্ঠায় দেখুন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

অন্যান্য প্রাপ্তি স্থান :—

['ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' এই নামদাতা **শ্রীরাধারমণ চরণ দাস** বাবাজী মহাশয়ের আবস্থানিক 'আত্ম-গোপনের পবিত্র স্থল—] **"সমাজবাটি"** পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

['নদে' 'নীলাচল' ও 'ব্রজ' ভূমি। এই তিন-ভূমির 'সমন্বয়-দ্রষ্টা' **শ্রীরামদাস বাবাজী** মহাশয়ের আবস্থানিক 'আত্মগোপনের' পবিত্র স্থল—]

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম কলিকাতা—৩৫

['মহামন্ত্র-নাম' সাধন ফলে, প্রাণ মায় 'গৌরাঙ্গ বলে,'—এই সুগোপ্য তথ্যের আচার ও প্রচারকারী **'ঠাকুর হরিদাসের'** সমাধি পীঠ—]

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ সর্গদ্বার, পোঃ পুরী

['গৌর-অভিন্ন-তনু-নিত্যানন্দ' ও 'ঠাকুর-হরিদাসের' কৃপাস্নাত শ্রীল-**রঘুনাথ দাস গোস্বামীর** বসতিস্থলী, শ্রীকুণ্ড তটে,—]

রামকিঙ্কর দাস, (তারাস মন্দির, শ্রীকুণ্ড)
পোঃ—রাধাকুণ্ড (মথুরা

'সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী অখণ্ড-নাম-যজ্ঞ-পীঠ **মাধাই-তলা আশ্রম,**
পোঃ—কাটোয়া (বর্দ্ধমান)

'অখণ্ড-নাম-যজ্ঞ-পীঠ' **বায়া বাবার আশ্রম,**
পোঃ—কেন্দরাপাড়া (কটক)

নোট :—কোনও 'আদেশ' 'উপদেশ' বা 'অভিযোগ' থাকলে,—
রামকিঙ্কর দাস, (তারাস্ মন্দির, শ্রীকুণ্ড) পোঃ—**রাধাকুণ্ড** (মথুরা) ঠিকানায় পত্র দিতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi